ORACLE

Containing
True and valuable processes, of—

EGOISM

Vellantism, Atheism, Super-Naturalism, Apparition, Miracles,

SPIRITISM

Hypnotism, Theosophy, Phantasm, Spiritism, Spiritualism, Illusion, Exorcism,

MAGNETISM

Mesmerism, Magnetism, Animal-Magnetism, Passes, Wand, Tractism, Discs, Auto-Magnetism, Sta a-Volism, Combined-magnetism, Somnambolism, Thought-Reading, Ecstacy, Phreno-magnetism, Curative-magnetism, Fascinatism, Psycho-metrism, Biologism, Natural-Super Naturatism, Comatism.

UTILITY

Planchette, Entrancism.

&c. &c. &c.

কতদিন !

কতদিন চ'লে গেছ অতীত-আঁধার মাঝে—

ফিরে ত এলে না !

ভবিষ্যের যবণিকা, সারাদিন চেয়ে দেখি,

দেখা ত মিলে না !

চোক্ ভরা জল, আর বুক্ ভরা আশা নিয়ে,

রব কত দিন !

কালের বাতাসে বুঝি খ'সে পড়ে আশালতা,

ক্রমেই যে ক্ষীণ !

অভাগা অগ্রজ তব শূন্য ঘরে এসে, ডাকে যত

মাধব ! মাধব !

প্রতিধ্বনি শূন্য হাসি হাসে, হাঁকে—

মাধব মাধব !

শূন্য আশা, ভাঙা প্রাণ মন, বুক্ পোরা

স্বদুই যন্ত্রণা !

স্বর্গ হতে আশীস বর্ষণে, কর তাতঃ

বিপদে শান্ত্বনা !

পাঠকের দর্পণ

এমন অনেক শব্দ ইংরেজি কেতাবে পাওয়া যায়, যাহার প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় নাই; আবার এমন অনেক ইংরেজি শব্দও আছে, যাহার বাঙ্গালা শব্দ থাকিলেও প্রচলিত নাই, অথচ সেই ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে বারম্বার ব্যবহার করাও পীড়াদায়ক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই জন্য ঐ সকল ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়াদির সাহায্যে নূতন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছে। নূতন গঠিত শব্দ যদি সর্ব্বত্র অর্থ প্রকাশক না হয়, এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা যদি কোন্ ইংরেজি শব্দের কি বাঙ্গালা শব্দ করিয়াছি তাহা জানিতে চাহেন, এবং আমার গঠিত শব্দ যদি সর্ব্বত্র অর্থ প্রকাশ করিতে নাইই পারে, সেই জন্য সে গুলির নিম্নে একটা তালিকা করিয়া দেওয়া গেল।

নূতন শব্দ গঠনে সাহিত্যজগতে একটা খ্যাতি আছে। আমি সে খ্যাতির প্রত্যাশী নহি, কিন্তু অন্য কর্ত্তৃক গঠিত শব্দের সহিত আমার গঠিত শব্দ যদি মিশাইয়া গিয়া, তাঁহাদের সে খ্যাতির বিলোপ করে, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে; সুতরাং আমার গঠিত শব্দের পার্শ্বে তারকা চিহ্ন দিয়া দিলাম।

শাস্ত্র বিদ্যা—

ইংরাজি নাম	বাঙ্গালা নাম
EGOISM	আত্মতত্ত্ব *
Phrenology	স্তত্ত্ববিবেক
Apparitions	যাদুবিদ্যা *
SPIRITISM	জীবাত্মাতত্ত্ব *

Hypnotism	স্বপ্নতত্ত্ব *
Theosophy	তত্ত্ববিদ্যা
Occulte science, will power	ইচ্ছাশক্তি
Phantasy	তন্দ্রাতত্ত্ব *
Spiritism	প্রেততত্ত্ব *
Spiritualism	প্রেততত্ত্বাভাস *
Alphabetical Typology	ভৌতিক শব্দস্থান *
Pneumatagraphy	ভৌতিক লিখন *
Pneumataphony	শব্দসাধন *
Psychography	হস্তলিপি *
Illusion	ছায়াপুরুষ সাধন
Exorcism	ভূতবিতাড়ন *
Magnetism	শক্তিতত্ত্ব *
Mesmerism	মৈস্মরতত্ত্ব
Animal-magetism	জৈবতাড়িত *
Tractorism	ঘর্ষণ *
Auto-magnetism	মোহনিদ্রাতত্ত্ব *
Statuvolism	সুষুপ্তিতত্ত্ব *
Combined-magnetism	যৌগিক শক্তিতত্ত্ব *
Somnambulism	আবেশতত্ত্ব *
Thought-Reading	লোকচিত্তজ্ঞান *
Ecstasy	মোহতত্ত্ব *
Phreno-magnetism	প্রবৃত্তিতত্ত্ব *
Curative-magnetism	নিরাময় তাড়িতিক-শক্তি *
Eascinatism	মোহন *
Psycometrism	উপাঙ্গতত্ত্ব *
Biologism	জীবত্বসংবেশতত্ত্ব *

Natural-Supernaturalism	প্রাকৃতিক অতি-প্রাকৃতিত্ব
Comatism	মনোনয়নতত্ত্ব *
Utility	সুখতত্ত্ব *
Entrancing	বশীভূতকরণ। *

—

প্রকরণ প্রণালী—

Longitudinal pass	লাম্বিত তাড়িত ন্যাস *
Transverse pass	অতিপ্রসর্পিত তাড়িত-ন্যাস *
Reverse pass and De-magnetising pass	বিপরীতমুখী বা তাড়িত সংহারিণী ন্যাস *
Local or Topical pass	স্থানগত তাড়িত ন্যাস *
Friction	ঘর্ষণ *
Drawing pass	তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস *
Repelling pass	তাড়িত বিপ্রকর্ষণ ন্যাস *
Direct pass	অপরোক্ষ তাড়িত ন্যাস *
Head pass	মুখ্য তাড়িত ন্যাস *
Communicatry pass	সংক্রমণ ন্যাস *
Lifting pass	উৎক্ষিপ্ত তাড়িত ন্যাস *
Curative pass	নিরুজক তাড়িত ন্যাস *
Digital menipulation	অঙ্গুল্য মুদ্রা *
Pugnal menipulation	উৎকির মুদ্রা *
Long pass	দীর্ঘ ন্যাস *
Transverse-Reverse pass	অতি প্রসর্পিত বিপরীতমুখী ন্যাস *
Healing pass	নিরাময় তাড়িত ন্যাস *

Duble pugnal menipulation	সংন্যাস *
Insufflations	প্রাণায়াম ।*

বিষয় বিবরণ ব্যবস্থা :—

Animal spirit	জীবাত্মশক্তি *
Medium	মোহিষ্ণু
Enchanter	মোহনকারী *
Physical body	ভূতশরীর বা ভৌতিক-দেহ *
Theosophist	আত্মতত্ত্ববিদ *
Incantation	প্রয়োগশক্তি *
Trance state	আবিষ্ট অবস্থা *
Clairvoyant state	মোহিষ্ণু অবস্থা *
Inspirational speaker	ন্যাস বক্তা *
Pass	মুদ্রা বা ন্যাস *
Obsession	ভূতাবেশ *
Wand	দণ্ড *
Disc	লক্ষ্যগোলক *

EGOISM,

আত্মতত্ত্ব

(প্রথম খণ্ড)

আত্মতত্ত্ব

জীবাত্মাতত্ত্ব

শক্তি-তত্ত্ব

সুখতত্ত্ব

দৈববাণী

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তু মর্হতি। ১৭
জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" ২৮

আত্মকথা

কালের সঙ্কেত-শিঙা বাজিয়াছে, আয়ু-দীপ নির্ব্বাণ প্রায়, আজন্ম-কর্ম্মজীবি-মানব সম্বল হারাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে! যেখানে যাইতে হইবে, এ প্রবাসবাস ফুরাইলে যথায় আত্মপ্রসাদ পাইবে, এই পরের রাজ-আশ্রয় ছাড়িয়া যথায় আপনার বাসকুঞ্জ মিলিবে, সে দেশ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, ধারণাতীত! তবে মানব তুমি করিলে কি? কোনও অজ্ঞাত স্থানে যাইতে হইলে অগ্রে তাহার বিবরণাদি জানিয়া লইতে হয়। তুমি যে এই মহাযাত্রার যাত্রী, তুমি যে দেশে গমনের জন্য পথে বসিয়া আছ, সে পথের কোনও খোজ খবর লইয়াছ কি? তুমি বলিবে, 'যাহারা যে পথে পূর্ব্বে ভ্রমণ করিয়াছে, তাহারাই সেই পথের পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু এ পথের পথিক ত কেহ ফিরিয়া আইসে না, তবে কে এ পথের পরিচয় দিবে?'

আচ্ছা, বল দেখি মানব! অনুষ্ঠিত কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া চিত্ত যখন হতাশ হইতে থাকে, তখন কি সফলকামব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার-সুদূর স্মৃতি তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে না? উন্নতি চূড়ার আরোহী তুমি, উন্নতির চূড়ারোহিগণের জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি তুমি কি সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতে পাও না? মাতার স্নেহ অঞ্চল সর্ব্বদাই অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমার কল্যাণের পথে সঞ্চালিত হইতেছে, তাই না তুমি এই সংসারবনে নিঃশঙ্কে ভ্রমণ করিতে পার। শত অকৃতকার্য্যতার মধ্যেও পিতৃপিতামহের প্রশান্তমূর্ত্তির প্রতিভাস হয় বলিয়াই না তুমি বাঁচিয়া আছ; নতুবা এতদিন কত শত ভ্রান্তি তোমাকে আঁধারে ডুবাইয়া দিত। তাই বলি, আত্মানুসন্ধান কর; কে তুমি, কোন্ অজ্ঞাত দেশের অধিবাসী তুমি, কদিনের জন্যই বা এই সংসার-পান্থশালায় নূতনত্ব প্রকটন করিতে আসিয়াছ, কোথায়ই বা তোমার সেই বিশ্রাম-কুঞ্জ, যে বিশ্রামে বিরাম নাই, যে বিরাম যুগযুগান্তেও আর ফুরায় না!

আজ তুমি যে কার্য্য অবহেলায় সম্পাদন করিতেছ, কালে উহা অতি উৎকট শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল, অথবা আজি তুমি যে ধারণা কল্পনামাত্র বলিয়া হাসিয়া উড়াইতেছ, কালে তাহা দিবালোকের ন্যায় নিত্যবিশ্বাসের বিষয় হইবে! অধ্যাত্ম বা পর-জগতের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের কথাই বলি। এই যে গ্যাসলাইট-শোভাময়ী-নগরী, ইহাও পূর্ব্বে ঘোর অরণ্যানিতে ডুবিয়া ছিল। তখন কেহ কি মনে করিয়াছিল, সেই গভীরবনে এমন গ্যাসের আলো জ্বলিবে? তিন মাসের বার্ত্তা তিন ঘণ্টায় যায়, বার্ত্তাবহযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহা কি একটা হাসির হেঁয়ালী ছিল না? এমন স্থূল জড়বিজ্ঞানের যখন এমন অলৌকিকী উন্নতি, তখন যাহা নিত্যই অলৌকিক, তাহা যে অত্য-লৌকিক উন্নতিতে উঠিতে পারিবে না, তাহার অন্য কি বাধা আছে? হইয়াছিলও তাহাই। জ্ঞানকাণ্ডসম্বল-আর্য্যঋষিগণ

জ্ঞানকাণ্ডকেও সেই অত্যলৌকিক উন্নতির চূড়ায় তুলিয়াছিলেন, কিন্তু হা ভাগ্যদেব! সে সকল আজি বিস্মৃতির অতীত উদরে বিশ্রাম পাইয়াছে! আর্য্যসন্তান তাই আজি জ্ঞানকাণ্ডে এতই ভ্রান্তবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। যে অলৌকিকী শক্তির ক্রিয়ায় জড়ে চৈতন্যের অধ্যাস, যে লোকাতীত চৈতন্য বশাৎ বেদের সূক্ত নিচয় দ্রষ্টাসকাশে প্রকটিত, তাহা ত দূরের কথা; যে সামান্য অতিচৈতন্যের অধ্যাসে ইহজগতে লোক ত্রিকালের তাবৎ নেত্রপথবর্ত্তী ও দৃষ্টি-সীমাগত করিতে পারে এবং করিয়া থাকে; তাহাতেও আমরা প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস রাখিতে পারি না। যে সমষ্টিচৈতন্যের ছিন্ন ও মলিন ছায়ামাত্র অবলম্বনে আমরা আজিও অতি বিস্ময়কর অদ্ভুত ক্রিয়া সকল সাধন করিতে দেখি, সেই সমষ্টি চৈতন্যের লোকাতীত ও ধারণাতীত শক্তির বিশালতা আমরা নিতান্ত উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দিয়া থাকি। বড়ই পরিতাপের কথা!

কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নহে। যোগবল, আত্মবল, দৈববল, ইচ্ছা-শক্তি, এ সকল বলশক্তির মহান ও অলৌকিক ক্রিয়া-শীলতা কোন্ দেশের লোকেই বা প্রত্যক্ষ না করিয়াছে? ফল যেমন মহান, ক্রিয়াও তদ্রূপ সাধনা সাপেক্ষ। অকর্ম্মার বাদসাহ আর্য্যসন্তানগণের এতই শোচনীয় কর্ম্মখুন্নতা ঘটিয়াছে যে, তাহারা আজি বিনা সাধনায় সিদ্ধ হইতে চায়! বালক যেমন মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া আকাশের চাঁদ করতলে লইতে চায়, আধুনিক সাধনাহীন অনধিকারীর দল বিনাশ্রমে বিনা সংযমে যোগবলে বলী হইতে চায়, না পাইলে যোগফল ও যোগশক্তির প্রতি গালি-বর্ষণ করিতে থাকে। যে মহাশক্তির অলৌকিকী অধ্যাস হেতু আর্য্যঋষিগণ বেদসূক্ত সকল দর্শন করিয়াছিলেন, যে আর্য্যশক্তি-ধরের রক্ষার জন্য দেবশক্তি নিয়তই নিয়োজিত থাকিত, আমরা সেই দৈবমূল দেবতার অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী! বল দেখি, একি সামান্য ভ্রান্তি? ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, ইহজগতে তোমার

আত্মশক্তি কত সামান্য ; বিশ্বের তুলনায় তোমার বুদ্ধি কত নগণ্য সামান্য ? তুমি সেই সম্বলে বিশ্ববিধাতাকে অবিশ্বাস করিতে চাও ? বলিতে পার কি, এ জগতে তোমার শক্তি কত সামান্য, যাহার জন্য তোমার এই গর্ব্ব ? তুমি আসিয়াছ অনিচ্ছায়, কার্য্য কর অনিচ্ছায়, আবার চলিয়া যাও অনিচ্ছায়। তোমার জীবনমরণ পর্য্যন্ত যখন তোমার ইচ্ছাধীন নয়, তোমার শুভাশুভের যখন তুমি কেহই নহ, তখন তুমি আত্মপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একবার বল দেখি, এ জগতে তোমা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে বৃহত্তম কোনও অলৌকিকী শক্তি আছে কি না ?—আর সেই মহান শক্তির অসাধ্য কোনও কার্য্য আছে কি না ? মূঢ়তা ত্যাগ কর, প্রবুদ্ধ হও, আপনার দিকে দৃষ্টি করিয়া এই অসীম ক্রিয়া-জগতের দিকে তুলনার চক্ষে দৃষ্টিপাত কর, আত্মখুন্নতা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। তুমি যে কর্ম্মজীবন লাভ করিয়া এই সংসারে আসিয়াছ ; তোমার বুদ্ধিজ্ঞান, তোমার চেষ্টা যত্ন, তোমার বাসনা পরিশ্রম, অথচ ক্রিয়াফলের তুমি দ্রষ্টা মাত্র, ভোক্তা নহ। সে ক্রিয়ার কৃতকার্য্যতায় তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই ! তুমি শতযত্নচেষ্টায় কার্য্যারম্ভ করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইলে, আবার অতি সামান্য যত্নে অন্য কার্য্যে আশাতীত ফল লাভ করিলে ; বল দেখি, কোন্ অলৌকিকী শক্তির মাহাত্ম্যে তোমার এই সফল নিষ্ফলতা ? তাই বলি, এ জগতে এমন এক অলৌকিকী শক্তি আছে, যাহার তত্ত্বাভাবে জগতের তাবৎ অসম্ভবই সম্ভব হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি বস্তুগত্যা একই, কেবল পরিমাণ প্রকৃতির তারতম্যে ব্যষ্টির সম্মীলনে সমষ্টি। সমষ্টিতে যাহা হয়, ব্যষ্টিতেও সেই অনুপাত অনুসারে তাহা অবিকল্পে সমাধা হইতে পারে। সেই জন্যই যোগবল, ইচ্ছাশক্তি, দৈববলাদি, ব্যষ্টিচৈতন্যময় মানব তাহার পরিমাণ প্রকৃতির অনুরূপতায় আয়ত্ত করিতে

পারে। তাই বলি যাহা তোমাদেরই শক্তির অন্তর্গত, যাহা তোমাদেরই সাধনার ফল রূপে নিরূপিত, তাহাতে সন্দেহ বা বিদ্রূপ না করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি ? তুমি এ জগতে কেবল পশুর ন্যায় আহারবিহার মাত্র করিতে আইস নাই, কেন না তাহা হইলে জগতে মানুষের আবির্ভাবের আবশ্যকতা ছিল না। কেবল আহার বিহার পশুরাই অনায়াসে নিষ্পন্ন করিতে পারিত। তোমার অন্তর্ণিহিত যে মহাশক্তি, যাহা পশুদের নাই, তাহাকে উজ্জীবিত কর; দেখিবে, জগৎ সংসার তোমার পরিচর্য্যার জন্য কি অমৃতই ভাণ্ডার পুরিয়া রাখিয়াছে।

সে অমৃত তোমাদেরই। তোমরাই সে অমৃতের যথার্থ অধিকারী। অহঙ্কারগর্ব্বাদি ভ্রান্ত মায়া-পাশ ছিন্ন কর, অনর্থক খেয়াল-হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইও না, আপনার শক্তি আপনি পরীক্ষা কর; দেখ, তুমি এ জগতে কেবল আহার বিহার করিতে আইস নাই; উহার অতীতে কত মহানাদপি মহান কার্য্য তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছে।'

হায়! কালের বাতাসে সবই উড়িয়া যায়! কাহাকেই বা বলিতেছি! তুমি আমি, তিনি উনি, সকলই স্রোতের মুখে তৃণ! জোয়ারের জোরে ভাসিয়া চলিয়াছি। সকলেই আত্মহারা আত্ম-বিস্মৃত! কিন্তু এ মোহনিদ্রা কি ভাঙ্গিবে না! শত শত নিদ্রাহীনচক্ষু আমাদের নিদ্রাভঙ্গ কালের অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়া আছে যে! শত শত আশা আমাদেরই অনবধানতায় অঙ্কুরিত হইয়া শুষ্ক হইতেছে; আর কতদিন এমন ভাবে যাইবে? আমাদের ইহকালও আঁধার, পরকাল ততোধিক আঁধার! এ আঁধারে আর হয়ত আলো জ্বলিবে না!

পরমাত্মা! তুমি সমষ্টি, আমরা জীবাত্মার আশ্রবে ব্যষ্টি! তুমি আর আমি, সমষ্টি আর ব্যষ্টি; তবে এ কর্ম্মশূন্যতা—এ জ্ঞান-শূন্যতা—এ সর্ব্বশূন্যতা কেন? আর কত অকৃতকার্য্যতা তোমার চরণে সমর্পণ করিব? আমার যাহা কিছু, সকলই অকৃতকার্য্যতার

আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে! তুমি জান, সে কেমন আঁধার; তবে আর কাগজে কলমে কি জানাইব? তুমি যেমন অকর্ম্মা দলের স্রষ্টা, তদ্রূপ রাশি রাশি অকৃতকার্য্যতা ও অকর্ম্মাগিরির গ্রে গজভুক্ত কপিত্থ ফল, তাহাই গ্রহণ কর! কর্ম্ম পথে যাহারা এমন পক্ষাঘাতগ্রস্থ এবং জ্ঞানপথে যাহারা এমন অন্ধ, তাহাদের নিকট তুমি ইহার অধিক আর কি প্রত্যাশা করিতে পার?

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতা কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।

বিশ্বাস করিতে কতই না তৎপর! অতএব দেখ, চৈতন্যেই জ্ঞানজগতের প্রতিষ্ঠা।

অনুভূতির দুই পথ।—এক চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় পথাগত জ্ঞানশক্তির বিষয়ীভূত জীবাত্ম-অনুভূতি; অপর অতীন্দ্রিয় পথাগত অতিমানুষীশক্তির বিষয়ীভূত পারমাত্ম-অনুভূতি। এই উভয় অনুভূতিই চৈতন্যের কার্য্য। একটু বিশদ করিয়া বলা যাউক। পরমাত্মা সমষ্টি-চৈতন্য, জীবাত্মা সেই সমষ্টি-চৈতন্যের অংশ, সুতরাং ব্যষ্টিচৈতন্য। ব্যষ্টিচৈতন্যযুক্ত জীবাত্মার যে কার্য্যানুভূতি, তাহা বাহ্য-ইন্দ্রিয় পথে বিষয়-জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হয়; আর জীবাত্মার সেই উন্নতি, যথায় উৎকর্ষ লাভ হেতু ব্যষ্টিতে সমষ্টির আবেশরূপ জীবাত্মায় পরমাত্মার অধ্যাস ঘটে, এবং তৎফলস্বরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা যে অনুভূতি এবং ক্রিয়া, তাহা অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য অতিমানুষীজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হয়। ব্যষ্টিচৈতন্যের (জীবাত্মার) কার্য্য বাহ্য জগৎ এবং অনুভূতি বাহ্যজগৎ লইয়া, আর সমষ্টি-চৈতন্যের অধ্যাস প্রাপ্ত যে মুক্ত-জীবাত্মা, তাহার কার্য্য অন্তর্জগৎ এবং অনুভূতি অধ্যাত্ম-জগৎ লইয়া। ব্যষ্টিচৈতন্যরূপী জীবাত্মার কার্য্য ইহলৌকিক, এবং সমষ্টিচৈতন্যের আবেশ আরোপাদি হেতু যে পারমাত্মিক ক্রিয়া, তাহা পারলৌকিক।

যে ধারণাতীত অসামান্য শক্তি বলে জড় হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত চৈতন্যশক্তির আবির্ভাব, আমরা সেই শক্তিকে অলৌকিক শক্তি নামে নামিত করি। লোকাতীত চৈতন্যের শুভ সংবেশ না ঘটিলে এই অলৌকিকী শক্তির বিকাশ ঘটে না বলিয়া, লোক-চৈতন্য বা লৌকিকীশক্তি তাহার কোনও অনুসন্ধান রাখে না; অথবা অনুসন্ধান রাখিবার শক্তিও হয় ত নাই। যাহা সম্পূর্ণ অতিমানুষীজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয়ের বিষয়, মানব যতক্ষণ তত্তৎশক্তি লাভে পারগ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা তাহাদিগের অনুভবে অবস্তু। জীবাত্মা যতক্ষণ পর্য্যন্ত

পারমাত্মিক ধারণায় না পৌছে, অর্থাৎ জীব যতক্ষণ স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীর লাভে সমর্থ এবং অধ্যাত্ম-ইন্দ্রিয় সকলের সম্পূর্ণ স্ফূরণ ও পরিণতি করিতে না পারে, ততক্ষণ অলৌকিক কোনও তত্ত্বাভাস অনুভব বা ধারণা করিবার শক্তি কোন মতেই আইসে না। এইজন্যই স্থূলেন্দ্রিয়ের অতীত ভাবে যে সকল ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে আমরা অলৌকিক ক্রিয়া নামে নামিত করি এবং উদ্দেশে নমস্কার করিয়া পিছাইয়া দঁড়াই! কিন্তু সাধনা থাকিলে ঐ সকল গূঢ়তম ক্রিয়া, যাহা এখন লোকাতীত বলিয়া মনে হইতেছে, উহা যে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, অতীতের স্মৃতি ও ইতিহাস এবং বর্ত্তমানের সাধকসম্প্রদায় তাহার রাশি রাশি উদাহরণ লইয়া উত্তর দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। লোকাতীতকে জ্ঞান সীমায় আনিতে পারে, এমন লোক আজিও যে অনুসন্ধানে না পাওয়া যায়, এমন নহে।

এখন দেখা গেল, জীবাত্মা চৈতন্যের প্রতিরূপ। চৈতন্যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান, চৈতন্যে জীবাত্মার পরিণতি। পূর্ব্বেও একবার বলিয়া থাকিব যে, জীবাত্মা বা চৈতন্যপ্রকৃতির সর্ব্বঃপ্রধান শক্তি—অনুভূতি। মূলচৈতন্যে অনুভবকতা শক্তির অস্তিত্ব নিবন্ধন জীবাত্মায় বিবিধ প্রবৃত্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। সে সকল প্রবৃত্তির জনক ইচ্ছা, চিন্তা ও ক্রিয়া। ইচ্ছাশক্তি, (Will power) চিন্তাশক্তি (Mesme.ism) ও যোগ শক্তি (Occutttpower or Psychie force) ইহাদিগের পরিণতি সাত্ত্বিকী পরিচালনায় জন্মিয়া থাকে। আজি না হয় হাসিয়া উড়াইতেছ বা বিশালতা দেখিয়া সভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছ, কিন্তু জানিয়া রাখ, ইহাদিগেরই কৃপাবলে ঐ সকল লোকাতীত ব্যাপার তোমার করতলে আসিতে পারে। ভাবিয়া দেখ, তোমার পক্ষে সে দিন কি শুভদিন!

আমি কে ?

আত্মানুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি কে ? আমি জীবাত্মা ! স্থূল দেহ, বাল্যশৈশবাদি অবস্থা লইয়া কালের উপর দিয়া চলিয়াছি, এই সংসার-কর্ম্মকুটীরের মজুরী করিতে। কাল ফুরাইলে, মজুরী শেষ হইলে, চলিয়া যাইব ; কোথায় ? কালের সেই সীমান্ত প্রদেশে, নাম যার পরজগৎ বা পরলোক। এ সকল কথা পরে বলিব, আগের কথা আগে বলিয়া লই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ত, অংশচৈতন্য জীবাত্মরূপ, মূল সমষ্টি চৈতন্য পরমাত্মরূপ। এই জীবাত্মার আধার যে স্থূলশরীর, ইহার ধ্বংসে জীবাত্মা কোথায় যায়, এই মীমাংসায় বিবিধ দর্শনাদির উৎপত্তি। ঐ সকল মীমাংসার তর্কজাল এতই প্রসরতা লাভ করিয়াছে যে, উহা পরলোক পর্য্যন্ত গিয়াও সীমা প্রাপ্ত হয় নাই ; এমন কি জীবাত্মা সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতেই ঐহিক সুখদুঃখাদিও পরলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ত্রুটী করে নাই। জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ভোক্তা রূপে কল্পনা করিতে গিয়া স্বর্গনরকাদি নামে এক অভিনব স্থান রচনা করিয়া বসিয়াছে। প্রকৃত পরলোক বা স্বর্গ নরকাদির উহা অতি জীর্ণ আলেখ্য-লিপি মাত্র।

অংশে পূর্ণের প্রতিরূপতা থাকে সত্য, কিন্তু অবস্থা বিশেষের সংযোগ বা বিয়োগে উহার এরূপ বিকৃতিও ঘটিয়া থাকে, যখন অংশ দৃষ্টে পূর্ণের ধারণায় শক্তি থাকে না। মনে কর, মেঘ জলের বিকার, অথবা জলই মেঘের বিকার ; কিন্তু যে কখনও বৃষ্টি দেখে নাই, সে কি অনুমানেও আনিতে পারে যে, মেঘে জল আছে ? জলের সূক্ষ্মাবস্থা বাষ্প এবং বাষ্পের

স্থূলাবস্থা বৃষ্টি। জলবস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা যেমন সাধারণ, এবং সর্ব্বদাই যেমন উন্নত ও নিম্নমুখ অর্থাৎ প্রতি নিয়তই যেমন জল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে জল, এই উত্থান পতন চলিতেছে; তদ্রূপ জীবাত্মাও কোনও না কোনও অবস্থা ভাবাদির যোগে নিয়ত উন্নত ও নিম্নমুখে ধাবিত হইতেছে। অবস্থা ভাবাদির তারতম্যে জীবাত্মা যে উন্নতি বা অবনতি লাভ করে, তাহাই তাহার স্বর্গ নরক। আর মেঘ মধ্যাবস্থায় যেমন শূন্য-পথে অটলভাবে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে তাহার দেদীপ্যমান অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছে; মানবও তদ্রূপ মধ্যবস্থায় এই ইহ-লোক ছাইয়া জীবরূপে আত্ম-অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। জীবাত্মার এই পূর্ব্ব ও পর অবস্থা লাভের ব্যবধানস্থিত যে কাল, তাহারই নাম জন্মপূর্ব্ব ও জন্মান্তর এবং এই উন্নতি অবনতির যে মধ্যপ্রাচীর, তাহাই পরকাল; কিন্তু আমরা পরকাল অর্থে যাহা বুঝি, সেইরূপ বিশ্বাসই প্রায় সকলের, সুতরাং মিলাইয়া দেখুন, এতদুভয়ে কতই না অন্তর।

পার্থিববস্তু মাত্রেরই যথায় অনন্তমুখে গতাগতি, বিশ্ব যথায় অনন্তপথের পথিক, গতি যথায় অবিরাম, তথায় পরকাল নামধেয় কোনও স্থায়ীভাব বিশিষ্ঠ জীবাত্মার স্থিতিস্থান থাকিতে পারে না। এ নিত্য গতিচক্রে অগতির কল্পনা মূর্খতাও বটে, বিশ্ব-সৃষ্টির বৈপরিত্যাচার ঘোষণা হেতু পাপজনকও বটে; সুতরাং বিবিধ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেহমুক্ত-জীবাত্মার নিশ্চলে অবস্থানরূপ পার-লৌকিক কল্পনা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক, কি জন্মপূর্ব্ব, জন্ম ও জন্মান্তর, উন্নতি ও অবনতি নির্ব্বিশেষে অধঃ ও উত্তর গমনের বিরাম দেখা যায় না।

চিন্তানিরতচিত্তে দেখিতে গেলে কালেরই কোন স্থায়ীভাব দেখা যায় না। তোমার কাছে যাহা ভূতকাল, আমার কাছে তাহা বর্ত্তমান; যে অনাগত, তাহার কাছে উহা ভবিষ্যৎ; যে গত, তাহার

কাছে তাহা অতীত। বস্তুতঃ কালের ব্যবচ্ছেদ নাই, উহা জীবের অবস্থা বিশেষের অনুভূতি। যে সমস্ত অনাগত জীবাত্মা বিংশ শতাব্দির জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদের কাছে বিংশ শতাব্দি ভবিষ্যৎ, যে সকল জীবাত্মা বিংশ শতাব্দিতে বর্ত্তমান, তাহাদের নিকট উহা বর্ত্তমান এবং একবিংশশতাব্দিসম্ভব্য জীবাত্মার নিকট উহা অতীত কাল। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দির শতাব্দিত্বের তাহাতে আসিয়া যায় কি? কাল যাহা, তাহা সীমা পরিমাণ শূন্য, কেবল অনুভবকারী জীবাত্মার নিকট উহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নামে নামিত। এক্ষণে ইহাও নিতান্ত সত্য যে, কালনির্দ্দেশক সংজ্ঞাত্রয় জীবের অবস্থাত্রয়মাত্র। আরও দেখ, যে ১২৯৮ সাল এক জনের বাল্যাবস্থা, কিশোরবয়স্কের নিকট সে বাল্যাবস্থা অতীত, এবং সদ্যজাত শিশুর নিকট ঐ বাল্যাবস্থা ভবিষ্যৎ; সুতরাং বাল্য, কৈশোর ও যৌবনাদি, অবস্থাবিশেষের অনুভবকতায় কালত্রয় অনুমিত হইলেও ১২৯৮ সালের যেমন তাহাতে সালত্বের হ্রাসবৃদ্ধি বা অতীত অনতীত ভাব বুঝায় না; তেমনি জীবাত্মার ভূত ভবিষ্যতাদি অবস্থা অনুমিত হইলেও কালসংজ্ঞা শতাব্দির তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। অনন্তপথবাহী অনন্তনির্দ্দেশক কালকে আমরা আমাদিগের অবস্থানুসারে বিবিধ সংজ্ঞা দিয়া লইয়াছি মাত্র। ইহকাল প্রকাশমান স্বোপাধিক জীবাত্মার দৈহিক উন্নতিবোধক যেমন শৈশবকৈশোরাদি অবস্থা, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বোধক অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞাদি অবস্থা; তদ্রূপ—জন্মপূর্ব্ব বা জন্মান্তর প্রকাশমান নিরুপাধিহেতু জড়দেহশূন্য জীবাত্মার উন্নতিবোধক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্মাদি অবস্থা। জড়চৈতন্য সংযোগজাত মায়াবচ্ছিন্ন স্বোপাধিক স্থূলদেহী জীবাত্মা, জড়াতীত চৈতন্যময় উপাধিহীন শুদ্ধ সূক্ষ্মদেহী জীবাত্মার অনুভবে সমর্থ হয় না বলিয়াই জন্মপূর্ব্ব ও জন্মান্তরের কোনও ধারণা তাহাদের নাই, এবং যাহা আছে, তাহাও প্রায়শঃ ভ্রান্ত!

বিশেষ অনুভূতি কখনও স্বীয় প্রকৃতির অতীতে কার্য্যকরি হইতে পারে না। এমন সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে অবস্তুকল্পনা বিষয়েই স্বীয় প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। জড়প্রকৃতি যে, তাহার কল্পনা ধারণাদিও জড়ের অতীতে গমন করিতে পারে না। তবে সাধনাবলে এই জড়দেহ-ধারী জীবাত্মাও মায়ার অতীতে এতদূরও উন্নতি লাভ করিতে পারে, যদ্দ্বারা সে সূক্ষ্মশরীর না ধরিয়াও সূক্ষ্ম-জ্ঞানে সম্পূর্ণতঃ না হউক সূক্ষ্মদেহীর কার্য্যও অংশতঃ অনুভবে সমর্থ হইতে পারে। আমরা ইহাদিগকেই সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া থাকি। পরন্তু সূক্ষ্মজ্ঞানশীল যে, তাহার নিকট ভূত ও ভবিষ্যতের ব্যবধান-প্রাচীর অস্তিত্বশূন্য; সে ত্রিকালজ্ঞ। যাহারা ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা অনন্ত পথের পথিক হইয়া ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি লাভ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে এই সাংসারিক অবস্থাভাবাদি লাভের উপ-যুক্ততা লাভ করিয়া সেই পথের পথিক হইতেছে, এবং যাহারা ইহকালে দেহধারণ করিয়া ইহসংসারে কার্য্য করিতেছে, ত্রিকালজ্ঞ ও ত্রিকালদর্শীর নিকট তাহারা প্রভেদ পরিশূন্য। তাহার ত্রিকালপ্রসারিত দৃষ্টির বর্ত্তমানতায় বস্তুর অধিষ্ঠান নিকট বা দূরে হইলেও একস্থানে অধিষ্ঠিত। যেমন কতকগুলি লোক উত্তর কেন্দ্রে, কতকগুলি লোক দক্ষিণ কেন্দ্রে এবং কতক-গুলি লোক মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত থাকিলেও তাহারা যেমন ধরাপৃষ্ঠে বসতি করিতেছে, ইহা আমরা চাক্ষুস দেখিয়া বা না দেখিয়াও অনুভব করিতে পারি; ত্রিকালদর্শী যে, তাহার দূরদৃষ্টির নিকট জন্মপূর্ব্ব, জাত এবং মৃত, এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন জীবাত্মাও সেই সীমা পরিচ্ছেদহীন কালের উপর তদ্রূপ অবস্থিত বলিয়া অনুমিত। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যদেশ যেমন মনুষ্যকৃত বুঝিবার উপযোগী সংজ্ঞা হইলেও প্রকৃত বিশ্ব স্বকীয় মহিমায় অনন্ত মুখে প্রসারিত; জন্ম, পূর্ব্বজন্ম, ও জন্মান্তর

মনুষ্যের বোধসৌকার্য্যার্থ সংজ্ঞা হইলেও কালবস্তু অনন্ত মহিমায় তদ্রূপ প্রসারিত; সুতরাং জন্মাদি অবস্থা কেবল মানবীয় অনুভূতি মাত্র। জীবাত্মার অধিষ্ঠান ভূমির তাহাতে কোনই অন্তরায় ঘটে না।

আমাদের কোনও আত্মীয় কার্য্যোপলক্ষে আমাদের দৃষ্টির অতীতে দূরদেশে গেলেও সে যেমন বিশ্ব হইতে অন্তর্হিত হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মা ইহলোক ত্যাগ করিলেও লোকশূন্য বা স্থানশূন্য হয় না। আমরা সেই দূরপ্রবাসী বন্ধুকে চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াও যেমন তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হই না; জীবাত্মা ইহলোক ও ইহচক্ষুর অতীত হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিযুক্ত তত্ত্বদর্শীর নিকট সে অস্তিত্ব শূন্য হয় না। আমরা যেমন তাহার অস্তিত্ব জড়জ্ঞান দ্বারা অনুভব করি, প্রকৃত জ্ঞানীও সেই ইহলোকাতীত জীবাত্মাকে অধ্যাত্মিকী জ্ঞানে অনুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞানের ও অনুভবের তারতম্যে জীবাত্মার অবস্থা কল্পনা এবং তাহা হইতেও উচ্চ কল্পনা ইহকাল ও পরকালাদি; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানপথে ঐ সকল কল্পনা সম্পূর্ণ অস্তিত্বশূন্য। পরকাল জড়প্রকৃতির নিকটেই মহিমাযুক্ত, অজ্ঞান সমাজ-উশৃঙ্খলগণেরই বন্ধনরজ্জু।

বিশ্ব যথায় উত্তরগামী, বিশ্বস্থ বস্তু তথায় উত্তরগমনে পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। এ গমন তাঁহাদিগের ইচ্ছা বা সম্মতির অপেক্ষা রাখে না। বর্ত্তুল গড়াইয়া দিলে বর্ত্তুলসংলগ্ন পিপীলিকাও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বর্ত্তুলসহ বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। এ গমন যেমন প্রাকৃতিক, উৎপন্ন বস্তুও যে মূলবস্তুর স্বভাবে গঠিত, তাহাও তদ্রূপ প্রাকৃতিক। বিশ্ব যথায় নিয়ত স্বয়ং অবস্থান্তরের অধীন, তথন বিশ্বস্থ তাবতও অবশ্য প্রাকৃতিক বিধানে তদধীন। বিশ্ব নিয়ত রূপান্তরের অধীন বলিয়া তদুপাদান গঠিত জীবজন্তু এবং জড়সমূহও নিত্য ক্ষয়বৃদ্ধির অধীন হইয়াছে; কিন্তু সে ক্ষয় মূলের ক্ষয় নয় এবং সে বৃদ্ধি মূলের

বৃদ্ধি নয়, অবস্থার ক্ষয়বৃদ্ধি মাত্র। আজ যথায় পর্ব্বত, কল্য তথায় সমুদ্র, কিন্তু পর্ব্বতের উপাদান মূলে বিনষ্ট হইয়া গেল না, সেই উপাদান অন্যস্থানে অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হইল; বিশ্বের ক্ষয়বৃদ্ধি এই প্রকার। দৃষ্টবস্তুর উৎপত্তি ও ধ্বংসের অবান্তরে নিত্য অবিনশ্বরতা বাস করে। দৃষ্টবস্তুর ধ্বংস হয় না, ধ্বংস হয় অবয়ব ও অবস্থার। যে অট্টালিকা একশতবৎসর পূর্ব্বে একটি অবশ্যদ্রষ্টব্য বস্তু ছিল, আজ তথায় চিহ্নমাত্র নাই; তাই বলিয়া কি সেই অট্টালিকার উপাদান বিনষ্ট হইয়াছে? তাহা নহে; নষ্ট হইয়াছে কেবল তাদৃশ অবয়বযুক্ত অট্টালিকাত্ব, এই অবস্থা। তদ্রূপ জীবের যাহাকে আমরা ধ্বংস বলি, সে ধ্বংসে জীবের জীবত্বজ্ঞাপক আত্মা ও উপাদান নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় হস্তপদাদি অবয়ব, আর নষ্ট হয় জীবত্ব, এই অবস্থা।

নষ্ট হইয়া যায় কোথায়? ধ্বংসের পর ধ্বংসপূর্ব্ব বস্তুর উপাদান যথায় গমন করে তথায়; তবে তাহারাও ত পরকাল অভিধা লাভ করিতে পারে? না, তা পারে না। না পারিবার অবশ্য কারণ আছে। জড়বস্তুর যে সকল গুণ আছে, সে গুণের প্রকৃতগুণী পরমাণু। পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সে শ্রেণী নির্দ্দেশ করা মানবজ্ঞানের অসাধ্য। সৌরভ কি?—বায়ু পথারূঢ় সৌরভ-অণু; সৌরভ-অণুর শেষ সীমা কি? পরমাণু। দুর্গন্ধের শেষসীমাও অবশ্য তদনুসারে পরমাণু। এই উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত পরমাণু এক জাতীয় বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। জড়বস্তু জনকের গুণ বিজ্ঞাপক পরমাণুর শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে পারি, তজ্জাত বস্তুর প্রকৃতি পর্য্যালোচনায়। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। পুনরুক্তি স্বরূপ আরও একবার বলিতেছি, যে বস্তু যে জাতীয় পরমাণু সমষ্টি,তাহার গুণ যেমন সেই বস্তু হইতে অভিন্ন, এবং অন্য হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ ধ্বংসকালেও প্রত্যেক জাতীয় পরমাণু পূর্ণ স্বাতন্ত্রতা লাভ করিয়া থাকে। নতুবা এক বস্তুর ধ্বংসে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তিও হইত না, এবং সংযোগজাত বস্তুতে বিবিধধর্ম্মের

বিকাশও ঘটিত না। ফুল দেখিতে যেমন সুন্দর, গন্ধশীল পরমাণুর তাহাতে সমাবেশ না ঘটিলে ফুল কেবল সুন্দরই থাকিত, সৌরভযুক্ত হইত না; এবং ধ্বংস শেষেও তত্তৎ বস্তুতে মিশাইয়া যাইত না। পরন্তু বিশ্লেষণশক্তি ও সংযোজনশক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিবিধ শ্রেণীর পরমাণু বিবিধ বস্তু উৎপাদন ও ধ্বংস শেষে কোথাও বা অন্যবস্তুরূপে প্রকাশমান অথবা পূর্ব্ববৎ মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অতীত ভাবে নিয়ত পূর্ব্বাবস্থালাভ করিতেছে। ইহাতে জড়বস্তু পারলৌকিক বিধানের কোনও সংশ্রবই রাখে না।

সংশ্রব রাখে না সেই হিসাবে, যে হিসাবের বলে পরকালকে আমরা কর্ম্মফলের নিয়ন্তা বা কর্ম্মভোগের ক্ষেত্র রূপে বিচারণা করি। নতুবা পরকালের শব্দার্থ বা আমরা যাহাকে মুখ্যার্থ বলিতে প্রস্তুত, সে হিসাবে অস্তিত্বযুক্ত বস্তুমাত্রেরই রূপান্তর গ্রহণের ব্যবধানকে পরকাল বলা যাইতে পারে। লোকে কিন্তু পরকালের লক্ষ্যার্থ অন্যরূপ বুঝে বলিয়াই এত মাথা বকাইতে হইতেছে। নতুবা এত কথা কহিবার আবশ্যক ছিল না।

জড় পারলৌকিক বিধানের সংশ্রব রাখে না, একথা বলিযাছি। ইহার একটি কারণ আছে। জড়ের যে উত্তরগমন, তাহার এমন একটা সীমা আছে, যাহা নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণগামী। অবস্থা বা বস্তুবিশেষ সংশ্রবে উহা যেমন উত্তরগমন করে, আবার তদন্তরে তাহা তদ্রূপ পতিত বা অধঃগত হয়। অথবা সহজ কথায় জড়ের উত্তরগমনের সীমা সাধারণ, অর্থাৎ জড় জড় বলিয়াই হউক বা তাদৃশ শক্তির অভাব বশতই হউক, উহার উত্তরগমনের পথ সংকীর্ণ ও অসীম, অর্থাৎ মূলে সে পন্থা অসীম হইলেও সংযোগস্থল অতি নিকটে নিকটে। * জড় এক ঘণ্টা চলিয়াই চটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়।

* মূল কথা, শুদ্ধ জড় হইতে বস্তুর উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই বস্তুত্ব ও তৎপ্রকৃতি যতক্ষণ স্থির থাকে, সেই বস্তু অবলম্বনে উহার

তবে উত্তরগমনে অনন্ত-পথে গতি কাহার? এক ঘণ্টা একদিনের পথাতিবাহনে কাতর না হইয়া উন্নতি বা অবনতির আশ্রয়ে উত্তরগমনে অবিরাম গতি কাহার? কালের সহিত প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কালের বুকের উপরে পথ বানাইয়া চলিয়া যায় কে?—সেই জীবাত্মা!

মায়া

মায়ার উৎপত্তি অজ্ঞান হইতে। অজ্ঞান যদি মায়া মাত্রই উৎপাদন করিত, তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, কেন না মায়া বস্তুতঃ সত্ত্বগুণের আস্পদ; অজ্ঞানের একদিকে মায়া অন্যদিকে অবিদ্যা। মায়া সত্ত্বেও জীবাত্মা নির্ম্মল থাকিতে পারিত কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে উহার মলিনতা নিশ্চয়। স্থূলতঃ এই অবিদ্যা প্রভাবে জীবের উৎপত্তি; উহাকে আবরণ-শক্তি নামেও নামিত করা যায়। অজ্ঞান হইতেই আবার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির

উত্তরগমনের সীমা ততদূর। আবার সেই বস্তুর বিকৃতি কাল হইতে বস্ত্যন্তর প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া, তাহা জড়ের উত্তরগমনের অবিরামতা প্রকাশ পাইলেও পূর্ব্ব বস্তুর অবলম্বন নাশ হেতু সেই বস্তুর আশ্রয়ে তাহার উন্নতি অবনতির সীমা সেই পর্য্যন্ত। সেই হিসাবেই ইহার গতি সীমাবিশিষ্ট। সেই জন্যই বলিয়াছি,—

শুদ্ধ চৈতন্য কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত জীবাত্মা ক্রমশঃই উত্তরগমন করিতে পারিত, যদি তাহা মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিত। মায়ার আশ্রয়েই জীবাত্মার গতি উন্নত বা অবনতমুখী হইয়াছে। পরমাত্মার অংশ ও শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রিত হইয়াও জীবাত্মাকে তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বগত্ব ও সর্ব্বদর্শীত্ব শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে এই জন্য। ইহাতেও তাদৃশ আসিয়া যায়না, যত আসিয়া যায়, জড়াশ্রয় হেতু। জড়ের স্বভাব অজ্ঞত্ব। জীবাত্মা জড়কে আশ্রয় করিয়া মায়া কর্ত্তৃক অবিভূত এবং এইরূপ দুঃখজনক অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া কখন কখন নিম্নমুখেও পরিচালিত হয়।

আবির্ভাব; সুতরাং জ্ঞানশক্তির উপলব্ধীয় আধ্যাত্ম-জগৎ এবং উহার উত্তরসাধক অন্তঃকরণ; এবং ক্রিয়াশক্তির উপলব্ধীয় ইহজগৎ এবং উহার উত্তরসাধক মনের অধীনস্থ ইন্দ্রিয়গণ। জ্ঞানশক্তিতে মায়ার বিকাশ, ক্রিয়াশক্তিতে অবিদ্যার বিকাশ, সুতরাং মায়ায় অবিভূত জীবাত্মার বরং উত্তরগমন সম্ভব; কিন্তু অবিদ্যা অবিভূত জীবাত্মার উত্তরগমনের সম্ভবতা একান্ত অসম্ভব। সেইজন্য উত্তরগামী জীবাত্মা, কার্য্যকারিণীশক্তি দ্বারা অবিদ্যা পাশ ছেদন করিয়া স্বকীয় অভিপ্সিত পথ পরিষ্কার করিয়া লয়।

জীবাত্মার জ্ঞানশক্তির কার্য্যকারিণী-বৃত্তি চারিটি। চিত্ত, বুদ্ধি, যুক্তি ও শ্রদ্ধা। ইহাদিগের কার্য্য যথাক্রমে, বিষয়ের উপলব্ধী, বিষয়ের বিষয়ত্ব বোধ, বিষয়ত্ব নিরূপণ এবং বিষয়ের নিশ্চয়তা। ইহাভিন্ন অন্যান্য বৃত্তি থাকিলেও তাহা বস্তুগত্যা উহারই অন্তর্গত; মূল বৃত্তি চারিটি। অথবা অন্তঃকরণের বৃত্তিও চারিটি। এই কার্য্যকারিণী শক্তিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি মায়া হইতে।

আর অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তির কার্য্যকারিণী বৃত্তিও চারিটি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্তা। ইহাদের কার্য্য যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ। এই কার্য্যকারিণী বৃত্তিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। অন্তঃকরণের অন্যান্য যে সকল বৃত্তি, তাহা ইহারই শাখা প্রশাখা বিশেষ।

মায়ার আশ্রিত জীবাত্মা তাহার বৃত্তিচতুষ্টয়ের উৎকর্ষতা হেতু নিয়ত উত্তরগমনে এমন অবস্থা সকলও প্রাপ্ত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, যাহাতে সে নিজে অংশরূপ হইলেও তাহাতে পূর্ণপরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তির সংবেশ নিবন্ধন ত্রিকালের বিষয়ও বর্ত্তমানতায় আনিতে পারে।

আর অবিদ্যার আশ্রিত জীবাত্মা তদীয় কার্য্যকারিণী বৃত্তির উৎকর্ষতা হেতু অবিদ্যাজড়িত অবস্থায় ক্রমশঃ নিম্নমুখে গতি লাভ অর্থাৎ অধোগামী হইতে থাকে।

জীবাত্মার মায়ায় আশ্রিত অবস্থার যে উত্তরগমন, তাহা জীবাত্মার স্বর্গ অথবা মুক্তি নির্ব্বাণাদি, আর অবিদ্যা আশ্রিত জীবাত্মার যে অধোগমন, তাহা নরক অথবা রৌরব অসিপত্রাদি।

অবিদ্যা আশ্রিত জীবাত্মাও ভাবাদির যোগে অবিদ্যা পাশ ছেদন করিয়া মায়া অশ্রিত জীবাত্মার কার্য্যকারিণী শক্তি লাভ করিয়া উত্তরগমনে সমর্থ হয় তখন, যখন অন্তঃকরণের কার্য্যকারিণী বৃত্তি অভিমান ও সংশয় ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় ও স্মৃতিকে আশ্রয় করে এবং তাহার উৎকর্ষতা লাভ করাইয়া ক্রমশঃ মায়া নিয়ন্ত্রিত বৃত্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। অবনতের ইহাই উন্নতি। পতিত পাপী যে, তাহার উন্নতি এই রূপেই সাধিত হইয়া থাকে।

আধার বস্তুর গুণানুসারে আধেয়ের স্বভাব যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা জড়বস্তুর অধার বিধায় জীবাত্মার বিকৃতিতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এ কথা সাধারণ। উদ্ভিদবিদ্যাবলেও এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যে কফি এখন জগতে ভূয়িষ্ট আদৃত, অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও উহা তিক্ত বন্যউদ্ভিদ ছিল; যে ধান্য এখন পৃথিবীর তিনভাগ লোকের জীবনোপায়, তাহাও পূর্ব্বে ভাঁটুই তুল্য বন্য-ওষধী রূপে অযত্নে পড়িয়াছিল।

সুতরাং কি মায়াশ্রিত জীবাত্মা, কি অবিদ্যা আশ্রিত জীবাত্মা, স্বস্ব কার্য্যকারিণী বৃত্তি ও শক্তিদ্বারা যেরূপ ক্রিয়া সাধন করে, আশ্রয় ও ক্রিয়াভেদে জীবাত্মাও তদ্রূপ অবস্থা সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুপথে সুকার্য্যকারিণী শক্তিদ্বারা সুক্রিয়া সাধনে যেমন জীবাত্মা উত্তরোত্তর উচ্চশক্তি লাভ করিয়া পূর্ণ চৈতন্যের নিকটবর্ত্তীতা হেতু উচ্চলোক সকল প্রাপ্ত হইতে থাকে, কুপথে কুকার্য্যকারিণী শক্তিকৃত কুক্রিয়া দ্বারাও জীবাত্মা পূর্ণ চৈতন্যের দূরত্ব হেতু উত্তরোত্তর অধোগামীও হইতে থাকে। এই উন্নতি বা অবনতির পর্য্যায় স্থূলতঃ উচ্চনীচ জাতিবিশেষ, পরে সূক্ষ্মতঃ উচ্চবর্ণের মধ্যেও উচ্চ শক্তিসম্পন্নতা, এবং অতিসূক্ষ্মতঃ পূর্ণচৈতন্য

ও পূর্ণসর্ব্বজ্ঞত্বাদির সন্নিকৃষ্টতা হেতু তদবলম্বনে পূর্ণ প্রাজ্ঞতা। কুকার্য্যে উচ্চবর্ণের অধোগতি স্বরূপ ইতরলোকে জন্ম এবং সুকার্য্যে ইতরশ্রেণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর বর্ণে জন্ম; ইহাই পারলৌকিক সত্য, এবং ইহাই সত্য পরকালের ভিত্তি; এতদন্যতরে পুরাণ বিশেষ বর্ণিত স্বর্গনরকাদির বর্ণনা মহিমাসকল উপন্যাস আকারে ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

সুকার্য্যের অন্যদিক পাপ, তাহার ফলস্বরূপ ইতর যোনী; এবং কুকার্য্যের অন্যদিক পুণ্য, তাহার ফল স্বরূপ উচ্চ যোনী; ইতর যোনীর ফলভোগক্ষেত্র নরক, এবং উচ্চ যোনীর কর্ম্ম ভোগক্ষেত্র স্বর্গ; কিন্তু এই স্বর্গনরকের বা পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ উচ্চনীচযোনী এবং সেই যোনীভেদে কর্ম্মশীলতার হীনতা বা যথাবস্থাদি, এবং তদ্ধেতু আনন্দ বা নিরানন্দ ভিন্ন অন্য কোন স্বর্গনরকের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং অন্য পরকালও উপলব্ধিতে আইসে না।

টীকা।—জৈবনিকে যে চৈতন্যের অধ্যাস তাহা সুপ্ত চৈতন্য। সে চৈতন্যে জীব-চৈতন্যের সংবেশ হইলে তবেই তাহাতে অনুভবকতা শক্তির অভ্যুদয় হয়। নতুবা জৈবনিক চৈতন্যের ফল কেবল জড়তা মাত্র। হরিদ্রা ও চূর্ণে লোহিত বর্ণ সংজ্ঞক অণুর বর্ত্তমানতা রহিলেও পরস্পর সংযোগ না ঘটিলে যেমন লোহিত বর্ণের বিকাশ ঘটেনা, তদ্রূপ জৈবনিক চৈতন্যে জীব চৈতন্যের সংযোগ ব্যতীত অনুভবকতা শক্তি ও তজ্জাত জ্ঞানের বিকাশ ঘটেনা। ইহার তারতম্যে (Idiot) জড়।

লোহিত বর্ণের বিকাশ যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, জৈবনিক-চৈতন্যে জীব-চৈতন্যের অধ্যাসও তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়ম।

স্বর্গের সিঁড়ি

স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা বিবিধ শাস্ত্রে বিবিধ প্রকার। সেই সকল বর্ণনা কল্পনার চরম দৃষ্টান্ত ও বর্ণনাগত বিভিন্নতা রহিলেও মুখ্যউদ্দেশ্য একই প্রকার। স্বর্গ অপ্সরোগণের লীলাভূমি; তথাকার সুবাসভূষণ কুসুমসুন্দরী নিত্যপ্রস্ফুটিত, চিরবসন্ত বিরাজিত, নিত্যজ্যোৎস্না বিহসিত, বিলাসলালসা পরিপূর্ণোপযোগী তাবৎ বস্তু নিত্য এবং দেবাপ্সরোগণ কর্ত্তৃক নিসেবিত; তথাকার কুসুম শুকায় না, জোৎস্না ফুরায় না, কলকণ্ঠ পক্ষিগণের গাহিয়া গাহিয়া গলা ভাঙ্গে না; দেবনদীতে কখন ভাটা ধরে না, চড়া পড়ে না; অপ্সরোগণের নিকটে জরাবার্দ্ধক্য ঘেঁসিতে পারে না, যৌবনের উপরে আর বৃদ্ধি নাই, দেবগণ সুরাগীতবাদ্য রঙ্গরস লইয়া উন্মত্ত। খোসমেজাজী দেবতাগণের বিলাসলালসা পূর্ণ করিবার জন্য বিলাসের চাঁদ চৌষট্টিকলায় পূর্ণ! পরমপিতা তাঁহার এই সকল বাবু-দেবতাদিগকে পেন্‌স্যান দিয়া আপন স্বর্গবাটিকায় পুষিতেছেন। নন্দদুলাল দেবতাগণের স্বার্গিক কর্ম্মশীলতা আহার বিহার-মাত্র।

দেবগণ যে নিতান্তই নিষ্কর্ম্মা, তাহাও নহে। তাহাদিগের কার্য্যেরও ক্ষেত্র আছে, কিন্তু সে সকল কার্য্য দেবগণ ত দূরের কথা, মানবেরও করণীয় বলিয়া বোধ হয় না। দেবতা সকলের যে যে কার্য্য পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকংশই যুদ্ধবিগ্রহ। সে যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ কোথাও রাজ্যসম্পদ, কোথাও বা স্ত্রীরত্ন লইয়া। সে যুদ্ধের ফলও আবার তদ্রূপ। আহারবিহারকুশল দেলখোস্ নবাবগণ জগতের ইতিহাসে যেমন কীর্ত্তিকুশলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে, দেবতাগণের যুদ্ধবিগ্রহের ফলও সেই পরাজয়, রাজ্য-

নাশ ইত্যাদি ভিন্ন অন্য নহে। এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন দেবগণের যে বিহারক্ষেত্র, তাহারই নাম সর্ব্বলোকলোভনীয় স্বর্গ!

চির অন্ধকারময়, হুঙ্কারজনক দুর্গন্ধে পূর্ণ, শোণিতপুরিষাগ্নিময় প্রেতনদী প্রবাহিত—ছিন্ননাস বিগততুণ্ড খণ্ডিতদেহ পাপিগণের আর্ত্তনাদে শব্দিত স্থানের নাম নরক। তথায় আনন্দ নাই, হাস্য পরিহাস নাই, কেবল হাহাকার!

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে যে, পুণ্য যথায়—তথায় আনন্দ, পাপ যথায়—তথায় নিরানন্দ। অথবা আনন্দ পুণ্যরূপী, নিরানন্দ পাপমূর্ত্তি! হৃদয়ের ভাব লইয়া পাপ-পুণ্য—আনন্দ নিরানন্দের বিচার। বস্তুতঃ পাপপুণ্যের ভিত্তিতে স্বর্গনরক বা আনন্দনিরানন্দের অধিষ্ঠান।

পাপ ও পুণ্য কি, তাহা এখানে বলিব না; কেবল প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে যে, পাপ ও পুণ্য আছে, এবং পুনরুক্তি স্বরূপ আরও বলা আবশ্যক হইতেছে যে, পাপপুণ্যে জীবাত্মার সহিত এই সম্বন্ধ যে, জীবাত্মার অনুভবকতা শক্তি থাকায় আনন্দ নিরানন্দ ব্যপদেশস্থ পাপপুণ্য জীবাত্মাই অনুভব করে, এবং সেই অনুভবকতা হেতু জীবাত্মা তদ্রূপ প্রকৃতি লাভ করিয়া উত্তরোত্তর উচ্চনীচলোক সকল লাভ করিতে থাকে। এই উচ্চনীচ লোক, স্বর্গ ও নরক। ইহা ভিন্ন পুরাণবর্ণিত পরকালের ন্যায় অযথা অস্তিত্বযুক্ত, দৃশ্যতঃ ইহজগতের ন্যায় স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না।

মানুষ আপনার দেবতা আপনিই গড়িয়া লয়। কি বৈদিক দেবতা, কি পৌরাণিক দেবতা, ইহাদিগের অস্তিত্ব মনুষ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মানব যথায় স্বকীয় শক্তি অপেক্ষা উন্নত শক্তির মহিমায় অবিভূত হয়, তথায় স্বতঃই সেই উন্নত শক্তির তুলনায় নিজ শক্তির ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া আপনা আপনি প্রণত হইয়া পড়ে। জীবপ্রকৃতির এ নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ। ইহজগতে একব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি যে ভয়

ভক্তি প্রভৃতি প্রদর্শন করে, তাহার কারণও উক্ত প্রকার। দেবতাগণের উৎপত্তিও এই প্রকার। মানব সেই আদিকাল হইতে যে যে শক্তি নিজ শক্তির তুলনায় অধিকতর মহিমাময় এবং যে যে শক্তির ক্রিয়া তাহার মস্তিষ্কায়তনের দূরে ক্রিয়াশীল হইতে দেখিয়া অলৌকিকশক্তি বলিয়া বিচার করিয়াছে, সে তখনই সেই শক্তির নিকট প্রণত হইয়াছে, এবং হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সহিত কল্পনার যোগে সেই শক্তিতে হস্ত-পদাদি যোগে এক অমানুষীমূর্ত্তি সৃজন করিয়া লইয়াছে। লোক-পালাদির শক্তিমাত্র উপলব্ধিতে ইন্দ্র বায়ু বরুণাদির উৎপত্তি। দেবতাগণ শক্তিময়, এবং এক এক দেবতা এক এক অলৌকিক শক্তির প্রতিরূপ মাত্র।

যে যেমন শক্তিধারী, তাহার অবস্থান স্থানও তদ্রূপ হওয়াই উচিত। অস্মদ্দেশীয় নিরক্ষর নির্ব্বোধ ক্ষুদ্রশক্তি গোপকুল অপেক্ষা আপেক্ষিকতায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও উচ্চশক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি জাতি সমধিক গার্হস্থ্য সুখে সুখী। গোপের গৃহ কুটীর, ব্রাহ্মণের অট্টালিকা বা তদপেক্ষা সম্পন্ন গৃহদ্বার। ইহা সাধারণ। ক্ষুদ্রশক্তি অপেক্ষা উচ্চ শক্তিধারী, কি সাংসারিক কি মানসিক কি নৈতিক, সকল বিষয়েই উন্নত। তদ্রূপ ক্রমশঃ উচ্চতর ভাবে লইয়া গিয়া উচ্চশক্তিধারী দেবতাগণের জন্য মানব উচ্চকল্পনার সারভূত স্বর্গধামের সৃজন করিয়াছে। ভক্তির পাত্র যে, তাহাকে উচ্চ স্থানে রাখাই জীবপ্রকৃতির বিশেষ ধর্ম্ম। যে যাহাকে যে চক্ষে দর্শন করে, তাহার জন্য সে তদ্রূপস্থানেরই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

হীতে কিন্তু বিপরীত হইয়াছে। উচ্চশক্তির স্থান নির্দ্দেশে মানব যেমন স্বর্গের সৃজন করিয়াছে, তদ্রূপ শক্তিধারীর জন্য স্বর্গলাভের সম্ভবতাও কীর্ত্তন করিয়াছে। যে শক্তির আশ্রয়ে দেবতা স্বর্গবাসী, মানব সেই শক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিলে সেও স্বর্গবাসী হইবে, একথা কিছু মন্দ নহে; কিন্তু অধুনা তাহা

হীনশক্তির নিকট প্রলোভনের বস্তুরূপে গৃহীত হইতেছে। হীন-শক্তিগণকে উচ্চশক্তি লাভে প্রণোদিত করিতে এই স্বর্গবাসের প্রলোভন মন্দ নহে, কিন্তু প্রকৃত শক্তিধারীর নিকট উহা মূল্যশূন্য। শক্তিধারী স্বর্গ চাহে না। কেননা শক্তির মহিমায় সে মহিমান্বিত; শক্তির মহিমা বিষয়ে সে পূর্ণপ্রাজ্ঞ। শক্তি লাভ উচ্চ কর্ম্মশীলতার পুরস্কার। যে যেমন কর্ম্মশীল, ইহসংসারে সে তদ্রূপ শক্তি সঞ্চয় করে; এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম্মশীলতা দ্বারা উচ্চশক্তি সকল যখন লাভ করে, তখন তাহার বিলাসলালসাপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রহীন স্বর্গধামে স্পৃহা থাকে না। সে ক্রমশঃ উচ্চশক্তির ক্রিয়া জন্য উচ্চতম কর্ম্মশীলতার যে লীলাভূমি, তাহাই প্রার্থনা করে। সে উচ্চ কর্ম্মশীলতার ক্ষেত্র ইহজগৎ। ইহজগতে মানব যে সকল ক্রিয়া অলৌকিক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, উচ্চ কর্ম্মশীলতার পুরস্কার তত্তৎ বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান। নিম্ন কর্ম্মশীলতাযুক্ত ব্যক্তির নিকট যাহা অলৌকিক, তদপেক্ষা উচ্চ কর্ম্মশীলব্যক্তির নিকট তাহা ইহলোকসাধ্য; তাহার নিকট আবার যাহা অন্ধকার, তদ-পেক্ষা উচ্চতর কর্ম্মশীলব্যক্তির নিকট তাহা দিবালোকবৎ। মানবের উচ্চ কর্ম্মশীলতার পুরস্কার, সর্ব্ব-উচ্চ অলৌকিকতায় প্রবেশ লাভ;—স্বর্গে নহে। মানবের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য লোকাতীত ইত্যাদি অভিধাযুক্ত যে সকল জ্ঞাতব্য আছে, কর্ম্মশীলতাদ্বারা তাহাতে প্রবেশাধিকারই পুণ্যজনক ও তাহার পুরস্কারই স্বর্গ। ইহা সকলেই জানেন, কোন ও অজ্ঞাত বিষয়ের আভ্যন্তরীণ ভাবাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, হৃদয়ে কতই বিমল আনন্দের উদয় হয়; এই আনন্দপ্রীতিই স্বর্গ।

নরক ইহার বিপরীত। যে যখন কোনও কার্য্য করে. এবং তাহা যখন সমাজের বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠে, তখন সাধারণ লোকের নিকট উহা পাপজনক বলিয়া অনুমিত হয়, এবং সাধারণ্যে তখন সেই পাপের ফলের বিচারে প্রবৃত্ত হয়; এই

বিচারের শেষ মন্তব্য নরক। সাধারণের প্রবৃত্তি সমান নহে। একটি পাপজনক কার্য্য একব্যক্তির নিকট যতদূর পাপজনক, অন্যের নিকট তাহা পাপজনক বলিয়া অনুমিত হইলেও পরিমাণের তারতম্য হয়; সুতরাং প্রত্যেকে স্বকীয় প্রবৃত্তি অনুসারে সেই পাপে যে শাস্তির ব্যবস্থা করে, তাহাই রৌরব অসিপত্রাদি নরক।

কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন প্রমাণিত হইয়াছে; পুণ্যজনক কার্য্যে উচ্চলোকপ্রাপ্তি, আর পাপজনক কার্য্যে নীচলোক প্রাপ্তি; ইহা ভিন্ন অন্যপ্রকার নরকের অস্তিত্ব অমূলক বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু অনুভবকারীর নিকট এই সংসারই স্বর্গ এবং এই সংসারই নরক। কার্য্যের অনুষ্ঠানভেদে এই সংসারই পুণ্য ও পাপ অর্জ্জনের স্থান এবং তাহার ফলস্বরূপ আনন্দ নিরানন্দ ভোগেরও ইহা প্রশস্ত ক্ষেত্র।

পথের আলো

ফলের বিচার ও ফলের ভোগ ইহলোকে। ফলের আপাত বিচারক মনঃ, ফলের দ্রষ্টাভোগী জীবাত্মা, ফলের লীলাক্ষেত্র সংসার, ফলের আশ্রয় উচ্চনীচ লোক ও তদনুসারী বুদ্ধি বৃত্ত্যাদি এবং ফলের পূর্ণবিচারক ঈশ্বর কৃত নিত্যবিধানাবলী।

আমরা নিত্যই দেখিতে পাই, এ সংসারে কার্য্য ব্যতীত ফলের উৎপত্তি ঘটেনা। জীব নিষ্কর্ম্ম হইয়া এপর্য্যন্ত কোনও ফল পাইয়াছে বলিয়া জানা নাই। কারণশক্তি কার্য্যশক্তির এক পার্শ্ব। কারণ ও কার্য্য এইরূপ ভাবে রক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যই একের ক্ষেত্র অন্যের আশ্রয়স্থানভাগী। বহ্নি যেমন দাহিকার নিত্যসাহায্য ব্যতীত অস্তিত্ব শূন্য, কার্য্যও তদ্রূপ কারণের অসদ্ভাবে অস্তিত্বশূন্য। এই জন্যই কারণ ব্যতীত

কার্য্যের উৎপত্তি ঘটেনা, এবং কার্য্য ভিন্ন ফললাভ ঘটেনা। কি সুকর্ম্ম কি কুকর্ম্ম, উভয়ই কৃত না হইলে অনুরূপ ফল প্রসব করে না। কি উচ্চলোকপ্রস্থ পুণ্যকার্য্যজনিত সুকর্ম্ম, কি নীচলোকপ্রস্থ পাপকার্য্যজনিত কুকর্ম্ম, সকলই ঐকান্তিকী ভাবে কার্য্যের অধীন।

তবে আপাতদৃষ্টিতে কৃপাসিদ্ধ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক দেখিয়া মনে হয়, এ সিদ্ধি কর্ম্মজাত নহে; কিন্তু বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে সেই সিদ্ধির অবান্তরে কার্য্যের আবিষ্কার আশ্চর্য্য নহে। যাহারা বিনাকার্য্যে ফললাভের কামনা করে, তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্বা ও সর্ব্বদর্শীতায় কলঙ্ক ঘোষণা করে মাত্র। কার্য্যই যদি ফলের জনক হয়, তবে নিষ্কর্ম্মে ফললাভ কখনই সম্ভাবিত নহে এবং সেই অসম্ভাবিত ফলদাতা যে একদেশদর্শী, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? কিন্তু বিশ্ব-বিধান-পুস্তকে তেমন কোনও বিধির প্রসঙ্গ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

এমনও দেখা যায়, একব্যক্তি যে বিষয়ে বহু আয়াসেও কৃতকার্য্য হয় না, অন্য ব্যক্তি তাহাতে এতই স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্য হয় যে, সেই অকৃতকার্য্যব্যক্তির চক্ষে তাহা অস্তিত্বশূন্য, বরং কৃতকার্য্যতার মহিমাই পূর্ণ প্রতিভাত হয়; তখন সে সদুঃখে ঘোষণা করে যে, ঐ ব্যক্তি বিনা সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। অদৃষ্টদোষে বহুযত্নেও আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। হীনকর্ম্মীর অনুশোচনা ও অদৃষ্টের উৎপত্তি এই প্রকার।

এখন কথা হইতেছে এই যে, তাহার চক্ষে কৃতকার্য্য ব্যক্তির সাধনা নগণ্য হইলেও বস্তুগত্যা তাহা কি সাধনা শূন্য? কখনই নহে। তবে আয়াসের পরিমাণ ও এই বিসদৃশ কৃতকার্য্যতার হেতু আছে। সুপথে সুক্ষেত্রে যথাবিধি উপযুক্ত শক্তিতে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার ফল যেমন আশু লভ্য; বিপথে অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে যথাজ্ঞান ও যথাশক্তির অভাব সত্বেও কর্ম্মানু-

ষ্ঠানে ফললাভ তদ্রূপ অসম্ভব। যে মূঢ় অজ্ঞানতা বশতঃ মরু-ভূমে অপক্কবীজ বপণ করে, কোটী কোটী বৎসরেও কি তথায় ফলের সম্ভাবনা থাকে ?

এই সুপথ ও সুক্ষেত্র আইসে কোথা হইতে? তাহার উত্তর, সুপথ ও সুক্ষেত্র চিরদিনই আছে। এ পথ ও ক্ষেত্রের স্থায়ী কাল অনন্ত। প্রত্যেক কার্য্যের ক্ষেত্রও পৃথক পৃথক। যে ব্যক্তি কোনও কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে ফলের ও অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্রে সুপথ ও সুক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং সুবীজ সংগ্রহে মনোনিবেশ করে, অপীচ তদ্বিষয়ে যথাজ্ঞান ও যথাবুদ্ধি অনুশীলন দ্বারা লাভ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, কর্ম্মফল সে না চাহিলেও তাহার প্রতি নিত্যবিধানবলে বর্ষিত হইয়া থাকে। তদন্যতরে সহস্র অনুষ্ঠান অনন্তকাল ধরিয়া করিলেও কেবল কুফল ও হতাশা-কেই প্রসব করে। কর্ম্মের পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠানে মনোনিবেশ না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই যে বিফল মনোরথ হইতে হয়, ফলের মোহিনীশক্তিতে লুব্ধ মানব তাহা না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং সংসারকেও অধঃপাতিত করে। উলুবনে সাঁতার দিতে গেলে সাঁতার শিক্ষাও হয় না; লাভের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় মাত্র। সন্তরণে অপটু ব্যক্তি সমুদ্র পার হইতে গিয়া কখনই পার পায় না, ডুবিয়া মরে। এ সংসারে আজকাল ফলের কামনা এতই অধিক যে, মজ্জমান ব্যক্তিও হাবুডুবু খাইতে খাইতে অপরকে ডুবিতে অনুরোধ করে, না ডুবিলে গালি দেয়, এবং সেই মূর্খগণের জন্য অভিতপ্ত হইয়া থাকে! বিধাতা! তোমার এ সংসার-রহস্য অতিব বিস্ময়কর, মানবচরিত্র ততোধিক কৌতুকাবহ।

কর্ম্মফল আমরা দুইরূপে প্রাপ্ত হই। এক ফল ইহলৌকিক, অপর ফল পারলৌকিক। এক প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে আমরা ইহ-জগতেই ফলভোগী হই, অন্য কতকগুলি কর্ম্মফল জন্মান্তরে ভোগ করিয়া থাকি।

ফলের গুরুত্ব অনুসারে এমন ফলের পরিমাণই অধিক, যাহার অনুষ্ঠানও যেমন জীবনব্যাপী, ফললাভও তদ্রূপ কাল সাপেক্ষ। সে কর্ম্মফলের অঙ্কুর মাত্র কাল ব্যাপকতায় ইহকালে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত রহিয়া পরকালে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান অল্পসময়ব্যাপী, তাহার ফলও সংক্ষেপ এবং লব্ধফলও সংকীর্ণ; আর যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কাল জীবনব্যাপী, তাহার ফলও অসাধারণ এবং সেই অসাধারণত্ব হেতু ফললাভ এই সসীম পরমায়ুতে কুলায় না। সেই জন্যই মানব, ফলের বিচার না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উপদিষ্ট হয়। বস্তুতঃ মানব যে সমস্ত দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সেই দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; নতুবা ফল-ভিকারী যে, সে জ্ঞাতসারে প্রায়ই কোনও জীবনব্যাপী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। যাহা তাহার অজ্ঞাতে অনুষ্ঠিত হয়, ফলের কামনাহেতু তাহাও প্রায় অকর্ম্মরূপে গণিত হইয়া জন্মান্তরীণ ফলেরও প্রত্যাব্যয় ঘটায়; এই জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের অবতারণা। সে নিষ্কামতা কি, তাহা পরে বলিব।

স্বর্গ বলি তাহাকেই, যথায় ভোগবিলাসের স্পৃহা নাই, কামনায় অপূর্ণতা নাই, ভালবাসায় নৈরাশ্য নাই, সুকার্য্যে নিষ্ফলতা নাই, সুপথে অধর্ম্ম-কণ্টক নাই, হৃদয়ে অবসন্নতা নাই, সুপথ গমনে বাধা নাই।

নরক বলি তাঁহাকেই, যথায় ভোগবিলাসের তৃষ্ণা মৃগতৃষ্ণিকা তুল্য, কামনার ফল অপূর্ণতা, নৈরাশ্যই ভালবাসার ছায়াছবি, সুকার্য্যে অনন্ত বাধা, সুপথে অধর্ম্ম-কণ্টক, হৃদয়ে জড়তা ও সুপথ গমনে মায়ামোহাদি অসংখ্য বাধা।

ভোগবিলাস আকাশ-কুসুমের তুরীয় সৌরভ! এ তৃষ্ণা কি নিবারণ হয়? মায়াজড়িত জীবাত্মাদ্বারা মায়া চালিত হইয়া তাহার সকল ক্ষমতার অতীতে যে কামনা করে, তাহা জীবাত্মা

বিশেষের পক্ষে যোগ্যকার্য্য হইলেও ক্ষমতাহীনের তাহাতে পূর্ণতা লাভ করিবার ক্ষমতা কোথায় ? ভালবাসা ইন্দ্রিয়লালসায় জড়ি-ভূত ; কামনাজাত যে চিত্তের অনুরাগ, তাহাই আমরা ভালবাসা বলিয়া বুঝি, এবং সেই ভালবাসার জন্য অবান্তরে ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আত্মনাশ করিতে বসি, সুতরাং সে ভালবাসা নৈরাশ্য ভিন্ন আর কি ফল দান করিতে পারে ? যথায় ঘোরতর সাংসা-রিক সংগ্রাম, যথায় সুখসম্পদ বিলাসলালসাভাগী অধর্ম্মপাপা-দির অংশগ্রহণে বিমুখ স্ত্রীপুত্রগণ চতুর্দ্দিকে প্রাচীর রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যথায় জীবাত্মা তাহাদের স্নেহমোহা-দিতে ডুবিয়া রহিয়াছে, তথায় সুকর্ম্মসূত্রপাত অসম্ভব হইতেও অসম্ভব নহে কি ? যে পথে ধর্ম্ম, সে পথে নানাবিধ সাংসারিক দুর্নিমিত্ত কণ্টক। তুমি ঘোরতর সংসারজ্বালায় পারিবারিক সুখ-বিধানকল্পে সংসারকে সমাজকে নীতিকে দলিত করিতেছ, তুমি ধর্ম্মপথ কোথায় পাইবে ? তোমার চক্ষে সেই আপাত-কঠোর পরিণাম-মধুর ধর্ম্মপন্থা নানা প্রকার অসুবিধা কণ্টকে সমাকীর্ণ ! যথায় ক্ষমতার অতীতে বাসনা, যথায় ক্ষমতাতীত বিষয় আয়ত্ব করিতে যত্ন, তথায় নৈরাশ্য ও তৎ সহ হৃদয়ের অবসন্নতা ত নিত্যই বর্ত্তমান। যথায় মানবের নিত্য পতন, যথায় মানবের মায়ায় আশক্তি, তথায় সুপথ গমনে বাধা না হইবে কেন ? এই যে সকল নৈরাশ্য অবসন্নতাদি, ইহাই মান-সিক পীড়া। এই পীড়ার ইহ ও পরকালে যে দহনশীলপরিণাম, তাহাই যথার্থনরক !

যে আত্মা নিত্যচিদ্‌মুখী, সে বাসনায় আগুণ লাগাইয়া দিয়াছে। তাহার ঐহিক বাসনা বা ঐহিক কাম্যবস্তু অন্য কিছু নাই, কেবল সে সুপথ ও সুকর্ম্ম চায়। সুপথে সুকার্য্যের অনু-ষ্ঠানের ফল যে আরামতৃপ্তি, সেই আরামতৃপ্তি সম্ভোগে যে অসীম ভোগবিলাস, তাহাই তাহার প্রাপ্য এবং সে প্রাপ্য নিত্য সাফল্য জড়িত। সে সাংসারিক মায়ার উচ্চে অবস্থিত,

তাহার হৃদয়ের উচ্চ একাগ্রতার উর্দ্ধে স্ত্রীপরিবারজাত মায়া উঠিতে পারে না ; যে ভালবাসার উদ্বোধন আত্মদানে, যে ভালবাসার চরমতৃপ্তি আত্মবিক্রয়ে, যে ভালবাসার উদ্দেশ্য আত্মবিলোপে, সে ভালবাসায় কামনা নাই। সে ভালবাসার অনুভূতি বাহ্যদৃষ্টিতে বা স্বার্থসার ভালবাসার তুলনায় অপূর্ণ হইলেও কামনাশূন্যহেতু ভালবাসার পাত্র যে, সে এ অপূর্ণতা দেখিতে পায় না। পরন্তু সেই অপূর্ণতাই যথার্থ পূর্ণতা, সে পূর্ণতা তাহারই অনুভবনীয় এবং তাহারই ভোগ্য।

যে মানব সুপথগামী, ইহকালের স্ত্রীপরিবারজাত কণ্টক বৃক্ষাদি সেই সুপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে ছায়া দান করে, পথিকের গমন ক্লেশ নিবারণ জন্য ;—পরন্তু সে কণ্টক তাহাকে জড়াইয়া ধরে না ; আর কুপথের পথিক, চলিবার দোষে আঁকাবাঁকা হইয়া তাহার সরল পথকে আঁকাবাঁকা জ্ঞান করে এবং পথিপার্শ্বস্থ কণ্টকে জড়াইয়া যায় ; আতঙ্কে আঁকু বাঁকু করিয়া উন্মুক্তোন্মুখ কণ্টকে আরও জড়াইয়া পড়ে, জীবনে বা জন্মান্তরেও কখন সে কাঁটা ছুড়ে না। জীবের অধোগতি ও তৎসহ ক্রমনিম্নতাহেতু নরকযন্ত্রণা ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়ায়।

পথের ক্ষেত্র যেমন অনন্ত বিস্তৃত, এবং অনন্তস্থায়ী ; পথের পরিষ্কার অংশ তদ্রূপ অনন্তস্থায়ী নহে। ইহা মানব আপনার শক্তি অনুসারে প্রস্তুত করিয়া লয়। যাহার যেমন শক্তি, সে তদ্রূপ পথে গমন করে। ক্ষেত্র পড়িয়া থাকে, লোক সুবিধা ও শক্তি অনুসারে সেই শষ্পসমাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে পথ করিয়া লয়। আজ যেখানে শষ্পশোভিত ক্ষেত্র দেখি, দুদিন পরে সেই সুনীল শোভিত ক্ষেত্রের উপর রজত রেখাবৎ একটি পথ দেখিতে পাই। যে লোক প্রথম এই পথের পথিক হইয়াছিল, সে তাহার বাসনা প্রকাশ করে নাই, ক্ষেত্রের নিকট দাঁড়াইয়া সেই নূতন প্রস্তুতোন্মুখ পথে গমন করিতে অনুরোধ করে নাই, প্রকাশ্য

স্থানে তাহার এই বাসনা পূর্ণ করিতে অন্যের সাহায্য গ্রহণ মানসে বিজ্ঞাপন দেয় নাই, অথচ এক দুই করিয়া অজ্ঞাত পথিকের পদ সংঘর্ষে সেই শষ্পশোভিত ক্ষেত্র বিমথিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার বুকে একটি পথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য মূলে সমবেত যত্ন রহিলেও বাহ্যদর্শনে সমবেতযত্নের কোনও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। সকল মানবেই আত্মনির্ভরতা নাই। যে প্রথমে এই অপথে পথ করিয়াছিল, সেই অজ্ঞাত মানবের অজ্ঞাত শক্তি, কি এক অলৌকিকী শক্তি বলে তৎপরগামী মনুষ্যগণের শক্তিকে আকৃষ্ট এবং তাহার স্বকীয় উদ্দেশ্য মূলে প্রণত্র করিয়া এই অপথে পথ প্রস্তুত করিয়া লইল। লোকে সুবিধা অসুবিধা মানিল না, সেই পথে দলে দলে লোক চলিল, অচিরে পথ প্রস্তুত হইয়া গেল।

প্রথমে যে অপথে পথ প্রস্তুত করে, তাহারই জ্ঞানের ফল ও সুবিধা পরগামী পথিকগণ ভোগ করে। যে সুক্ষেত্রে সুপথ প্রস্তুত করে, তাহার অনুগামী পথিক সুপথগামী হয়,যে কুক্ষেত্রে কুপথ প্রস্তুত করে, তাহার অনুগামী পথিক কুপথগামী হয় এবং তৎকৃত দুর্নিমিত্তও নির্ব্বিকল্পে ভোগ করে। শাক্য সিংহ,চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্যাদি সুক্ষেত্রে সুপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সুক্ষেত্রস্থ সুপথের পথিকগণ অদ্যাপি উচ্চ ফল লাভ করিতেছে। নীরো, কোম্‌তে, নারীপূজা করিতে বলে,তর্ক যুক্তিতে; বেদব্যাস বলেন রমণীর পাতিব্রত্য গুণে; আবার যে সৌন্দর্য্যে বিশ্বের সৃষ্টি, সেই সৌন্দর্য্যে শুম্ভনিশুম্ভের নিধন! বর্ডেলা ফরাসীভূমে কুক্ষেত্রে কুপথের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই পথের পথিকগণ রূপের আগুণে—সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় পুড়িয়া মরিতেছে! যে সৌন্দর্য্য লইয়া শুন্দ উপসুন্দের অকাল নিধন, সেই সৌন্দর্য্য লইয়া কালিদাসের কবিতা; যে সৌন্দর্য্য আগুণে ট্রয়ের ধ্বংস, সেই সৌন্দর্য্য সেক্ষপীরের উপাস্যদেবী ; বিপরীতও আবার দেখ ; যে আত্মত্যাগে রামের অবতারত্ব, বিপরীত স্বার্থে রোমের

অন্তর্বিপ্লব; কৃষ্ণ, যিশু, মানুষ-অতিথির পদধৌত করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতা; নীরো নিজের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিল, ঘৃণার জুতা ভিন্ন অন্য পূজা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই; হিন্দু সর্ব্বভূতে সমান দয়া দেখাইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম লোকের হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত; তরবারী সাহায্যে ইসলামধর্ম্ম প্রচার, ইসলামধর্ম্ম লোকের উপাধীতে মাত্র প্রকাশ। রোমের রাজা পঞ্চদশ লুই কুক্ষেত্রে কুপথ দেখাইবার জন্য নানাবিলাসিনী ডুবারীকে রাজসিংহাসনের উপরে বসাইয়াছিল, অচিরে রুষোর প্রকোপে ধ্বংস হইল। (Vide La Contrat Social) আত্মবিপ্লবরূপ এই কুপথের সৃষ্টিতে হিন্দুর ধ্বংস, মুসলমানের উন্নতি এবং মুসলমানের ধ্বংস, ইংরাজের উন্নতি।

যখনই যথায় কুপথের সৃষ্টি, তখনি তথায় প্রাকৃতিক বিধানে সুপথের সূচনাও দেখা যায় বটে, সেই কুপথ পরিবর্জ্জন করিয়া সুপথের সৃষ্টি ঘটে বটে, কিন্তু সেই ব্যবধান কালের মধ্যে যে সকল লোক কুপথে যায়, তাহারা প্রায়ই আর ফিরিয়া আইসে না। কুপথে সুপথের সৃষ্টি হইলেও স্বীয় বিকৃতবুদ্ধির জন্য সে আর সে দিকে বড় ফিরিয়া চাহে না। তখন সকল কুপথই কালের মহিমায় সুপথ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এই কুপথ, সুপথ বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তখন, যখন সুপথের পথিক লইয়া কোন সুপথ-প্রদর্শক আবির্ভূত হন। কালে পঞ্চমকার শবসাধন প্রভৃতি সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই লোকে তাহা সুপথ ভাবিয়া সেই পথের পথিক হইয়াছিল, কিন্তু যখন চৈতন্য সেই পথ কুপথ বলিয়া সুপথ দেখাইলেন, তখনই তাহা কুপথ বলিয়া বিবেচিত হইল। যাহারা চৈতন্যের পূর্ব্বে ঐ কুপথের পথিক হইয়া অনর্থক ব্যভিচার করিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তাহারা আর সে সুপথে ফিরিয়া আসিল না। তাহাদিগের পারলৌকিক উন্নতি নিম্নমুখী। ইহাদিগের উন্নতি যুগবাহিনী সাধনা সাপেক্ষ। নির্ঘাত পতনে উত্থান বহুবল ও বহু চেষ্টার বিষয়।

ফলে, স্বর্গ বা নরকের পৃথক স্থান নির্দ্দেশের আবশ্যকতা এবং ঘোষণা সেই শ্রেণীর জন্য, যাহারা নিজের উপর নির্ভর না করিয়া পরপ্রদর্শিত পথের পথিক হয়। যে সব লোক কালের বিচার না করিয়া কোথাও বা পথের আপাত-রমণীয়তায় বিমোহিত হইয়া সেই পথের পথিক হয়, তাহাদিগকে সুপথে আনিবার জন্যই এই যে সুপথ ও কুপথের পথপ্রদর্শক, ইহারাই সংসারের নিকট পূজনীয়।—পূর্ব্বেও বলিয়াছি, জ্ঞানবুদ্ধির বিড়ম্বনায় লোক কুপথকেও সুপথ বলিয়া মানিয়া সেই কুপথের প্রদর্শককে বহুমানে পূজা করে। এই পূজার অভাব ঘটে না বলিয়াই অধুনাতন ধর্ম্মধ্বজীভণ্ডদল বিনাশ্রমে ঘৃতদুগ্ধে শরীরের লাবণ্য বাড়াইয়া লইতেছে। নতুবা হিন্দুধর্ম্মের বচনবাগীশ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের গোঁড়া বাবাজীবনের দল এতদিন কোন্ কালে উপবাস উপচারে দিন কাটাইত।

ভগবানের যে সব অবতার, তাঁহাদিগের অবতারত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য, সুপথ প্রদর্শনার্থ। ইহজগৎ যখন কুপথের কাঁটায় আকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া সুপথ রচনা করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন উচ্চকর্ম্মশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকতুল্য স্বর্গও আর নাই, এবং অকর্ম্মা কুপথগামী জড়বুদ্ধি বা বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে এমন বিভীষিকাময়ী নরকও আর নাই। একই বস্তু বিবিধবর্ণের কাচ সংযোগে যেমন বিবিধবর্ণের বিকাশ করে, একই বস্তু খাদকের জিহ্বার গুণে যেমন পরস্পর বিপরীত স্বাদ প্রকাশ করে, একই বস্তু সুস্থ্য দেহে ও পীড়ার সময়ে যেমন বিবিধবর্ণ ও বিবিধস্বাদ অনুভব করায়, তদ্রূপ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিশেষ অবলম্বনে জীব একই অবস্থাকে স্বর্গ ও নরক বলিয়া বিবেচনা করে।

সুখের জগৎ

এ সুখের জগৎ, কিন্তু আস্তিকের নিকটে। এ জগতে পাপপুণ্যের বিচার আছে, কৃতকর্ম্মের ফলভোগ আছে, জন্ম জন্মান্তর আছে, জন্মপূর্ব্ব আছে। কাল আছে, অবস্থা আছে, অবস্থাভাবাদির যোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আছে। জীবাত্মা অক্ষয়, অনন্ত, অবিনশ্বর; আত্মা অনন্তের সাক্ষী, অনাগতের দ্রষ্টা, অসম্ভবের সম্ভব। জীব মরিয়াও কোথায় যায় না, আসিয়াও হেতা থাকেনা, থাকিয়াও কোথা হইতে আইসে না; আত্মা ছিল, আত্মা আছে, আত্মা থাকিবে। এ সকল বিশ্বাস কাহার? যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, বিধাতার বিধানে কৃতজ্ঞতা আছে, হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাহাদিগেরই। যাহারা মনে করে, জীবসাধারণ একই মাম্‌লায় নির্ঘাত দায়মালী আসামী, তাহাদেরই এ বিশ্বাস আছে; কিন্তু নাস্তিকগণ, যাহারা তোমার এ বিশ্বপ্রকটনেই বিশ্বাসী নহে, এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব স্বীকারেও প্রস্তুত নহে; যাহারা পরকালবাদীদিগকে অসত্যবাদী অশিক্ষিত বলিয়া জানে, যে কোনও প্রকার সুখ যে কোনও উপায়ে লাভই যাহারা ঐহিক পরমযজ্ঞের দিব্য ফল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা কি এসব বিশ্বাস করে?

করেনা ত কি? নাস্তিকেরা যে চক্ষে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত আছে, তাহা তাহাদিগের বাহ্যদৃশ্যমাত্র। অভ্যন্তরে চাহিলেই দেখা যায়, প্রাণে তাহাদিগের আস্তিকতা লাগিয়া আছে। প্রকৃত নাস্তিকতা যে কি, তাহা একটু দেখা যাউক।

নাস্তিকতা

আমি বলি, প্রকৃত নাস্তিক ভাক্ত হিন্দু, ভাক্ত খ্রীষ্টিয়ান, কি ভাক্ত মুসলমান হইতে বহুগুণে পূজনীয়। আক্ষেপের বিষয়, ভাক্ত শব্দটাও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে মন সরিতেছে না। ভাক্ত হিন্দু যে, তাহার হিন্দুত্ব ত আছেই, তবে ক্ষুণ্ণতার মধ্যে ঐ হিন্দুত্ব ভাক্ত, কিন্তু এখনকার হিন্দুতে হিন্দুত্ব এক বিন্দুও ত দেখা যায় না! যে নাস্তিকতা আত্মম্ভরী ও মূর্খগণের হৃদয়মাজ্জার বসতি করে, অর্থাৎ যে সব অন্তঃসারশূন্য পেঁপেবৃক্ষ আপনার দ্বারা এ সংসারের অনেক মেজকেদারা হইবে ভাবিয়া, 'সংসারের কি উপকারই করিলাম' জ্ঞানে আনন্দে আটখানা হয়, তাহাদিগের কথা বলিতেছি না; বলিতেছি তাহাদিগের কথা, যাহারা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই দেখেনা, ব্রহ্মাণ্ডময়ী প্রকৃতির উপর আর কাহারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। ইহারাই স্বার্থক নাস্তিক, তোমার আমার তুলনায় ইহারা দেবতা।

প্রকৃতি আর কিছুই নহে, ভগবানের অনন্ত বিভূতির প্রকটন-লীলা। প্রকৃতিকে যাহারা ঈশ্বরের বিভূতি বলিয়া জানে, তাহারাই যথার্থ ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য আধ্যাত্মতত্ত্ববিদের শিরোমণি কার্লাইল পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই বিশ্বোদর ভাবে মোহিত হইয়া উহাকে ভূতেশের বহির্বষণ (Living Germent of God) নামে নামিত করিয়াছে। যে ভগবানের সেই বিভূতিসাগরে ডুবিয়া যায়, জগদাত্মার অনন্ত অসীম বিভূতি ধারণা করিতে গিয়া যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, এ জগতে সেইই যথার্থ নাস্তিক। এ জগতে কে কবে ভগবানের বিভূতি পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিয়াছে? মরুভূমে বালুকা

কণা নিক্ষেপ করিলে আর তাহা খুজিয়া আনা যায় কি?
তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমালোচনা করিতে বইস, অমুক নাস্তিক, অমুক অহিন্দু, অমুক ব্রাহ্ম ইত্যাদি; হউক, কিন্তু তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, আত্মপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বল দেখি, তুমি নিজে কি? তুমি বলিবে আমি হিন্দু, আমি ব্রাহ্মণ। বেশ কথা, কিন্তু তোমার ঐ তিনমন সাড়ে তেরসের দেহে, তোমার ঐ লোকঠকানে ধড়িবাজী বুদ্ধিতে, তোমার ঐ পিটিশন আপ্লিকেশন লেখা বিদ্যাতে, কতটুকু হিন্দুত্ব ব্রাহ্মণত্ব আছে বল দেখি? তোমার যজনযাজন অনেক দিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তোমার পিতৃপুরুষগণে হিন্দুত্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রচুর পরিমাণে ছিল সত্য, কিন্তু শূন্যতহবিল লইয়া পিতৃ-দোহাই দিয়া তুমি এই ভবের বাজারে—যথায় ধারে ফেরে বেচাকেনা নাই, তথায় ব্যবসা চালাইতে পারিবে কি? যে হিন্দুর নিকট পূর্ব্বে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে রমন্তে সর্ব্বদেবতাঃ' বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তুমিও সেই হিন্দু, সেই হিন্দুর সরল সুঠাম বংশধর, কিন্তু তুমি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলেই শোনা বৌদ্ধধর্ম্মের (বৌদ্ধতত্ত্ব জানিয়া বলিলে আর আক্ষেপ কি?) একটা ছিন্ন শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বল "মৃত্যুরেবমুক্তি রীতিঃ।" যিনি এ সংসারে প্রত্যক্ষ আসিয়া তোমার ন্যায় বৌদ্ধবাদীকে মানুষ (লোকে বলে অন্য রকম) করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই অস্তিত্বে তোমার এই বিশ্বাস! পূজা অর্চ্চনার কথায় তবে আর কাজই বা কি? সুতরাং তোমার যজনযাজন এই পর্য্যন্ত। তার পর অধ্যয়ণ অধ্যাপনা; তারই বা আছে কি? দেবভাষা সংস্কৃতকে ত অনেক দিন সন্মার্জ্জনী সম্মানে (লিখিতেও লেখনী কাঁপিয়া যায়) বিদায় দিয়াছ, তবে তোমার অধ্যয়ণেরই বা আছে কি, অধ্যাপনা করিবেই বা কোন্ জ্ঞান লইয়া! বেদ তোমার কাছে চাষার গান। তুমি যে কল্পনা রথে চড়িয়া দিনে

রেতে সাড়ে চারি টাকা স্থদের কেম্পানির কাগজ ভাব, ইন্দ্রাদি দেবতাও সেই কল্পনার ফল বলিয়া তোমার জ্ঞান! এই ত বিদ্যা! তুমি কালেজ নামধেয় যণ্ডামীশিক্ষার আখ্‌ড়া হইতে উপাধী লাভ করিয়াছ, তুমি সদম্ভে বলিবে, কেন মীল, কোম্‌তে, স্পেন্সার, মার্টিনো, সিলি, শিশিরো? ভাল ভাল, আর নাম লইয়া কাজ কি? তুমি যদি ব্যাসবাল্মীকির স্থলে মীলস্পেন্সারকে না বসাইবে, তবে আর জাতীয়ত্বের জলন্ত প্রমাণ কোথা হইতে পাইব? রোথ ও মোক্ষমূলরের ইংরাজি অনুবাদ দৃষ্টে যে দেশে বেদের বাঙ্গালা তর্জ্জমা ছাপা হয়, সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার অন্য প্রশস্ত উপায় আর কি হইতে পারে? কিন্তু জান কি, সেই ব্যাসবাল্মীকি, কপিলপতঞ্জলি তোমাকে যে উন্নতির চূড়ায় তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এখন সৈ অভাবে তুমি নামিতে চাহিলেও পারিতেছ না বলিয়াই না তোমার ব্যাকুলতা! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখ, যেখানে অধঃপাতে যাইতে চাহিলেও শত বাধা, সে উন্নতি কি উন্নতি? তাঁহারা তোমাকে কূটতম বেদবিদ্যার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, তুমি আত্ম-ভাণ্ডারের দিকে না চাহিয়া কপর্দক ভিক্ষায় পরের দ্বারস্থ? জান কি, যাহাদিগের কাছে ভিক্ষা করিতেছ, তাহাদিগের ভাণ্ডার কেবল ছুঁচো আরস্থলায় ভরা! যাহারা অ আ আজও দুরস্ত রূপে লিখিতে পারে না, তাহারাই তোমার অস্থিরধারণীয় জ্ঞানকাণ্ডের গুরু! * তার পর দান আর প্রতিগ্রহণ। তা

* দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে সাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলতমরত্ন আমার পরম পূজনীয়, গ্রীকদর্শন দেখিতে অনুমতি করেন। তাঁহার অনুমতি মতে গ্রীক দাশনিকগণের দর্শন ও তাহাদিগের জীবনচরিত অধ্যয়ণ করিতে আরম্ভ করি। ঐ সকল দর্শন সম্বন্ধে আমার যে স্থূল জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি আমার নিজের কাছেই শঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছি। এক একজন গ্রীক দার্শনিক আমাদিগের আর্য্যদার্শনিকগণের সমকক্ষ বলিলেও অধিক বলা হয় না বটে, কিন্তু সেরূপ দার্শনিকের সংখ্যা অতি কম। বিদ্যা সাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় গ্রন্থে যেমন উপদেশ আছে, "চুরী করা বড় দোষ, যে চুরী করে, কহ তাহাকে বিশ্বাস করে না" ইত্যাদি; গ্রীক দার্শনিক

যে দিন ভারতলক্ষ্মী ভারত ছাড়িয়া তোমাদিগকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া গিয়াছেন, দানের ব্যাপার সেই দিন হইতে এক বারে বন্ধ। দানব্রতে তোমরা জগতের শীর্ষস্থান একদিন অধিকার করিয়াছিলে বটে, কিন্তু এখন যে বার বরাদ্দ করিয়াও কুলাইতে পার না! ছবেলা আচমন ক্রিয়াই যে তোমার বন্ধ হইতে চলিল। তবে প্রতিগ্রহণটা তোমার বিলক্ষণ আছে বটে, কিন্তু সে সকল পতিতের দান! সে দানগ্রহণে বংশবাহী অনিষ্ট ডাকিয়া আনে। এইত গেল তোমার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়। হিন্দুর পরিচয়ই বা তোমাতে কি আছে? হিন্দুর কোন্ অনুষ্ঠান তুমি যথার্থ সাত্বিক ভাবে করিয়া থাক? ধর্ম্মধারণা তোমার কতটুকু? যাহা কিছু আছে, তাহাও ত ভ্রান্ত! স্পর্দ্ধার কথা বটে, কিন্তু না বলিলেও ত চলে না। ধর্ম্ম ত দূরের কথা, যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে পর্য্যন্ত তুমি কি সংকীর্ণ আয়তনে আবদ্ধ করিয়াছ, ভাবিয়া দেখ দেখি? ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে স্তাং তথৈব ভজাম্যহম্।" তুমি ত এ ঈশ্বরবাক্য মান না! ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'যে—যে ভাবে—যাহা বলিয়াই যে উপকরণেই কেন পূজা করুক না, সে আমাকেই পূজা করে।' মুসলমান মস্‌জীদে যাইয়া হাঁটু গাড়িয়া রকম রকম অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া যাঁহাকে ডাকে, খ্রীষ্টিয়ান গির্জ্জায় ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া যাঁহার উপাসনা করে, তুমি কোশাকুশি ফুল চন্দন লইয়া সেই তাঁহাকেই ডাক। তোমাতে ঈশ্বর যে টুকু আছেন,

গণের অধিক দর্শনই তদ্রূপ এবং কোনওটি বা ততোধিক হাস্যজনক নীতিতে পূর্ণ! ফলের যোগ্য বা অযোগ্যতার তুলনা কিছু এখানে আসিতে পারে না, কেননা ঐ সকল দার্শনিকগণের আবির্ভাব কালে গ্রীসবাসী স্কুলের ছেলে নয়। তখন তাহারা অবশ্য সাবালকত্বে পৌছিয়াছে। ঐ সকল দার্শনিকগণের গ্রন্থই যে কেবল এইরূপ, তাহা নহে; উহাদিগের চরিত্র এতই জঘন্য ও নীতিবন্ধনশূন্য, যে সেরূপ জীবন ভার সেচ্ছায় বহন করিতে অন্য কোন দেশের হেয়তম মজুরও চাহে না। কেবল কি এক গ্রীক নীতি, প্রাচীন পাশ্চাত্যজাতির দর্শনই ঐরূপ; আর তোমাদের প্রাচীন দর্শন, কি বলিবে? হয়ত সে সকলের নামও তোমার জানা নাই!

মুসলমানে, খ্রীষ্টিয়ানে, এমন কি ক্ষুদ্র মষকেও ত তেমনি আছেন; তবে তুমি মুসলমানকে দেখিলে দশহাত তফাতে যাও, খ্রীষ্টিয়ান দেখিলে অপবিত্র জ্ঞানে তাহার ছায়ার দূরে গিয়া দাঁড়াও; গালের মষককে চড়াইয়া মার কেন? এ কি ঈশ্বরবাক্য লঙ্ঘন নয়? অন্য ঈশ্বর নয়; কেন না মুসলমানের ঈশ্বর, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়াই তোমার বিশ্বাস; ভাল তাহাই হউক, তোমার ঈশ্বর—হিন্দুর ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বা তবে তুমি প্রতিপালন করিতে পার কৈ? তোমার ধর্ম্মধারণা কি তবে ভ্রান্ত নয়?

ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুন, ভগবান কৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তি দেখিলেন। বিশ্বময় হরি, কোন্ স্থান কোন্ বস্তু তাঁহা ছাড়া হইতে পারে? তাই বিভূতিসমুদ্রে নিমগ্ন অর্জ্জুন কৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত শরীরে বলিলেন,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।
তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পরুষোমতোমে।

অমৃত আর কি? ভক্তের হৃদয় ইহা অপেক্ষা আর কিরূপে দেখান যাইতে পারে? উদ্ধার করিবই বা আর কত, আর উদ্ধার না করিয়াই বা ক্ষান্ত থাকি কিরূপে?

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্,
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ,
দৃষ্ট্বাদ্ভূতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি,
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ,
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্,
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্।

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্,
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।

এ মূর্ত্তির ধারণায় ধৃতি থাকে কি? স্বার্থক নরকুলে অর্জ্জুনের জন্ম, যে এতদূর পরে ধারণার কথা মনে উঠিয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোক হইতেই ধারণা চঞ্চল হইবার কথা।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি,
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।

আমরাও অর্জ্জুনের কথা প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখো দ্রবন্তি,
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।

আর ধৈর্য্য রহিলনা, ধারণা—মহানে ডুবিল। অর্জ্জুন আত্ম-হারা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—

আখ্যাহি মে কো ভাবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ,
বিজ্ঞাতু মিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।

ভগবান অর্জ্জুনের ব্যাকুলতা দর্শনে বলিলেন—

কালোস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো

লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ,
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।

অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন,—

অনন্তদেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ।
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্,
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ,
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

অর্জ্জুনের ন্যায় ধারণা নাই, অর্জ্জুনের ন্যায় হৃদয় নাই, তথাপি বলি, প্রভু ;—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

পাঠক! তুমিও বল; হিন্দু হও, ব্রাহ্ম হও, মুসলমান হও, যে হও সে হও, বল,—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

এই ত তোমার বিরাট দেহ। এই বিরাটের বহির্বিকাশ-বিভূতি তোমার দশভূজা, ষড়ভূজা বা চতুর্ভূজা মূর্ত্তি।

এই বিরাটের বিভূতি লইয়া তুমি দশভূজা মূর্ত্তি গড়িয়া থাক, সেই বিরাটপুরুষ বিষ্ণুর প্রীতিকামার্থে; মুসলমানও

পীরস্থান গড়ে মাটির ঢিপিতে, সেই বিষ্ণুর প্রীতিকামার্থে; হাস কেন? এ দুয়ের তফাৎ বাদই বা কি এত বেশী? লরেটাবাসীকে উপহাস কর বৃক্ষোপাসক বলিয়া,—কিন্তু মনসাদেবীর প্রতিষ্ঠার্থ তোমাকেও ত মনসার ডাল আনিতে দেখি?

খ্রীষ্টিয়ান ভগবানের বিরাটমূর্ত্তির ধারণা করিতে পারে নাই, তাই বলে, 'সদাপ্রভু যিশু ভিন্ন—খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন নরলোকের ত্রাণ নাই;' মুসলমানও বিরাটমূর্ত্তি বুঝে না, তাই বলে 'মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বন ভিন্ন মুক্তি নাই। যাহারা মুসলমান নয়, তাহারা কাফের। কাফেরকে পরলোকে সয়তানে কিলাইয়া মারে,' কিন্তু এ বিরাটমূর্ত্তি তোমাদেরই জিনিস, এ বিরাটদেহ তোমাদেরই ধারণার বিষয়, কিন্তু তোমরা তবে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ কেন বাধাও? তাই বলি, অন্যে না বুঝিয়া কিন্তু তুমি বুঝিয়াও বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষকে তোমার স্বায়ত্তে আনিয়া বসাইয়াছ। এ সংকীর্ণতায় তুমি অধঃপাতে না যাইবে কেন? ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার ধর্ম্মধারণা কি ভয়াবহ ভ্রান্ত!

এ গেল ধর্ম্মধারণার উচ্চকথা। নিত্যনৈমিত্তিক যে ধর্ম্ম-ধারণা, তাহাই বা তুমি কর কই? রঘুনন্দন তোমার আমার মত হীনধর্ম্মিগণের জন্য যে সকল বন্ধনময় আচরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাই বা কর কৈ? প্রতিদিন একবার ভগবানের নামও ত তুমি কর না! স্মৃতির বন্ধন অবশ্য নিন্দনীয়, অত বাঁধাবাঁধিতে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে সব অনিষ্ট উচ্চ ধর্ম্মধারণের শক্তি লইয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের পক্ষে। তাহাদের পক্ষেই বা বলি কিরূপে? তাহারা ত স্বশক্তিতে এ বন্ধন আপনিই ছিঁড়িয়া লয়, কিন্তু তুমি না বন্ধন অতিক্রমে সমর্থ, না আবদ্ধ হইতে সক্ষম। তুমি যে দুইয়েরই বাহির!

তার পর কর্ম্মধারণা। তাহাই বা তোমাতে আছে কৈ? তোমার কর্ম্ম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চলে, নাস্তিকের কর্ম্ম

কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া চলে। তুমি যাহা কর, তাহা ধর্ম্ম লাভার্থ; নাস্তিকে যাহা করে, তাহা তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম মাত্র সম্পাদনার্থ; অন্তরে অন্তরে তুমি সকামকর্ম্মী, নাস্তিক নিষ্কামকর্ম্মী, কে উচ্চ? তোমারই না শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রসঙ্গই প্রচুর রূপে আছে? তবে তুমি ভাল, না তোমার সমালোচিত ঘৃণার পাত্র নাস্তিক ভাল?

কার্য্যেও প্রত্যক্ষ দেখ। বিলাতে রস্কিণ নাস্তিক, ব্রাডলা নাস্তিক, গ্রীসে এপিক্যুরস নাস্তিক, জর্ম্মাণে প্লুতিস্ নাস্তিক, ফ্রান্সে ডেকার্ত্ত নাস্তিক, ভারতে চার্ব্বাক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, আর এই সেদিনকার অটনাচার্য্য নাস্তিক। আর ঐ কয়েক জন ভিন্ন জগতের সকলেই আস্তিক; কিন্তু কে কি কাজ করিল, তাহার একবার তুলনা কর দেখি! উভয়ের কর্ম্মধারণা ও কর্ম্ম, ইহার অভ্রান্ত তুলনা কর, নাস্তিকের কর্ম্মই স্বার্থক কর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হইবে।

জ্ঞান ব্যতীত যথার্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধি আইসে না, কর্ত্তব্যবুদ্ধি আসিলে তখন ঈশ্বরকে লইয়া কথা কহিবার কোনও আবশ্যকই হয় না। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, ক্রিয়াময় সংসারে স্বার্থক ক্রিয়া সাধনে যে সমর্থ, কর্ম্মফল তাহাকে স্বয়ং খুঁজিয়া লইয়া পুরস্কৃত করে। যে ভয়ে ভক্তিতে কার্য্য করে, তাহার কর্ম্ম অসম্পূর্ণ, যে কর্ত্তব্য জ্ঞানে করে, তাহার কর্ম্মই সম্পূর্ণ!

নাস্তিকই বা তবে ঘৃণার পাত্র কিসে? কিসে জানিলে সে নাস্তিক? তাহার কথায়, লেখায়, না লোকে বলে বলিয়া? যদি লেখা দেখিয়া নাস্তিক বল, তবে আবার বলি, তাহার সকল লেখা মনঃস্থির পূর্ব্বক আর একবার পড়িয়া দেখ। সকল উপদেশ গুলি পালন করিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, তখন তুমি যথার্থ পুরুষত্ব লাভ করিতে পারিবে। দুই একটা উদাহরণ দিব কি? হয় ত তিক্ত লাগিবে।

যে কয়েক জন নাস্তিকের নাম লইয়াছি, তাহাদের কথা

একটু জানিয়া লও। বিলাতে ব্রাডলা নাস্তিক। কিন্তু তাহার নাস্তিকতার মূল উদ্দেশ্য গুলি জান ত? "পরের জন্য যাহারা প্রাণ দেয়, তাহাদিগের প্রাণের মহিমা অনন্তকাল ধরিয়া ঘোষিত হইতে থাকে।" এর কোন্‌টুকু নাস্তিকতা? "পরদেশ রত্নরাজির আকর হইলেও তাহা পরদেশ, আর দীনজীবিকা লইয়া আত্ম-দেশের কুটীরবাসী হইলেও সেটা আত্মদেশ।" একি নাস্তিকের কথা? 'দয়া হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। এ বৃত্তির বৃদ্ধিতে হৃদয়ের অবসন্নতা জন্মে না।"—"এ সংসার যে ভাবেই দৃষ্ট হউক, ইহার বিধান বড় চমৎকার। ইহাতে রাজা বদল নাই, মন্ত্রী বদল নাই, রক্ষণ উন্নতির পাণ্ডা নাই। অথচ চিরদিন এক ভাবে—এক আইনে শাসন হইয়া আসিতেছে।" বলিতে পার, যখন এই তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে, তখন তাহার প্রাণ বিশ্বের বিরাট গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, কি না? এখনও কি তবে মনে কর, ঐ সকল স্বদেশপ্রেমিক পণ্ডিতশিরোমণিগণ নাস্তিক, আর পর দুঃখে অকাতর তুমি আস্তিক?

গ্রীসে এপিক্যুরস্ নাস্তিক। এপিক্যুরস্ নাস্তিক কোন্ হিসাবে, তাহা তাহার গ্রন্থ আলোচনা না করিলে—তাহার মতামতের মধ্যে প্রবেশ না করিলে জানা যাইবে না। অগ্রে এপিক্যুরসের মত তাহার পুস্তকাবলী হইতে অতি সংক্ষেপে উদ্ধার করিয়া দেখাই।

(ক) সুখ ভিন্ন মানবের আর কিছুই অভিলসনীয় হইতে পারে না; কিন্তু সেই সুখই অভিলসনীয়, এবং সেই সুখই যথার্থ সুখ, যে সুখে অসুখ নাই।

জগতে এমন কোন সুখই নাই, যাহা হইতে অসুখ বাদ দিলে যথার্থ সাত্বিক সুখ আসিয়া না পৌছায়। অসুখ ভিন্ন সুখ প্রাপ্ত হইতে গেলে যে সকল অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাহার অনুষ্ঠানেই যে মনুষ্যত্ব, তাহাতে কাহারই মতভেদ নাই। ঈশ্বর ঈশ্বর না করিয়া যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে যাই, এবং মনুষ্যত্ব লাভ করি, তাহা হইলে ঈশ্বর ঈশ্বরকারী অকর্ম্মা অপেক্ষা ঐ মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত নাস্তিকই যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের উপযুক্ত তাহা না বলিব কেন? ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার সেই যোগ্য পাত্র।

(খ) অনুগ্রহজাত সুখ, পরকীয় সহবাস জাতসুখ, সঙ্গীত শ্রবণ সুখ, ও সৌন্দর্য্যসম্ভোগ সুখ, ইহার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, তাহা ধারণা হয় না।

বাস্তবিকই তাই। উক্ত চতুর্ব্বিধ সুখ ব্যক্তিবিশেষের নিকট একতর রূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা সাংসারিক সুখের আস্পদ বটে। পরানুগ্রহজাত সুখ, ভক্তি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতাদি; পরকীয় সহবাসজাত সুখ, স্ত্রীপরিবারাদি; সঙ্গীতশ্রবণসুখ, এবং সৌন্দর্য্যসম্ভোগজাত সুখ বিশ্বরাজ্যের বিভূতিবিকাশাদি হইতে জাত। কে বলে, উহা প্রকৃত সুখের আস্পদ নহে? কোন শাস্ত্রেই বা ইহার প্রসঙ্গ-অনুমতি না আছে?

(গ) এই বিশ্ব অসীম, বিশ্বস্থ তাবৎ সুতরাং অসীম। সসীম নিত্যই অসীমের দিকে ধাবমান। উহার বিরাম নাই।

কথাও তাই, বিশ্বস্থ তাবৎ উন্নতির দিকে নিত্য নিত্যই পাদক্ষেপ করিতেছে। বিশ্বস্থ তাবতের এ গতির বিরাম কোথায়?

(ঘ) পরমাণু তাবৎ বস্তুর জনক। পরমাণুর অবস্থানুসারে তদুৎপন্ন বস্তুর বস্তুত্ব প্রকটিত হয়। পরমাণু এই বিশ্বের তাবৎ গতির কারণ।

জগতের তাবৎ বিজ্ঞানবাদীরা একথা একবাক্যে প্রতিধ্বনি করে।

(ঙ) পরমাণুর স্বাতন্ত্রতা গুণ আছে, তাই তাবৎ দ্রব্য ছিদ্রশীল। বিস্তার ও পরিমাণ ব্যতীত পরমাণুর অন্য কোনও গুণ নাই। পরমাণুর অবস্থা বিশেষের সংযোগে তাপ, আলোক ও বর্ণের উৎপত্তি। পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। উহার সংযোগ-জাত বস্তুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে উহার গুণ ও অস্তিত্ব মানবীয় ইন্দ্রিয় পথে উপলব্ধি হয়।

একথার অধিকাংশই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।

(চ) শব্দ ও উচ্চারিত বাক্য বায়ুর উপর চিত্রিত ও উহার সহিত প্রবহমান হইয়া জীবের শ্রুতিগোচরে আইসে। বায়ুর গতি ও দূরতা অনুসারে বায়ুর উপরে চিত্রিত স্বরাদি এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, কখনও উহা সামান্য বিকৃত শব্দ মাত্র এবং কখনও বা কিছুই অনুভবে আইসে না। বাক্য স্বরাদি

বিস্তার প্রাপ্ত হইলে আর তাহা সংযত করা যায় না, উহা অনন্ত বায়ুগর্ভে অতি সূক্ষ্মতম অণুরূপে মিলাইয়া যায়।

একথাই বা অস্বীকার করে কে? শব্দশক্তি অস্বীকার করিবার নহে। বাক্যাবলী প্রযোক্তা ও প্রযুক্তের চিত্তগতির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন শব্দার্থ ও হৃদয়ভাব প্রবর্ত্তিত করে, এবং প্রযোক্তার অনভিমতে যে বিপরীত ফলও প্রসব করে, তাহা নিত্যনিত্যই প্রতি ব্যক্তিতে দেখা যায়।

(ছ) ঘ্রাণশক্তিও পূর্ব্ববৎ। বস্তুর গন্ধ-প্রকৃতির অণু সকল স্বকীয় প্রকৃতিতে বায়ুপ্রবাহে মিশাইয়া যায়; লোক স্বীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা ও হৃদয়ের ভাব লইয়া তদনুরূপ প্রকৃতি ধারণা করে এবং সু বা কুবাস বলিয়া উপভোগ করতঃ তদ্রূপই মনঃ প্রত্যয় করিয়া লয়।

(জ) বস্তুর প্রকৃতিদর্শন দর্শনেন্দ্রিয়ের অবস্থার প্রতি নির্ভর করে। দর্শনেন্দ্রিয়ের তারতম্যে একই বস্তু যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বর্ণাদি প্রকটন করে, তাহা যে কোনও দুইব্যক্তি পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। দূরতা ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট একই বস্তু (দ্রষ্টা সকাশে) স্বীয় বিপরীত প্রকৃতিও প্রদর্শন করিয়া থাকে।

একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য। নাস্তিকেও সত্যের আদর জানে।

(ঝ) আত্মা ও শরীর তাবতই পরমাণু জাত। আত্মা সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগামী পরমাণুর সমষ্টি, স্থূলদেহ স্থূল পরমাণুর সমষ্টি। স্থূল পরমাণুগঠিতদেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যেমন স্থূলবিষয়ের উপলব্ধি করে, সূক্ষ্মপরমাণু গঠিত আত্মা তদ্রূপ সূক্ষ্মবস্তুর ধারণায় সমর্থ হয়। বস্তুর বিকৃতিতে উভয় প্রকার পরমাণুই স্বপ্রকৃতিতে নিহিত হইয়া যায়।

এই খানেই গোল। পরমাণু ভূত পদার্থ, আত্মা ভৌতিকতা শূন্য; অথচ আত্মা পরমাণু সমষ্টি। ঐ পরমাণু আবার বস্তুর ধ্বংসে স্বপ্রকৃতিতে নিহত হয়! আত্মা পরমাণু সমষ্টি, দেহের সহিত আত্মার ধ্বংসে ঐ আত্মার পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বপ্রকৃতিতে অর্থাৎ যাহা ছিল, তাহাই হইয়া যায়। এপিকুরসের নাস্তিকউপাধী প্রাপ্তির ইহাই হেতু।

এস্থলে একটা গল্প মনে পড়িল। একজন চিকিৎসক

কোনও পীড়িতকে উপদেশ দেন, "আধসের দুগ্ধে আধসের জল মিশাইয়া খাইও।" অপর ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ অতি অন্যায়। তুমি বরং আধসের জলে আধসের দুগ্ধ মিশাইয়া খাইও।" এই উভয় উপদেশ লইয়া দুই চিকিৎসকে ভয়ানক তর্কবিতর্ক হয়। মীমাংসক তখন একসের দুগ্ধ ও এক সের জল আনিয়া উভয়ের উপদেশ মত মিশ্রিত করিয়া বলিলেন "বল দেখি, কোন বস্তু কাহার উপদেশ মত প্রস্তুত হইয়াছে?" দুই চিকিৎসকই উভয়মিশ্রিত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিল, দুইই অভিন্ন।

বাস্তবিক যদি ঐ ঔষধ পীড়া প্রতিষেধের উপযুক্ত হইত, তবে দুই প্রকার উপদেশেরই কি এক ফল হইত না, এবং তাহাতে কি পীড়ার শান্তি ঘটিত না? ঔষধ পীড়া প্রতিষেধ করিতেই প্রয়োজন; নিরাময় দেখিয়াই ফলের বিচার। এপিক্যুরস যে উপদেশ দিয়াছে, তাহা যদি জগতে মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরায় ঘটাইত, তাহা হইলে তখনই সে উপদেশ ঘৃণার হইত। উপরোক্ত গল্প প্রায় তাবৎ নাস্তিক দার্শনিক গণের প্রতিই প্রযুক্তব্য, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

জর্ম্মণীতে প্লুতিশ নাস্তিক। প্লুতিশ কৃষকের ছেলে। অবস্থাবৈগুণ্যে তাহার অদৃষ্টে লেখাপড়া শেখা হয় নাই। প্লুতিশ মাঠে থাকে, গরু চরায়, কৃষকের গান গায়, দিন কাটে। প্লুতিশ একদা কোনও কার্য্যোপলক্ষে নগরে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় দেখিল, এক কৃষক এক বৃদ্ধ বলদকে প্রহার করিতেছে। প্লুতিশ নিকটে গিয়া বলিল, "অত মার কেন? ক্ষমতার অতি-রিক্ত বোঝাই দিয়া বুড়া বলদটাকে মারা, এ ত ভাল নয়!" কৃষক গরু ঠেঙাইয়া রাগিয়া গিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "অত দয়া হয়, গাড়ীখানা বলদের হইয়া টাননা কেন?" প্লুতিশ তাহাই করিল। গাড়ী যথাস্থানে পৌছিয়া দিয়া বাড়ি ফিরিল। আসিবার সময় মনে মনে ভাবিল, "বলদের হইয়া দু কথা বলে,

এ জগতে এমন কেহ নাই।” বলিতে বলিতে ঈশ্বরের কথা মনে পড়িল। ঈশ্বর আলোচনায় ক্রমেই সন্দেহ। “ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান, তবে বলদের এ প্রহার কেন? কৃষক অন্যায় করিয়া যখন বলদকে প্রহার করিল, কৃষক তখন স্বর্গের জ্যোতিতে পুড়িয়া মরিল না কেন? তবে ঈশ্বর নাই! “প্লুতিশ যত ভাবে, ততই ঈশ্বরে সন্দেহ! যে দিকে দেখে, সেই দিকেই ভগবানের বিভূতি দর্শনে ভীত হয়, আবার সেই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ দেখা যায়। এই হইতেই প্লুতিশের নাস্তিকতা।

প্লুতিশ কি ভাবের নাস্তিক ছিল, তাহা তাহার শেষ বয়সের খুঁট আখুরে লেখায় লিখিত দশ পাতায় শেষ উপদেশাবলী পড়িলেই জানা যায়। এ কেতাব বড় দুষ্প্রাপ্য, বিশেষ বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর ভাগ্যে। গোটাকতক নমুনা দিতেছি।

১। এক স্থানে থাকিলেই পরস্পরে সদ্ভাব জন্মে, সে সদ্ভাব আনন্দের কারণ। সকল জীব, যাহারা একত্রে এই জগতে বাস করে, তাহারা পরস্পর সদ্ভাবে থাকুক।

২। প্রাণ যাহাতে কাঁদে, তাহার প্রতিবিধান অবশ্যই প্রাণ দিয়া করিবে।

৩। ঈশ্বরের দোহাই না দিয়া নিজের পুরুষত্ব ও শক্তির দোহাই দিয়া চলিবে।

৪। জ্ঞান যেখানে যাইতে চায় না, সেখানে যাইতে অনর্থক চেষ্টা কেন কর?

৫। কল্পনা অনেক সময় সুখেরই কারণ বটে, কিন্তু আবার অনেক সময় নয়। মোহ বা নিদ্রা কালে যে সব সুখের কল্পনা করা যায়, তাহার নাম স্বপ্ন। তাহাতে সত্য নাই। ঈশ্বরও কল্পনার জিনিস। অতএব ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিও না।

৬। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহার চেষ্টা সকলের আগে করিবে; কেন না তোমার সুখেদুঃখে অপরের সুখদুঃখ নাই।

৭। অন্যকে সুখী করিয়া যেখানে তুমি ততোধিক সুখী হও, সেখানে অন্যকে অবশ্যই সুখী করিবে।

৮। পৃথিবী, পৃথিবীর জীবজন্তুদিগকে আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহার অপেক্ষা আরও সাংঘাতিক বাঁধনে মানুষ বাঁধা আছে। সে বন্ধন না থাকিলে মানুষ পড়িয়া এতদিন চুরমার হইয়া যাইত।

৯। নারীজাতি হইতেই সংসার। মাতা যদি তোমাকে স্নেহের বাঁধনে না বাঁধিতেন, ভগ্নী যদি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বাঁধনের দৃঢ়তা বাড়াইয়া না দিতেন, প্রণয়িণী যদি ভর দিয়া সংসারগৃহে বসাইয়া না রাখিতেন, কন্যা যদি পশ্চাতে আকর্ষণ করিতে না পারিত, মানুষ ছন্নছাড়া হইয়া কোন্ কালে না জানি কোথায় পলাইত! হয় ত কোন ডাকিনীর খর্পরে পড়িয়া জীবনের জঘন্য পতনের সহায়তা করিত। অতএব নারী-জাতিকে প্রচুর পরিমাণে সম্মান করিবে।

১০। ঐ যে গির্জ্জায় বড় বড় টুপি মাথায় আলখেল্লা গায়ে ভণ্ডের দল, উহারা এ সংসারের লোককে কেবল অকর্ম্মা করিয়া তুলে। ঈশ্বরের ধূয়া ধরিয়া পরমায়ুর কয়েক ঘণ্টা অপব্যয় করা মূর্খতা ও অপরিমিতব্যয়িতার পরিচয়।

গোটা দশ পাতার আগা গোড়া এই রকম উপদেশ। এ উপদেশের ব্যবচ্ছেদ করিয়া আর কি বলিব, যাহার হৃদয় আছে, যে প্রকৃত আস্তিক, সে অবশ্যই দেখিবে, প্লুতিশের উক্তি অনেক আস্তিক শাস্ত্র হইতেও মূল্যবান ও উপযোগী।

এই হইল বিদেশীয় নাস্তিকের কথা; এখন তোমার স্বদেশীয় আর্য্য-নাস্তিকদিগের নাস্তিকতার কথা, তাহাও কি আর বলিতে হইবে? যে দেশে জ্ঞানকাণ্ডের এমন অসাধারণ ধারণা ও সীমা-তীত উন্নতি, তথাকার নাস্তিকতার কথা কি আর বলিতে হয়? যদি আবশ্যক হয় ত সে ভার আবশ্যক যাহার হইবে, তাহার প্রতি রহিল। কাগজে কুলাইল না বলিয়া নহে, কেন

না এ গ্রন্থের এইই প্রথম। যদি গরজ হয়, তোমার নিজের নাস্তিকদর্শন গুলি একবার মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখিও। পড়িলেই বুঝিবে, নাস্তিকতা তাহাদের কতটুকু এবং কোন্ খানে! তোমার আমার মত নাম-আস্তিক অপেক্ষা তাদৃশ নাস্তিক অথচ স্বার্থককর্ম্মী যে কত গুণে ঈশ্বরের প্রিয়. এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন হেতু সংসারের নিকট কতগুণে পূজ-নীয়, তাহা তখনি দেখিতে পাইবে। শিক্ষা কর, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া আপনার জিহ্বার শক্তি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। নতুবা অনর্থক কথার পুঁটুলী লইয়া কেনই বা নিজে সন্তাপিত হও এবং সংসারকে জ্বালাতন কর ?

পাঠক বলিতেছে, লোকটা বলে কি ? এমন নাস্তিক'ও কি থাকে ? ইহা যদি পাঠকের আত্ম-জবানবন্দী হয়, তবে বলি যে, যদি নাস্তিকই হইব, তবে এই নিভাঁজ আত্মার মহিমা গাহিতে আসরে নামিব কেন ? তবে কর্ম্মশীল যে, এবং যথার্থ সাত্বিক কর্ম্মী যে, সে আস্তিকই হউক, বা নাস্তিকই হউক, আমার নিকট সে অতি মাননীয়।

পরকাল

হিন্দুর প্রধান ও সার কল্পনা পরকাল। এমন কল্পনা কেহ করে নাই, এমন পরিষ্কার ধারণাশক্তি আর কোনও জাতির ছিল বলিয়া ইতিহাস সাক্ষী দেয় না। এমন সর্ব্বজন বিশ্বাস্য সাধারণ্য প্রমাণিত ও সর্ব্ববাদীসম্মত পারলৌকিক ধারণা আর দেখা যায় না। হিন্দুর পরকাল ভাবিয়া যত শান্তি, পরকালের ধারণায় যত শান্তি এবং পারলৌকিক আশায় যত শান্তি, তাহার বিনিময়ে হিন্দু ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের সিংহাসনও তৃণতাচ্ছিল্যে উপেক্ষা করে। অন্যকোনও জাতির এত প্রশস্ত ধারণা—এমন প্রশান্তভাব নাই। যে জাতির মধ্যে দেখিবে, পরকাল অপেক্ষা ইহকালের আদর অধিক, যে জাতি পারলৌকিক সুখ অপেক্ষা ইহলৌকিক সুখের জন্য লালায়িত, তাহাদিগেরই জানিবে, পারলৌকিক ধারণা অসম্পূর্ণ। আর যে জাতি ইহকাল ও পরকাল তুল্য রূপে দর্শন করে, ইহকালের ভিত্তিতে পরকাল গঠিত বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারাই জানিবে পরকালের মর্ম্ম যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান কেতাবী বিষয় নহে, কার্য্যেই তাহার দেদীপ্যমান পরীক্ষা।

পরকাল আত্মা লইয়া। মানব ঐহিক দেহের ধ্বংস প্রত্যক্ষ দেখে, মৃত্যুর সহিত ইন্দ্রিয়াদির যে শক্তি, তাহার ধ্বংসও প্রত্যক্ষ দেখে। তবেই দেহ, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত কোন বস্তুর প্রতি বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে না পারিলে পরকালের ভোক্তা থাকে না। যাহার ভোক্তা নাই, অনুভব করিবার কেহ নাই, তাহা অবস্তু ; সুতরাং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে উহার ভোক্তা যে আত্মা তাহার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস থাকা আবশ্যক। যাহারা আত্মা মানে না, তাহারা পরকালও যে মানে না, তাহা

জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক রাখে না। অতএব আত্মায় অবিশ্বাসী পাঠকের জন্য আমি এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।

বাদী ও প্রতিবাদী, এ উভয়পক্ষের প্রশ্নোত্তর না শুনিলে কোনও বিষয় মীমাংসা হয় না। অতএব পরকালে অবিশ্বাসীদিগের আপত্তি অগ্রে দেখা যাক্।

আপত্তি-অনুযোগ

(১) দেহাদির অতীত ভাবে যে আত্মার অস্তিত্ব, তাহা প্রমাণাভাব হেতু বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(২) হর্ষবিষাদাদি প্রবৃত্তি এবং কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া কল্পনাদির ফল; সুতরাং মানসিক ক্রিয়া শারীরিক ক্রিয়ারই রূপান্তর মাত্র।

(৩) হৃত্তত্ত্ববিবেক দ্বারা (Phrenology) প্রমাণিত হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের কোনও অংশ চাপিয়া ধরিলে সেই অংশের প্রবৃত্তি বিশেষের ক্রিয়াশীলতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রেও স্বীকার করে যে, মস্তিষ্কের স্নায়ুবিশেষের কার্য্য কোনও গতিকে ব্যতিক্রম ঘটিলে ভাব বিশেষেরও সুতরাং ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

(৪) পরকাল যে আছে, তাহার প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ নাই; সুতরাং উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

(৫) বস্তু মাত্রেরই অবয়ব আছে। আত্মার অবয়ব কি?

(৬) বস্তু মাত্রেরই গুণ আছে, গুণ প্রকাশের ক্ষেত্র আছে, গুণের বিকাশ আছে। আত্মা দেহত্যাগ করিলে তাহার কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ঘটে, সুতরাং গুণের বিকাশ ঘটে না। ক্রিয়াশূন্য বস্তু হইতে পারে না, সুতরাং আত্মা নাই এবং তন্নিবন্ধন পরকালও নাই।

(৭) বিবিধ বস্তুর সংযোগে বস্তুবিশেষের উৎপত্তি, এবং বিবিধ ক্রিয়াযোগে ক্রিয়াবিশেষের উৎপত্তি; কিন্তু সে ক্রিয়া ক্রিয়া

মাত্র, তাহাতে কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। আত্মা যদি প্রবৃত্তি বিশেষের ক্রিয়াজাত হয়, তবে তাহার দ্বারা ক্রিয়া বিশেষেরই উৎপত্তি হইতে পারে, কর্ত্তৃত্ব আইসে না। আর যদি ক্রিয়া বিশেষ হয়, তবে ক্রিয়ার দেহরূপ ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিয়াদি উপকরণের অভাবে ক্রিয়াত্বও নষ্ট হইয়া যাইবে। এতাবতায় ক্রিয়া-রূপ আত্মা অমর নহে। সুতরাং—

(৮) সংসারের সকলই অনিত্য। অনিত্য কখনও নিত্যবস্তুর উৎপাদনে সক্ষম হইতে পারে না। অতএব অনিত্য সংসারে অনিত্যদেহী মানবদেহে নিত্য-আত্মার সংবেশ সম্ভবে না।

(৯) জীবেই যদি আত্মার সংবেশ প্রাকৃতিক বিধান হয়, তবে ইতর জন্তুর আত্মাও অমর কি না? যদি অমর হয়, তবে পাপ পুণ্যের ফলভোগী কি না? যদি হয়, তবে তাহাদের জন্য স্বর্গ নরকাদির ব্যবস্থা আছে কি না?

(১০) বাহ্যবস্তুর ধ্বংস দর্শনে জীব সগুণে ধ্বংস পায় বলিয়াই ত বিশ্বাস হয়। এ বিশ্বাসের খণ্ডন কি?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণে, তর্ক ও যুক্তিই কেবল পথ নহে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় সত্য আমরা হৃদয়ে অনুভব করি। অতএব সত্য নির্দ্ধারণে তর্কযুক্তি অতি হেয়তম পথ, হৃদয়-পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। অনন্ত শক্তিতে যখন জগতের বিকাশ, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সীমান্তবর্ত্তী মানব তাহার স্বল্পায়ত মস্তিষ্কপ্রসূত তর্কযুক্তিতে তাহা আয়ত্ব করিতে পারে কি? হৃদয় বিবিধশক্তির আধার, তর্কযুক্তি সেই আধারের অগণ্য সংখ্যার একটি মাত্র আধেয়। অতএব তর্কযুক্তি অপেক্ষা হৃদয়ই প্রশস্ত পথ।

উত্তর-প্রতিযোগ

(১) আত্মা নাই; কেন না তর্কযুক্তিতে তাহা পাওয়া যায় না। ধূম যথায়, তথায় অগ্নি আছে, অথবা মেঘে বৃষ্টি আছে,

বিদ্যুতে দাহিকা আছে; ইত্যাকার তর্কযুক্তি দ্বারা প্রমাণিত অভ্রান্ত সত্যের ন্যায় আত্মাকে আয়ত্ব করিতে পারা যায় না। ভাল, যাহা তুমি আয়ত্ব করিতে পার না, তাহাই কি নাই? এই বিশ্বসংসার কি তোমার আয়ত্বের বিষয়? অথবা উহা কি তোমার আয়ত্বে আসিয়াছে? তুমি কোন্ প্রকৃতিকে আয়ত্ব করিয়াছ? ঝটিকা, প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র ভৈরবীমূর্ত্তি, কৈ? তুমি যদি তাহাকে আয়ত্ব করিয়া থাক, তবে ঝটিকায় সর্ব্বনাশ হয় কেন? দেহাদির অতীত ভাবে তোমার কিছু নাই সত্য, কিন্তু দেহাদির অনতীত ভাবেই কি তোমাতে সকল আছে? তুমি নৃশংস, সে দয়ালু। তোমাতে দয়া আছে কি? তোমার যাহা আছে, তাহার সকলই কি আমাতে আছে? তাহা হইলে সংসারে ত উচ্চনীচ, পণ্ডিতমূর্খ থাকে না! তবে তোমার স্বীকৃত বিষয়েই যখন অতীত অনতীত ভাব নাই, অথবা তোমার অতীত ভাবে তাহাতে অনেক বস্তু আছে, (কেন না তুমি মূর্খ সে পণ্ডিত) তখন অতীতে অনতীতে বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নির্ভর কৈ করিতেছে?

(২) মানসিক ক্রিয়া যদি শারীরিক ক্রিয়ার রূপান্তর হইল, তবে শারীরিক ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা নূতন করিয়া একটি মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ সাধন কর দেখি? যে শরীর পরমাণু-পুঞ্জ মাত্র, সেই শরীরের উপকরণ পরমাণু লইয়া কোন অভিনব শরীর গঠিত বা কোন অভিনব মানসিক শক্তি উৎপাদিত হউক না কেন? মানসিক ক্রিয়া যদি শরীর অবলম্বনেই সাধিত হয়, তবে অন্য অবলম্বনেও যে তাহার ক্রিয়াবিশেষ সংসাধিত হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ কি? অন্নপাক একটি ক্রিয়া, মৃৎভাণ্ডে তাহা সাধিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাম্রাদি ধাতু পাত্রে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না?

(৩) মস্তিষ্কের অংশ বিশেষে প্রবৃত্তি বিশেষের অধিষ্ঠান; এবং জড়শক্তি দ্বারা বাক্ শক্তি, গতি শক্তি, নিদ্রা স্বপ্নাদিও

উৎপাদিত হইতেছে; কিন্তু মানসিক শক্তির দ্বারা তদ্রূপ কার্য্য উৎপাদনে তাহারা ত এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই! আর আত্মা যে শক্তিময়, অথবা ক্রিয়াময়, তাহারও ত কোন সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই। প্রসিদ্ধ জড়বাদীপণ্ডিত অধ্যাপক টিণ্ডেল অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "জড়ের বিকাশে উহার বিরুদ্ধ ক্রিয়াময় চিৎ শক্তির যে কিরূপে উদয় ঘটে, তাহা জানিবার শক্তি আমরা রাখি না।" জড়ের অতীত কোন সত্বার অস্তিত্বভাব হৃদয়ে উঠিয়াছিল বলিয়াই সাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং আত্মবোধে উহা সিদ্ধ।

(৪।১০) এই প্রশ্নদ্বয়ের মীমাংসা "চিৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা গিয়াছে। অতএব এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

৫। বস্তু মাত্রেরই যে অবয়ব আছে, তাহা স্বীকার্য্য নহে। বস্তুর বস্তুত্ব অবয়বের উপর নির্ভর করে না; বস্তুর ক্রিয়া গুণাদির উপর নির্ভর করে। বায়ুর অবয়ব নাই, গ্যাস বাষ্পের আকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি উহারা বস্তু নহে? যদি বায়ু বাষ্পাদি নিরাকার হইয়াও ক্রিয়াগুণে বস্তু হয়, তবে অনন্ত ক্রিয়ার আধার অথচ অবধেয় আত্মাই বা বস্তু না হইবে কেন?

৬। ক্রিয়া গুণাদি শূন্য বস্তু হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু দেহই কি আত্মার ক্রিয়া গুণাদি বিকাশের এক মাত্র ক্ষেত্র? শারীর-বিধিই যে কেবল মানসিক বিধানের ক্ষেত্র নহে, তাহা পূর্ব্বেও একবার বলা গিয়াছে। যদি শরীর মনোবৃত্তি প্রকাশের একমাত্র ক্ষেত্র হয়, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যথায় শরীরের পূর্ণতা, তথায় মানসিক পূর্ণতাও অবশ্য আসিবে; কিন্তু তাহা ত নয়। আমাদিগের দেশের যে সকল পূর্ণদেহী কৃষক শরীরের গুণে পাথর হজম করিয়া দেয়, তাহাদিগের অপক্ষো জ্ঞান ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষতায় বালাম-

ভোজী ভদ্রলোক কি অধিকতর সম্পন্ন নহে? শরীর মনের সহিত সংযুক্ত বটে, কিন্তু মন যে শরীরকে অতিক্রম করিয়া কোনও কার্য্যশীলতা প্রদর্শন করিতে পারে না বা করে না, এমন কোন কথা নাই।

৭। বিবিধ বস্তুর বিকারে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু আত্মা বাস্তবতাশূন্য বিধায় উহার সহিত বস্তুর তুলনা হইতে পারে না। আবার বিবিধ ক্রিয়ার বিকাশে বিবিধ ক্রিয়ার উৎপত্তি, ইহাও সত্য বটে; কর্ত্তৃ-প্রযুক্ত যে ক্রিয়ার বিকাশ, তাহাতে বিবিধ ক্রিয়ার উৎপত্তি ঘটিলেও কর্ত্তার অস্তিত্বে কোনও গোল ঘটিতেছে না। মনে কর ষ্টীম এঞ্জিন। উহা অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের ক্রিয়াশক্তিজাত। ঐ এঞ্জিনে ষ্টীম সংযোগ-রূপ ক্রিয়া বিন্যস্ত করিলে ময়দা ভাঙ্গা, জাঁতা ঘুরান, গাঁট কশা ইত্যাদি বিবিধ ক্রিয়ার উৎপত্তি করিয়া থাকে। কালে ঐ ষ্টীম এঞ্জিনের ষ্টীম ফুরাইয়া কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, অথবা এঞ্জিনটাই কালে নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে এঞ্জিনের যে একজন চালক ছিল, অথবা যে লৌহাদি ধাতুর সাহায্যে বুদ্ধিবলে এই এঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি উহাতে ষ্টীম যোজনা দ্বারা উল্লিখিত কার্য্য সকল সাধন করিতেছিল, তাহারা যে নাই, তাহা ইহাতে কিরূপে বুঝিলে?

(৮) জগৎ ধ্বংসশীল। মানব জগৎশরীরের অঙ্গ, অতএব জগতের ধ্বংসশীলতায় তাহারও ধ্বংসশীলতা স্বতঃসিদ্ধ। ইহারও এই উত্তর যে, শত প্রমাণে সিদ্ধ যাহা, তাহা একাধিক শত প্রমাণে অসিদ্ধ হয়। আবার শত স্থানে যাহার এক ভাব, একাধিকে তাহার অন্যথা ভাবও দেখা যায়। ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে কদলী নাই। ঐ লতাগুল্মাদি বিরল দেশে ওষধিজাতীয় তরু একেবারেই নাই। তথাকার বৃক্ষ বৎসর বৎসর ফল দান করে। এখন তথাকার কোনও অধিবাসী যদি ভারতের কদলী-বনে আইসে, তাহা হইলে সে কি মনে করে না যে,

এই কদলীফল ফুরাইয়া গেলে আবার তাহাতে ফল ফলিবে, কিন্তু তখন তুমি বলিবে, "না। তুমি শতসহস্র বার বৃক্ষের ফল ফুরাইলে আবার ফল ধরিতে দেখিয়াছ বটে, কিন্তু এখানে সে নিয়ম খাটিবে না।" মানবাত্মার পক্ষেও এই বিধি। শতবস্তু ধ্বংসশীল হইলেও একাধিকশত সংখ্যক বস্তু যে অবিনশ্বর হইতে পারে না, তাহার কোন অর্থ নাই।

পরকাল প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা কি বস্তু নহে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, প্রমাণের দুইটি দিক্। তোমার পিতামহকে তুমি প্রত্যক্ষ দেখ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি এই পরোক্ষ প্রমাণে কি বিশ্বাস স্থাপন করিবে না? বিশেষ পরকাল ইহসংসারের বস্তু নহে। তথাপি তুমি কি অন্ধবিশ্বাসীর ন্যায় বলিবে, 'হিমালয়ের পরপারে আর জনপদ নাই?' ষ্টুয়ার্ট মীল ইহার যে সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই প্রশ্নের আরও সুন্দর মীমাংসা দেখিবে।

(৯) বাহ্যবস্তুদর্শনে আত্মার ও দেহের ধ্বংসবত্তা অপেক্ষা পরকালের অস্তিত্বই অধিকতর বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। বাহ্য-বস্তু আর কিছুই নহে, জীবের জীবিকা। ঈশ্বর জীবের এই জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া জীবে শক্তির আরোপ ও বাসনার বিকাশ ঘটাইয়াছেন! মানবে ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, জগতে অহারীয় বস্তু ও পানীয় জল আছে; হৃদয়ে স্নেহপ্রেম দয়াদাক্ষিণ্যাদি আছে, তৎ প্রদর্শনের পাত্রও আছে; কিন্তু জীবনে ক্ষুধা আছে, জীবন রক্ষার বাসনা আছে, অথচ সে বাসনা পূরণের উপকরণ নাই! ইহা কখনও হইতে পারে না। এত সুক্রিয়ার মূল যে বাসনা, যাহার অস্তিত্বে এই অগণ্য বাসনারাশীর তৃপ্তি, তাহারই অস্তিত্ব নাই, অথচ বাসনা আছে; মাথা নাই, অথচ মাথা ব্যথা আছে, এও কি একটা কথা? গ্রীকদার্শনিক প্লেতো এই উত্তর সর্ব্ব প্রথমে বলিয়াছিলেন। ইংরাজদার্শনিক ষ্টুয়ার্ট মীল ইহার

প্রতিবাদে বলেন যে, "জীবনে বাসনা আছে সত্য, কিন্তু সে বাসনা পূর্ণও সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে। মানবের দীর্ঘ পরমায়ুই কি এই বাসনা পূর্ণের নিদর্শন নহে?" প্লেতো কিছু বলেন নাই, কিন্তু আমারা বলি, "না। মানবের এই যে গড় পড়তা ৩০ বৎসর পরমায়ু, উহা জীবনতৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে প্রচুর নহে। বিশেষ মানবের যে জীবন ঘটিত বাসনা, তাহা ইহজীবনের জন্য নহে, পরজীবনের জন্য। যোগী ইহজীবনকে তুচ্ছ ভাবিয়া গহন কাননে শ্বাপদদলের মধ্যে বসিয়া আরাধনা করিতেছে, বর্ষার বারি, চৈত্রের তাপ মাথার উপর দিয়া যাইতেছে,—দৃকৃপাত নাই; ইহজীবন যায় যায়, ভ্রুক্ষেপ নাই, যোগী পরকালের সুখের জীবনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। পুত্র জমীদার—কুবেরের ধনে ধনী, মাতা সর্ব্বজয়ার ব্রত লইয়া কলাপাত পরিয়া ভুমিতলে শয়ান আছেন—সন্ধ্যার পর অখাদ্য কটুতিক্ত ফল ভক্ষণ করিবেন। ইহজীবনের প্রতি মাতার ভ্রুক্ষেপ নাই, তিন পরজীবনের জন্য সুখের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন। ধনীপুত্র পিতৃকৃত্যে চন্দনধেনু করিতেছে, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, সহস্র সহস্র ভিকারী, সহস্র সহস্র অনাথকাঙাল পানভোজন করিয়া অর্থবস্ত্রাদি পাইয়া আনন্দে চলিয়াছে, পিতা পরজীবনের জন্য যাহা করিবার তাহা করিয়া গিয়াছেন, পুত্র তাহার সেই পরকালের পুঁজি বাড়াইবার জন্য এখানে এই আয়োজন করিতেছে। তাই বলি, লোকে এই সীমাবিশিষ্ট পরমায়ুর জন্য প্রার্থনা করে না, এই আজ আছে কাল নাই জীবনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে না, এই সুখের বাজার বসাইতে না বসাইতে সন্ধ্যা হয় যে জীবনদিন, তাহার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, অনুষ্ঠান করে কেবল পরজীবনের জন্য। লালায়িত কেবল পারলৌকিক সুখের সুদীর্ঘ জীবনের জন্য।

উন্নতির একটা সীমা আছে। মানব সেই সীমাকে লক্ষ্য করিয়া, সীমাপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তিকে আদর্শ ধরিয়া তাহার

দিকে, অগ্রসর হয়। আমাদিগের আদর্শ ঈশ্বর। আমাদিগের আদর্শ ঈশ্বরের অবতার সকল। মানবের এই যে আদর্শ ও সীমা, পরকালে বিশ্বাস সংস্থাপন না করিলে তাহা পূর্ণ হইবার আশা নাই। এ পর্য্যন্ত কে কোথায় দেখিয়াছ যে, মানব তাহার আদর্শের অনুবর্ত্তি হইয়া এমন উন্নতির সীমায় দাঁড়াইয়াছে যে, সে আর উন্নতি চাহে না? আপেক্ষিক তুলনার চক্ষে চাহিয়া দেখ, কোথায় বা আদর্শ, আর কোথাই বা উন্নতির সীমা! মানব আজিও ভাল করিয়া চলিতে শিখে নাই, সীমা পর্য্যন্ত যাইবে কিরূপে; চক্ষু ফুটে নাই, আদর্শই দেখিতে পাইতেছে না, তবে ধরিবে কি?

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি যুক্তি আছে, তাহা না বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে না।

(ক) পদার্থ মাত্রেরই বিকাশ আছে, বিকাশের পরিণতি আছে, এবং পরিণতিরও একটা সীমা আছে। বীজে বৃক্ষত্ব নিহিত আছে। বীজ দর্শনে বলা যায় যে, ইহার বিকাশে কালে একটি বৃক্ষের উৎপত্তি ঘটিবে। অঙ্কুর দর্শনে বলা যায় যে, এই অঙ্কুর কালে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ফলপুষ্পে শোভিত হইবে। বিকাশপ্রাপ্ত বৃক্ষে অবিকশিত কোরক দর্শনে বলিতে পারি, এই কোরক প্রস্ফুটিত পুষ্পে পরিণত হইবে, এবং পুষ্পের সেই শেষ প্রস্ফুটন অবস্থা দর্শনে বলিতে পারি এই ইহার সীমা, ইতঃপর ইহা ঝরিয়া পড়িবে। কেননা, ইহাই ইহার পরিণতির সীমা। একবার জীবাত্মার দিকে চাহিয়া দেখ, বলিতে পার কি, জীবাত্মার বিকাশের ও পরিণতির এইই সীমা? আত্মা আর কিছু জানিতে চাহে না, আত্মা আর কিছু শুনিতে চাহে না, শিখিতে চাহে না, ইহাতেই আত্মার সকল অভাবতৃষ্ণা ফুরাইয়াছে? আত্মার অবিদিত, অশ্রুত, অনধীত এবং অদৃষ্ট আর কিছু নাই? তাহা ত পারিতেছ না। আত্মার উন্নতিপথ অনন্ত বিস্তীর্ণ। আত্মার বিকাশ জন্মজন্মান্তরেও শেষ হইবার নহে।

তবে কি বলিয়া আত্মায় অবিশ্বাস কর? তোমাতে যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা যদি প্রভু যিশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, গৌতম বা মহম্মদ বানাইতে হয়, তাহা হইলে তোমার খোলও যে বদলাইতে হয়, নলিচাও যে বদলাইতে হয়। তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার তুমিত্বকে কত ছাটিয়া ছুটিয়া কত গুঁছি খুঁচী দিয়া কত যোগবিয়োগ করিয়া তবে উহাদিগের নিকটে দাঁড় করাইতে হয়; কত জন্মের সাধনার ফল এই উন্নতি! তুমিও মানুষ, তোমার গ্রামের মুন্‌সেফ্ শ্যামবাবুও মানুষ; ভাবিয়া দেখ, তোমাদের উভয়ে কতই না অন্তর! ঈশ্বর কি এতই স্বার্থপর যে, তোমাকে কষ্ট দিয়া, তাহাকে জ্ঞানবিদ্যা-বিভবাদি সুখ ঐশ্বর্য্য দান করিলেন? তোমাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও কি কর্ম্মক্ষুন্নতা নাই?

(খ) বিশ্বসৃষ্টির এই নিয়ম, ক্রিয়ার সহিত ফলের যোজনা। তুমি চাহ বা না চাহ, ক্রিয়াফল তুমি পাইবেই পাইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে "বোধ হয়, হয় ত হাঁ, নয় ত না" ইত্যাদি নাই। এখন মনে কর, দয়া, প্রীত্যাদি প্রবৃত্তি পরিচালনের একটা কথা আছে, এবং একটা ফলও আছে। ভাল, এমন কি কখনও দেখিয়াছ যে, একজন দয়ালু জীবনের শেষে বলিল, "আর দয়া করিতে পারি না?" একজন ভক্ত ভক্তিতে ডুবিয়া—শেষে কিছু দিন পরে বলিল, "আমার ভক্তির ভাণ্ডার ফুরাইয়াছে, আর ভক্তি করিতে পারিব না।" এমন কেহ কি দেখিয়াছ যে, কোনও মহাত্মা ঈশ্বরে প্রীতি করিতে করিতে, শেষে জীবনের কোনও সময় অবসন্ন হইয়া বলিলেন, "না। আর আমার প্রীতি নাই?" তা যখন নয়, ভক্তিপ্রীতির যখন সীমা নাই, তখন ৬০।৭০ কি ৮০ বৎসরে তাহা কি কখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে? ঈশ্বর কি এমন মহদুপকারী বৃত্তির ক্রিয়া ঐ সামান্য কালের জন্য নিয়মবদ্ধ করিয়া দিতে পারেন? আর ঐ সামান্য সময়ের ক্রিয়া অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে

ষ্ঠিত ক্রিয়ার ফল ত কৈ লাভ হইল না? একজন মুমূর্ষু জড়িতকণ্ঠে বলিয়া গেল, "আমার স্বোপার্জ্জিত ধনে যেন একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ পঞ্চত্ব পাইল। এই মহাপুণ্যময় কার্য্যের ফল তাহার ত ভোগে আসিল না? ঈশ্বরের এ কি নিষ্ঠুর বিচার?

(গ) বিশ্বাস একটি সর্ব্বপ্রধান প্রবৃত্তি। এমন কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই, যাহারা কোনও প্রকারে পরকালে অবিশ্বাস করে। পরকাল আত্মা লইয়া। অতএব আত্মা সম্বন্ধে লোকের নানা প্রকার বিশ্বাস দেখা যায়। নিদ্রায় লোকে থাকে এক স্থানে, স্বপ্ন দেখে আর এক স্থানে। শরীর এক স্থানে থাকিল, অথচ অন্যস্থান দেখা হইল কিরূপে? আত্মা দেখিয়া আসিল। তবে আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে, আবার আসিতে পারে। মৃত্যু আর কিছু নহে, আত্মা এমন চলিয়া যায় যে, আর সে ফিরিয়া আইসে না। গ্রীণলণ্ড-বাসীরা উপরোক্ত মত বিশ্বাস করে। নবজীলণ্ডবাসীরা বলে, "নিদ্রাকালে আত্মা বেড়াইতে যায়।" প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতম জাতি পুরুভীয় (প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিত্র বলেন, ইহা পুরুরাজের রাজধানী) দিগের বিশ্বাস, "আত্মা নিদ্রাকালে ভ্রমণ করিতে যায় এবং যাহা দেখিয়া আইসে, তাহা স্বপ্নযোগে প্রকাশ পায়, কার্য্যেও তাহাই ঘটে।" হিন্দুদিগের ইতরজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস আজিও দেখা যায়। পবিত্রাত্মা (Holy ghost) সয়-তান যাহা কিছু, সকলই পরকালের ভিত্তিতে। জগতের তাবৎ লোকই প্রায় পরকাল ও আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসি-তেছে। জগতে সভ্যতাবৃদ্ধি, জ্ঞান বৃদ্ধি, শিক্ষা বৃদ্ধিতে কত কত বিশ্বাস ভ্রান্তিময় বলিয়া প্রমাণিত হইল, কত লোক কত কত কুসংস্কারজাল হইতে মুক্তিলাভ করিল, কিন্তু কৈ, এই পর-কালের বিশ্বাস ত টলিল না; এ পারলৌকিক কুসংস্কার ঘুচিয়া ত সুসংস্কারের উদয় হইল না? পরকালের প্রতি বিশ্বাস

বরং দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসিত হইয়া আসিতেছে। এ জহুরীর হাটে অসত্য কি সত্যের বিনিময়ে বিকাইতে পারে ?

(ঘ) উপাসনা আত্মার অবিনশ্বরতার আর একটি প্রধান প্রমাণ, কিন্তু ইহা সাধনাহীন লোকের চিত্তে ধারণাই হইতে পারে না। অথবা লেখনীর মুখে প্রকাশই হইতে পারে না; তবে যাঁহারা প্রগাঢ় উপাসনা প্রভাবে আত্মসংস্থ ও সমাধীস্থ হইয়া থাকেন, তাঁহারাই কেবল আমার এ যুক্তির সার-বত্বা বুঝিবেন।

(ঙ) পরকালে অবিশ্বাস করিলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরে অবিশ্বাস থাকিলে হৃদয়ের পূর্ণতা থাকেনা। ঝটিকাগ্রস্থ নাবিকহীন নৌকা যেমন নদীগর্ভে বিপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খায়, নাস্তিকগণের মনও অবিকল তদ্রূপ দশাগ্রস্থ হইয়া অতি অসুখে ডুবিয়া যায়। বেচারারা ক্ষমা ও দয়ার পাত্র !

এখনও পরকাল বিষয়ে অনেক বলা যায়, অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গে পরকালে অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা তত অধিক নহে, যাহাদিগের জন্য অধিক বলিবার আবশ্যক হয়; সুতরাং প্রস্তাব শেষ করা গেল।

চিৎ

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের পরিশিষ্ট)

"আপনার প্রবন্ধপাঠে পুলকিত হইলাম, কিন্তু প্রবন্ধান্তর্গত যুক্তিসমূহের তাবৎ অংশ আমার ক্ষীণতর মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিল না, আশা করি—সন্দেহভঞ্জন করিবেন।

আত্মা ও মনঃ পরস্পর এক বস্তু নহে, তাহা আমি স্বীকার করি। রাসায়ণিক বস্তুবিশেষের ঘ্রাণে মস্তিষ্কের ভাবান্তর এবং তজ্জন্য যে সকল ছায়াদৃশ্য দেখা যায়, তাহা যে খেয়ালমাত্র, তাহাও স্বীকার করি। তাবৎ জ্ঞানবুদ্ধিজাত কল্পনা শরীরের অবস্থা ও বাহ্যজগতের ভাবাদির সংবেশে যে পরিপুষ্ট হয়, আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের (Locke, Cordillac &c &c) মতাবলম্বী হইয়াও উহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু পার্থিববস্তুতে অপার্থিব শক্তির (চিৎশক্তি) কল্পনা করিতে পারি না। চিন্তা, স্মৃতি, তর্কযুক্তি ও ইচ্ছা, মন হইতে উপ্ত হয়। এই সকল বৃত্তি জীবনব্যাপী, কেননা মৃত্যুর সঙ্গেই উহাদিগের কার্য্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। (Abercrombie's Intellectual Powers. P. 26, 15th Edition) ইতর জন্তুগণেরও যে ঐ চারি শক্তি আছে, তাহা বহুদিন মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য, একটি ক্ষুদ্র কীট কি পতঙ্গ, তাহারও ত মনঃ ও তাহার বৃত্তি চতুষ্টয় আছে, এখন তাহাতেও কি ঐ অপার্থিব চিৎ শক্তির অস্তিত্ব তুল্যরূপে আছে ?"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২ শ্রাবণ।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তাঁহার ন্যায় পিতার গুণের সীমা আমি কি করিব? তবে তিনি আমাকে যেমন বুঝিতে দিয়াছেন, আমি আজি তোমাকে তদ্রূপ বুঝাইব। তুমি ঘোরতর ইংরেজি-নবিশ, তোমাকে ইংরেজি হিসাবেই একথা যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেছি।

তুমি টিটন (Titan, on Wisdom and Error,) প্রণীত 'জ্ঞান ও ভ্রান্তি' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছ। দেকার্ত্ত ও ম্যুরের (Henry More,) এ বিষয়ের বাদ প্রতিবাদ (Œuvres de Descartes, vol, X, Page 178, et, seq, Cousin's Edition) তুমি অবশ্য অধ্যয়ণ করিয়াছ। দেকার্ত্ত যেমন বলিলেন যে, "পশু আত্মা (ame) সেইরূপ, যেমন মানবীয় আত্মা অশরীরী বস্তু দ্বারা গঠিত।" তখন ম্যুর ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, "উহা ঠিক নহে। পশু ও মানব উভয়ই আত্মবান বটে, কিন্তু ঐ আত্মার কার্য্যশীলতা ও পূর্ণতার এতাদৃশ ইতর বিশেষ আছে যে, উহা তুলনায় এক অপরের নিকট কোন ক্রমেই তিষ্ঠিতে পারে না। অন্য একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক (M, Tissot, the distinguished Professor of Phylosophy at Dijon) তাঁহার গ্রন্থ বিশেষে (La vie dans L' Homme. P. 253) ইতর জন্তুতে চিদাত্মার (Rational soul.) অস্তিত্ব স্বীকারকারী দার্শনিকগণের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়া বলিয়াছেন, যে "ঐ সকল দার্শনিকগণের মতের দৃঢ়তা নাই।" এ সকল মত প্রমাণ করিবার জন্য আবার অন্য এক জন জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত গ্রন্থবিশেষে (Pierquin de Gemblouz, Idiomologie des Animaux, Published at Paris 1844) ইতর জন্তুর শব্দতত্ত্ব পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি (Dupont de Nemours) বলেন যে, "কুকুর স্বরবর্ণই অধিক উচ্চারণ করে। ক্রোধে কেবল বঞ্জনের মধ্যে গ ও জ, এই দুই বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। বিড়ালও স্বরবর্ণভাষী, তবে ব্যঞ্জনের মধ্যে তাহারা কেবল ম, ন, ব, ভ ও ক উচ্চারণ করিতে

পারে। অন্য একজন পণ্ডিত (Beckstien, the Naturalist, Published 1840, The Verseior of the song of Nightingale) শ্যামাপক্ষীর সঙ্গীতের স্বরলিপি করিতে কতই না পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বরতত্ত্ব অন্যত্র ভাল করিয়া বলিব।

ভাষাতত্ত্বের বিস্ময়াকর্ষিণী প্রকৃতির কথা ত্যাগ করিয়া তুমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ, তাহার উত্তর দি। মানবের ন্যায় ইতরজীবের চিদাত্মা দেহাবসানেও অস্তিত্বের সম্ভবাসম্ভবতাই তোমার প্রধান প্রশ্ন। শরীরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এখানে মোহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা আত্মাতে এমন পার্থিব কোনও সত্বার অস্তিত্ব ধারণায় আনিতে পারেন না, যাহার ব্যবচ্ছেদে আত্মার সত্য প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইতে পারে; সুতরাং শরীরতত্ত্বে ইহা নাই। ধাতুতত্ত্ববিদগণ মানবে স্বভাব কল্পনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, কেন না তাহা জীবমাত্রেই পরিদৃষ্টি হয়; এবং বংশবাহিতায় তাহা জনক হইতে জনিতে সংক্রমিত হইয়া থাকে। দেবতা যদি স্বাভাবিক হয়, তবে বিশ্বাসবাতুলেরা চিৎপ্রকৃতির কোনও স্বভাব প্রবৃত্তি দেখিতে পায় না, কেননা মানব নিতান্তই দৈবচালিত।

কল্পনার উৎপত্তি লইয়া বাগাড়ম্বর অনাবশ্যক। তবে কল্পনার ধারণা বিষয়ে সকল জীবের যোগ্যতা যে সমান নহে, তাহা অবশ্যই বলা যায়। বহুদর্শিতা হইতে কল্পনার আগতি, এবং ধারণায় তাঁহার পরিণতি। ধারণা (Receptivity as Kant) কল্পনার সর্ব্বাঙ্গিণ আগতির ধীরশক্তি। বৃত্তি কল্পনা-সম্বন্ধীয় অবগতির পক্ষে দ্রুতশক্তি। (Faculty is active power, Capacity is passive power. Sir W, Hamilton, Lec: on Metaphysics, Logic, vol, I, Page 178) মানব ও তাবত জীবে কল্পনা বিষয়ে তাহাদিগের দ্রুতধারণাশক্তি আছে বটে, কিন্তু ধীরশক্তি সকলের নাই। বৃত্তির উৎকর্ষ জন্য কল্পনার প্রসরতা ও তজ্জাত যে ধারণা শক্তি (Passive), তাহা ইতর জীবে

দেখা যায় না। আহারান্বেষণ ও আহার কল্পনা সকল জীবেরই ধারণার বিষয়ী-ভূত বটে, কিন্তু অতিমানুষী কোনও ক্রিয়ার ধারণায় ইতরজীবের অধিকার নাই। কেননা স্বভাবপ্রবৃত্তি ও তাহার দ্রুতধারণা শক্তি (active) মাত্রই আছে।

প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখ, তাবৎ শরীরী সত্বার এমন এক পর্য্যায় আছে, যদ্দ্বারা তাহারা পরস্পর পৃথক বস্তু বলিয়া উপলব্ধি হয়; এই উপলব্ধীয় শক্তি ও সকল জীবে দেখা যায় না। প্রস্তরে অগ্নি আছে, ইহা ইতরজীবের বুদ্ধিতে আসিতে পারে না, কেননা স্বভাববৃত্তি ভিন্ন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি ও তাহার উৎকর্ষজাত ক্রিয়ার প্রতিভাস তাহাদিগের হৃদয়ে ধারণাই হয় না; সুতরাং মানব যেমন ঈশ্বর, চিদাত্মা ও পরকালাদি বিষয়ের কল্পনা ও ধারণা করিতে পারে, ইতরজীবে তাহা কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্বাদি পশুবুদ্ধির (Instinct) বিষয়ীভূত নহে। উহা উচ্চমানসশক্তিতে (Spiritual power) জ্ঞানশক্তির (Intelligence) সমবায় ঘটিলে তবে ধারণায় আইসে। মানবেও যাহার জ্ঞানশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধি যেরূপ, ধর্ম্ম-ধারণাও তাহার তদ্রূপ। শতসহস্র উপদেশ দ্বারাও তাহার সে ধর্ম্মবিশ্বাস বিচলিত হইবার নহে।

এই ধারণাশক্তি দৈবদত্ত এবং জাতি সাধারণে সংন্যস্ত। অন্য জাতির সহিত উহার যেমন কোনও সংস্রব নাই, তদ্রূপ প্রাপ্তজাতিতে তাহার অন্যথাও নাই। তবে মানবীয় এই ধর্ম্মধারণই যে অভ্রান্ত, তাহা বলি না; কেননা মানব জন্মমাত্রই কোনও বিষয় অভ্রান্ত ভাবে প্রাপ্ত হয় না। তবে ইতরজীবে যাহা নাই, মানবে তাহা এমন ভাবে নিহিত আছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা তাহা ভবিষ্যতে পরিণত ও সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই যে পরিণতি, উহা অনুশীলনের অধীন। যে কখন কুটীর প্রস্তুত করে নাই, আগ্রার তাজমহল নির্ম্মাণে তাহার ক্ষমতা কোথায়? যে সমান্য কোলভীলের ধর্ম্ম

বুঝে না, সে বেদান্ত তাৎপর্য্য কি করিয়া বুঝিবে ? এক কথায় মানবে সম্পূর্ণতা নাই, তবে পূর্ণতা সম্পাদনের যে সকল উপাদান, তাহা তাহাতে আছে।

বাহ্যপ্রকৃতির ধারণা সম্বন্ধে মানাব যেমন পারগ, অন্য ইতর জন্তু তদ্রূপ নহে। মানবের আত্মাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ। ইতরজন্তুর ধারণা না থাকার একমাত্র কারণ, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণার ক্ষুন্নতা। উপাসনার আবশ্যকতা ও দেবতার অস্তিত্ব পরকালের সহিত এমন ভাবে সংযোজিত যে, একের অস্তিত্বে অপর অস্তিত্বযুক্ত। মানবের যে মানবজাতীর প্রতি সহানুভূতি, তাহা পারলৌকিক ; এবং ইতরজন্তুগণের যে সহানুভূতি, তাহা উচ্চধারণা শূন্য। উহা ইহলোকের আহার চিন্তা, ভয় ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার অন্তবর্ত্তিতায় নিবদ্ধ। মানবীয় ধারণা কেবল ইহলোকে নিবদ্ধ নহে, তাহারা ইহলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ অপেক্ষাও ইহ-জীবনের এমন উদ্দেশ্য ধারণা করে, যাহা পারলৌকিক সুখ দুঃখাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। একজন বিখ্যাত দর্শনিক বলিয়াছেন (Muller) "কেবল মানবই কাল, স্থান, জড়শক্তি, আলোক, আকাশ ও পরিমাণ বিষয়ে ধারণা করিতে পারে, এবং একবংশের উন্নতিতে তদনুবর্ত্তি পরবংশের উন্নতি তাহারা দিব্য বুঝিতে পারিয়া তদনুসরণে সচেষ্ট হয়। কেন হয় ? না এই সাধারণ ধারণাবশে তাহারা জড় হইতে অজড়ে পরিণতি এবং তজন্য বর্ত্তমান হইতে ভূতকালের সংশ্রবতা দেখিতে পায়। পিতা ও পুত্রের গুণ ও দোষ পরীক্ষা করিয়া তাহারা অতি সহজেই এই সকল ধারণার ভিত্তি সংস্থাপিত করে। মানবের সমাধীতে যদি তাহার আত্মার সমাধী হয়, তাহা হইলে এরূপ অসংখ্য প্রমাণ কখনই ধারণায় আইসে না।" এই কথার পোষকতা স্বরূপ আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত (Chalmers) বলিয়াছেন, "জীব সকল

যে সমস্ত বৃত্তি ও ধারণা লাভ করিয়া থাকে, প্রকৃতি দ্বারা তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার একটিও অর্থশূন্য বা অপদার্থ হইয়া যায় না। প্রত্যেক বাসনামূলে তৎপূরণের উপকরণ বর্ত্তমান, প্রত্যেক প্রকৃতির সহিত তৎপরিচালনের স্থান ও সুযোগ সংযোজিত, অতএব হয় ইহকালে অথবা পরকালে বাসনা প্রবৃত্তির কিছুই অপূর্ণ থাকিবার নহে। যদি উহা যথাক্ষেত্রে ও যথা উপায়ে পরিচালিত ও অনুশীলিত হয়।" (Chalmer's Bridg-water Treatise, vol,II, Page 28,30)তুমি ও আমি, উভয়েই মানব, কিন্তু এক জন অপর অপেক্ষা মানসিক শক্তিতে উচ্চ নীচ কেন হই, যদি পূর্ণ সংস্কার জন্য উন্নতি ও অবনতি স্বীকার করা না যায়? যদি উহা বংশবাহিতা শক্তির উপরই ন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলেও ঐ বংশবাহিতা আইসে কোথা হইতে? পিতার যে উন্নতি, তাহার মূলেও ত পূর্ব্বসংস্কার জন্যতার অভাব দেখা যায় না।

মানব-সমাজ দিন দিন উন্নত হইতেছে, অশ্ব অশ্বই আছে, মধুমক্ষিকা মধুমক্ষিকাই আছে। যে মানব এক দিন অসভ্য বন্য ছিল, আজ সে হাইকোর্টের জজ। বলিতে পার, কোনও গোজাতি এপর্য্যন্ত তৎপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে? যে ইংরাজ পূর্ব্বে অগ্নিকে দেবতা বলিয়া ভয়ের সহিত সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজি সেই অগ্নিদ্বারা তাহারা কতই না কার্য্য সমাধা করিয়া লইতেছে। অশ্বজাতি তখনও ছিল, এখনও আছে, কিন্তু তাহারা এপর্য্যন্ত সেই ঘাসজল ভিন্ন আর ত কিছুই জানে না। নাস্তিকগণ যে উপাসনা প্রকৃতিবিষয়ে অজ্ঞতা হইতে জাত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, (এই সকল নাস্তিকগণকে আস্তিক ইংরাজগণ Philosopher of the school of Boling-broke or Lucretins বলেন) আমার উহা অতি-প্রকৃতিতে প্রকৃতির প্রণতি অথবা চিৎশক্তির উদ্বোধন বলিয়া স্বীকার

করি। মানব ভিন্ন অতিমানুষী শক্তির ধারণায় অন্য কোনও জীবই সমর্থ নয়। 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার' এই জন্যই অজ্ঞলোকে উপাসনা অকার্য্যকরি বলিয়া নিজের অসার বুদ্ধিমত্বার পরিচয় দিয়া নিজে নিজেই গর্ব্বিত হয়, এবং সেই গর্ব্বের উচ্ছ্বাসে নিরিহ ধর্ম্মবিশ্বাসী মানব সম্প্রদায়কে ভাসাইতে চায়। ইহার পরিণাম ফলও বড় রহস্যময়। ভাসিয়া যাইতে ভাসিয়া যায় ঐ সকল হতভাগ্যদের দল, আর কলঙ্কনিশান গাড়িয়া রাখিয়া যায়, এই জগতের উপর স্থায়ী ভাবে, এবং তাহাতে লেখা থাকে, ঐ সকল ধর্ম্মকর্ম্মহীন পশুদের নাম!

দৈববাণী ও প্রত্যাদেশ

দেবতা বিশেষের যে সকল স্বার্থকবাক্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম দৈববাণী। জীবের বাগিন্দ্রিয়জাত যে শব্দ শব্দবহযোগে চালিত হয়, তাহা বাক্যগ্রহিতা শক্তিবিশিষ্ট শ্রবণ ইন্দ্রিয় যাহার আছে, সেই শুনিতে পায়; কিন্তু দৈববাণী যে ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই জানিতে পারে, অন্যের নিকট উহা অস্তিত্বশূন্য। একস্থানে একশত লোকের সমাগম হইয়াছে, কোনও বক্তা কোনও বিষয় বিশেষ অবলম্বনে বক্তৃতা দিতেছেন। তাঁহার বাক্য দূরতানিবন্ধন কেহ শুনিতে পাইতেছে না, আবার প্রবল শ্রুতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি অতি দূরে রহিয়াও দিব্য শুনিতে পাইতেছে; কিন্তু কোনও দেবস্থানে শতলোকের সমাগম হইয়াছে, প্রার্থনা হইতেছে, তন্মধ্যে দৈববাণী কোনও ব্যক্তি বিশেষই অনুভব করিতেছে। উহার নিকট দূর বা নিকট নাই, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য বা অপ্রাবল্য নাই। বায়ু শব্দবহ। তুমি যে স্বর উচ্চারণ কর, তাহা কি কেবল আমার শ্রুতিপথে স্পর্শ করিয়াই অস্তিত্বশূন্য হইয়া যায়? তাহা নহে। উচ্চারিত শব্দ বায়ুযোগে যত দূরগামী হয়, ততই বিস্তার লাভ করিতে থাকে। পরে এত অধিক বিস্তার প্রাপ্ত হয়, ও উহা এত ক্ষীণভাবে লোকের শ্রুতিপথ স্পর্শ করে এবং উহা দ্বারা কর্ণপটহ এত সামান্য ভাবে কম্পিত হয় যে, তাহাতে শ্রবণজ্ঞান জন্মে না। এইরূপ জগতে যত কিছু শব্দ উত্থিত হয়, তৎ সমস্তই বায়ুগর্ভে মিশাইয়া গিয়া বায়ুকে শব্দময় করিয়া তুলে। ক্ষীণশব্দ সেই শব্দতরঙ্গে ডুবিয়া যায়, লোকে তাহা অনুভব করিতে পারে না। শব্দগর্ভে কত কত উপদেশবাণী যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাবে সংগুপ্ত রহিয়াছে,

তাহা কে গণনা করে? মহামতি চৈতন্য যে মহামহিমান্বিত উপদেশবাণী নির্জ্জনে তাঁহার প্রিয়তম সেবকগণকে দান করিয়াছিলেন, আজিও তাহা বায়ুর স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ বাসুদেব নরনারায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি যে সকল উপদেশবাণী প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এখনও বায়ুতরঙ্গে তাহা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আমরা কি তাহা অনুভব করিতে পারি? মহামতী প্রভু যিশুখ্রীষ্ট যে উপদেশবাণী টাইবার নদীতীরে ধীবরগণের সম্মুখে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বায়ুর গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, আমরা কি তাহা দেখিতে পাই? অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ মানবীয় ইন্দ্রিয় কি তাহা ধারণা করিতে পারে? যে বায়ু সুখদ হিল্লোল তুলিয়া তোমার গাত্র স্নিগ্ধ করিতেছে, হয় ত কত মহামহা দৈববাণী তাহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে। অনন্ত পথে দেবতার মহাহীতকরী বাণীর গতাগতি, মূঢ় আমরা, তাহা কি বুঝিব?

দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ শব্দশীল (vocal) নহে। উহা একদিকে কার্য্যদৃষ্টে বোধিত, অন্যদিকে জ্ঞানযোগে জ্ঞাতব্য। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখ, অনন্ত প্রকৃতির অঙ্কে অনন্ত দৈববাণী সমূহ যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রকৃতির যে কোনও ক্রিয়া, তাহাই দৈববাণী। মেঘ ডাকিতেছে, বৃক্ষ নড়িতেছে, বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, ঐই ক্রিয়াজাত দৈববাণী, 'মানব! গৃহের বাহির হইও না, বিপদের আশঙ্কা আছে।' প্রভাত হইল, সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন; এই ক্রিয়ার দৈববাণী "মানব! রাত্রিই বিশ্রামের সময়, অতএব গাত্রোত্থান কর। কার্য্যে নিযুক্ত হও।" এইরূপ তাবৎ ক্রিয়ায় দৈববাণীর উপদেশ গাথা আছে। শীরোধার্য্য কর, অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই সকল দৈববাণী কার্য্যদৃষ্টে বুদ্ধিগোচরে আইসে। বুদ্ধিমান যে, সে যতই কেন অধার্ম্মিক হউক না, যতই কেন পাপী হউক না, এই

দৈববাণী সে বুঝিতে পারে, এবং তৎপালনে সুখলাভও প্রচুর পরিমাণে করিতে পারে।

অতি-প্রাকৃতিক যে দৈববাণী, তাহা আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান যোগে বোধিত হইয়া থাকে। উহা আত্মার কার্য্য। আত্মা যাহার যত মলিন, এবং মলিন কার্য্যহেতু কর্ম্মপন্থা যাহার যত সংকীর্ণ, অথবা কর্ম্মক্ষুণ্ণতা নিবন্ধন ভবিষ্য-উন্নতির পথ যাহার যত কণ্টকে আকীর্ণ, সে এ দৈববাণী শ্রবণে ততই বধির!

আত্মার যে পূর্ব্ববর্ণিত বৃত্তিচতুষ্টয়, উহা যখন সত্যপথে পরিচালিত হয় এবং সত্যক্রিয়ায় প্রণোদিত হয়, তখন উত্তরোত্তর আত্মার বাসনাদি রূপ মলিনতা নষ্ট হইতে থাকে। মায়া ও বাসনা, যাহা যথাপথে পরিচালিত না হইলেই বিবিধ দুর্নিমিত্তের হেতু হইয়া উঠে, এবং যাহার অযথা পরিচালনে কর্ম্মবন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়া আইসে, তাহা কদাচ আত্মশুদ্ধির হেতু হইতে পারে না। আবার যাহা আত্মশুদ্ধির হেতু নহে, তাহা সহজেই অশুদ্ধতা ও মলিনতা আনিয়া ফেলে। মনের নির্ম্মলত্বের অভাব নিবন্ধন তাহাতে সত্য কখনও প্রতিফলিত হইতে পারে না; সুতরাং তদ্দ্বারা শুদ্ধ আত্মার ধারণীয় যে অতি-প্রাকৃতিক বিষয়, তাহা কদাচ ধারণায় আসিতে পারে না। সংসারস্থ মানব জাতির প্রায়শঃই কর্ম্মধারণায় ভ্রান্ত। ভ্রান্ত ধারণা জাত যে কর্ম্ম, তাহাতে ভ্রান্তফল ভিন্ন অন্য কি ফল ফলিতে পারে? এই জন্যই সাধারণের নিকট দৈববাণী ও প্রত্যাদেশ "আকাশ-কুসুমের" ন্যায় বিশ্বাসিত হইয়া আসিতেছে।

পানা পুষ্করণীতে সূর্য্যরশ্মি-সম্পাৎ হইলেও যেমন পানার জন্য সূর্য্যবিম্ব জলে প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ দৈববাণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিলেও মানবীয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ, চিত্ত বিমলিন, মনঃ মায়ামোহাদিতে আচ্ছন্ন এবং আত্মার তজ্জাত মলিনতা নিবন্ধন লোকগোচরে উহা অনস্তিত্ব ভাবেই বিশ্বাসিত। এখন এ দোষ

কাহার? পানাদ্বারা আকীর্ণ পুষ্করণীর, না সূর্য্যরশ্মির; বিমলিন আত্মার, না দৈববাণীর?

বুদ্ধি যাহার যত অমার্জ্জিত, ধারণা তাহার তত ভ্রান্ত। এক জন বিচক্ষণবুদ্ধি ব্যক্তির ধারণার সহিত একজন অজ্ঞলোকের ধারণার তুলনা কর, স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ দেখিতে পাইবে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনাদির জটিলতা পরিষ্কার করিতে সমর্থ যে, সেও মানব; নাম লিখিতে তিনটা কলমের সপিণ্ডকরণ করিয়াও কাগজ নষ্ট করে না যে, সেও মানব; কিন্তু জ্ঞানবিষয়ে ভাবিয়া দেখ দেখি, এতদুভয়ে কতই না অন্তর? তোমার গ্রামের কালু সেখ বা ছিদাম মণ্ডলকে বেদান্তের একটি সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া শুনাও, সে তাহার কিছুই বুঝিবে না; কিন্তু ত্রিলোচন তর্কবাগীশ তাহা অনায়াসে বুঝিবেন। এখন ছিদাম উহা বুঝিল না বলিয়া কি বেদান্তসূত্র নাই, ইহাই বলিতে হইবে?

সংশুদ্ধ আত্মার অধিকারী যে, তাহার আত্মা-সকাশে দৈববাণী স্বতঃই প্রতিভাসিত হয়। আত্মার যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তি, তাহা বিষয়বাসনা ও মায়াদি দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হেতুই না অকর্ম্মণ্য ভাবগ্রস্থ হইয়া রহিয়াছে! নতুবা দৈববাণী সর্ব্বত্রই সমভাবে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইতে পারিত, যদি উহা পূর্ব্বোক্ত রূপ দোষদুষ্ট না হইত। এজগতে সেইই ধন্য, যাহার আত্মার মলিনতা নাই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর এক কথা বলিতে হইতেছে। আত্ম হইতে জাত যে, তাহাকে আত্মজ পুত্র বলে; উহা শোণিতসংশ্রব যুক্ত। আর আত্মা হইতে জাত যে, তাহাকে আত্মাজ বা মানস-পুত্র বলে। এখন আত্ম ও আত্মা, এতদুভয়ের প্রভেদ কি, একবার দেখা যাউক। আত্ম কেবল আত্মময় নহে, উহাতে বাস্তবতার সম্পর্ক আছে, সুতরাং সহজেই উহা শোণিত শুক্রের সম্বন্ধযুক্ত হেতু আত্মজ পুত্র নামে অভিহিত হয়; কিন্তু আত্মাতে ত বাস্তবতা (Materiality) নাই। বস্তু হইতে বস্তুর

উৎপত্তি, ক্রিয়া হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি। বস্তু স্বতঃই বস্তু উৎ-পাদনে এবং ক্রিয়া স্বতঃই ক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ। ক্রিয়া ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি ঘটেনা বটে, কিন্তু ক্রিয়া কার্য্য, এবং বস্তু কারণ। বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন ক্রিয়ার স্বার্থকতা থাকে না, সুতরাং উপাদনভূত বস্তুতে যখন ক্রিয়ার বিকাশ ঘটে, তখন অভিনব বস্তু সঞ্জাত হয়; কিন্তু আত্মা ক্রিয়ার উদ্ভাবনে সমর্থ বটে, কিন্তু স্বয়ং অবস্তু বিধায় উপাদান উৎপাদনে তাঁহার ত কোনও শক্তি দেখা যায় না। উন্নত আত্মা যে সকল ক্রিয়া করে, তাহা সুফল প্রসব করে, উন্নত আত্মায় সর্ব্বদর্শীত্ব শক্তি সংযুক্ত থাকায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন, আত্মায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তি সংবেশ হেতু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ-বৎ পরিদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু জীববিশেষের উৎপাদনে তাঁহার কোনও শক্তি নাই। তবে ঈশ্বরের মানসপুত্র বিশু, ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি ইত্যাদি কিরূপে হইল? তাহার অন্য কারণ আছে। এ প্রহেলিকা উদ্ভেদে কেবল ঐ ঐ নামধারী ক্রিয়াশক্তির অসাধারণ শক্তিবত্বাই পরিদৃষ্ট হয়। নতুবা ইচ্ছা-মাত্র কোনও জীববিশেষের উৎপত্তি, ও তদ্দ্বারা অসাধারণ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইবার অন্য কোনও সঙ্গত কারণ আবধারণ করিতে পারি না। তবে ক্রিয়াশক্তিকে অন্য বিবিধ আবরণে দেবতা 'পিশাচাদিরূপে বর্ণনা আমাদের শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াই, বোধ হয় আমাদের ধারণা ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এ দোষ আমাদিগের প্রকৃতির।

যাদু-বিদ্যা

APPARITIONS.

স্যার দেবী হন্‌ফ্রি Nitrous-oxide এর ঘ্রাণগ্রহণে যে ফল ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব চমৎকার। ঐ ঘ্রাণ গ্রহণে তাঁহার বাহ্যানুভূতি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। বাহ্যবস্তুর দর্শনীয় আকৃতি সকল তাঁহার হৃদয়ের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল এবং যেন এক অভিনব অনুভূতার এক এক পর্য্যায় তাহাদিগের পদচিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে যেন জগৎ নূতন নূতন কল্পনার বিকাশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "এ সংসারে কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্বজনীন প্রকৃতি ধারণা, কল্পনা, সুখ ও দুঃখের সংযোগবাহিতায় গঠিত।"

এখন দেখ, এমন একজন মূল্যবান মস্তিষ্কশালী অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্‌পণ্ডিত বাষ্পমাত্রের ঘ্রাণগ্রহণ করিয়াই জগতের অস্তিত্বে সন্দিহান হইলেন। জগতের রূপ—তাঁহার নিজের দেহেই যাহার অস্তিত্ব বিকাশ, এ সকলই ভুলিয়া এক নূতন জগতে প্রবিষ্ট হইলেন, মীমাংসা করিলেন, এ জগৎ আর কিছু নহে, এ কেবল কল্পনা (Thoughts) মাত্র।

পরিপুষ্ট মস্তিষ্ক, দৈহিক শোণিত ও শিরাদিতে ঐ Nitrous-oxide প্রবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত কার্য্যশীলতা প্রদর্শন করে। মানসিক উত্তেজনার এমন একটি পরিমাণ আছে, যাহাতে অনুভূতি অপেক্ষা কল্পনা অধিকতর সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়; যেন

বাহ্যবস্তু ও বাহ্যজগৎ মস্তিষ্কমধ্যগত অন্তর্জগতে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। *

এই অন্তর্জগতে বহির্জগতের বিনিবেশ, ইহার প্রধান বৃত্তি চিন্তা (Imagination); চিন্তা হইতে কল্পনার উৎপত্তি, এবং চিন্তা হইতেই কল্পনার স্ফূর্ত্তি ও সমাহার। অতএব পরিপুষ্ট মস্তিষ্কজাত যে চিন্তা এবং সেই চিন্তায় উৎপন্ন যে কল্পনা, তাহা যথার্থ কার্য্য শীলতা লাভ করিয়া জগৎ হীতে ও আত্মহীতে বিনিবেশিত হয়; এবং অসারমস্তিষ্কজাত অসারচিন্তা ও কুকল্পনা, হয় কার্য্য-শীলতা লাভ করিয়া সংসারের সর্ব্বনাশ, আত্মবিনাশ এবং কোথাও বা আকাশে মিশাইয়া কল্পনাকারীর হৃদয় চূর্ণ করিয়া দেয়। লৌকিক কথা ছাঁড়িয়া পারলৌকিকতত্ত্ব দেখ। তথায় যাহা কিছু সুচিন্তা ও সুকল্পনা, তাহার ফলস্বরূপ কি বিশাল মহার্হ রত্ন সক-লের প্রাপ্তি। তত্ত্ববিদ্যা ও দেবতত্ত্ব, তাবতই প্রথমে কল্পনা। শুদ্ধচিত্ত, পরিণত মস্তিষ্ক, ও জ্ঞানবিবেকযুক্ত ব্যক্তির চিন্তা ও কল্পনা যাহা বহ্নিয়া দেয়, তাহাই সংসারে ধর্ম্মনীতি নামে আখ্যাত হয়। দৈববাণী, প্রত্যাদেশ, তত্তাবতই জ্ঞানযোগ জাত ব্রহ্মতত্ত্বাভাস ভিন্ন অন্য নহে।

তন্দ্রা এবং কখনও বা চেতনাবস্থাতেই যে সকল ছায়াদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, উহা অতীব আনন্দদায়ক; কিন্তু কল্পনা যথায় প্রকৃতিবিরোধ বা অজ্ঞতাহেতু চিন্তার প্রতিকূলবাহী হয়, তথায় ঐ ছায়াদৃশ্য বা কোনও লোকাতীত ঘটনা বিশেষের আবির্ভাবে চিত্ত পর্য্যুদস্ত হইয়া মস্তিষ্ককে বিকৃত করিয়া দেয়। ঐ বিকারের পরিণাম মত্ততা।

দেহস্থ তাড়িতের ক্রিয়াবিশেষে অজ্ঞমানবে সর্ব্বজ্ঞত্ব শক্তি আরোপিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। ইহার নিয়ম ও পরীক্ষা

* See on the theory elaborated from this principle, Dr. HIBBERT'S Interesting and valuable work on the PHILOSOPHY OF APPARITION.

প্রভৃতি অন্যস্থানে বলিব। একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পদার্থ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত (Dr. Elliotson) অনুসন্ধান করেন যে, তাড়িতের ব্যবহার কি, কার্য্য কি, এবং তদ্দ্বারা এতাদৃশ ক্রিয়া সকল ঘটেই বা কেন?

মানবজাতির যে কোনও কালের যে কোনও বর্ণের ইতিহাস অধ্যয়ণ করিতে করিতে ঐ সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখা যায় এবং বিশ্বাস হয় যে, চেতন শরীরের অবয়ব সকলের উপর এমন কোন ক্বচিৎ প্রকাশমান বিশেষশক্তি আছে, যাহা তাহার সহিত অগণ্য রাসায়নিক ক্রিয়ার বিকাশ করে, এবং কখনও কখনও, অচেতনেও সে কার্য্যশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। দেকার্ত্তি বলিয়াছেন, "যে সকল শোণিতকণা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়, তাহারা কেবলমাত্র তত্তৎ বস্তুর পরিপুষ্টি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, এমন একটি মনোমোহন সুখদ শক্তির বিকাশ করে যে, তাহার রশ্মিসমূহ পর্য্যন্ত অতিপবিত্র ও শোভনতম। ইহা-রই নাম জীবাত্ম শক্তি। (Animal Spirit. Descartes, L'Hom me. vi, iv, P, 345, Cousin's Edition) ইহার মহান অংশ সকল মানবের উপর পূর্ণভাবে ক্রিয়া প্রদর্শন করতঃ ঘোষণা করে, এই যে অংশরশ্মী, ইহা অন্য প্রকৃতির নহে, যে বহ্নি অচেতন পদার্থে প্রবহমান, ইহা তাহাই। (Ibid, P. 428)

চিদানন্দ (যাহাতে ঐ ব্রহ্মপ্রতিভাস ধারণা হয়) তাড়িতিক প্রকৃতির তাবৎ শক্তির নিকট অত্যাশ্চর্য্য রূপে মুগ্ধ হয়। তাড়িত শক্তি চিদানন্দ প্রাপ্ত যোগিগণের নিকট অতীব প্রার্থনীয় বস্তু। যোগবলে তাড়িত সংহরণ ও সংক্রমণ ক্রিয়া বশাৎ সংসারে কতই যে অলৌকিক ক্রিয়াভাস প্রকটিত হয়, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। তাড়িত প্রয়োগে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা নানাস্থানে অমানুষী শক্তি বা যোগবল নামে আখ্যাত হয়। একজন বিখ্যাত শক্তি-সঞ্চালক (Mr. Hare Townshead) তাঁহার পুস্তক বিশেষে (Facts on mesmerism) তালিকা

করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং তাড়িত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্ধকারে তাঁহার কেশ পরিষ্করণ কালে তাড়িতরশ্মী পরিদৃষ্ট হইত। তিনি বলেন যে, "আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, শরীরে তাড়িত সংক্রমণ কালে বাহ্যপ্রকৃতি যদি তাহার অনুকূলতা করে, তাহা হইলে তাহার মনোবৃত্তি ও উৎসাহ প্রভুতপরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তখন তাহার অন্যব্যক্তিকে মোহিত করা অতি সহজ হইয়া আইসে। কেননা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির শরীরস্থ তাড়িতও মনোবৃত্তির নিকট তাহার দেহস্থ তাড়াতাদি পরাস্থ হইয়া যায়। ধ্যানধারণা প্রত্যাহারাদি, দেহে তাড়িত সংগ্রহের হেতু স্বরূপ। এইমত আমেরিকার বহুসংখ্যক ভীষক ও দার্শনিক কর্ত্তৃক প্রতিবাদিত হয়। তাঁহারা বলেন "তাড়িত-স্বভাবের এই প্রকার মোহিষ্ণুগণ (Mediums) স্বীয় স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া যে সকল প্রলাপ বলে, তন্মধ্যে প্রশ্ন বিশেষের উত্তর তাহার জ্ঞানসীমাবর্ত্তী হওয়ায় তত্তৎ বিষয়ক উত্তর সময় সময় বিশ্বাস হইয়া যায়, পরন্তু উহাদের তাবৎ উত্তর জ্ঞানসঙ্গত বা সত্য নহে।" এই কথার আবার প্রত্যুত্তরে প্রথমোক্ত শক্তিসঞ্চালক প্রতিবাদীদিগের উপস্থিতিতে মোহিষ্ণুর মুখ হইতে অতি অসম্ভব ঘটনাবলী সম্বন্ধীয় উত্তর প্রদান কারাইয়া ঐ মত খণ্ডন করেন। একথার প্রতিপোষকে একজন আজন্ম উক্ত তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি বলিয়াছেন "এই শক্তি সঞ্চালন বা প্রাকৃতিক শক্তি সমাহার হেতু অলৌকিক তত্ত্বাভাস মিথ্যা হইলে উহা কখনই আমাদিগের সম্মুখে এরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে আসিত না। যাহা পরীক্ষাসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণই নাই। প্রথমতঃ এই ক্রিয়ার হেতু না জানায় উহা "বেদের বাজী" বলিয়া শিক্ষিত হৃদয়ে বিশ্বাসিত ছিল, কিন্তু সে দিনকাল এখন আর নাই। মোহনকারী (Enchanter)) বা শক্তিসঞ্চালকগণ যোগবলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অন্যব্যক্তির দেহে তাহা সঞ্চারিত করিলে ঐ মোহিষ্ণু কর্ত্তৃক অসাধারণ কার্য্য সকল

নির্ব্বাহ এবং অসম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর সমূহ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। ঐ মোহিষ্ণু ব্যক্তি অতি-প্রকৃতি-ক্রোড়স্থ মহান পুরুষের সহিত আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এই ক্রিয়ার অসাধারণ শক্তিবত্তার অনেক পর্য্যায় বোধ হয় অদ্যাপি মানবের আয়ত্ব হয় নাই। যোগবলে বলীয়ান ব্যক্তিরা অতিপ্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জ্জগতে একাকার করিয়া দেয়। মোহিষ্ণুকে যাহা দেখায়, তাহাই দেখে; যাহা করায়, তাহাই করে এবং যাহা বলায় তাই বলে। *

এই তাড়িত শক্তি বংশবাহিতায় স্বতঃক্রিয়াশীল হইতেও দেখা যায়। এইজন্য ইহাও অনুমান হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রকার চালনায় দৈহিকশক্তির আধিক্য সম্পাদন করিলে, দেহমনের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে মনও শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে। মনের এই সম্পন্নতায় মনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ মনোবৃত্তি সকলও সম্পন্নতা লাভ করে। তখন শক্তিসঞ্চালককৃত প্রশ্ন যে বৃত্তির অন্তর্গত, সেই বৃত্তির পরিণতি হেতু যে উত্তর হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়, তাহা অনর্থক হয় না। অস্ট্রেলেশীয়া বাসিগণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই যাদুবিদ্যা অভ্যাস করিতে নিযুক্ত হয়। বংশবাহিতায় তাহারা অতি সত্বরই মোহিনীশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিগ্রোদিগের মধ্যেও এই নিয়ম। ঐ যাদুকরকে তাহারা "অবী" বলিয়া থাকে। লাপল্যাণ্ডবাসীরাও (Torn Æus reports) যাদুবিদ্যায় বংশবাহিতায় নৈপুণ্য লাভ করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বতঃই শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে; সুতরাং অনেক স্থলে বংশের খুন্নতা হেতু ঐ শক্তি বহুচেষ্টায় লব্ধ হয় এবং কোথাও বা পণ্ডশ্রম হয় মাত্র।

এই সকল অসভ্য জাতিরাই বা এত সহজে যাদুবিদ্যায়

* La magie et l'Astrologie dans l' Antiquite et au Moyen-Age. Par L. E. Alfred Maury, Member de l' Institut. P. 225)

পারদর্শী হয় কেন? তাহার কারণ অসভ্যগণ বড় বিশ্বাস প্রবণ। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রবর্ত্তিত নীতি, শক্তি ও প্রদ্ধতি, তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে চায় না। বিশ্বাসে ধর্ম্ম প্রকৃতির উন্মেষ, এবং তর্কযুক্তিতে জড়প্রকৃতির তত্ত্বাভাস উন্মেষ হেতু অতি-চৈতন্যের বিলুপ্তি। এই উনবিংশ শতাব্দির শিক্ষিত ভেকধারিগণ আজিও হয়ত এ সকল "গাঁজাখুরী আড্ডার সংবাদ" বলিয়া হাসিয়া উড়াইবেন, অথবা লেখকের ভ্রান্তবিশ্বাস জন্য তাহার মতিগতির উদ্দেশে গালি পাড়িবেন; কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে, আধুনিকশিক্ষা মাত্রই কেবল জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, ধর্ম্মও এখন যেন জড়বিজ্ঞানে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে! অতিচৈতন্যের অধ্যাসাভাবই ইহার হেতু; কস্তু লোকব গোচরে ও নির্ব্বোধের নিকটে উহা আস্‌মানী কথা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। একজন ইংরাজই (Sir Roget) বলিতেছেন, "স্কন্দনাভীর অধিবাসিগণকে যখন খ্রীষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহারা কিছুতেই বালার (Vala) অদ্ভুত শক্তিকে হৃদয় হইতে বিদায় দিতে পারে নাই। বিলাতী পাদ্রীদের বহুচেষ্টায় তত্রত্য অধিবাসিগণের হৃদয় হইতে অতিপ্রকৃতিশক্তির নিদর্শন স্বরূপ বালার শক্তিস্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া তথায় বাচনবাগিশী খ্রীষ্টধর্ম্ম-মন্দির গঠিত হইল। সত্য চলিয়া গেল, সত্যের একটি অতি ক্ষুদ্রছায়ামাত্র হীন-প্রতিষ্ঠায় পড়িয়া রহিল।" অতি সত্য কথা। এই জন্যই দৈবে আমাদিগের এত অবিশ্বাস। দৈববল এখন আমাদিগের নিকট অতি নিকৃষ্টতম ভেল্কি-বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া ঘৃণার হাসিতে অভিনন্দিত হইতেছে। কি অধঃপতন!

অন্য এক ব্যক্তি (Van Helmont) বলেন যে, "ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষদৃষ্টরূপে কথোপকথন, বাক্‌সিদ্ধি ইত্যাদি যাহার অন্তর্গত, তাহা অন্তরেরই ক্রিয়া বিশেষ। চিন্তা, প্রবৃত্তি (Phantasy as he named) ও অনুভূতির সহায়তায় কল্পনা সকল আপনা হইতেই গঠিত হয়। প্রত্যেক কল্পনা চিন্তামালায়

আবৃত হইয়া কার্য্যশীলতা লাভ করে।” এই বাক্যের সত্যতা-বিষয়েও (Lincke) একজন এইরূপ উদাহরণ দিয়াছে। একটি লোকের চক্ষু-গোলক উৎপাটিত হইয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই উৎপাটিত চক্ষুতেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সকল সে দেখিতে পাইত। অন্য একটি স্ত্রীলোকের চক্ষু প্রস্তরবিদ্ধ হওয়ায় নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি সে অতি ক্ষীণ জ্যোতিবিশিষ্ট অবয়বসকল দেখিতে পাইত।” অন্য এক চিকিৎসক (Abercrombie) তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরীক্ষা সকলের মধ্যে লিপি করিয়াছে “একটি যুবতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। সেই যুবতী রক্তবস্ত্রপরিহিতা দাসীর সাহায্য ব্যতীত এক পাও চলিতে পারিত না।” *

অন্য এক ব্যক্তি বলেন † যে, তাঁহার নিজেরই এই স্বভাব ছিল যে, তিনি নিদ্রাকালে দৃশ্যক্ষেত্রে নানামূর্ত্তি দর্শন করিতেন। এই দৃশ্য সকল যে কেবল খেয়ালে আসিত তাহা নহে, স্বপ্নে ঐ সকল মূর্ত্তি যথার্থই পরিদৃষ্ট হইত। এমন কি নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া ভ্রমণ করিতে করিতেও সেই সকল দৃশ্যের ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইত, এবং ক্রমে ক্রমে উহা বাতাসে মিশাইয়া যাইত। তিনি অন্য দুই প্রধান দার্শনিক (Spenoza and Aristotle.) বিশ্বাসিত মতের সহিত স্বীয় পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়ের একতা দেখিয়াই মীমাংসা করিয়াছেন যে, “দৃষ্টিসম্বন্ধীয় নানামূর্ত্তি দর্শন দৃশ্যানুভূতির আভ্যন্তরিণ ক্রিয়ার ফল।” অন্য এক ব্যক্তি ঐ মত পরীক্ষা যোগে মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন (Sir David Brewster) “চিন্তানিরত চিত্তের উৎপাদিত বস্তু বাহ্যবস্তুর ন্যায় পৃথক পৃথক ভাবে পরিদৃষ্টি হইতে পারে, এবং আলোকে মূর্ত্তির উপর দৃশ্যযোগে সেই সেই অংশ অধিকার করিতে পারে।” বস্তুতঃ

* "She had no illusion when will in door." Abercrombie on the Intellectual powers, P. 277, 15th Edi)

† Muller on Physiology of the senses, Baley's Translation, P.1068—1395.)

কথা এই যে, মনঃকল্পিত মূর্ত্তি বহিরালোকে তদ্বৎ ছায়ামূর্ত্তি দেখিলে তদুপরি উহা বদ্ধ হইয়া যায়, এবং কল্পনাকারীর নয়নে উহা সত্যমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়। এ দিকে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগজাত পরিণতপ্রবৃত্তিযোগে সেই ছায়ামূর্ত্তিতে উত্তর আরোপ করিয়া উহা স্বীয় প্রশ্নকৃত উত্তর জ্ঞানে ঘোষিত হইয়া থাকে। পৈশিক প্রবাহের আবর্ত্তনে ঐ অনুভবশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। *

বেকন বলেন "ঐ প্রকার স্বপ্ন বা দৃশ্যবিভ্রম ও দৃষ্টিবিভ্রম বিশ্বাস হইতে উপ্ত হয়। সাধুপুরুষের ভবিষ্যকথন ও বাজীকরের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপকরণ বা মনস্থ তাসের নাম উল্লেখ করণাদি যাহা কিছু, তাহা বিশ্বাসের উপর গঠিত। বস্তুগত্যা ঐ সাধুপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী করবার কোনও ক্ষমতাই নাই; কিন্তু লোকে অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা ঐ সাধু পুরুষে যে তৎ সাধনের যোগ্যশক্তি আছে, তাহা বিশ্বাস করে; এবং বিশ্বাস নিবন্ধন দৈববাণীর যে ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়, উহারা তাহার অর্থান্তর ঘটাইয়া মনের ক্ষোভ শান্তি করে।" বেকনের এ যুক্তি কি পরিমাণে সারবান, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। ভ্রান্তবিশ্বাসের ফলও ভ্রান্তিময়। তবে সে ভ্রান্তির ফলভোগে কি প্রকারে ভ্রান্তির অপলাপ হইবে, তাহা সহসা বুঝা যায় না।

বাহ্যবস্তুর শক্তি জীবশরীরে পরিচালন করিলেও উক্ত ফল ফলিতে দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ বস্তুর (লৌহ অথবা ইস্পাত, স্ফটিক) সংযোগনির্ম্মিত দণ্ড জীবশরীরে স্পর্শ করাইলে তাড়িত প্রয়োগবৎ ক্রিয়া দেখা যায়। এমত স্থলে লৌহাদি বস্তুতে উক্ত শক্তির বিকাশে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কেননা শ্রীমতী পিথনিশা (Delphea

* Mr. Bain says, the return of the nervous currents exactly on their old track in revibed sensations.)

Pythoness) লৌহ ত্রিপদ, মেস্‌মার লৌহ সয্যা এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ দ্বারা উক্ত প্রকার পরীক্ষায় বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন; কিন্তু যদি ঐ বস্তু সংযোগে বিশেষ ভাব (Exception) আইসে, তথন উহার কার্য্য অতি-মানুষী না হইয়া মনুষ্যসাধ্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

মানবীয় ইচ্ছা, কার্য্য ও কারণের উপর। ইচ্ছার শক্তি অসীম; মানবের ইচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র লোকের জীবন নষ্ট হই-তেছে, মানবের ইচ্ছাতেই কোটি কোটি দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত আহার পাইতেছে। মানবীয় ইচ্ছার অবস্থা বিশেষে যেমন সুখের সংসারে সুনীতির অভ্যুদয় হয়, তদ্রূপ ইচ্ছার তদ্বিপরিত অবস্থায় ঐ নীতি পদাঘাতে বিদূরিত হইয়া থাকে; মানবীয় ইচ্ছায় সমাজের প্রতিষ্ঠা, মানবীয় ইচ্ছায় সমাজের অধঃপতন। একজন জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মসংস্কারক (Luther) বলিয়াছেন, "মানবের মন অশ্বপৃষ্ঠস্থ মাতালের ন্যায়। একবার এদিক একবার ওদিক্, নিয়তই দুলিতেছে। এইজন্য মানব অন্ততঃ কোনও অতি হীন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেও তাহার মনের গতি এই উভয় দিক ছাড়িয়া একদিকবাহী হইয়া সুখোৎপাদন করে। জগতের তাবৎ জাতীয় জীবনচরিতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ছত্রে ছত্রে দেখিবে, ধর্ম্মে অবিশ্বাসীর হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইতেছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অব্যক্ত উপদেশ ও প্রত্যাদেশাদি অসার ও অকর্ম্মণ্য লোকের মনের খেয়াল বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে পুস্তকরচনা করিয়াছিল, এবং সদম্ভে "আমার এ পুস্তক যদি অসত্য হয়, তবে স্বর্গ হইতে প্রমাণ আসুক" বলিয়া রহস্যের হাসি হাসিয়াছিল, সেই ব্যক্তি (Lord Herbert Cherbury) পরিণত বয়সে সহস্তে সেই পুস্তক অগ্নিদেবকে উপহার দিয়াছিল। যে ব্যক্তি (Julius cæsar) সিনেট সভায় সগর্ব্বে বলিয়াছিল "জীবাত্মার অবিনশ্বরতা মিথ্যাকল্পনা," যে গ্রীক নাস্তিকের (Epicurus) মতই সর্ব্ববাদীসম্মত ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিত, পরিণামে সেই জুলিয়স্ সিজর

ঐ মত প্রচারের জন্য সন্তাপযুক্ত হইয়াছিল। তাই বলি, ধর্ম্মে বিশ্বাস সুখের পথ। যে বিশ্বাসে সুখের উৎপত্তি, যে বিশ্বাসে সুখের দিকে চিত্তের স্বতঃই স্পৃহা, তাহা ত্যাগ করায় কোনও লাভ দেখা যায় না। অতি হেয়তম অতি মূর্খতম অসভ্যগণও একটা না একটা কিছু স্বর্গীয়বস্তুর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাহার পূজা করিয়া সুখী হয়। (See Strzelecki's Physical Description of New South wales)

যাদুবিদ্যা যথায় যে ভাবে বিশ্বাসিত, তথায় তদ্রূপ ভাবে পূজিত। তবে বেদের বাজী যাহা, তাহা অবশ্য কৌশল বা তথাবিধ আখ্যা দানে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু অতি-মানুষী যে সকল যাদুবিদ্যা, তাহা না বুঝিয়া না প্রমাণ লইয়া সহসা অবিশ্বাস করিও না। একটু বুঝিয়া দেখিলে, বিশ্বসৃষ্টির মহান কৌশলের দিকে চাহিলে তুমি স্বতঃই বিশ্বাসবাতুল হইয়া উঠিবে। শিক্ষা লোককে অবিশ্বাসী করে না, কুশিক্ষাই জগতকে ভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করায়। যে সকল কালেজ পলাতক ঘাড়কামান বকাটবালক, তাহারাই চুরোটের ধূমে (হাল নিয়মে Birds Eye) সংসারটাই উড়াইয়া দেয়। তাহারাই অতিমানুষী ক্রিয়া কিছুই নয় (Not কিচ্ছু !) বলিয়া জ্ঞান করে। ঘাড়ের রক্ত ঠাণ্ডা না হইলে এ সকল কথা মাথায় সহিবে কেন?
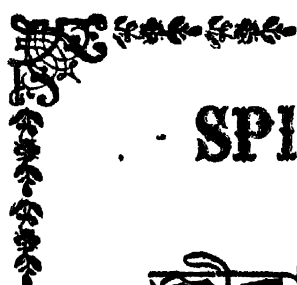
SPIRITISM

জীবাত্মা-তত্ত্ব

(দ্বিতীয় খণ্ড)

স্বপ্নতত্ত্ব

HYPNOTISM.

নিশাভ্রান্তি সম্বন্ধে অপর একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিতেছেন "নিশাভ্রান্তি স্বপ্ন অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। এই অবস্থায় একব্যক্তি বহুতর ব্যক্তির কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারে। সে যে অসাধারণ ও লোকাতীত কার্য্যসকল সাধন করে, নিদ্রাভঙ্গে তাহা আর মনে করিতে পারে না। (Cr. Ancillon, Essais-Philos. ii. 161.) তাহার সহজ অবস্থায় যে সকল কথা ও বিষয়ের স্মৃতিমাত্রও ছিলনা, এই অবস্থায় তাহা আশ্চর্য্যরূপে অভ্যুদিত হইতে দেখা যায়। এমন কি, যে তোৎলা, ও অতি কদর্য্যভাষা ব্যবহার করে, এই অবস্থায় সেই ব্যক্তিও অতি বিশুদ্ধ ভাষায় পরিষ্কার রূপে কথা কহিয়া থাকে। এই সকল দর্শনে বোধ হয় যে, তাহার সহজানুভূতির সীমার অতীতে এমন সকল শক্তি ছিল, যাহার বিকাশে এইরূপ ক্রিয়ার সংযোগ সাধিত হইতে পারে। এই সকল ক্রিয়া এরূপ অবস্থাপন্ন যে, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার ক্ষেত্র দেখা যায় না। তবে ঐ যে ক্রিয়া ও শক্তির অভ্যুদয়, উহা মনুষ্যের করায়ত্ব নহে; এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় যে উক্ত শক্তির বিকাশ ঘটে, তাহাও মানবীয় জ্ঞানের বিষয় নহে। কেননা উহা সহজ অবস্থার ক্রিয়া নহে। *

অতি-প্রকৃতির অসাধারণ শক্তিবত্বা, ও আত্মার অতি-প্রকৃতিগ্রহিতা শক্তির কয়েকটি সত্য প্রমাণ অর্থাৎ যাহা আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, এবং বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা

* Sir william Hamilton's lectures on metaphysics and Logic, vol II, P, 274)

বলি। পাঠক অবশ্য লেখককে বিশ্বাসবাতুল বা আড্ডার ফেরত বলিয়া সম্বোধন করিবেন, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তথাপি এ দুষ্প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে হইতেছে।

নদীয়া জেলা কাদিপুর নামক গ্রামে রাজকৃষ্ণ রায় নামক একব্যক্তি তাহার প্রতিপালক গুরুদেব পূর্ত্তবিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ত্রিবেদীর কলিকাতার সন্নিকট বজবজের বাসায় থাকিত। কোনও অজ্ঞাত কারণে (১৮৯২) ১৪ই জুন শনিবার বেলা ১টার সময় রাজকৃষ্ণ বন্দুকদ্বারা আত্মহত্যা করে। সেই দিন রাত্রে কাদিপুরের বাটীতে রাজকৃষ্ণের পিতা আহার করিতেছেন, রাজকৃষ্ণের মাতা পরিবেশন করিতেছেন, সহসা দরজায় অবিকল রাজকৃষ্ণের স্বরে কে যেন তিন বার ডাকিল, "মা। মা! মা!" জনকজননীর কর্ণে এ স্বর দিব্য প্রবেশ করিল। জননী, স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই দরজার অর্গল উন্মোচনে গমন করিলেন। পিতা দেখিলেন, যেন একটা লোক চলিয়া গেল! জননী দরজা খুলিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই! বুদ্ধিমান স্বামী স্ত্রীকে বুঝাইলেন, "অন্য কেহ হইবে।" আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন, জননী স্বপ্ন দেখিলেন, "রাজকৃষ্ণ নাই, কে যেন ঝোড়ায় করিয়া কোথায় তাহাকে লইয়া যাইতেছে।" নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বামীর নিকট সমস্ত কথা বলা হইল। স্বামী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। প্রভাতে টেলিগ্রাম আসিল। তখনই পিতা বুঝিলেন, তাঁহার কি নির্ঘাত সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

আমার আত্মনির্ব্বিশেষ জীবনবন্ধুর 'নানাবিষয়িণী' একখানি খাতা ছিল। যখন যাহা মনে উঠিত, সেই খাতায় তাহা লিখিয়া রাখা হইত। দৈবক্রমে সেই খাতা খানি হারাইয়া যায়। খাতার অধিকারী সেইজন্য এতই চিন্তিত হন যে, তাহা বলা যায় না। যে কেহ সেই খাতা আনিয়া দিতে পারিবে বা কোথায় আছে বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে একশত টাকা

পুরস্কার দেওয়া হইবে, এমন ঘোষণাও করা হয়। বহুতর জ্যোতিষীও এই উপলক্ষে পরীক্ষিত হন, কিন্তু কোনও মতেই ফল হয় না। ১২৯৮ সালের ১৭ই পৌষ হইতে ঐ খাতা খানি পাওয়া যায় নাই। ১২৯৯ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রে খাতার অধিকারী স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, "তিনি যেন ঐ খাতা তাঁহার বাসগ্রামের এক বটবৃক্ষের মূলে (গাজনতলা) দেখিয়া কুড়াইয়া লইতেছেন।" নিদ্রাভঙ্গমাত্র তিনি আলোক লইয়া খাতার সন্ধানে বাহির হইলেন। লোকে কতই রহস্য করিল, কিন্তু আশা পূর্ণ হইল। স্বপ্নদৃষ্ট স্থলেই তিনি উহা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বৃক্ষতলে চৈত্রমাসে চড়ক হয়। শত শত লোকের সমাগম হয়; কত ঝড় বৃষ্টি গিয়াছে, কিন্তু খাতার কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। যেন কেহ তাহা এই মাত্র ফেলিয়া গিয়াছে।

কালীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস বনগ্রাম সবডিবিসনের সামন্তা গ্রামে। ঐ গ্রামের কাঙ্গালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বড়ই সম্প্রীতি। নদীয়া জেলার লোকনাথ-পুর গ্রামে কালীভূষণের শশুরবাড়ী। কালীভূষণ শশুর বাড়ীতে একদিন দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেছেন, সহসা স্বপ্ন-দর্শনে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বপ্নে দেখিলেন, যেন কাঙ্গালী লোকনাথপুরে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে! কাঙ্গালীর তথায় আসার কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া কালীভূষণ স্বপ্নবৃত্তান্ত লইয়া বন্ধুবর্গের সম্মুখে অনেক হাস্য পরিহাস করিলেন। সন্ধ্যা হইল। গৃহমধ্যে গল্প স্বল্প হইতেছে। এমন সময় কাঙ্গালী আসিয়া দেখা দিলেন, তখন সকলেই চমৎকৃত!

চুয়াডাঙ্গার ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী যেন শয্যাগত হইয়াছেন। চারিদিকে আত্মীয়েরা ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। এই স্বপ্ন তিনি রাত্রি ১১ টার সময় দেখেন। স্বপ্নদর্শন শেষ হইতে না হইতে এক জন চাকর আসিয়া তাঁহার

নিদ্রাভঙ্গ করিল, এবং তাহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামে তাহার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদই লেখা আছে! রাখালবাবু তৎক্ষণাৎ ভবানীপুর চলিয়া গিয়া দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রীর যথার্থই সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, স্বপ্নদর্শন কালে তিনি যাহাকে যাহাকে রুগ্নশয্যার নিকট থাকিতে দেখিয়া ছিলেন, বাস্তবিকই তাঁহারা সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু গল্প করিয়াছেন যে, এক সময়ে তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হয়। এমন কি পীড়ার যাতনায় অচৈতন্য থাকেন। সেই সময় তাঁহার অভিষ্টদেব বালানন্দ সরস্বতী হরিদ্বার হইতে এক পত্র লেখেন, ঐ পত্রে তাঁহার পীড়ার বৃত্তান্ত লেখা ছিল।

নদীয়া-জেলার কোনও অপ্রসিদ্ধ গ্রামে বসন্তকুমারী নামে এক ব্রাহ্মণ কুমারী তাহার প্রতিবেশী কোনও বালকের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হয়। যৌবন অবস্থায় বসন্তকুমারীর মৃত্যু ঘটে। পরে একদা রজনীযোগে বসন্তকুমারীর মাতা স্বপ্ন দেখিলেন, বসন্ত যেন বলিতেছে "মা! কাঁদিস্ না। আমি তোদের বাড়ীর নিকটেই আসিলাম।" অন্যদিন তাহার সেই অতিপ্রিয় ব্যক্তির নিকট আসিয়া স্বপ্নযোগে দেখাইতেছে যে, "আমি তোমার ভালবাসা ভুলিতে না পারিয়া তোমাকে আবার দেখিতে আসিলাম।" ঐ ব্যক্তি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিল। এই ঘটনা ১২৯০ সালের ১০ই বৈশাখ ঘটে। বাস্তবিক ইহার নয় মাস ১১ দিন পরে ঐ ব্যক্তির একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। কন্যার অবয়ব, এমন কি তিলটি পর্য্যন্ত অবিকল বসন্তের অনুরূপ। বসন্তের মাতা এই বালিকাকে অতিমাত্র ভালবাসিত এবং বালিকাও তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত।

বিপিনবিহারি বসু চাকরীর জন্য নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াও চাকরী পায় না। লোকটি বন্ধুবান্ধবের নিকট তজ্জন্য

অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে। একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বিপিন বলিল "আজ আমার চাকরীর চিঠি আসিবে।" সকলেই আমোদ করা গেল। তার পর বৈকালে পিয়ন এক চিঠি লইয়া আসিল। বিপিন বলিল, "কেহ খুলিও না। ইহাতে কি লেখা আছে, আমি বলিব।" সকলেই রহস্য করিয়া বলিল "গণক ঠাকুর, বলেন কি!" বিপিন বলিল, "উহাতে আমার যাইবার কথা লেখা আছে।" সকলের সম্মুখে পত্র খোলা হইল, এবং সকলেই দেখিল, বিপিনের কথা সত্য। এব্যক্তি সেই চাকরীতে জামালপুরের লোকো আফিসে এখনও চাকরী করিতেছে।

আমরা যেমন স্বপ্নের সত্যতা প্রতিপাদনে এই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এবিষয়ে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য স্বপ্নতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, নতুবা এ সংগ্রহের কোনও কারণ দেখা যায় না। পাঠকের তৃপ্তির জন্য তাহারও দুই একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

কুমারী এলিস্ তাঁহার পিতার সহিত কিছুদিনের জন্য পারিস সহরে বাস করিতেছিলেন। কুমারী দেবন-সায়রের আর্ল-প্রেষ্টনের পুত্রের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পারিস ভ্রমণে আসিবার সময় কুমারী প্রিয়তমের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতা এই প্রণয়ের মূলে কৌশলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই কন্যাকে লইয়া স্থানান্তরিত হন। কিছু দিন পরে এক দিন রাত্রিতে কুমারী একটি বিভৎস স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হন। প্রভাতে উঠিয়াই পিতার আদেশ তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তম কুমার প্রেষ্টনকে পত্র লিখিলেন,—

পারিস, ২০ শে এপ্রেল ১৮৭১

প্রিয়তম জন!

গত রজনীতে আমি যে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা যত বারই মনে উঠিতেছে, তত বারই আমি জ্ঞানশূন্য হইতেছি।

স্বপ্ন মনের সাময়িক তরঙ্গমাত্র, ইহা জানিয়াও আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। স্বপ্নে আমি যেন দেখিতেছি, তুমি যেন আমার পিতার অসম্মতি জানিয়া এই বিষময় প্রণয়ের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছ! উঃ—জন!—হৃদয়সর্ব্বস্ব! তুমি কখনই তাহা করিও না! ছি! আমার জন্য কেন, তুমি পিতার একমাত্র সন্তান, কেন তাহা করিবে? জন! তোমার প্রতি আমার শতসহস্র অনুরোধ, কেমন আছ, লিখিবে। আমি তোমার কুশল সংবাদ পাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল রহিলাম।

তোমার নিতান্ত প্রেম ভিকারিণী
এলিস্।

কুমারী পত্র লিখিয়া ডাকে দিবেন, সহসা হরকরা পত্র লইয়া আসিল। পত্র দেখিয়াই কুমারী অচৈতন্য হইলেন। পত্র কুমার প্রেষ্টনের লিখিত। পত্রে লেখা আছে,—

পারিস, ক্লারা-কুঞ্জ
১৯ শে এপ্রিল, রজনী ১ টা।

প্রিয়তমে!

আমি তোমাকে না দেখিয়া আর কত দিন থাকিব? আমি তোমার জন্যই এত দিন জীবন ভার বহিতেছিলাম। তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি পিতামাতাকে না বলিয়া আজ তিন দিন পারিসে আসিয়াছি। তোমার ধাত্রীর মুখে তোমার কুশল সংবাদ পাইয়াছি। সে স্ত্রীলোক, তাহার মুখে তোমার বিবাহের কথাও শুনিলাম। তোমার পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কোনমতেই তোমাকে আমার হইতে দিবেন না। তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা কেন, জানি না। জানিবার আবশ্যকই বা কি আমার? তুমি আমার হইবে না, ইহা জানিতে পারিয়াছি, এই আমার যথেষ্ট! তবে আর কেন? এই দেখ এলিস্, আমি তোমার কি না।—আমি আর জীবন রাখিতে পারিব না। আত্মহত্যা

মহাপাপ, কিন্তু কি করিব বল। আমার হৃদয় শোণিতে আজ এই শেষ লিখিয়া দিলাম,—

দোহাই ঈশ্বরের
আমি তোমারই হতভাগ্য
প্রেষ্টন।

বাস্তবিকই এই কয়েকটি কথা শোণিত দ্বারা লিখিত। এদিকে সহরের চতুর্দ্দিকে শব্দ পড়িয়া গেল। ক্লারা-কুঞ্জে কুমার প্রেষ্টনের শোণিতশিক্ত শব দেখা গেল। কুমারের পকটেও এই প্রণয় গাথা লিখিত ছিল। তৎক্ষণাৎ কুমারীর নিকট আসিয়া পুলিস সমস্ত সংবাদ জানিয়া গেল। পত্রখানিও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল।

১৭২৮ খৃঃ অব্দের জুন মাসে পোলণ্ডের অধিপতি বর্লিন ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা লেনকাণ্টও আসিয়াছিলেন। তিনি এক দিন স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বাইবলের লিখিত "Let thine house in order, for thou shall die and not live." এই বিষয় লইয়া বক্তৃতা দিতে হইবে। তিনি ভ্রান্তবিশ্বাসে বিমোহিত হইবার লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু এই স্বপ্ন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করাইল। তিনি তৎকালে যে বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা অতি সত্বর সমাপ্ত করিয়া লইলেন। পরে ২৫এ জুন রবিবার রাজসভায় ঐবিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা দিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং পর মাসের ৭ই তারিখে পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তৈমুর একসময় এক বৃদ্ধ সেখকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পুত্র ইক্ষণের জন্য প্রার্থনা করিতে বলেন। ইহাতে বৃদ্ধ বলেন, "সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট যাইবে।" তৈমুর বাটী আসিয়া পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন।

ওয়াল্টার টেলর, মার্কুইস অব হটিংটনের নিকট এক প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরের মালমসলা ক্রয় করেন। টেলর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, যে "ঐ ধর্ম্মমন্দিরের পূর্ব্ব দিকের এক ইষ্টক আঘাতে তিনি মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতেছেন!" এই সংবাদ তিনি বন্ধুগণের নিকট ব্যক্ত করায় তাঁহারা ঐ মন্দির ভগ্নকালে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন। কিছুদিন এইরূপে গেল, কিন্তু টেলর কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া একদিন যেমন মন্দিরের নিকট গিয়াছেন, অমনি পূর্ব্ব দিক হইতে একখণ্ড ইষ্টক তাঁহার মস্তকে পতিত হওয়ায় তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অধিক প্রমাণ সংগ্রহই বা করিয়া কাজ কি; পাঠক নিজেরাই ইহার শত শত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তত্ত্ববিদ্যা

THEOSOPHY.

যুগধর্ম্মে মানবের উন্নতি ও অবনতি অসাধারণ! যে হিন্দু-ধর্ম্মের বিশালতা ধারণা করিতেও ভীতির উদয় হয়, যে আর্য্যধর্ম্ম বিশ্বজনীন প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে আর্য্যধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড বিষ্ণুপ্রীতিসম্পাদনে, সেই হিন্দুহৃদয়ের বর্ত্তমান সংকীর্ণতা অধুনা পশুধর্ম্মকেও পশ্চাতে রাখিয়াছে! ধর্ম্ম এখন জাতিগত ও বংশগত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুবংশধরের, হৃদয়ে হিন্দুত্ব না থাকিলেও সে হিন্দু, যবন বা খ্রীষ্টানের বংশধরের হৃদয়ে হিন্দু-ধর্ম্মের পবিত্র বিশ্বাস জন্মিলেও সে অহিন্দু ভ্রষ্টাচারী কপট! এরূপ সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়াই সমুদ্রতুল্য হিন্দু-ধর্ম্ম এখন পানা পুকুরে পরিণত হইয়াছে।

অতি অল্পদিন হইল, আমরা এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত হইয়াছি। উহাদিগের শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যা Theosophy. আর্য্যতত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় একদল অপবিত্র বিধর্ম্মীদিগের প্রকৃত অধ্যবসায় দেখিয়া কোথায় আমরা তাহাদিগের সাহায্য করিব, তাহা না হইয়া সেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ আমাদিগের ঘৃণার চক্ষেই পতিত হইয়াছে। এই বিদেশীয় ধর্ম্মপিপাসুগণ আমা-দিগের দ্বারে উপস্থিত; অতিথি সেবা ভুলিয়া তাহাদিগের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ নীচতা ভিন্ন আর কি বলিব!

অনেকে থিয়সফী বা তত্ত্ববিদ্যা, বিষয়টা কি, না জানিয়াই তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছে। সেই জন্য তৎ সম্প্রদায়ের সভা-পতি অলকট সাহেবের নিজ মুখের কথা শুনাইব। *

---

* A Lecture delivered at the town Hall, Calcutta, on the 5th of april, 1882.

"আজ আমার সৌভাগ্য যে, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সমূহ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতগণ মীল স্পেন্সারের জটিলদর্শন আয়ত্ব করিয়া অনায়াসে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু আত্মপ্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি এতই উদাসীন যে, তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিতেছি। যদি কোনও অলৌকিক শক্তি বলে মনু, কপিল, গৌতম, পতঞ্জলি, কনাদ, ব্যাস, জৈমিনী, মরিচি, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে এই স্থলে আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে কে বলিত যে, এই বি, এ, এম, এ, উপাধীধারিগণ তাঁহাদিগেরই বংশধর ?

অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতেছে যে, একজন শ্বেতপুরুষ এমন কথা কেন বলিতেছে। অবশ্য, একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। আমি যথাসম্ভব ইহার উত্তর দিতেছি!

১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে বোম্বে অধিবাসিগণের নিকট আমরা পরিচিত হইয়া আসিতেছি। আমাদিগের প্রকৃতি, আমরা কি করি, কি জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। তথাকার পার্শী ও স্থানীয় অধিবাসিগণ আমাদিগের প্রতি কিরূপ দয়ার চক্ষে দর্শন করেন, যখন একজন বিলাতবাসী (Clergyman) সাধারণ সভায় আমাদিগের চরিত্র ও কার্য্যের প্রতি অযথা দোষারোপ করেন, তখনই তাহা জানিতে পারিয়াছি। আশা করি, আমরা এখানেও তদ্রূপ ভাবে গৃহীত হইব। আমরা এখানে সিন্ধবাদ বণিকের ন্যায় রত্নলোভে এই রত্নভূমিতে সমাগত হই নাই, রত্নসংগ্রহ করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাগত হইব না। ভারত আমাদিগের পবিত্র বাসস্থান, ভারতবাসী আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু। আমরা গৃহ হইতে বিতাড়িত হই নাই। যদি আমরা এ বেশে এ দেশে না আসিতাম, তাহা হইলে, পূর্ব্ববৎ আমরা পরমসুখে উচ্চপদে সম্মানের

সহিত থাকিতে পারিতাম। আমেরিকা হইতেও আমি ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে এখানে আসি নাই। অর্থের জন্য আমি লোলুপ নহি। নিউ ইয়র্ক সমাজে আমাদিগের ভারতযাত্রার পূর্ব্বে আমি ও মাদাম বলবদাক্ষী পঞ্চ বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছি। এখানে আসিয়াও এপর্য্যন্ত অন্য কোনও ব্যক্তির নিকট আমরা একটি কপর্দ্দকও প্রার্থনা করি নাই। তবে কেন আসিয়াছি? ঘোরতর অনিচ্ছনীয় ঘটনামালা লইয়া কেন এমন দুঃস্থ্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? এ কথার উত্তর অতি সামান্য। আমরা একটি বাসনা হৃদয়ের নিভৃতে পোষণ করিয়া আসিতেছি। এই বাসনা পরিপূরণের জন্য আমরা তাবৎ বাধা, তাবৎ অসুবিধা, তাবৎ বিপদ তৃণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থ ও সম্পদ তুচ্ছ ভাবিয়া এই ভারতে আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত্ত, কিন্তু জ্ঞানের জন্য; আমরা আত্মম্ভরী, কিন্তু মনুষ্যত্বের জন্য; আমরা ষড়যন্ত্রকারী, কিন্তু যথায় প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ এবং আত্মার সত্যতত্ত্ব দর্শন করি, তৎ লাভার্থই আমাদিগের সেই সকল ষড়যন্ত্র।

হিন্দুদর্শনের জন্য এই বিদেশীর এত আগ্রহ কেন? ইহা অতীব বিস্ময়জনক।

১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে মাদাম বলবদাক্ষীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল আমি পরীক্ষিত মনো-বিজ্ঞান আলোচনায় অতিবাহিত করিতেছিলাম। বাল্যকাল হইতেই মানবের অন্তর্নিহিত রহস্য পরিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ই আমার ভাল লাগিত না। সেই জন্য যথায় তদ্বিষয়ক রশ্মিসম্পাতের সম্ভাবনা দেখিতাম, তথায় আমার চিত্ত ধাবিত হইত। মানবের দেহসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শারীর বিদ্যা (Anatomy), শারীর-তত্ত্ব (Physiology) এবং রাসায়ণশাস্ত্র (Chemistry) অধ্যয়ণ করি। মনোবৃত্তির আভ্যন্তরিক অবস্থা পরিজ্ঞানের জন্য আমি হৃত্তত্ত্ববিবেক (Phrenology),

মুখচেনা (Physiognomy), মৈস্মরতত্ত্ব (Mesmerism) ও উপাঙ্গ তত্ত্বের (Psychometry) পরীক্ষিত অংশ সকল অধ্যয়ণ করিয়াছিলাম। মৈস্মরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানলাভার্থ আমি বহুগ্রন্থ (Von Riechaubach's Resarches on magnetism, Electricity &c &c in their Relation with vital force) অধ্যয়ণ করি। কেননা এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ণ না করিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব কথিত বৎসরে মোহিষ্ণুত্ব (Medium-ship) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিলিয়ম এদীর নিকট গমন করি। এদী একজন নিরক্ষর কৃষক, তাহার উপর ঐ শক্তির আবেশ অতি চমৎকার! ইত্যাকার নানাবিধ গবেষণা দ্বারা আমি মৈস্মরতত্ত্ব ও ভূতাবেশ বিশ্বাস করি। নিউইয়র্ক নগরের দৈনিক পত্রে আমার ঐ গবেষণা সমূহ প্রকাশিত হইয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়াছিল। এই কৃষক-কুটীরে বলবদাস্কীর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। উভয়েই একই পথের পথিক বিধায় পরস্পরে সদ্ভাব জন্মে। তিনি একজন হিন্দু-মহাত্মার শিষ্য। তিনি সেই মহাত্মার নিকট যে সকল অদ্ভূতশক্তি ও শক্তি বিষয়িণী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা আমি ধারণাই করিতে পারিলাম না। তখন বুঝিলাম, আমার এই পঁচিশ বৎসর কাল নিতান্তই পণ্ড হইয়াছে। বলবদাস্কী ক্রমে ক্রমে আমার ধারাণার অনুরূপ বিষয় সকল উপদেশ দিতে ক্রমে ক্রমে ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাত্মার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। তাঁহাদিগের দর্শন লাভার্থ আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম! এই সময় এক মহাত্মা মায়াবী-শরীরে আমাকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করেন। সে শরীর ভূতশরীর (Physical body) নহে। তিনি গমন কালে তাঁহার শিরোস্ত্রাণ আমাকে দান করিয়া যান! উহা অদ্যাপি আমি যত্নে রক্ষা করিয়াছি। ঐ শিরোস্ত্রাণের এক পার্শ্বে উপদেশ লিপি সংবদ্ধ ছিল। সেই হইতেই আর্য্য-জ্ঞান লাভে আমার

পিপাসা বৃদ্ধি, সেই পিপাসা নিবারণ জন্য আমার দেশে দেশে পরিভ্রমণ এবং ভারতে আগমন।

যৎকালে আমি ভারতে আসিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম, সেই তিন বৎসরের মধ্যে আমি পনের জন মহাত্মার দর্শন পাই। সকলেই তন্মধ্যে হিন্দু বা কাশ্মেরী নহেন। (Among them, Copts, Tibeteans, Chinese, Japanese. Siarrese, a Hangarian, and a Cypriote.) যদিও তাঁহাদের জাতীয় উপাধী ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম পৃথক নহে। সকলেই ইচ্ছাশক্তিতে (Occult Science) পারদর্শী।"

সত্যের অনুসন্ধান, আত্মার স্বরূপ জ্ঞান এবং তৎফল স্বরূপ আনন্দ লাভের জন্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা ভারতে পদার্পণ করি। বোম্বে নগরে সভাস্থাপিত করিয়া আমাদিগের ইপ্সিত বিষয় বিজ্ঞাপক পত্রিকা (Theosophy) প্রচারের সূত্রপাত করিয়া কাশীধামে আগমন করি। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার ধার্ম্মিকগণেরই কার্য্য; সেই কার্য্যসাধনে কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, তাঁহাদিগকে তৎসাধনোদ্দেশে বিস্তর নিস্ফল অনুরোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কি পরিতাপ! লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণসন্তান বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ একটিও দেখিলাম না। জগৎ সদ্গুরুর জন্য আশন্বিত হৃদয়ে চাহিয়া আছে; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবার ত আশা নাই! তাই যদি আমরা তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারি, এই জন্য আমাদিগের এত স্পৃহা!

থিয়সফী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। যোগবলের উন্নতি প্রতি ব্যক্তির শ্রম, যত্নও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত; প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জ্ঞানধারণাদির যোগে আপন আপন ধর্ম্ম ও ঈশ্বর গড়িয়া লয়। এ ধারণা পরকীয় জ্ঞানাদির পক্ষপাতি নহে। পর যেমন তোমার হইয়া নিদ্রাদি উপভোগ করিলে তোমার তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না, তদ্রূপ পরকীয় ধর্ম্মে তোমার

আত্মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তুমি যে কোনও ব্যক্তিকে মহান জ্ঞান করিয়া তাহার পদধূলী গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও, তাহার কারণ, সেই ব্যক্তি এমন কোনও শক্তিসম্পন্ন, যাহার নিকট তুমি প্রণত হইয়া যাও। তুমি স্বয়ং তোমাকে তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, বৈষ্ণবাদি যদৃচ্ছা পরিচয়ে পরিচিত কর, কিন্তু যখন তোমার যথার্থ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা জন্মিবে, তখন উহা তোমার দৈব ও তত্ত্ববিদ্যা গ্রহণে পারগতার সীমার পরিমাণ হইবে; সুতরাং কোনও ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করা ঘোরতর অন্যায়; কেননা, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধর্ম্ম বস্তু বস্তুতঃ ব্যক্তিগত। তবে নীতিবিদ্‌গণ সত্যনীতি দ্বারা সেই ধর্ম্মকে মার্জ্জিত করিয়া দেন, এইমাত্র।

জীবাত্মা বিষয়ে আমি অধিক কথা বলিতে চাহি না, উহা সকলেই যেমন বুঝে, আমরাও তদ্রূপ বুঝি। উহা যে নামেই কেন অভিহিত কর না, যদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতির যোগশক্তি সম্পন্ন অংশবিশেষ স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও যথার্থ ক্রিয়াশীল হইয়া, অলোকসামান্য ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহে সমর্থ হয়, আমরা তাহাকেই জীবাত্মা বলি। এই শক্তি দেহ ও গঠনের অতীত। গোঁড়া মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা একথা কিন্তু স্বীকার করেন না। মনের অতীতে কোনও শক্তি আছে বলিয়া অনেক ব্যক্তিরই বিশ্বাস নাই। আমরা সেই বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি। উচ্চমস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় ক্রিয়াজাত যে বুদ্ধিবৃত্তির যোগ্যতা, যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সপ্রমাণে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। অধুনা তাবৎ দার্শনিক * প্রণীত দর্শনশাস্ত্র আলোচন কর, দেখিবে, এই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে জীবানু, উদ্ভিজ্জানু ইত্যাদির (Protoplasm, Protogen and monad) ক্রীড়া। কিন্তু জীবাত্মার প্রকৃতি

* J. Mill, Cousin, Locke, Kant, Hobbes, Hurtly, Hegel, Fichte, Huxly, Hæckel, J, S, Mill, Comte.

তাহাতে কিছুই পাইবে না। মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে, দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দঘটায় হৃদয় আকুলিত হইবে, বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড সকল আয়ত্ব করিতে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিবে, কিন্তু এ তত্ত্বের তাহাতে কিছুই পাইবে না। পাশ্চাত্যদার্শনিকগণ ভ্রান্ত ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানের মন্দির গড়িয়াছেন। তর্কশাস্ত্র আপাততঃ সেই মন্দির খাড়া রাখিয়াছে বটে, কিন্তু সত্যের ভারে তাহা সদাই তুলিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্যশাস্ত্রাদিতে মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় যে সকল অলৌকিক ঘটনামালা সংঘটন বিষয়ের প্রণালী উক্ত আছে, তদ্রূপ একটির সম্ভাব সংঘটনে লুক হইতে বেষ্টাইন (Bastine) ও তৎ শিষ্য সম্প্রদায়কে আমি আহ্বান করিতেছি। দৈবী-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে পাশ্চাত্যদর্শন বিরাগমাত্রই উৎপাদনে সমর্থ! পাশ্চাত্যদর্শন বাহ্জগতকে মানবীয় হৃদয়ে ধারণা করাইতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু আর্য্যদর্শন তাহা ভিন্ন জীবাত্মার অলৌকিক কার্য্যবত্বার বিষয়ও চিন্তা করিয়া থাকে। আত্মতত্ত্বকে তাঁহারা তিন ভাগে বিভাজিত করেন। ১ম, স্থূল শরীর, অর্থাৎ ভূতপঞ্চ সংযোগজাত সর্ব্বজনপশ্য দেহাদি; ২য়, মায়াবীরূপ অর্থাৎ যোগক্রিয়াজাত শরীর, উহা যদিও ভূতজাত, তথাপি যোগক্রিয়া বশাৎ ক্বচিৎ পশ্য; ৩য়, সূক্ষ্মশরীর, উহাই আত্মা। আত্মা, অক্ষয় অননুভবনীয় ও অদৃশ্য। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানবিদপণ্ডিতগণ এই তিনটি রূপকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার জন্য আরও অন্তর্বিভাগে (Sub-Sections) বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মায়বীরূপ বা সূক্ষ্মশরীর, শরীরের দ্বিবিধ অবস্থা। যোগিগণ স্থূলশরীর সমাধী দ্বারা এক স্থানে রক্ষা করিয়া বিবেক, জ্ঞান ও অনুভূতি মাত্র অবলম্বনে তোমার সম্মুখে সূক্ষ্মশরীরে আত্মপ্রকটন করিতে পারেন। বেন, মিল ও স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মায়াবীরূপ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ তর্কযুক্তি

মূল বিষয়ের নিকটবর্ত্তিতা লাভ করিয়াছে মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর, স্পেন্সার তাঁহার সুখপর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Princeples of Psychology) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে "উদ্দেশ্য ও বিষয়ের পার্থক্য" (Completed defferentation of .subject and object) সম্বন্ধে লিখিতেছেন। তাঁহার অতীত অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে যেরূপ বলিতেছে, তিনি তাহাই লিখিয়া পরিতুষ্ট হইতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, "অন্তর্ব্বোধের এই প্রকার একত্রিভূত অংশসমূহ, সুখজনক বা দুঃখজনকই হউক, অংশ বা প্রত্যংশে বিভাজিত হইতে পারে, এবং কাল ও স্থলের উপর কোনও অধিকার স্থাপন না করিয়াই কার্য্যশীল হইতে পারে।" কোনও ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিলে সে যেমন আমার সম্মুখীন হইয়া স্থানাবরোধ না করিলেও তাহাকে আমি দিব্য দেখিতে পাই, স্পেন্সারের পূর্ব্বোক্ত বাক্য এই প্রমাণ হইতে উদিত, এবং এইরূপ মীমাংসা করিয়াই তাঁহার সন্তোষ; কিন্তু অন্য ব্যক্তির হৃদয়ে এ তত্ত্ব অন্যরূপে উঠিয়া থাকে। যে শ্বেতবাষ্প পরিণামে মেঘরূপে প্রতীতি হয়, তাহারই অতি-পরিণতিতে মানবের উৎপত্তি। এই যে, বায়বীয় রূপ, যাহা মানব প্রথম ধারণ করে, তাহা পুনর্গ্রহণ করিলেই মায়াবীরূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞানালোকে যে ভাবে ব্যক্তিবিশেষের চক্ষে প্রতিভাত হয়, মীমাংসা কখনই তদন্যথায় গমন করিতে পারে না। যোগস্থব্যক্তি, যিনি বাষ্পচূর্ণ মধ্যে বাক্যরূপ ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি এখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় জ্ঞানশক্তি এবং আত্ম-তত্ত্বের স্বর্গীয় অন্তর্বোধ, বহির্বায়ুতে ভর করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থূলশরীরের সম্মুখে সদ্যজাত সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব, আমরা কি ধারণা করিতে পারি না? আচ্ছা শুনা যাউক। সূক্ষ্মশরীর বলিতেছেন, "এই আমি এবং ঐ তুমি।

মানব! আমি অহং—আত্মা, তুমি আধার মাত্র। তুমি আমার অবরোধ ও অবরোধক; কিন্তু দেখ, আমি তোমার অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়াছি। এখন আমি ইচ্ছামত তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি এবং তোমাতে প্রবেশলাভও করিতে পারি। তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পার না, আমাকে ত্যাগ করিলেও তোমার অস্তিত্ব থাকে না। তুমি আমাকে নিষ্ক্রিয় নীরবেও রাখিতে পার না। আমি সচেতন সত্বা, তুমি অস্থিপেশী যুক্ত পরিপাচক যন্ত্র। তোমার ইচ্ছা, আগ্রহ, কি? তোমার শোণিতপ্রবাহে তাড়িতিক বর্ত্তাবহ শক্তি কিছুই ত নয়! এস দার্শনিক! প্রবুদ্ধ হও, এস, আমার সহিত তর্ক কর! আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ববিদ্যা শিখাইব। তুমি উদ্দেশ্য ও বস্তুর সম্বন্ধ বিষয়ে পণ্ডিতের ন্যায় মতামত প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার পাঠকগণকে বলিতেছ যে, অনুভূতি অথবা অন্ততঃ সমবায়ী কারণযুক্ত অস্তিত্ব বিষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন না করিলে আত্মতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে কোনও ধারণা গঠিত হইতে পারে না। (Oh, Chp I, P. 133) এখন তুমি ও আমি উপস্থিত রহিয়াছি। তুমি তোমার আভ্যন্তরিক চিন্তাযন্ত্র লইয়া বিরাজ করিতেছ, আমি এখানে আমার জ্ঞানশক্তি লইয়া সূক্ষ্ম স্পেন্সার রূপে বিরাজিত আছি। এস, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি ভ্রমশীলতাকে ভালবাস, সে পর্য্যন্ত পার যদি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সুমহান হীমাবর্ত্তে (Himavat) লইয়া যাইব। তথায় দেখিবে যে, সে সকল লোক আত্মতত্ত্ব বিদ্যার স্বপ্ন দেখেনা, উহার সত্যতত্ত্ব দিবালোকের ন্যায় তাহাদের নিকট পরিচিত। মানব, যাহারা আর্য্য ও হিন্দু যোগিগণের সহস্র সহস্র বংশধর রূপে বর্ত্তমান, তাহারাই জানে না, জানিতে ক্ষমতা রাখে না যে, মানব কি এবং তাহাদিগের শক্তিই বা কি? তোমাদের মনোবিজ্ঞানের আলোচনা, আর্য্যঋষী ও আর্হতগণের তুলনায় অতি

অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অসাড় মৃত্তিকা, অংশীভূত বিভূতিরাজি, নবীন শস্প সমূহ, হিল্লোলিত জলতরঙ্গ; এ সকলে জীবনীশক্তি দিয়া আমিই তোমাকে মানবে পরিণত করিয়াছি। তোমার অন্তরে বিরাজিত থাকিয়া আমিই তোমাকে এই সকল জ্ঞানবুদ্ধি দান করিয়াছি। আমিই তর্কযুক্তিতে কোথাও তোমার জ্ঞানের বিকাশ, কোথাও বা বিমূঢ়তা ঘটাইতেছি। আমিই স্পেন্সার, তুমি আমার আবরণ বৈ ত নও? তুমি ক্ষেত্র, আমি প্রকৃতির অসীম অধ্যাস।"

পদকপোষাকে গর্ব্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ,, তুমি কি উত্তর দাও? প্রতিপাদ্য এক, সত্য আর। যখন তুমি হিমালয় ও নীলগিরিরআশ্রয় মন্দির সকলের সত্যবিষয় অধ্যয়ণ কর; তখন জর্ম্মাণীর ও এঁদিনবর্গের প্রতিপাদ্য কোথায় থাকে?

মিল সগর্ব্বে বলিয়াছেন (Dissertation and Discussions, IV, 97) "আত্মতত্ত্ববিদ্যাবিষয়িণী রাজদণ্ড এই উপদ্বীপে (Great Britain) আবার প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" রাজদণ্ড? হাঁ, রাজদণ্ডই বটে! কহীনূর যেমন রাজদণ্ডে ভারত হইতে বিলাতে আসিয়াছে, ঐরূপ ভাবে কি আত্মতত্ত্ববিদ্যা বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে? আত্মতত্ত্ব বিদ্যার যে শক্তি, তাহা বলপূর্ব্বক অধীনতা স্বীকার করাইবার বিষয় নহে। আত্মতত্ত্ব বিদ্যার শক্তি বিষয়ে মৈস্মরতত্ত্বজ্ঞ, বর্ত্তমান মৃত আত্মার তত্ত্বজ্ঞ ও যোগশিক্ষিতগণ কথঞ্চিৎ জ্ঞাত আছেন। তাহাদিগের জ্ঞান, পরীক্ষানুসন্ধান পরিধির অন্তর্গত। তাঁহারা শারীরস্থান, জীবতত্ত্ব ইত্যাদি অধ্যয়ণ না করিয়াও মানবপ্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। কেন না, দেহ হইতে চেতন জীব-আত্মার নির্গমন ও অলৌকিক কার্য্য সকল সাধন করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই দেখিতে পান। হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শোণিতের সংশ্রব, শরীরের দাঢ্যতা; এ সকল জীবনের মুখ্য হেতু নহে। এতদভ্যন্তরে আরও কিছু আছে। মৈস্মর-

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখেন যে, মোহিস্কু যখন অভিভূত হয়, তখন তাহার শরীর মৃতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, ঐ দেহের শোণিত ক্রিয়া, ধাতুর গতি, স্বাভাবিক উষ্ণতা কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহার আত্মা অতি সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তর সকল দিতেছে! জিহ্বায় শোণিত নাই, পেশীর দাঢ্যতা নাই, অথচ উত্তর দিতেছে। আমি আমার এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিশেষে (People from the other world) উল্লেখ করিয়াছি, এবং দেখাইয়াছি যে, শরীর এক, জীবাত্মা আর। শরীর ত্যাগ করিয়াও জীবাত্মা সচরাচর ক্রিয়া সকল সাধন করিতে ক্ষমতা রাখে। সে ক্ষমতা দেহাদিতে নিবদ্ধ নহে। এই জীবাত্মশক্তির সম্পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য যাহাদিগের প্রাণের আকাঙ্খা, আমরা তাহাদিগকেই তত্ত্ববিদ্যানুসন্ধিৎসু (Theosophist) বলি। পার্থিব বস্তুর বঞ্চনা প্রলোভন ত্যাগ করিবার জন্যই যোগীগণ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অভ্যাস করেন। যোগের চারি অবস্থা। প্রথমে যোগের আকার ও নিয়মাবলী অধ্যয়ণ, এবং মানবের স্বনিহিত পাশব-প্রকৃতি পরিহার; দ্বিতীয়, যোগ প্রকৃতি অধ্যয়ণ হইবার পর যথার্থ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর; তৃতীয়, এই অগ্রগমনের ক্রমান্বয়িকতায় তাবৎ প্রকৃতি পরিবর্জ্জন; এবং চতুর্থ, পদার্থশক্তি যে মহান রাজ্যের অধিশ্বররূপে নিয়োজিত, তাহা অতিক্রমণ। এই অবস্থায় অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জলে মগ্ন করিতে পারে না, মৃত্তিকায় মিশাইয়া লইতে পারে না, এবং বিষাক্ত বায়ু তাহার শরীর নষ্ট করিতে পারে না। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বস্তুসমূহ অনুভব করিতে আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। তাহার অতি-শ্রবণশক্তিতে জগতের তাবৎ শব্দ নিকটবর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন দৃষ্টি সৌরজগৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং মানবহৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত জ্ঞানগোচরে আগত হইয়া থাকে। তিনি নিজে বায়ুর ন্যায় হাল্‌কা ও পর্ব্বতের ন্যায় ভারি হইতে পারেন। তিনি অনাহারেও বহুদিন থাকিতে

পারেন, ইচ্ছা করিলে জড়দেহ ত্যাগ করিতে পারেন, এবং জীবনও যদৃচ্ছা বৰ্দ্ধিত করিতে পারেন। স্বভাবগতির বিধানাবলীতে জ্ঞানলাভ করায়, দৃশ্যবস্তুর আকারাদি বিষয়ে ধারণা হওয়ায় এবং মানবীয় ইচ্ছাশক্তির মহীয়সী শক্তি বিষয়ে অধিকার লাভ করায় তিনি দৈববাণী করিতে পারেন; ভবিষ্যবাদী ও বাকসিদ্ধ হইতে পারেন; তিনি অশিক্ত পদে জলোপরি বিচরণ করিতে পারেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া শূন্যমার্গে অবস্থান করাও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ভূগর্ভে প্রোথিতও থাকিতে পারেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, যখন তিনি বালক, তখন সুন্দরবনের জঙ্গল ছেদকগণ এক সাধুকে প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আনয়ন করে। ঐ যোগীর আসনের মধ্যে বৃক্ষ সকল উৎপন্ন ও পদদ্বয় মূল দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া ঐ মহাপুরুষ দুই পিশাচ নরপশুর হস্তে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ পাপাত্মারা তাঁহাকে কথা কহাইতে অসমর্থ হইয়া হস্তে অগ্নি দিয়াছিল এবং গঙ্গাগর্ভে গলদেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। তাঁহাকে সুরা ও গোমাংস ভক্ষণ করাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। সেই রাজ-পিশাচ ও ভীষক-কুলকলঙ্ক চিরদিনের জন্য আত্ম-জীবন কলঙ্কিত ও লোকের হৃদয়ে বিজাতীয় ঘৃণা উৎপাদনের জন্যই এইরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে সাধু হিংস্র ও ক্রূরধর্ম্মী ব্যাঘ্র ও সর্পপূর্ণ জঙ্গলেও নিরাপদে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি মনুষ্য কর্তৃক এইরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইলেন? এ পরিতাপ বস্তুতঃই অসহনীয়। নরকুলে ইত্যাকার পশুর জন্ম প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, পাষণ্ডগণের অপবিত্র হস্তসংস্পর্শে সাধুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। সাধুপুরুষ নয়ন উন্মিলন করিলেন। সে দৃষ্টিতে আশক্তির লেশ মাত্র নাই, মুখে ক্রোধের রেখাটি মাত্র নাই। সরল ভাবে সাধুর ওষ্ঠপুট হইতে নির্গত হইল "মহাশয়গণ! কেন আমাকে বিরক্ত করিতেছেন? আমি

ত আপনাদিগের কোনও ক্ষতি করি নাই।” এই বলিয়া মহাপুরুষ শেষসমাধী প্রাপ্ত হইলেন।

এ ঘটনা প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইল, সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু আজিও কি এ কলিকাতা সাধুনিবাস হইবার উপযুক্ত হইয়াছে? আমি বলি, না। যদি মহাত্মার দর্শন লাভে ইচ্ছা থাকে, এই পাষণ্ডমূর্ত্তি বচনবাগীশের দল ত্যাগ করিয়া সুদূরে চলিয়া যাও, আশা অপূর্ণ থাকিবে না।

লাহোরে হরিদাস সাধুকে চল্লিশ দিনের জন্য মহারাজ রণজিত সিংহ মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত রাখিয়াছিলেন, তথাপি সাধুর শরীর ও জীবন নষ্ট হয় নাই। *

আর্য্য বা অন্যান্য শাস্ত্রাদি মাত্রই যে এই লইয়া রচিত, তাহা নহে। সর্ব্বত্রই অন্ধকারের রাজত্ব, তবে যথায় যে পরিমাণ আলোক, তথায় সেই পরিমাণ অন্ধকারের ধ্বংস। খ্রীষ্ট শিষ্যগণ আত্মার এই অবস্থা স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। মোক্ষ ম্‌ল স্বর্গ তাঁহাদিগের নিকট মিল্টনবর্ণিত দৃশ্য বিশেষ। পার্শীরা দেখিতেছে, স্বর্গ কুকুর ও সুন্দরী কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই মহান সেতু; মুসুলমান দেখিতেছে, সেই অক্ষয় আনন্দপূর্ণ আনন্দকানন। ইত্যাকার দৃশ্যের যে দ্রষ্টা, যে কখন ভ্রান্তিচক্র অতিক্রম করে নাই, সে পতঞ্জলির প্রকাশিত যোগের চতুর্থ অবস্থা বিষয়ে কোনও ধারণাই করিতে পারে না। এই চতুর্থ অবস্থায়, যোগিগণ ব্যক্তিত্ব ও আত্মা ভিন্ন অন্য দেহের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান পরিবর্জ্জন করেন। তাবৎ জ্ঞানক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, তখন কেবল আত্মা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ইহাই হিন্দুর মোক্ষ। দুঃখ আর নাই, ভ্রান্তিজাল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কেবল সত্যই তখন বিরাজমান। আত্মতত্ত্ববিদ্ (Theosophist) যে,

* Vide the Political Resedent Sir Claude Wade's The camp and court of Ranjit singh, and the resedency surgeon Dr. Mcgregor's History of the sikh war.

সে যে কোনও জাতি,যে কোনও ধর্ম্মী বা যে কোনও অবস্থাপন্নই কেন হউক না, অভ্যন্তরে সেই একই লক্ষ্যে ধাবিত। এখন আপনারা বিবেচনা করুন, আমরা আপনাদিগের হইতে ভিন্ন নহি। আমরা নূতন ধর্ম্ম, নূতন মত প্রচার করিতে আসি নাই।

অনেকে অদ্ভুত ক্রিয়া সকল দেখিবার ও সাধন করিবার জন্য আমাদিগের দলভুক্ত হইতে আসিয়া দারুণ হতাশ ও বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যান; কিন্তু তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখেন না, যে বিনা ক্রিয়ায় কর্ম্মফল লাভ হয় না। সামান্যতঃ সকল স্থানেই নানা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি এক কি দুই দিনে তত্তৎ বিদ্যায় অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছে? জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ফলোৎপত্তি ঘটে না, ইহা নিশ্চয়। আত্মার উন্নতি এক কি দুই জীবনেই সীমা বিশিষ্ট নহে। উহা জন্মজন্মান্তরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

এইজন্য আমরা এই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছি যে, যদি আত্মতত্ত্ববিদ্যা বিজ্ঞান হয়, এবং যদি তাহা দিব্যজ্ঞান লাভের সাধন হয়, তাহা হইলে এই প্রকার ধর্ম্মময় সত্যের অনুসন্ধান লইয়া আমরা জীবন কাটাইয়া দিব।”

থিয়সফিষ্ট

বিবি ব্লবদাস্কী

বিবির নিবাস রুসিয়া দেশে। ইনি একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া কামিনী। ইঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অশিতিবর্ষীয় একজন ধনী জমিদারের সহিত পরিণয় হয়। পরিণয়ের পর কি জানি কেন, একদিন রাত্রে পতির মৃত্যু ঘটে, বিবি নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শেষে পলাইয়া প্রাণ বাঁচান। শেষে ভারতের নানা স্থান এবং বহু সিদ্ধযোগীর সহিত নানা বনে নানা পর্ব্বতে ভ্রমণ করেন। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতদেশ, তথায় কুথমিলাল সিংহ নামক এক জন সিদ্ধযোগী থাকেন। তাঁহার সম্প্রদায়ও বহু বিস্তৃত। বিবি এই দলের একজন হন।

প্রসিদ্ধ পাওনিয়র পত্রিকার সম্পাদক, মিঃ সেনেট একজন অদ্বিতীয় শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ইঁহার ও এই সম্প্রদায়ের অনেক গোপন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে নিজে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ! সেনেট ঐ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, একদা তাঁহার এলাহাবাদের আপিসে বিবির সহিত দেখা হয়। সেনেট তিব্বতবাসী কুথমিলালের নামে এক পত্র লিখিয়া বিবির হাতে দিলে ঐ পত্র বিবি উড়াইয়া দেন, এবং ১০।১৫ মিনিট পরে উহার উত্তর টেবিলের উপর আসিয়া পড়ে। ঐ উত্তরের লেখক লাল সিং। তিনিই মিলালের আদেশ মত লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রে সেনেট পরীক্ষার্থ একটা বিলাতের ঘটনাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উত্তরে তাহারও যথাযথ বৃত্তান্ত লিখিত ছিল।

কৌন্সেলী মিষ্টার বিবি বলেন "মসৌরীর ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পরম বন্ধু। একদিন আমার ঐ বন্ধুর হাতে একখানি রুমাল দেখিয়া বিবি বলিলেন, "আপনার রুমালে কাহারও নাম লেখা আছে কি ?

বন্ধু।—হাঁ, আমার নিজের নাম লেখা আছে।"

বিবি রুমাল খানি হাতে লইয়া পুনরায় ফেরত দিয়া বলিলেন "খুলিয়া দেখুন, একজন স্ত্রীলোকের নাম লেখা আছে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, এই রুমালে সত্য সত্যই একজন বিবির নাম লেখা আছে, দেখা গেল। তাহার পর আঝর অন্যান্য নামও ইচ্ছামাত্র লিখিত হইল।

তন্দ্রাতত্ত্ব

PHANTASM.

বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রসঙ্গ আছে, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।" কথাটি অতিসত্য। এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা বিশ্বাসীর নিকটই অস্তিত্ব যুক্ত, এবং এমন সত্যও অনেক আছে, যাহা তর্কে তিষ্ঠে না; কিন্তু এই যে তর্কের নিকট পরাভব, উহা অবিশ্বাসীর তর্কশক্তির প্রাবল্য,এবং বিশ্বাসীর তর্কশক্তির অভাব; আমি বুঝাইতে পারি না যে, অগ্নি কেন লোকের শরীর দগ্ধ করে, কিন্তু বুঝাইতে পারিলাম না বলিয়াই কি অগ্নির দাহিকা শক্তির অস্তিত্বে সন্দেহ জন্মিতে পারে? আর যদি সন্দেহই জন্মে, তাহা হইলেই কি দাহিকা শক্তির অপলাপ ঘটে? তার্কিককে বলিতেই হইবে, না। তার্কিকগণ যে যুক্তিযুক্তি বলিয়া জগৎ ধ্বনিত করেন, সেই যুক্তি ত মনের অতীত বস্তু নহে; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গতায় যে সকল অলৌকিক কার্য্য পরম্পরা নিষ্পন্ন হয়, তাহা অনেকস্থলেই মানবীয় জ্ঞানের অতীত, সুতরাং তুমি তোমার জ্ঞানাতীত বিষয়কে জ্ঞানজাত তর্কে আঁটিবে কিরূপে? এ কি তোমার ধৃষ্টতা নহে? যাহারা জগতকে তর্কযুক্তির পচা রশিতে বাধিতে চায়, তাহারা অতি ভ্রান্ত। এই অগণ্য ক্রিয়ার আধার জগতে তুমি মানব একটি অনুন্নত কীট মাত্র, তুমি আদার বেপারি হইয়া জাহাজের খবর লইতে কেন চাও? আর খবর লইতে গেলেই বা পাইবে কেন?

তন্দ্রা-দৃশ্য অমূলক চিন্তামাত্র, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই, এমন কি জগতের পোনের আনা লোক তন্দ্রাতত্ত্ব হাসিতে উড়াইয়া দেয়,কিন্তু বাস্তবিকই উহা কি হাসিয়া উড়াইবার কথা। স্বপ্ন অমূলক কি সমূলক, সে বিচার হইতেছে না; কিন্তু উহাতে অবিশ্বাসী সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালি, তোমাকে

জিজ্ঞাসা করি, এই যে দৃশ্য, ইহা কোথা হইতে আইসে জান কি? বলিতে পার কি, শরীরের কোন্‌স্থানের কি প্রকার ভাবান্তর ঘটিলে মানব ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া খায়, কোথাকার লোক কোথায় চলিয়া যায়, ছিন্নশয্যায় শুইয়া সুখপর্য্যঙ্কে সুখশয়নে শয়নের সুখ উপভোগ করে; গুড় চিড়া চিবাইয়া রাজভোগ আহারের তৃপ্তি লাভ করে? এই যে অনাহারে আহার সুখ, কষ্টের শয়নে শয়নসুখ, উহা অনর্থক, কিন্তু যে দেখে, সে ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরের সহিত সেই অমূলক সুখ ভোগ করে? তুমি দেখিতেছ, সে পৈত্রিক ছিন্নমাদুর শয্যায় শায়িত আছে, কিন্তু সে হয়ত তখন গ্রামের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ কৃষ্ণবাবুর হাজার টাকার পাল্যঙ্কে শুইয়া আছে। রামের প্রাণ সেই মূল্যবান শয্যায় শয়ন করিয়া কতই না পুলকিত! এখন তোমার সুখদুঃখে ত রামের সুখদুঃখ নির্ভর করে না, তুমি ত রামের নিয়ন্তা নহ! রাম যে স্বপ্নঘোরে কিয়ৎ কালের জন্য সুখ ভোগ করিল, সে সুখ ত রামের জীবনব্যাপী দুঃখ-অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক স্তিমিত আলোক রেখা রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। এখন দেখ, সুখদুঃখ কি? অনুভূতি ভিন্ন আর ত কিছুই নহে। তুমি যাহা আহার করিয়া পীড়া অর্থাৎ দুঃখ অনুভব কর, আমি তাহা আহার করিয়া আহারজনিত সুখ অনুভব করি। এখন দেখ, যে বস্তু তোমার দুঃখের কারণ, সেই বস্তু আমার সুখের হেতু; সুতরাং বস্তুমাত্র সুখদুঃখের আস্পদ নহে, উহার অনুভবকারী মনই সুখদুঃখের হেতু। অতএব রাম স্বপ্নযোগেই হউক বা চেতনাবস্থাতেই হউক, মনের দ্বারা যে সুখ অনুভব করে, তাহাই তাহার জীবনে সুখের খাতায় জমা হইয়া যায়, অতএব কেমন করিয়া বলিব, স্বপ্নের কোন মূল্য নাই?

এই গেল তন্দ্রাদৃশ্যের সাধারণ অবস্থা। এখন এ দৃশ্য বাহ্যজগতে কোনও ফল দান করে কি না, তাহা দেখা যাউক। স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায়, চেতনাবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকে কি না। ইহার

উত্তরে আমাকে একই নিশ্বাসে বলিতে হইতেছে যে, অবস্থা বিশেষে ফলে, অবস্থা বিশেষে ফলে না। এই যে অবস্থা বিশেষের সফল নিস্ফলতা প্রভৃতি, ইহার কারণ কি? অবস্থার অবস্থান্তর। চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দুস্পাচ্য ও অপরিমিত আহার নিবন্ধন পাকস্থলীর ক্রিয়াশক্তির ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, উদর উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়া এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দেয় যে, তদ্দ্বারা নানা প্রকার তন্দ্রাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ দৃশ্যের আবার শ্রেণীভেদ আছে। উদর উষ্ণ হইলে তৎকালে চিত্তের গতি যে দিকে থাকে, দৃশ্যের বিষয়ও প্রায় তদ্রূপ ও তদন্তর্গত হইয়া থাকে। দিবাভাগে চিত্ত যে বিষয়ের চিন্তায় নিরত থাকে, স্বপ্নে তাহাই দেখা যায়। এই সকল সপ্ন পীড়া হইতে জাত বলিয়া উহা প্রায় নিস্ফলতা প্রসব করে। লোকে এই প্রকার স্বপ্নই দেখিয়া থাকে এবং প্রকৃত পক্ষে ইত্যাকার স্বপ্নই সাধারণ। লোকে ইত্যাকার স্বপ্ন দর্শন করিয়া এবং তাহাতে কোনও ফলের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া স্বপ্ন যে অমূলক, এই প্রকার বিশ্বাসে উপনীত হয়।

স্বপ্নের আর এক প্রকার অবস্থা আছে। উহা কখনই নিস্ফল হয় না। মানব যখন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তখন কোনও বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে না। তখন কেবল আত্মার কার্য্যই দেখা যায়। আত্মা তখন আপন বৃত্তির সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। এখন যাহার যেমন আত্মশুদ্ধি, তাহার আত্মা তদ্রূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। বাহ্য-ইন্দ্রিয় ও নানাবিধ, মনোবৃত্তির কার্য্য চলিতে থাকায় আত্মার কার্য্য সকল সময়ে প্রকাশমান হইয়া উঠিতে পারে না কিন্তু এখন ঐসকল মনোবৃত্তির বিরাম থাকায় আত্মার কার্য্যশীলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সময় নির্ম্মল আত্মার অসম্পূর্ণত্ব প্রভৃতি নষ্ট হইবাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পরমাত্মশক্তি তাহাতে আরোপিত হয়, এবং তৎকালোচিত লোকাতীত জ্ঞানে লোকাতীত অতিপ্রাকৃতিক বিষয় সকলের ধারণায়

সমর্থ হয়। এই জন্য মানব তৎকালে যে স্বপ্নদৃশ্য দর্শন করে, তাহাতে পার্থিব বিষয়ের সংশ্রব না থাকায় উহা নিষ্ফলতা প্রসব না করিয়া বরং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েরই অনুসারিণী হইয়া থাকে। সাংসারিক বিষয়বাসনা বিরত আত্মার অন্য কি প্রার্থনা হইতে পারে? কামনা না থাকিলে আর প্রার্থনা আসিবে কোথা হইতে? এমৎস্থলে ঐ বাসনার অভাব নিবন্ধন জীবাত্মা পার্থিব ব্যাপার হইতে পূর্ণতঃ নিস্কৃতি লাভ করিয়া যখন নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা ব্রহ্মপ্রতিভাসে সত্যপথে প্রবেশ লাভ করে বলিয়াই ব্রহ্মসকাশজাত বস্তুতে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মে; এবং ব্রহ্মশকাসজাত বস্তু অবশ্য অসত্যসম্ভূত বা দোষদুষ্ট হইতে পারে না বলিয়াই তাহা সত্যফল প্রসব করিতে নিয়ত তৎপর থাকে। আত্মার যে ইত্যাকার ব্রহ্মশকাস জাত বস্তু বিষয়ে দর্শন অভিজ্ঞতাদি, তাহা তন্দ্রা যোগেই সংঘটিত হয়; কেননা আত্মা তখন বিষয়ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত থাকিয়া আত্মাতে ডুবিয়া থাকে। সেজন্য তাহাতে যে পরমাত্মার প্রতিভাস ঘটে, তদ্দারা দিব্যদর্শনে তাহার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনা, এবং ফলের অঙ্কেও তাহার প্রত্যবায় ঘটেনা। তাই বলিয়াছি, ইত্যাকার তন্দ্রাদৃশ্য কখনও নিষ্ফলতা প্রসব করিতে পারে না।

আর প্রস্তাব বৃদ্ধির আবশ্যক নাই। অনেকে স্বপ্নের সত্যতা বিষয় না জানেন, এমনও নহে। যাঁহারা স্বপ্নতত্ত্বের সাফল্যের বিষয় জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন ধারণাও অনেকের আছে যে, স্বপ্নতত্ত্বের তাবৎ সত্যাসত্য বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। বাস্তবিক বিশ্বাস বস্তু মন্দ নহে, কিন্তু তাবৎ সত্য বিষয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলেও চলে না। কেননা বিশ্বাসের সত্যতা কার্য্যফল দর্শন ভিন্ন নিদ্ধারিত হইতে পারে না।

কার্য্যফল এমন সকল স্বতঃসিদ্ধ সমূহে নিবদ্ধ থাকে যে বিশ্বাস না করিলেও ফলের তারতম্য হয় না। কেন না ইহ সত্য বিধান, অতএব সত্য বিশ্বাস যাহা, তাহার মলেঃ

অতি প্রকৃতির ছায়া-পাত না ঘটিলে উহা সত্যফল দানে সর্ব্বত্র সমর্থ হয় না! তখন ঐ সত্যবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নামে অগত্যাই নামিত হইয়া থাকে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, বঙ্গদেশের রমণীরা কোনও বিষয়ের সত্যতা স্থির করিবার জন্য অতিবালকগণকে সেই বিষয়ের প্রশ্ন করে, বালক কোথাও অস্পষ্ট বাক্যে এবং কোথাও বা মাথা নাড়িয়া উত্তর দেয়। প্রথমে ইহা অনেকে যেমন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, আমরাও তদ্রূপ উড়াইয়া দিতাম। কিছু দিন পরে মনে হইল, বাস্তবিকই কি ইহার কোনও সত্যতা নাই? দেখা যাউক। এই বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বালকগণ যে উত্তর দিয়াছিল, তাহার শতকরা ৭০ টি ফলিয়াছিল। ইহার কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে, বালক সংসারজ্ঞানশূন্য বলিয়া তাহার চিত্ত অন্য বিষয়ব্যাপারে যাইতে পারে না; সুতরাং তাহার সরল বিশ্বাসশীল আত্মা যে উত্তর দেয়, তাহার কথায় ও অঙ্গভঙ্গীতে তাহাই প্রকাশ পায় মাত্র!

প্রসঙ্গতঃ আর এক কথা বলিয়া লই। একটু আত্মপ্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেক লোকেরই ধারণাবিশেষ অতি আশ্চর্য্যরূপে ফলিয়া থাকে। অবশ্য আত্মার সাময়িক প্রকৃতিস্থভাব হইতেই এই ধারণার উদয় বলিয়া উহা তদ্রূপ ভাবে ফলিয়া থাকে; কিন্তু এধারণা সর্ব্বদা থাকে না, দুই একটি ধারণামাত্র উদয় হইয়াই বিষয়ব্যাপার যেমন জীবকে আচ্ছন্ন করে, অমনি ভ্রান্তধারণারাশী আসিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সত্যধারণা ডুবাইয়া দেয়। এইরূপ সত্যধারণা স্থায়ীভাবে যাহার হৃদয়ে বিরাজ করে, সেইই সিদ্ধপুরুষের নামে খ্যাতি লাভ করে। তাহার কথা কখনই অন্যথা হয় না। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণই এইরূপ।

একদা আমরা কয়েক বন্ধুতে প্রায় একশত লোকের মধ্যবর্ত্তি হইয়া যাইতেছি। আমরা কিয়দ্দূর গিয়া অন্য এক বন্ধুকে ডাকিয়া লইব, এইরূপই অভিপ্রায় থাকে। যাইতে যাইতে হটাৎ কে যেন বলিয়া দিল, আমাদিগের সেই বন্ধু এই লোকশ্রেণীর পশ্চাতেই আছেন। কেমন মনের গতি, আমরা এক পাশ হইয়া দাঁড়াইলাম, লোকশ্রেণী আমাদিগের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি, সত্যধারণার কি গরীয়সী মহিমা, লোকশ্রেণীর পশ্চাতে বাস্তবিকই আমাদিগের সেই বন্ধুকে দেখিতে পাইলাম! তখন মনে হইল, বিধাতা! এই সত্যধারণার নিত্য অধিকার হইতে কেন আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছ?

সেই হইতে এক খেয়াল উঠিল, দেখা যাউক, এইরূপ ধারণার কতকগুলি সত্য হয়, ও কতকগুলি মিথ্যা হয়, এবং এই সত্যধারণার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় কি না। এইরূপ কল্পনা করিয়া তৎক্ষণাৎ এক খাতা বাঁধিয়া ধারণাসকল লিখিতে আরম্ভ করা গেল। তাহার বিস্তৃতবিবরণ দেওয়া স্থানাভাব বশতঃ এখানে হইতে পারে না, তবে সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, ১৮৯২ সালের মার্চ্চ, ধারণা সংখ্যা ৬১ টি; ফলিয়াছে ২৫, নিষ্ফল ৩৬ টি। এপ্রিল, ধারণার সংখ্যা ৭৩ টি, তন্মধ্যে সফল ৩৯, নিষ্ফল ৩৪টি। মে, ধারণার সংখ্যা ১০৭ টি, তন্মধ্যে সফল ৫৭টি, নিষ্ফল ৫০টি; জুন, ধারণার সংখ্যা ১২৭টি, তন্মধ্যে সফল ৮৬টি, নিষ্ফল ৪১টি। তার পর আমরা বাঙ্গালী, কুলক্রমাগত আলস্যের মোহিনীশক্তিতে আর লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। অধ্যবসায়ের সীমা অগত্যা এইখানেই পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তবে আমাদিগের বিশ্বাস হয় যে, ধারণার পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুশীলন ও পরিচালন দ্বারা উত্তরোত্তর ধারণাফল যে অতি আশ্চর্য্য রূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং উত্তরোত্তর ধারণার সত্য ফলই যে অধিকতর রূপে বৃদ্ধি হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

পাঠক, এই সকল ক্রিয়া দৈববাণীই বলুন, জাগ্রত-স্বপ্নই বলুন, অথবা আত্মা বা মনের ক্রিয়াবিশেষই বলুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কার্য্যতঃ কোনও একটি বস্তু লক্ষ্য করিয়া কেহ যদি ঢিল ছুড়িতে থাকে, তাহা হইলে যে ঢিলটি লক্ষ্য স্পর্শ করিবে, তাহা ঢিল হস্তচ্যুতি মাত্রই জানা যায়। ইহাও বারম্বার আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

সুস্বপ্ন

স্বপ্ন আত্মার কার্য্য। মৃত্যুর পর আমাদিগের আত্মীয় স্বজনেরা সর্ব্বদাই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। একটু বুঝিয়া চলিলে তদ্দ্বারা অনেক বিপদে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দেশবিখ্যাত এবং দেশের অকৃত্রিমবন্ধু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৬৪ সালে স্বয়ং মিডিয়ম হইয়া উঠেন; তাহার পত্নীর মুক্তাত্মা সর্ব্বদা ছায়ার স্থায় তাঁহার নিকট থাকিয়া সেবা ও উপদেশ দিতেন। প্যারীবাবুর মধ্যমপুত্রবধু কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবের তৃতীয়া কন্যা। ইনি মৃত্যুর পর বারম্বার তাঁহার পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাদের শোক দূর করিয়া থাকেন।

বড়বাজারনিবাসী বাবু প্রিয়নাথ সেট, তাঁহার মৃত স্ত্রী কর্ত্তৃক কত শত আসন্ন বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখে শুনিলেই ভাল হয়।

স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেববাহাদুরের দৌহিত্র বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু একদা পীড়িত হন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একজন যোগী তাঁহাকে ঔষধ দিতেছে। বাস্তবিক সেই ঔষধেই তিনি যেন রোগ নির্ম্মুক্ত হইলেন। অনুজ জয়কৃষ্ণ বাবুকে আনন্দকৃষ্ণ বাবু ঐ যোগীর সন্ধান লইতে জগন্নাথ ঘাটে

পাঠান এবং স্বপ্নদৃষ্ট অবয়ববিশিষ্ট সন্ন্যাসীকে তথায় প্রাপ্ত হইলে তিনি আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার পায়ে নালি ঘা হয়। কলিকাতার ডাক্তারেরা পাখানি কাটিয়া বাদ দিয়া ফেলিতে বলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এ সাধুকার্য্যে অনুমোদন না করিয়া দেশে চলিয়া যান। একদা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহাদের পুকুর পাড়ে পুঁটুলী করা ঔষধ আছে। নিদ্রা ভঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লোক পাঠাইলে ঔষধও পাওয়া যায়। ঐ ঔষধে ত তাঁহার ক্ষত আরোগ্য হইলই, তদ্ভিন্ন আরও কত লোক ঐ ঔষধে নিরাময় হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট একাউণ্ট আফিসের একজন গণনীয় কর্ম্মচারী বাবু প্রিনাথ দত্তের স্ত্রী মুর্চ্ছারোগে বড় কষ্ট পান! ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পর্য্যন্ত হারিয়া যান। শেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহার বিধবাভগ্নী তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যান, কিন্তু ততদূর না যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নিদ্রাকালে হাতের মধ্যে যে ঔষধ পান, তাহাতেই পীড়িতা রোগ নির্ম্মুক্ত হয়।

জাগ্রৎ স্বপ্ন

হুগলী নর্ম্মালস্কুলের পূর্ব্বতন অধ্যাপক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন একদিন অতি আশ্চর্য্যরূপ জাগ্রতস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ভারতের গৌরব ডাক্তার রামদাস সেনের মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদা ন্যায়রত্ন মহাশয় দিবা দ্বিপ্রহরে শতছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপণা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, সহসা দেখিলেন, যেন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রামদাস বাবু তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। রামদাস নাই, ন্যায়রত্ন তাহা জানিতেন। প্রিয় শিষ্যের জন্য ন্যায়রত্ন অনেক দিন শোকের ভারও বহিয়াছেন,

তথাপি রামদাস বাবুর ছায়ামূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার মৃত্যু যেন ভুলিয়া গেলেন। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, আগ্রহ সহকারে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, আর দেখিতে পাইলেন না। ছাত্রেরা সকলেই ইহার কারণ জানিতে ব্যগ্র হইল। ন্যায়রত্ন নিজের এই অযথা ক্রিয়া দর্শনে লজ্জিত হইলেন। অনেকেই এমন দেখিয়া থাকে।

প্রেততত্ত্ব

SPIRITISM

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ নগরে একটি অধ্যাত্মবিজ্ঞান * সভা আছে। তত্রত্য প্রধান প্রধান অনেকগুলি বড়লোক উহার সভ্য। এই সভায় মুক্তাত্মা আনয়ন ও তদ্দ্বারা পারলৌকিক বিজ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ ও পরজগতের অবস্থাদি জ্ঞাত হওয়া হইত। সান্সন্ নামক একজন গণনীয় সভ্য ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত সভার সভাপতিকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরই যেন তাঁহার মুক্তাত্মা আহ্বান করা হয়। তিনি শরীর হইতে আত্মা পৃথক হইবার কালের অবস্থা বর্ণন করিবেন।

১৮৬২ খৃঃ অব্দের ২১এ এপ্রিল তারিখে উক্ত সভ্যের মৃত্যু ঘটে এবং উক্ত সভার সভ্যগণ ঐ মৃতশবের গৃহেই এক চক্র করিয়া সান্সনের আত্মাকে আহ্বান করেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার।—

"সংসারের অবসাদকষ্ট মৃত্যুর সময় যেমন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি। সংসার ত্যাগ করিয়া আসা অবধি আর আমাকে সেই মাংসের বোঝা বহিতে হইতেছেনা। আমি এখন নূতন দেহ (সূক্ষ্মদেহ) লাভ করিয়াছি। এ বড় আনন্দ। পৃথিবীর দুঃখতাবৎ ধৈর্য্যের সহিত ভোগ করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করিলে অসীম সুখ সম্ভোগ করা যায়। যদি প্রকৃত সুখ চাহ, তবে সকলকে সুখী কর।"

এ দিন এই পর্য্যন্ত। তার পর চারদিন পরে আবার ঐ মুক্তাত্মা আহ্বান করা হয়। (Paris, Society of Spiritualism, 25th April, 1862.)

* From Allan kardec's Heaven and Hell.

"মৃত্যুকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। আত্মা শরীর ত্যাগ কালে দেহস্থ তাবৎ শক্তি সংকুচিত হইতে থাকে। তার পর আত্মা দেহ ত্যাগ কালে সমস্ত দেহ অসাড় হইয়া যায়। দেহ ত্যাগের পর অনেক পরিচিত ও আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎ পাইলাম। তথাকার সৌন্দর্য্য আমি অনুভব করিয়াছি বটে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না। স্বর্গের যে সকল চিত্র মরজগতের কবিগণের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, ইহার তুলনায় তাহা গণনাতেই আইসে না। মুক্তাত্মাগণের শারীরিক গঠন মর্ত্ত্যজীবেরই অনুরূপ! তবে সে স্থূলশরীর নহে। সে শরীরে অস্থিমাংসাদির সম্পর্ক নাই। কেবল তেজোময় বা ছায়াময়। এই দেখ, আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু তুমি তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না। এতই সূক্ষ্মদেহ আমাদের। চক্ষু আমাদিগের সকল প্রত্যঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আমাদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ বিচারের আবশ্যকতা নাই। মানবের মনের কথা আমরা যে জানিতে পারি, এ কথা হটাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে আসিবে না। মানবের মনোভাব বহির্বিকাশে এমন প্রকটিত হয় যে, আমরা সেই সূক্ষ্মচিত্র অনায়াসে দেখিতে পাই। ফুলের ঘ্রাণ যেমন ব্যক্তিবিশেষের নাসিকাপথে অধিক বা অল্প প্রবেশ করে কিন্তু অতি দূরে চলিয়া গেলে কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না, কেননা তাহাদিগের নাসিকার তত শক্তি নাই। আমরা তোমাদের ন্যায় নাসিকা লইয়া বেড়াই না। আমরা অতিদূরের ঘ্রাণই নিকটের বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মনুষ্যের আত্মার উন্নতিসীমা কতদূর, তাহা বলিতে পারি না, তবে অনন্তপথে উহার গতি, তাহা নিশ্চয়! উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মাগণ যে সুখভোগ করেন, তাহা আমরাই অনুভব করিতে পারিতেছি না, তোমরা তাহার কি বুঝিবে? প্রাণপণে ধর্ম্মো-পার্জ্জন কর। ধর্ম্মশূন্য হইলে পরকালে কেবল আঁধার!"

নূতন পৃথিবীতে আধুনিক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম

সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের অধিকাংশ লোকই আত্মার কার্য্যাকার্য্য তেমন মানিত না। নিউইয়র্ক নগরের প্রান্ত-ভাগের একটা পোড়ো বাড়ী ককস্ নামক একব্যক্তি ভাড়া লয়। ভাড়া লইবার পর প্রথম প্রথম বাড়ীর নানাস্থানে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে। প্রথমে শব্দ উপেক্ষিত হয়। ঐ কক্সের ৮ ও ১০ বৎসর বয়সের দুইটি কন্যা ছিল *। একদিন বালিকাদ্বয় দেখিল, একটা টেবিল ঘরের সর্ব্বত্র চলিয়া বেড়া-ইতেছে। বালিকাদ্বয় চুপ করিতে বলিল, টেবিল চুপ করিল, আবার চলিতে বলিলে চলিতে লাগিল। তখন বুঝা গেল, টেবিলের একটা শক্তি আছে। তার পর বালিকাদ্বয় ও তাহার পিতা যুক্তি করিয়া বলিল "যদি এই টেবিলের জ্ঞানশক্তি থাকে, তবে হাঁ হইলে একটা ঠক্ এবং না হইলে দুইটা ঠক্ শব্দ হইবে। এই স্থির করিয়া তাহারা বলিল, "তোমার কি বুদ্ধি আছে?" ঠক করিয়া শব্দ হইল। এইরূপ নানা কথার পর এ, বি, সি প্রভৃতিতে যাহা আত্মার (টেবিলস্থিত আত্মার) বক্তব্য হয়, সেইটাই ঠক্ হইতে লাগিল। তখন সেই সব অক্ষর সংযোগ করিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপে নানা অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের উত্তর পাওয়া যাইতে লাগিল। (Vide Allen kardec's Medium's Book, 63.) এই ঘটনা হইতে আমেরিকাভূমিতে অধ্যাত্মবিজ্ঞা-নের তরঙ্গ উঠিয়া এ পর্য্যন্ত কতই না অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার হইয়াছে। আমেরিকা ভূমিতে যেরূপ ভাবে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, বিশ্বাস করিলে পরিণামে এ সংসারে আর পাপতাপ থাকিবে না।

যে সকল লোকের প্রতি ঐরূপ মুক্তাত্মার আবির্ভাব ঘটে, তাহার দ্বারাই নানা উপায়ে প্রশ্নের উত্তর প্রচারিত হয়। ঐ সকল

* যে বালিকা সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকার ন্যায় সভ্যদেশে প্রেততত্ত্ববিদ্যার প্রথম আবিষ্কার করে, নাম তাহার কেট বা Kate Fox.

ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তি থাকিয়া উত্তর প্রচার করে বলিয়া উহাদিগকে (Medium) মিডিয়ম বলে। মিডিয়ম্ নানা প্রকার। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র, অর্থাৎ যাহা সচরাচর দেখা যায়, তাহাই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। লেখক মিডিয়ম।—ইহারা চক্রে বসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, এবং হস্তে পেন্সীল দিয়া তাহার নীচে কাগজ ধরিলে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

২। কথক মিডিয়ম।—ইহারা আপন ভাষায় এবং কখনও বা মুক্তাত্মার ভাষায় উত্তর দেয়। যে ইংরাজী জানে না, গাইতে জানে না, সেও ইংরাজিতে কথা বলে বা গীতবাদ্য করিতে পারে।

৩। শব্দকারী মিডিয়ম।—ইহারা ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করতঃ প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন কক্সের কন্যাদ্বয়।

৪। আরোগ্যকারী মিডিয়ম।—ইহারা অচৈতন্য হইয়া গেলেও নানা ঔষধের আদেশ করে, বা রোগীকে স্পর্শ করিয়া রোগ আরাম করে।

৫। সর্ব্বজ্ঞ মিডিয়ম।—ইহারা অতীত ও ভবিষ্যঘটনা সমূহ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে।

৬। ফটোগ্রাফি মিডিয়ম।—ইহারা মুক্তাত্মার ছায়াছবি তুলিয়া দিতে পারে। কালীকৃষ্ণবাবুর নিকট এমন ৪।৫ খানি ছবি ছিল। মার্কিণদেশের প্রেসিডেণ্ট নিল্-কনলের মৃত্যুর পর বিবি নিলকনল্ এইরূপে তাঁহার স্বামীপুত্রের ছবি তুলিয়া লইয়াছিলেন।

৭। বার্ত্তাবহ মিডিয়ম।—কোনও মৃতব্যক্তির উদ্দেশে পত্রাদি লিখিয়া শীলমোহর করিয়া দিলে উহার পৃষ্ঠায় অবিকল সেই মৃতব্যক্তির হস্তাক্ষরে পত্রের যথাযথ উত্তর

পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক নগরে মাষ্টার মার্স্ ফিল্ড প্রথমে এইরূপ মিডিয়ম হন।

৮। ছায়ামূর্ত্তি মিডিয়ম।—অর্থাৎ মিডিয়ম অজ্ঞান হইলে মুক্তাত্মা তাহার দেহস্থ শক্তি লইয়া ছায়ামূর্ত্তিরূপে চক্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৃতব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তি রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর তেতালা ঘরে বসিয়া দর্শকগণকে নানবিধ মদ খাইতে দিয়াছিল। হীরালাল শীলের বৈটকখানায় চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া উইল্‌সন্ সাহেবের হোটেলের চারিজন লোকের উপযুক্ত খাদ্য দিতে বলা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে হোসেন খাঁ বাহিরের লোকদিগকে ডাকাইয়া ঐ খানা খাইতে দেয়। ঐ সকল ডিসে উইলসনের নাম পর্য্যন্ত অঙ্কিত ছিল। আমেরিকাবাসী ডিবনপোর্ট ব্রাদার ও প্রোফেসর ফর্ এ দেশে আসিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহারা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় থাকিত, এবং অন্ধকার ঘরে দর্শকগণের মস্তকের উপর নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া বেড়াইত।

এই সকল মিডিয়ম হইতে হইলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, অতঃপর তাহাই লিখিতেছি।

মিডিয়ম হইবার উপায়

১। একটা টেবিলের চারিদিকে চৌকী (কেদারা, chair) সাজাও। গদি মারা কেদারা না হয়, বেত দিয়া ছাওয়া হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু কাট মারা কেদারাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

২। তিনজনের কম ও দশজনের অধিক লোক চক্রে বসিবে না।

৩। সকলে কেদারায় স্থির ভাবে বসিবে। একজনের দক্ষিণ হস্ত ও অপরের বাম হস্ত যেন সংলগ্ন থাকে।

৪। পুরুষ ও স্ত্রী, গৌর ও কৃষ্ণ, মোটা ও রোগা, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান, অলস ও পরিশ্রমী ইত্যাদি বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তি পাশাপাশি বসিবে।

৫। মন হইতে সাংসারিক চিন্তা ও কামক্রোধ লোভাদি তাড়াইয়া দিয়া পরস্পর ধর্ম্মালাপ করিবে অথবা একজন কোনও ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে থাকিবে বা মৃদুমন্দ গীত গাইবে।

৬। যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট আত্মাকে আনিতে হয়, তবে তাহাকে একমনে ভাবিতে থাকিবে। যে কোনও আত্মা আনিতে হইলে চরিত্র চিন্তার দরকার নাই।

৭। চক্রে যাহারা বসিবে, তাহাদিগের মধ্যে হীংসা ঘৃণা বা ধর্ম্মবিষয়ে মতানৈক্য না ঘটে।

৮। সুরাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া চক্রে বসিবে না।

৯। নাস্তিক ও পাপকর্ম্মরত ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দিবে না।

১০। চক্রে বসিবামাত্রই যে মুক্তাত্মার আবির্ভাব ঘটে, তাহা নহে। ১০।১৫ দিন বসিতে বসিতে তবে মিডিয়ম স্থির হয়।

১১। যত দিন মিডিয়ম স্থির না হয়, ততদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসা আবশ্যক। মিডিয়ম স্থির হইয়া গেলে আর স্থান পরিবর্ত্তন করিবে না।

১২। চক্রের এক এক জন কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক। তিনিই প্রশ্ন করিবেন। অন্যের আবশ্যকীয় প্রশ্ন তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হওয়া আবশ্যক।

১৩। চক্রকর্ত্তা মিডিয়মের সম্মুখে বসিবেন।

১৪। ঝড় বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, অতি শীত বা অতিগ্রীষ্ম, ম্যাদমেদে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে চক্র করিবে না।

১৫। মিডিয়ম যদি ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে থাকে, তবে এক

শব্দে হাঁ, দুই শব্দে না, ইত্যাকার শব্দ ধরিয়া কথা স্থির করিবে। যদি হাত কাঁপিতে থাকে, তবে হাতে পেন্সিল দিবে, যদি জড়তা পূর্ণ স্বরে কথা কহে, তবে বুঝিবে, অল্পক্ষণ পরেই সে কথা দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবে।

১৬। স্থানপরিবর্ত্তন বা লোকপরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে তাহা অবশ্য করিবে।

১৭। চক্রে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিশেষবিষয় না ভাবিলে প্রায় মিডিয়মের আত্মীয়স্বজনই আসিয়া থাকে।

১৮। চক্রগৃহ আবর্জ্জনা শূন্য ও পবিত্র রাখিবে।

১৯। রাত্রিই চক্রের সময়। চক্রগৃহে অন্ধকার বা অতি ক্ষীণ আলোক রাখিবে; কিন্তু আলো জ্বালিবার সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত রাখিবে।

২০ চক্রে বসিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা করিবে।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সত্যতাজন্য নিম্নে উদাহরণ দিতেছি। ১৮৮০ সালের ১০ই আগষ্ট কলিকাতা রামবাগানের ব্যারিষ্টর সিঃ দত্তের বাটীতে কালীকৃষ্ণবাবু এক চক্র করেন। ঐ চক্রে দুইজন মাননীয় ইংরেজ, কলিকাতার বিখ্যাত ব্যক্তি বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র, এটর্ণি বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এক জন বৈদ্য ও একজন এম, এ, ছিলেন। কালীবাবু ও মিষ্টার দত্ত ত ছিলেনই। প্যারিবাবুর উপাসনার পর মিডিয়ম অচৈতন্য হইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। আমেরিক-ডাক্তার মিউজেন বিস্তর হ্যাস পরিচালন করিলে মিডিয়ম স্থির হইল; কিন্তু রোদন থামিল না। নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল. "নাম বলিবনা। বড় কষ্ট, আর সহ্য হয় না, হা জগদীশ্বর! হৃদয় ফাটিয়া গেল, আর পারি না।" এই কথা বলিতে মিডিয়ম আবার কাঁদিয়া উঠিল। শেষে উপাসনা ও ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত করিতে মিডিয়ম স্থির হইল।

অনেকস্থলে মানব যে রোগে মরে, মুক্তাত্মাতে তাহার অস্তিত্ব দেখা যায়। পুলিশদারগা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কুষ্ঠরোগে মরে। জয়গোপালের আত্মা চক্রে আসিলেই মিডিয়ম হাত পা খেঁচিত এবং হাতে টান ধরিত। শোকবিজয়ে উল্লেখ আছে, কালীকৃষ্ণবাবুর চক্রে একজন কেশো রোগী আসিত, মিডিয়ম তখন ক্ষ ক্ষ ক্ষ করিয়া কাশিত। ঐ ব্যক্তিকে অনেকেই জানিত।

প্রেততত্ত্বাভাস

SPIRITUALISM

আভাস-ঘটনা

১৭৪৯ অব্দে ২৮এ অক্টোবর গাইজেস্' রেজিমেণ্টের সার্জ্জেণ্ট অর্থর ডেবিস নিহত হন। ইঁহার নিকট অনেক অর্থ ও বহুমূল্য চেনাঙ্গুরিয়কাদি ছিল। সাধারণের ধারণা, কোনও দস্যুদল ঐ অর্থ লোভে ডেবিস্‌কে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও হত্যাকারীকে ধৃত করিতে পারিল না। কিছুদিন এইরূপে গেল। পাঁচ বৎসর পরে স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ইন্‌ভার্ণারিবাসি ম্যাক্‌ফার্শন নামক একজন কৃষক যুবক এক দিন রাত্রে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় তাহার শয়নকুটীরের সম্মুখে এক মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কৃষকযুবক ঐ মূর্ত্তি তাহার বন্ধু ফার্কুহর্শন জ্ঞানে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিলে ঐ মূর্ত্তি বলে "আমি সার্জ্জেণ্ট ডেবিসের প্রেত-আত্মা। আমার কঙ্কাল এখনও হিল অব ক্রাইষ্ট নামক স্থানে আছে। তোমরা উহা সমাধিস্থ কর।" পরদিন প্রাতে ম্যাক্‌ফার্শন তাহার বন্ধু ফার্কুহর্শনের সঙ্গে ঐ প্রেত নির্দ্দেশিত স্থানে গমন করিয়া একটি নরকঙ্কাল দেখিতে পায় এবং উহা সমাধীস্থ করে। সমাধী করিতে একদিন বিলম্ব হয়, এবং প্রেতাত্মা আবার ম্যাক্‌ফার্শনের কুটীরে দেখা দেয়। সেই সময় কৃষক তাহার হত্যাকারীর নাম জিজ্ঞাসা করায় প্রেতাত্মা পর্ব্বতবাসী ডুনকান ক্লার্ক ও আলেক্‌জাণ্ডার ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড, এই দুই ব্যক্তির নাম করে। ক্রমে এই কথা প্রকাশ পায় এবং সন্দেহ ক্রমে ১৭৫৪খৃঃ অব্দের ১০ই জুন এডিন-

বরা নগরের প্রধান ফৌজদারী আদালতে ঐ আসামীদ্বয় গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ উপস্থিত হয়। অনুসন্ধান ক্রমে ঐ আসামিগণের নিকট ডেবিসের কোনও কোনও বস্তুও পাওয়া যায়। ম্যাক্‌ফার্শন ও ফার্কুহর্শন ব্যতীত ঐ মকর্দ্দমায় ইজাবেল মেকার্ডাই সাক্ষী দেয়; কিন্তু তর্কনীতির কি মহিয়সী মহিমা, আইনের কি অসহনীয় আবর্ত্ত, ডেবিস্ ইংরাজী কথা কহিত, এবং ম্যাক্‌ফার্শন গল ভাষায় কথা কহিতেছে; অতএব কিরূপে সাক্ষী প্রেতাত্মার কথা বুঝিল? এই তর্কে আসামীদ্বয় খালাস পাইল; কিন্তু প্রেতাত্মার সর্ব্বভাষাবক্তৃত্বের বিষয় আদালতে তিষ্ঠিল না বটে, কিন্তু অনেকেই এ বিচারে দোষারোপ করিল।

ডার্হামের চেষ্টার লী ষ্ট্রীটে ওয়াকার নামক এক কৃষক বাস করিত। তাহার গৃহকর্ত্রীরূপে এন্ নামক এক দূরসম্পর্কীয়া রমণী তাহার গৃহেই বাস করিত। কিছুদিন পরে প্রভু ও দাসীতে (অথবা—) বচসা হয়। ওয়াকার, সার্প নামক এক ব্যক্তির সহিত এনকে কোনও কার্য্যোপলক্ষে প্রেরণ করিয়া গোপনে সার্পকে পরামর্শ দেয়, "এনকে যেন আর আমাকে দেখিতে না হয়।" ইহার পর আর কেহ এনকে কখনও দেখে নাই।

গ্রেহাম নামক এক ব্যক্তি ওয়াকারের বাসবাটীর প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বাস করিত। একদা ঐ গ্রেহাম (প্রায় এক বৎসর পরে) রাত্রিতে পর্ব্বত হইতে অবতরণ কালে এক নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে সে সময় তথায় দাঁড়াইয়া থাকি-বার কারণ জিজ্ঞাসা করে। রমণী উত্তর দেয়, "আমি এনের প্রেতাত্মা। ওয়াকারের পরামর্শ মতে সার্প আমাকে খণিত্র দ্বারা হত্যা করিয়াছে। আমার কঙ্কাল এখনও কয়লার খনিতে এবং হত্যাকালে আমার দেহস্থ শোণিতে তাহার বস্ত্র রঞ্জিত হওয়ায় উহা ঐ কয়লার খাতের নিকটস্থ সেতুর নিম্নে রাখিয়াছে; তুমি ঐ সকল লইয়া এই হত্যাকাহিনী প্রকাশ করিয়া হত্যা-কারীর উপযুক্ত শাস্তি দাও।" গ্রেহাম পরদিন ঐ প্রেত-নির্দ্দে-

শিত স্থানে সার্পের বস্ত্র ও খণিত্র এবং এনের কঙ্কাল দর্শনে ঐ ঘটনা প্রকাশ করে। পরে ১৬৩১ খৃঃ অব্দের অগষ্ট মাসে ডার্হামের বিচারালয়ে ঐ মকর্দ্দমার বিচার হয়, এবং আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করায় শাস্তি পায়।

একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক পাদ্রী ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের পত্রিকায় (The Indian Avangelical Review. On Modern Spiritualism.) বর্ত্তমান প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার এবিষয়ে যে ভূয়োদর্শন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সমীচিন বোধে তাহার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি যে পুস্তক অবলম্বনে উহা লিখিয়াছেন, তাহাও একখানি অতি বিখ্যাত গ্রন্থ *। তিনি লিখিতেছেন,—

বিলাতের প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতির † প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, সে আজ দশ বৎসরের কথা, কেহ প্রেততত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে ভ্রুক্ষেপও করে নাই। অধিক কি, এই বিদ্যার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়েও কেহ অনুসন্ধান লয় নাই ; কিন্তু এই অতি অল্প দিনে য়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে এমন শিক্ষিত লোক বিরল, যিনি আত্মা-তত্ত্বে ও প্রেততত্ত্বে অবিশ্বাস করেন, সুতরাং প্রেততত্ত্বের অস্তিত্ব প্রচার করা এখন বাহুল্য। কেন না উহা সত্যবিজ্ঞান (Positive Science.) বলিয়াই এখন সমাদৃত। বাইবলের প্রতি পত্রে লিখিত আছে, "প্রেত-তত্ত্বে বহুবিধ বিস্ময়জনকতত্ত্ব নিহিত আছে।"

গ্রন্থ বিশেষে (20th Chap. of Leviticus.) লিখিত

* Earth's Earliest Ages and their Lessons for us, including a Treatise on Modern spiritualism, By G. H. Pemder, M. A.

† Dialactical Society of London.

আছে "পুরুষ বা স্ত্রী যখনই যাহার প্রেতাবেশ হয়, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে।" একথার প্রমাণের অভাব নাই। গ্রন্থকার অন্য স্থানে (Clementine Homilious.) উদ্ধৃত করিয়াছেন, "এবং তাহারা (প্রেততত্ত্বজ্ঞ ওঝা) বলিল যে, আমরা মূর্ত্তিকে একস্থান হইতে ইচ্ছামাত্র স্থানান্তরিত করিতে পারি। অগ্নির উপর দিয়া অদগ্ধ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারি, তাহাকে উড়াইয়া দিতে পারি। পাথরকে রুটি করা, সর্পাকৃতি ধারণ, এবং পরক্ষণে উহা ছাগমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন বহুমুখ ধারণ, এ সকল আমাদের আয়ত্ব। বন্ধ দ্বার উন্মুক্ত করণ, দগ্ধ লৌহে হস্তার্পণ, তাবৎ দৃশ্যবস্তুতে ছায়ামূর্ত্তির সমাবেশ সাধন, এ সকল এ বিদ্যার অতি সহজ প্রকরণ।" ওঝাগণের এই সকল কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, পরে তাহারা আমার বিস্ময় তিরোধানের জন্য প্রত্যক্ষরূপে তাহাদিগের এই বিদ্যার পরিচয়ও দিয়াছিল।"

ভূতাবেশ শব্দের অর্থই এক আত্মায় অন্য আত্মার আরোপ। এই যে প্রয়োগশক্তি (Incantation) দ্বারা দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য সম্পাদন, ইহা কিরূপে হয়, তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) ও মৈস্মরতত্ত্ব (Mesmerism.), এতদুভয়ের পার্থক্য না বুঝিলে একে অন্যের উদাহরণ আরোপিত হইয়া বুঝিবার পক্ষে গোলযোগ ঘটাইতে পারে। প্রেততত্ত্বের এমন একটি বিশেষ অবস্থা আছে, যাহাকে আবিষ্ট-অবস্থা (Trance State) বলে। ইহা মৈস্মরতত্ত্ব যোগে মোহিষ্ণুর প্রতি শক্তিসঞ্চালন জনিত অবস্থা (Clairvoyant State.) হইতে সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন। দেহস্থ আত্মাকে অতিক্রম করিয়া সেই দেহে যখন অন্য আত্মার সমাবেশ ঘটে এবং সেই সমাবেশ হেতু যে অবস্থা ঘটে, তাহার নাম আবিষ্ট অবস্থা। আর যখন আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত না হইয়া কেবল দৈহিক ক্রিয়া হইতে নির্মুক্ত হয়, অর্থাৎ আত্মা যখন জড় দেহ

ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ আত্মা আত্মিকভাবে বিরাজ করে, তখন সেই অবস্থার নাম মোহিষ্ণু অবস্থা।

কি আবিষ্ট কি মোহিষ্ণু, সাধারণতঃ তাহাদিগের দেহের ও মনের একটু বিশেষত্ব থাকে। আবিষ্ট পাত্রের পরিপুষ্টি ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে, এবং প্রেত দ্বারা বিশেষ প্রকারে আবিষ্ট হইলে তখন তাহার দেহমনাদি প্রেত কর্ত্তৃক এরূপ আয়ত্ব হয় যে, ঐ নিবিষ্ট প্রেতাত্মার ইচ্ছা অনুসারে সে তাবৎ কার্য্য সম্পাদনে বাধ্য হয়। তখন তাহার স্বীয় আত্মার কোনও কার্য্যকারিতা পরিদৃষ্ট হয় না। ঐ ব্যক্তি তখন প্রেতাত্মার ভাষা, মানসিক শক্তি প্রভৃতি লাভ করিয়া তদ্রূপ কার্য্য অবিকল্পে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। (শুনা যায়, এই প্রক্রিয়ায় একব্যক্তির উপর মাইকেল মধুসূদনের প্রেতাত্মা আবিষ্ট করাইয়া যে সকল কবিতা লেখাইয়া লওয়া হইত, তাহা সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যদর্শন পত্রিকায় "কবিকুল কেশরী মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত কবিতাবলী" নামে প্রকাশিত হইত। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ আবিষ্ট-ব্যক্তি কখনও কবিতা লিখিতে জানিত না এবং পাঠকগণ অবশ্য যদি উহা পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ঐ সকল কবিতার ছত্রে ছত্রে মধুসূদনের মধু কেমন অজস্র ক্ষরিতেছে।) পাত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি অল্পই ভূতাবেশ ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ সুপাত্রের প্রতি সুপ্রেতাত্মার আবির্ভাবই সঙ্গত। উচ্চব্যক্তির পাত্র হইবার জন্য আগ্রহ থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রেতচক্রের (Seance) বারম্বার পরীক্ষায় ইহাও স্থির হইয়াছে যে, মৈস্মরিক-মোহিষ্ণু কালে ভূতাবিষ্ট রূপেও পরিগণিত হইতে পারে। প্রেতচক্রে থাকিলেই যে প্রত্যেকের উপর ভূতাবেশ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভূতাবিষ্ট পাত্র ভূতাবেশ কালে কি বলে বা কি করে, তাহার কিছুই মনে রাখিতে পারে না। দুই একজন এমন শরীরমন লইয়াও জন্ম-গ্রহণ করে যে, তাহারা অতি সহজেই আবিষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চ

ক্রিয়াশীল পাত্র কখনও কখনও সুবক্তার প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া সাধারণ সভায় যাইয়া (Lecture on Body and Soul, delivered by John Edger, the Medium of Dr. Lee.) বক্তৃতা করিতে থাকে, এরূপ জানা আছে; কিন্তু এরূপ পাত্র অতি দুর্লভ। ইহাদিগকে ন্যাসবক্তা (Inspirational speaker)বলে। ইহারা এমন সকল প্রসঙ্গ করে যে, তাহা তাহাদিগের ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষে কখনও নাম শুনে নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ এক বিদ্যা ছিল, তাহার নাম হস্তলিপি। বক্ষ্যমান পাত্র যেমন ন্যাসবক্তা, হস্তলিপি তদ্রূপ লেখকপাত্র নামে আখ্যাত হইতে পারে। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে পাত্র করিয়া তদ্দ্বারা প্রশ্নের উত্তর লেখাইয়া লওয়া এই বিদ্যার ফল। যৎকালে বৈষ্ণব-গোঁড়াগণ চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া "জাহিরের" চেষ্টায় ছিল, তখন নবদ্বীপরত্ন রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হয়। তাহাতে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মীমাংসা না হওয়ায় তৎকালের প্রধান তান্ত্রিক কালীকিঙ্কর কাপালিক কর্ত্তৃক হস্তলিপির অনুষ্ঠান হয়, এবং পঞ্চমবর্ষীয় এক বালক লিখিয়া দেয়, "চৈতন্য ভগবদ্ভক্ত নচ পূর্ণ নাচাংশক।" পাত্র যাহা কখন শুনে নাই, এমন কথাও সচরাচরই বলিয়া থাকে। যে পাত্র সহজ অবস্থায় কথা কহিতে পারে না, আবিষ্ট অবস্থায় সে বক্তৃতায় বড় বড় উকিলকেও হারাইয়া দেয়। ঐ সময় এমন সকল তর্কযুক্তির অবতারণা করে যে, তাহার উত্তর দান অতি কঠিন। ইমা হার্ডিঞ্জ (Emma Hardinge) নামক একজন বিখ্যাত ন্যাসবক্তা বর্ত্তমান প্রেততত্ত্বের একখানি ইতিহাস পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। *

"মোহিষ্ণু (clairvoyant) দুই প্রকার। এক স্বাভাবিক, অপর তাড়িতিক। স্বাভাবিক মোহিষ্ণুর মধ্যে পাশ্চাত্য-জগতে

* History of Modern Spiritualism.

স্থদনবর্গ (Swedenburg) প্রধান। তাহার এতই শক্তি জন্মিয়াছিল যে, সে ইচ্ছামাত্রেই নানাবিধ ছায়াদৃশ্য দেখিতে পাইত। সে এমনও বলিয়াছিল যে, তাড়িত পরিচালক বা প্রেতচক্র ইত্যাদির সাহায্য না লইয়াও সে প্রেতদর্শন ও কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। সে অনেকবার পাপ ও পুণ্যরাজ্য দর্শন করিয়াছে, এবং তথায় যে সকল অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন ও যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ তাহার ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে। আর তাড়িতিক মোহিষ্ণুগণ কেবল তাড়িত-পরিচালকের ক্রিড়াপুত্তলি। উহারা নিশাভ্রমণ বা নিদ্রা ভ্রমণের ন্যায় যথাকথঞ্চিৎ ক্রিয়াভাস অনুভব করে মাত্র। তাহারা এক স্থানে থাকিয়াই পরিচালকের ইচ্ছামত এমন সকল দেশ দর্শন করে, এমন সকল স্থানে গমন করে, এবং ঐ সকল স্থানের আনুপূর্ব্বিক যে বর্ণনা করে, তাহা সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তাহার নিকট অতিদূরত্বও অতি নিকট বলিয়া অনুমিত হয়। একই আত্মা বারম্বার পাত্রে আরোপ দ্বারা পরিচালকের পরিচিত হইয়া যায়। তখন আবার অতি সহজেই তাহাকে আয়ত্ব করা গিয়া থাকে। আমরা একঘণ্টা কাল এইরূপ ভূতাবিষ্ট পাত্রকে নূতন শক্তি লইয়া নূতন জগতে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। এইরূপ আজীবনও প্রেতাবিষ্ট হইয়া থাকিবার কোনও বাধা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আত্মা পরিচালকের ইচ্ছামত কাল পর্য্যন্ত দেহ হইতে পৃথক থাকিতে পারে, কেন না আমরা দেখিয়াছি যে, একজন মোহিষ্ণু তাড়িত পরিচালকের ইচ্ছানুসারে একবৎসর কাল তদ্রূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছিল। তাড়িতপরিচালক যেমন মোহিষ্ণুর প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচন করেন, তদ্রূপ মোহিষ্ণুরও তাহার পরিচালকের কণ্ঠস্বর পরিচিত, হওয়া আবশ্যক। কেননা ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। একজন কর্ত্তৃক অপরের দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করা, ব্যাপা-

য়টা কি, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! জীবনের বিনিময়ে অন্য জীবনের সমাবেশ! একি সামান্য শক্তির কার্য্য? এইজন্য অজ্ঞ পরিচালক পরিচালিত ক্রিয়া প্রায়ই বিপদ টানিয়া আনে। এইজন্যই পূর্ব্বকালে যোগবিদ্যা কেবল ধর্ম্মশীলগণই এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন।”

পূর্ব্বকালে মৈস্মরতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে লোকের বিস্তর অভিজ্ঞতা ছিল। হিরাদোতাসের গ্রন্থাবলীতেও ইহার প্রসঙ্গ দেখা যায়। খৃঃ পূঃ সার্দ্ধপঞ্চশতাব্দিতে লিদিয়ার রাজা দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়া অতি অদ্ভুত ফল লাভ করিয়া ছিলেন। ইজিপ্তীয় আর্য্যগণের মধ্যে উক্ত বিদ্যার ফল প্রায় নিত্য নিত্য দেখা যাইত, কিন্তু সে বিশ্বাসের কাল এখন আর নাই। তর্কযুক্তিই লোকে সত্যনির্দ্ধারণের একমাত্র পন্থা জ্ঞান করিয়া তাহাকেই কায়মনে সেবা করে, এই জন্য ক্রমেই অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছে। এখন সকল দৈবঘটনাই সাধারণের নিকট মিথ্যাকল্পনা বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সুতরাং এ সকলের প্রসঙ্গ এখন আর লোকের তত ভাল লাগে না।

প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করিয়া প্রেততত্ত্বজ্ঞগণ বলেন যে, “হাঁ, খ্রীষ্ট একজন পারদর্শী পাত্র (Medium) ছিলেন। তিনি যে সকল অলৌকিক কার্য্য পরম্পরা সংসাধন করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। ঐ সকল কার্য্য তিনি ভৌতিক সত্বার সাহায্যে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ মৈস্মরতত্ত্বজ্ঞ গুরু ছিলেন, তাই তাঁহার ইচ্ছামাত্র লোকের পীড়ার শান্তি হইত। অঙ্গুলির স্পর্শে, বা অঙ্গের স্থান বিশেষে তাড়িতিক যষ্টি সংস্পর্শে—ইন্দ্রিয় বৈকল্য নিরাময় হইত। আমরা ইহা বিশ্বাস করি, কেন না এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা চক্ষের সম্মুখে সংঘটিত হইতে দেখিয়া থাকি। সম্পূর্ণতঃ না হউক, প্রাকৃতিক শক্তি বশাৎ খ্রীষ্টের তুল্যপ্রকৃতির

কার্য্য সকল যে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।”

ভিলনের রাজত্বকালে (Valens) অন্তক (Antioch) নগরে ঐ রাজার উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য এক প্রেতচক্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। * উহা রাজার মতের বিপরীত হওয়ায় প্রেতচক্র (টেবিল, ত্রিপদ ইত্যাদি) ও ঐ চক্রস্থ দুই ব্যক্তি (Hilarius and Patricius) ধৃত হইয়া রাজসভায় নীত হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলে,—“বিচারপতি! আমাদিগের এই ক্রিয়ার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যে অতি অপ্রিয়দর্শন টেবিলটি দেখিতেছেন, উহা দেলপিক ত্রিপদের (Pattern of the Delphic tripod) অনুকরণে প্রস্তুত। আমাদিগের ক্রিয়া সংবেশে ঐ টেবিল গতিশক্তি লাভ করে; এবং যখন আমরা কোনও অজ্ঞাত বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর জানিতে বাসনা করি, তখন নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। ঐ টেবিল একটি পরিস্কার গৃহের মধ্যস্থলে রক্ষিত হয়, এবং তদুপরি বিবিধ ধাতু নির্ম্মিত এক পবিত্র ধাতুপাত্র স্থাপিত থাকে। গৃহটি পবিত্র ভাবে রক্ষা করা ও সজ্জিত করা (with Arabian incense) আবশ্যক। ঐ ধাতু পাত্রে দক্ষতার সহিত কর্ত্তিত অক্ষরাবলী সজ্জিত থাকে। অক্ষর গুলির মাপ যেন ঠিক একরূপ হয়। পরে চক্রে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে দেখা যায় যে, শ্বেতবস্ত্রপরিহিত কবচকুণ্ডলধারী একমূর্ত্তি ত্রিপদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্তস্থ সংকেত যষ্টি দ্বারা অক্ষরগুলি স্পর্শ করিতেছেন। ঐ স্পৃষ্ট অক্ষরগুলি সংযুক্ত করিলেই দেখা যায় যে, উহাই আমাদিগের প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর। এই প্রণালীতে উত্তর স্থির করিয়া অনেক ব্যক্তি (Oracle of Branchidæ) দৈববাণী করিয়া থাকে।”

* Vide History of Anmianus marcellinus.

"বর্ত্তমান রাজার উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য আমরা চক্র করিয়াছিলাম। তাহাতে ঐ শ্বেতবস্ত্রপরিহিত মুক্তাত্মা হস্তস্থিত যষ্টিতে প্রথমে Theo এই কয়টি অক্ষর স্পর্শ করিবার পর d অক্ষর স্পর্শ করেন তদ্দর্শনে লোকে ভাবে বুঝিয়া লয় যে, উহা (Theodorus) থিয়ডোরসকেই উপলক্ষিত হইতেছে। এই ভাবিয়া গোলযোগ করিয়া উঠে এবং চক্র ভাঙ্গিয়া যায়। Theod, ইহার পর আর কি অক্ষর স্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা আর দেখি নাই!"

ঐ ব্যক্তি আরও বলিয়াছিল যে,"এই চক্রের বিষয় থিয়ডোরস কিছুই জানিত না; কিন্তু তথাপি রাজা দুষ্টবুদ্ধিতে তাহাকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন, এবং ঐ নাম যাহার, তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে রাজা হাড্রিয়ান পোলে (Hardianopole) গথ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। কালে আশ্চর্য্যরূপে ঐ চক্র পরীক্ষার সফলতা প্রদান করিল। বিখ্যাত থিয়ডসিয়স্ তৎপরে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চক্রে কেবল (Theod) শব্দ উঠিয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ রাজা কতক গুলি লোক অন্যায় রূপে হত্যা ও কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন।"

যাহারা আবিষ্ট হইয়া কথা কহিতে পারে না, অথচ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেয়, তাহাদিগকে "লেখক পাত্র" বলে। পূর্ব্ব হইতে ইহার জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। এক্ষণে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ (Planchette) তিনটি চক্রযুক্ত কাষ্ঠের ত্রিকোণাকার চক্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উহার চক্র তিনটি এমন ভাবে স্থাপিত করিতে হয় যে, যদৃচ্ছা চালনা করা যায়। উহার সহিত বদ্ধ একটি পেনশীল থাকে। ঐ কাষ্ঠ চক্রের নিম্নে কাগজ সংযুক্ত করিলে আবিষ্ট ব্যক্তি প্রথমে নানা প্রকার অঙ্কপাত করিতে থাকে; পরে অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রশ্নের উত্তর লিখিত হয়।

প্রেততত্ত্বগণ বলিয়া থাকে যে, এজগৎ যেমন অসৎ ও সৎ-ব্যক্তিতে পূর্ণ, তদ্রূপ প্রেতাত্মাগণের মধ্যেও সৎ ও অসৎ আছে। সৎ ও অসৎ প্রেতাত্মা তাহাদিগের আত্মার জ্ঞানসীমায় রহিয়াই প্রশ্নাদির উত্তর দিয়া থাকে। অতএব যেরূপ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন, তদ্রূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই পাত্র স্থির করা আবশ্যক। ধর্ম্মাত্মা, সাধুচরিত্রগণই চক্রে উপবেশ-নের উপযুক্ত পাত্র। ভ্রষ্টচরিত্রগণের প্রতি প্রেতাবেশ হয় বটে, কিন্তু সে অসৎ আত্মা। তদ্দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ের কোনও প্রশ্নের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

আত্মার অবিনশ্বতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রেততত্ত্ব। প্রেততত্ত্বে অবিশ্বাসী যাহারা, তাহারা পরকাল মানে না; যাহারা পরকাল মানে না, প্রকারান্তরে তাহারা ঈশ্বরও মানে না!

প্রেততত্ত্বের বিশ্বাসিগণের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। ইংরাজ ও আমেরিকগণ এবিষয়ে আজ কাল বিশেষ বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা স্থদনবর্গের বিধান (Swedenburgism) মান্য করেন, তাঁহারা ফরাসী প্রেততত্ত্বজ্ঞ কার্দ্দেকের (Allen Kardec) মতাবলম্বী। তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন। তবে আমেরিকগণ আরও একটু উচ্চে উঠিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের কর্ম্মশীলতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব (Parsonality) স্বীকার করেন না। প্রাচীন ভারতীয় যোগী-গণ যে যোগবিদ্যা অনুশীলন করিতেন, অধুনা আমেরিক প্রেততত্ত্ব, যোগবিদ্যা প্রভৃতি তদনুসারে পরিচালিত হইতেছে। যোগতত্ত্ববিদেরা (Theosophists) বলেন যে, "জীবাত্মার যে বিশেষ শক্তি আছে, তাহা যাহারা অনুশীলন করে, তাহারাই জানিতে পায়। ঐ সকল ব্যক্তিতে বংশবাহিতাক্রমে উচ্চ শক্তির সমাবেশ থাকা আবশ্যক। ঐ সকল ব্যক্তি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। ঐ ভ্রাতৃভাবের স্রোত তিব্বত হইতে প্রবাহিত।" অনেক ব্যক্তি মনে করেন, যোগবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব হইতে

ভিন্ন বস্তু, কিন্তু মাদাম বলবদাস্কী যে সকল ক্রিয়া সাধন করেন, তদ্দর্শনেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রেততত্ত্ব ও মৈস্মরতত্ত্ব, উভয় তত্ত্বেই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে।

প্রেতাবেশ হেতু মৌখিক প্রশ্নোত্তর বা লিখিত উত্তর অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, "উহা আবিষ্ট-পাত্রের হয় পূর্ব্বশিক্ষিত বিষয়ের পুনরুক্তি, না হয় তাহার মনের যথাসিদ্ধান্ত মীমাংসা। পরন্তু ইহাতে অতিপ্রকৃতির কোনও সংশ্রব নাই; সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ও ইহাতে প্রমাণিত হয় না।" *

একথার উত্তর দান কেবল বাদানুবাদবৃদ্ধিমাত্র। যখন পাত্রের অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় অনায়াসে উত্তর রূপে উচ্চারিত হয়, তখন তাহা পাত্রের মনের যথাসম্ভবসিদ্ধান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কোনও মতেই কর্ত্তব্য নহে। এই সংসারে থাকিয়া যে ঈশ্বরের সন্তান অক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রকাশ করে "ঈশ্বর নাই," তাহার সহিত তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিবার এ স্থান নহে। বিখ্যাত জড়বাদী ওয়ালেশ (A. R. Wallace) বলেন, "উপাসনার আবশ্যকতার প্রমাণ অতি সত্যরূপে প্রেততত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্রাধিষ্ঠান আর কিছুই নহে, কেবল ব্যক্তি বিশেষের আত্মায় প্রকৃতির অনুধ্যান করিয়া তাহার উপাসনা। এই উপাসনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উত্থিত না হয়, অর্থাৎ উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আত্মার উদ্দেশে প্রাণের সহিত উপাসনা করিতে না পারে, ততক্ষণ প্রেতাবেশ ঘটে না। দেবতত্ত্বে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারাই উপাসনার যোগ্য পাত্র। কেন না, যাহা বিশ্বাস করি না, তাহার প্রতি কি কখন আন্তরিক শ্রদ্ধা আসিতে পারে? এই জন্য অবিশ্বাসীরা চেষ্টা করিয়াও দেবতত্ত্বের কোনও নিদর্শন পায় না। তাহাদিগের

---

* I, L, Harris' Spiritualist, June, 26th, 1876

ভ্রান্তচিত্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া যে ক্রিয়া করে, তাহাতে সাত্বিকতা না থাকায় অকার্য্যকারী হইয়া যায়। এসম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এক ব্যক্তি (Geo, muller of Bristol) চল্লিশ বৎসর কাল দানব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। প্রেততত্ত্বজ্ঞগণ উহা ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির প্রাধান্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কালে ঐ ব্যক্তি লোকগণকে এমন মোহিত করিল যে, লোকে ইচ্ছা করিয়া তাহার দানের উপযোগী বস্তু সকল তাহার গৃহে বহিয়া দিয়া যাইত।”

এই প্রবন্ধ আর বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই। আমরা স্বয়ং যে কয়েকটি চক্র দেখিয়াছি ও বিশ্বাসের সহিত শুনিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

১৮৮৭ সালের ২৫ শে জুন ২৪পরগণার অন্তর্গত কোদালীয়া নামক ষ্টেশনে একজন ভদ্রলোক (নাম হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়) অতিথি হন। সন্ধ্যার পর কথা প্রসঙ্গে নানা প্রকার ভূতের গল্প উঠে। তিনিও অনেকগুলি ভূতের অদ্ভুত গল্প করিয়া বলিলেন “ভৌতিককার্য্য অতি আশ্চর্য্য; তবে সাধারণ লোকে ভূত বলিলে যাহা বুঝে, বা সঙে তাহার যে আকৃতি প্রস্তুত হয়, ভূত ঠিক তেমনটি নয়।” ক্রমে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, তিনি একজন প্রেততত্ত্ববিদ্। আমরা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। তিনি অগত্যা স্বীকার করিলেন। সে দিন তাঁহাকে রাখা গেল। পরদিন একটি ঘর পরিষ্কার করিয়া ধূপধুনা দেওয়া হইল, ফুল গঙ্গাজল থাকিল। সন্ধ্যার পর গৃহে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জলিত হইল। হরিবাবু টেবিলের চারিধারে যেমন পাঁচখানি চৌকী ছিল, তাহার এক খানিতে বসিলেন। আমরা তখন ভূত মানি না; কিন্তু হরিবাবুর এই সকল আয়োজনে একটু শঙ্কিত হইলাম। পাঁচ জনে যথা স্থানে উপবেশন করিলাম। প্রায় দশমিনিট পরেই হরিবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন “আপনারা উঠুন।” দেখিলাম, টেবিল

জ্বলিতেছে। হরিবাবু গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখুন, রাধিকা বাবু উঠিলেন না কেন?" রাধিকার মুখ তখন ফুলিয়া গিয়াছে। দেখিয়াই আমার ভয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিবাবু, বিপদের সম্ভাবনা নাই ত?" গম্ভীরভাবের উত্তর পাইলাম "অতি কম।"

রাধিকা তখন ঘাড় গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। হরিবাবু কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, রাধিকা উত্তর দিল না। তখন হরিবাবু বলিলেন "আমার ভুল হইয়াছে। সত্বর কাগজ কলম আনুন, এ মুখে কথা কহিতে পারিবে না।" তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সীল আনিয়া দিলাম। হরিবাবু পেন্সীলটি রাধিকার হাতে দিয়া কাগজে লাগাইয়া দিলেন। বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন।"

রাধিকা মধ্যবঙ্গীয় রেলওয়ের কণ্ট্রাক্টরের মুহুরী ছিল। লোকটি বড় ভদ্র। সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া জানে। হৃদ্দমুদ্দ দেখিবার জন্য আমার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন;

"who are you?"

কাগজে কতক্ষণ খিচিবিচির পর অতি অপরিষ্কার অক্ষরে লিখিত হইল;—"Pran Chand Ghose.

"Whence are you coming?

লেখা বুঝা গেল না।

"Can you count the stars?

No Space!"

"What do you think about my case?

Dis—আর বুঝা গেল না। পরে কিন্তু মকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল।

হরিবাবু বলিলেন "আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।" একজন পইণ্টস্ ম্যান দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল 'হাজুর, মেরা একঠো বাত। ঘরকা খৎ মিলেগা কি নেহি পুছিয়ে।'

জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই উত্তর হইল "মিলে—গা।" আর পারা গেল না। তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া রাধিকার চৈতন্য সম্পাদন করা গেল। সমস্ত রাত্রি বেচারাকে লইয়া জাগিয়া কাটান গেল। রাধিকাকে তাহার লেখা কাগজ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে অবাক হইয়া রহিল। হরিবাবুকে কতই আগ্রহ করা গেল, তিনি আর থাকিলেন না। পরদিন পইণ্টস্ ম্যান দেশের পত্র পাইল। সেই দিন হইতে প্রেততত্ত্বে যেন বিশ্বাস হইতে লাগিল। ক্রমে অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম।

জেনারল এসেম্লিজ কলেজের B, A, ক্লাশের একটি বালক সামান্য রকম মৈস্মরতত্ত্ব জানেন। ঐ ব্যক্তি বরাহনগরের বাটীতে একটি সাত বৎসরের বালককে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই বালককে প্রশ্ন করা হইল।—

"বল দেখি বেলা এখন কটা?"

নিমিলিত নয়নে বালক উত্তর দিল "৮টা ৩৫ মিনিট।"

"বড়লাট এখন কোথায়?"

"পথে।"

"তোমার মা এখন কি করিতেছেন?"

"রান্নাঘরে বসিয়া কুটনা কুটিতেছেন।"

এই পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াই গোলমাল হইয়া গেল। অগত্যা বালককে প্রকৃতিস্থ করা হইল। আমার প্রিয়তম বন্ধু বহড়ু (২৪পং) নিবাসী বাবু শিবদাস বন্দোপাধ্যায় B, A, এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।*

ওয়েস্লিয়ন মিসন ইনষ্টিটিউসনের প্রধানশিক্ষক অগ্রজ-প্রতিম বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় হাওড়ার কোনও প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে তাড়িত-ন্যাস প্রয়োগে বালকগণের রোগ নিরাময় করিতে দেখিয়াছেন।

১৮৮০ খৃঃঅব্দে কোনও অজ্ঞাতনাম সমিতির সাম্বৎসরিক

*ইনি এখন কলিকাতা শ্রীভারতী ইনষ্টিটিউস্নের শিক্ষক.

অধিবেশন হয়। বারাসতের বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাগানে ২০এ নবেম্বর ঐ সভার অধিবেশন হয়। সভায় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহাদের নাম প্রকাশযোগ্য নহে। সভায় ইংরাজই অধিক, বাঙ্গালী ৩।৪ জন। তাই সভার নাম কেহ জানে না। তবে অনেকে যে লোকাতীত শক্তিবিশেষের একটি গুপ্ত সভার গুজব শুনিয়াছেন, এ সেই সভা। ঐ সভায় কালীকৃষ্ণ বাবুর এক অতি প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। (ইনি এখনও যোগবিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত আছেন) ইঁহার জীবনে এতই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহা আরব্যোপন্যাস হইতেও রহস্যময়। তিনি ঐ সকল ঘটনা প্রকাশ করিতে চাহেন না। তাহার হেতু, তিনি বলেন, 'অধুনা ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক এতই কম যে, তাহারা ধর্ম্মকে সময় সময় উপহাস করে, সুতরাং ঐ সকল কথা প্রকাশ হইলে লোকে এখন আমাকে যে চক্ষে দেখে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ গেঁজেল, খেয়ালী, পাগল ইত্যাদি ভাবে ভাবিবে; অথচ সে সকল প্রকাশে এমন কিছুই ফল নাই, যাহাতে ঐ সকল গ্লানী অক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করা যায়।' যাহা হউক তিনি ঐ সভার কার্য্যবিবরণ যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অবিকল নিম্নে লিখিত হইল, তবে পার্শ্বের বাঙ্গালা গুলি অতিরিক্ত লেখা গেল। *

২০।১১।৮০

সন্ধ্যা ৬।৫০

১। Spiritualism. (প্রেততত্ত্ব।)

Circle চক্র। কে, কে, মিত্র; এল, এম, বসু; ডাং ভাদুড়ী; Mr. M. from M. O. R; Mr. Ld. mac; Ms. G. A. G; Dr. Mr. 8, 2.

---

* প্রশ্ন ও উত্তর যে ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছিল। আমরাও তাহাই রাখিলাম। উচ্চারণ করিলেই পাঠক প্রকৃত শব্দ জানিতে পারিবেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত—নিষ্ফল।

বিশ্রাম এবং উপায় বিষয়ে তর্কবিতর্ক এবং পুনরায় চক্র

রাত্রি ৯।৩০ „

Circle চক্র, সকলই পূর্ব্ববৎ, কেবল Ld, Mac, এর পরিবর্ত্তে Mr. সি, এল, ঘোষ (Dr.)

২৫ মিনিট গত।

Medium. পাত্র—এল, এম, বসু।

Circle Matr—চক্রপতি,—কে, কে, মিত্র।

Questainer—প্রশ্নকর্ত্তা, M. D. R. (himself.)

Q. O' r you? কে তুমি?

A. Am David Hare. আমি ডেভিড হেয়ার।

Q. O'at Hare? The ge't missenry, কোন হেয়ার? সেই মহাত্মা পাদ্রি?

A. To be Sure. হাঁ।

Q. O'ence are you Comein, কোথা হইতে তুমি আসিতেছ?

A, From 7th Heaven, সপ্তম সর্গ হইতে।

Q. O'at do you think about soul and incarnation? আত্মা ও অবতার সম্বন্ধে আপনার মত কি?

A. Yes. The soul is immortal. সত্য। আত্মা মৃত্যু রহিত।

Q. O'at do you think about good action & Sin, পাপ পুন্য কি?

A. Pleasure and pain, or Heaven and Hell. সুখ ও দুঃখ কিম্বা স্বর্গ ও নরক।

Q. Have you ne formo calur or any Phisical tindency, আপনার কোনও আকার কি কোনও বর্ণ কি দৈহিক ইচ্ছা আছে?

A. I have not, but only spiritual life না, কেবল সূক্ষ্মশরীর।

Q. Can you move this table ? এই টেবিল আপনি সরাইতে পারেন ?

A. Yes, by my will. হাঁ, আমি ইচ্ছা করিলে পারি।

Q. Can you tel me, any future event ? কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনা আমাকে বলিতে পারেন ?

A. Yes, We do not separate the time, as you may feel the present, Past, and future. হাঁ। আমার কাল বিভাগ করিতে পারি না। তোমরা যেমন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অনুভব কর।

Q, O'at the religion of man, christaininty ? মানবীয় ধর্ম্ম কি ? খ্রীষ্ট ধর্ম্ম.

A. Not Answered. নিরুত্তর।

Q. Answer me. Please, দয়া করিয়া উত্তর দিন।

A. Evry man maketh his own God and own religin. প্রত্যেক মানব তাহার আপন ঈশ্বর ও আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লয়।

Now Gentlemen, Am wish to depart you of all, Amen. আমি তোমাদের নিকট বিদায় চাই।

Q. Amen, but one questain more. বিদায় কিন্তু আর একটি প্রশ্ন।

A. G——o—ol, G——o ol, A··· ...

(Thus he quetted the room.)

তাহার পর সভাভঙ্গ

সন্ধ্যা ৬—৩০——২১।১১।৮০

২। Mesmerism—তাড়িত পরিচালন।

Mesmerist—Dr. G. A. G.

তাড়িতপরিচালক, ডাক্তার জি, এ, জি,

Medium—Ld, Mac,

Inspirational Speaker—শ্বাসবক্তা।

১৫ মিনিট স্থিরদর্শন ; শ্বাস পরিচালন ২০ মিনিট।

Gaging 15 M. Passes—20 M.

G. Mrt. পরিচালক।—See you, awake, never, never, Sleep. দেখ, জাগ, নানা, কখনই তুমি পারিবে না। ঘুমাও।

মোহিস্কু ঘুমাইতে লাগিল।

G.——Awake, See. How good looking handkerchif is this, (To show a paper Sheet) জাগ, দেখ কেমন সুন্দর রুমালখানি (একখানি কাগজ দেখাইয়া)

উঃ।—O, Veo nice ; Strrawberry carchif ! Valuable thing. চমৎকার ষ্টবেরী রুমাল, মুল্যবান বস্তু। (again showing the handkerchif.) আবার রুমাল দেখাইয়া।

G. See, this pink Rose, How please ! দেখ, কেমন গোলাপ, কি মনোরম।

M. O Very nice, O, Sweet odour, অতি আনন্দ জনক, সুন্দর গন্ধ।

G. (To show a match box) you know, how good workmanship of this snuff box !

(দেশলাই দেখাইয়া) তুমি জান, এই নস্যাধারের কেমন নক্সা কাটা গঠন।

M. O, Very nice, exactly so, as you discribed. Good snuff, let me have a pinch,

ওঃ চমৎকার, ঠিক তাই, তুমি যেমন বর্ণনা করিয়াছ। উত্তম নস্ত, এক চিমটা দাও না!

G. (handed some earth) Take, use gently, (ধুলি দিয়া) এই নস্ত লও, ধীরে ধীরে ব্যবহার কর The medium now snuffing,

মিডিয়ম্ হাঁচিল!

G. Come with me,

Then the magnetiser rose from his chair,

এস বলিয়া পরিচালক কেদারা হইতে উঠিলেন।

পাত্রও তাহার অনুসরণ করিল। পরে তাড়িত প্রত্যাহার (De—mesmerise or de-magnetise) করা হইল। মিডিয়ম সে রাত্রি খুব ঘুমাইয়াছিল। at 2-57.

২২।১১।৮০

সন্ধ্যা ৭টা—

৩। Clairvoyance—শক্তি সঞ্চালন।

সঞ্চালক, Dr, M. ডাক্তার, এম।

Medium—J. N. Bhattacharjee, পাত্র, জে, এন, ভট্টাচার্য্য।

Trancio-clairvoyant State.—ভূতাবিষ্ট মোহিষ্ণু অবস্থা।

Begining—7—30. আরম্ভ, ৭টা ৩০ মিনিট।

Q. who are you? কে তুমি?

A. Sek, Abdulla, সেখ আবদুল্লা।

Q. Where from? কোথা হতে এলে।

A. Dacca, strand, ঢাকা, ষ্ট্রাণ্ড।

Q. Who is Mahamed? মহম্মদ কে?

A. The Son of God. ঈশ্বরের সন্তান।

Q. Who and what is God? ঈশ্বর কে এবং কেমন?

A. Not answered, নিরুত্তর।

Q. Mitra—speak in Bengali, if you please.

মিঃ মিত্র। যদি দয়া ক'রে, বাঙ্গালায় কথা বলেন!

ডাক্তার সাহেব আবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

প্র। আপনি জানিতে কি পারেন, আমার বাবুর্চ্চি এখন কি করিতে পারে?

উ। তামাক খাইতেছে।

অনতিদূরেই বাবুর্চ্চিকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখা গিয়াছিল।

প্র। ঈশ্বর আছেন কিনা।

উ। সন্দেহ করে কে?

প্র কোরাণ মহম্মদের কি আপনার লেখা?

উ। জেন্দা খণ্ড বটে।

প্র। আপনার এমন কত দিন?

উ। সাড়ে তিন বৎসর।

প্র। মৃত্যুর কারণ শুনিতে পারি?

উ। ফাঁসি।

প্র। আদালতে?

উ। হাঁ।

প্র। কারণ?

উ। আমি এখন বিদায় হই।

প্র। আমার বন্ধু বিলাত যাইবেন কোন্ দিনে?

উ। ৫ই জানুয়ারী। *

* ভাই নরেণ! তোমার লেখা যেমন আমাকে দিয়াছিলে, আমি তেমনই প্রকাশ করিলাম। তুমি এ দেশে থাকিলে হয়ত আরও কত কথা জানিয়া লইতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। সে আশায় ছাই। তুমি যে পদবী লাভ

ইহা ভিন্ন কেতাবী উদাহরণ ও কথাবার্ত্তা এতই উদ্ধৃত করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র কোতাবে তাহার স্থান হয় না। অতএব তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া ইহার অনুশীলনের ভার পাঠকগণকে দিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি। এ ধুয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইবে। ভাষা, ঘটনা, স্থান, কাল, এ সকল চাতুর্য্য দেখাইতে এ গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। ইহা পরীক্ষার বিষয়। সত্য বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ কথায় হয় না, হৃদয়ের সহিত উহার বিচার করা চাই।

করিতে যাইতেছ, আশীর্ব্বাদ করি, কৃতকার্য্য হও। আমি জানিনা, তুমি হয়ত জান, এ দেশে আবার কবে আসিবে ?

স্বদেশ-সংবাদ

বারাসত নিবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ (অধুনা স্বর্গগত) বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র আজীবন আত্মাতত্ত্ব আলোচনায়, শত শত পরীক্ষায় এবং বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য লোকসহ একমতাবলম্বী হইয়া যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া "শোক বিজয়" * নামে প্রকাশ করেন। ঐ মহামূল্য পুস্তক এক্ষণে দুর্ল্লভ। কালীকৃষ্ণ বাবু স্বয়ং যে সকল উপায়ে পরীক্ষা করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধার করিয়া দিতেছি। কালীকৃষ্ণ বাবুর অভিপ্রায় ছিল, এই অলৌকিক তত্ত্ব সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া লোকের হৃদয় হইতে মৃত্যু ভয় তিরোহিত করা এবং ইহ ও পরকাল মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান নষ্ট করা। আমিও তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পরীক্ষা ফল গ্রহণ করিলাম। কালীকৃষ্ণ বাবু এখন স্বর্গে, তাঁহার মুক্তাত্মার নিকট আমি করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা এবং সুসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

উৎসর্গ পত্র।—কালীকৃষ্ণবাবু তাঁহার গ্রন্থ যে প্রণালীতে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা বড় রহস্যময়। যশোহর নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির মুক্তাত্মা (Spirit) তাঁহারা চক্রে (Circle) প্রায়ই আসিতেন এবং নানাবিধ উপদেশ দিতেন, সেই জন্য শোকবিজয় তাঁহারই নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদের চক্ষে সকলই নূতন।

---

* Philosophy of Death, 20 years experience on Spirtual Scances—How to form Circles—Mesmerism Clairvoyance, Dreams &c., Communications from sev-erals Spirits, with an engraving showing the birth of spirits, Published by R, K. Mitter & Co, 1881)

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বিশ্বাস।—পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ বাবুর এ শাস্ত্রে কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে একজন অস্ট্রেলিয়া বাসী গণনীয় ভীষক সর্ব্বপ্রথমে হোমিওপ্যাথি ও প্রেততত্ত্ববিদ্যা লইয়া এ দেশে আইসেন এবং তৎকালে উভয় প্রকার শাস্ত্রেই লোকে মোহিত হয়। ঐ সময় কোনও পল্লিগ্রামের ডাক বাঙ্গালা ঘরে একজন মুন্সেফ (ব্রাহ্ম), একজন ডাক বিভাগের পরিদর্শক, (রায় বাহাদুর) ও অন্যান্য কয়েক জন গণনীয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া 'চক্র' করেন। মুন্সেফ বাবু তাহাতে মিডিয়ম (মধ্যবর্ত্তি) হয়েন। তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন, হাত ও অঙ্গুলি নড়িতে লাগিল। এই অবস্থা দৃষ্টে কালীকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া খুন! তৎপরে কার্য্যদর্শনে এবং তত বড় বড় গণ্যমান্য লোকের এতাদৃশ রহস্য করিবার আবশ্যকই বা কি, এই ভাবিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু পরদিনই চক্র করিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিনই তাঁহার বিশ্বাসের দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন।

১। প্রথম পরীক্ষা। ঐ দিন ২৩৷২৪ বৎসরের একজন কায়স্থ যুবক ১২৷১৫ মিনিট চক্রে বসিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি নড়িতে লাগিল। কৌতূহলী হইয়া একটা পেন্‌সীল তাহার হাতে দিলে পর, এক তা কাগজে কতক্ষণ "হিজি বিজি কি লিখিয়া পেনশীল স্থির হইল। তখন কালীকৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন,—

প্র। আপনি কে?

উ। অমুক। (কেহ চিনে না)

প্র।—পৃথিবীতে থাকিবার কালে কোথায় বাড়ী ছিল?

উ। অমুক গ্রামে, (অজ্ঞাত) অমুক থানা, অমুক জেলা।

প্র। কতদিন হইল, পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন?

উ। প্রায় ৬০ বৎসর।

প্র। বংশে এখন কেহ এই পৃথিবীতে আছে কি না?

উ। কন্যার এক দৌহিত্রী আছে। সে বিধবা। বাটীর কোনও সন্ধান নাই।

এই কথা লিখিয়া মিডিয়ম আড়া মোড়া দিয়া উঠিল। তাহার গা হাত পা জ্বলিতে লাগিল। জানুয়ারী মাস, বড় শীত। তবুও মিডিয়ম গাত্রদাহে কষ্ট পাইতে লাগিল। মুক্তাত্মা যে থানার নাম করিয়াছিল, তথাকার পুলিশ দারগাকে পত্র লেখায় ৬ দিন পরে উত্তর আসিল, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রামে এক ধনী চাসা বাস করিত, জমিদারী-বিবাদে তাহার সর্ব্বস্ব যায়। এখন তাহার কন্যার দ্রৌহিত্রী ধান্য ভানিয়া দিন কাটাইতেছে।

২। দ্বিতীয় পরীক্ষা।—১৭বৎসর পূর্ব্বে(এখনকার হিসাবে ২৮ বৎসর) অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক কলহে আত্মহত্যা (গলায় দড়ি) করেন। মাতা অমৃতময়ীর শোক নিবারণ জন্য শিশিরকুমার বাটীতে এক চক্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্রিয়ায় পুত্র সম্ভাষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় অমৃতময়ী পুত্র শোক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

৩। তৃতীয় পরীক্ষা।—(স্বর্গীয়) রাজাবরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর এই সকল ঘটনা শ্রবণে ব্যাপারটা কি, তাহা জানিতে বড় কৌতূহলী হন, কিন্তু ইহা গোঁড়া খৃষ্টান, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের মতবিরুদ্ধ হওয়ায় গোপনে একদিন চক্রে (চক্রস্থান, যশোহর, নরমেলস্কুল) উপস্থিত হন। ঐ দিন একটি ৬ বৎসরের ব্রাহ্মণকুমার মিডিয়ম হয়। পূর্ব্ববৎ হাতে কলম দিয়া হিজিবিজি লেখার পর বিশ্বাসস্থাপন ও পরীক্ষার্থ রাজা স্বয়ং প্রশ্ন করিলেন,—

প্র। আপনি কোন্ ব্যক্তির মুক্তাত্মা ?

উ। শ্রীঅমুক (রাজার একজন অনুগত জ্ঞাতি! ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

প্র। ভাল, যদি তুমি সেই ব্যক্তির মুক্তাত্মা হও, তবে

তোমার মরিবার পূর্ব্বে আমার সহিত কি কথা হইয়াছিল, বলিতে পার?

উ। আপনাকে দেখা দিব, স্বীকার করিয়াছিলাম। কতবার আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আপনি দেখিতে পান নাই।

প্র। সত্য বটে। ভাল, আমার শয়ন ঘরের সিঁড়িতে কি আছে বল দেখি?

উ। এক খানা ছবি।

প্র। কাহার ছবি?

উ। এ ছবি তখন ছিল না, কেমন করিয়া বলিব?

প্র।—নীচে নাম লেখা আছে, পড়িয়া দেখ।

উ।—নি—চে—ত—আলো টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে; ভাল পড়া যায় না। হাঁ, ঠিক হইয়াছে। রাজা নীলকণ্ঠেরই ছবি বটে। রাজা, আপনি আর এখানে আসিবেন না। বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বাস্তবিক কালীকৃষ্ণবাবুকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে এই সূত্রে যে কতই অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা লেখা যায় না।

৪। চতুর্থ পরীক্ষা।—মিডিয়ম ঘুমাইয়া পড়িল। নাম জিজ্ঞাসা করায় লিখিল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মজুম—

প্র। বুঝিয়াছি। আপনি কি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র? তিনি ত মজুমদার ছিলেন না?

উ। হাঁ, আমি সেই বটে। মজুমদার আমাদের উপাধী। (পরে জানা গেল, এ কথা সত্য।)

প্র। আপনি কেমন আছেন?

উ। ভাল নয়।

প্র। কিসে ভাল নয়, কোন কষ্ট আছে কি?

উ। বিশেষ কষ্ট নাই, তবে পৃথিবী ছাড়িয়া পর্য্যন্ত আজ এখানে, কাল সেখানে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

প্র। আপনি কিছু অদ্ভুত দেখাইতে পারেন ?

উ। সকলই অদ্ভুত।

প্র। অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু কবিতা লিখুন।

উ। তোমাদের চক্র এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভাল চেষ্টা করি।

১৩ লাইন কবিতা লিখিয়াই আর লেখা হইল না। তৎকালে আট ক্রোশ দূরে অন্য এক স্থানে চক্র হইতেছিল, তথায় ঐ কবিতার অবশিষ্ট ১৪ হইতে ২৪ লাইন লেখা হয়। পরে মিলাইয়া ও পড়িয়া দেখা গেল। সে কবিতায় সন্দেহের কিছু নাই।

পঞ্চম পরীক্ষা। একদিন কালীকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা আসিয়া এমন সকল কথা বলিলেন যে, তাহাতে কালীকৃষ্ণ বাবু স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন, তাঁহার বিপদে সম্পদে জীবন্তে অগ্রজ যেরূপ সহায় ছিলেন, এখনও তাঁহারা তাঁহাকে তদ্রূপ উপদেশ দিয়া রক্ষা করিতেছেন।

৬। ষষ্ঠ পরীক্ষা।—কালীকৃষ্ণ বাবুর নির্দ্দিষ্ট মিডিয়ম এক সাহেবের চাকরী করিত। সাহেব এই সব শুনিয়া বিরক্ত হইলে তাহার বাড়ীর সকলে, পাছে গরীবের রুটী মারা যায়, এই ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদা আসিতে দেয় না। এ সংবাদ পাইয়া আর সে দিন মিডিয়মের অপেক্ষা না করিয়াই চক্র করা হইল। কতক্ষণ পরে দেখা গেল, রুদ্ধদ্বার কি কৌশলে উদ্ঘাটিত করিয়া মিডিয়ম আসিয়া বসিয়াছে। দেখা গেল, সে তখন অচৈতন্য! কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ লেখনী দেওয়া গেল, দেখিতে দেখিতে দুই তা কাগজ লেখা হইল। মাথা বিপরীত দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তথাপি লেখার কোন ব্যতিক্রম নাই। এ লেখা—ফারসী, ইহা ত জানা নাই। কাজেই যশোহরের জজ আদালতের মহাফেজকে দেখান গেল। তিনি ঐ ফারসী কাগজ পড়িয়া বড়ই প্রশংসা করিলেন; এবং নাম

সহি দেখিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন, "এই মুক্তাত্মা পূর্ব্বে যশোহর আদালতের দেওয়ান ছিলেন। আমরা তখন প্রথম এই আদালতে প্রবেশ করি।"

৭। **সপ্তম পরীক্ষা।**—একদিন একজন গবর্ণমেণ্টস্কুলের প্রধান শিক্ষক, (বাবু উমাচরণ দাস, ইনি এখন কুচবিহারের স্কুল ইনেস্পেক্টর) একজন মুন্সেফ (বাবু গিরীশচন্দ্র চৌধুরী, ইনি চট্টগ্রামের সবর্ডিনেট জজ), একজন ডেপুটীকলেক্টর (বাবু সঞ্জিব-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঘটনা ১৮৮১ খৃঃ অঃ) এবং আর দুইজন ভদ্র-লোক চক্র করিয়া বসেন। তাহাতে কবিবর মিল্‌টনের মুক্তাত্মা আসিয়া কয়েক পুংক্তি লাতিন ভাষায় কবিতা লেখেন। চক্রের কেহই ঐ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন না, কাজেই যশোহরের তৎসাম-য়িক কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইয়া উহার অনুবাদ করাইয়া লওয়া হয়। উক্ত সাহেব তাহা যে মিল্‌টনের মধুময়ী লেখনী প্রসূত, তাহা বিশেষরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

৮। **অষ্টম পরীক্ষা।**—প্রায় এক মাস কাল ধরিয়া চক্র করিয়াও প্রায় হীন মুক্তাত্মা আসিত, জিজ্ঞাসা করিলেই বলিত, 'ভাল নাই।' এক বৎসর পরে—একদা বসন্তকালে এক উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মার আবির্ভাব হয়। সেই সময় চক্রগৃহ যেন একটু আলোকিত বোধ হইয়াছিল! ঘর অন্ধকার, কিন্তু সকলকে যেন ছায়ার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। মিডিয়মের কুৎসিত চেহারা হইতে যেন জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। সে গান বাজনা জানিত না, তাহার দেহে সাড় নাই, কিন্তু "কি আনন্দ, কি সুন্দর" বলিয়া প্রফুল্লবদনে টেবিলে চৌতাল বাজাইয়া দুই পায়ে তাল দিতে লাগিল। চক্রাধিপতি কালীকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করুন, নাম কি?

উ।—আজ নিজ পরিচয় নাহি দিব ভাই।

নাম জানিবার কোন প্রয়োজন নাই॥

বা বা, কি আনন্দ, কি আনন্দ!

প্র।—আপনি কেমন আছেন?

উ।—পৃথিবীতে আমি কোন দোষ করি নাই।
সেই জন্য হেতা এত সুখে আছি ভাই॥
কি আনন্দ।—কি সুখ!

প্র।—ঈশ্বরকে কিরূপে পূজা করা উচিত?

উ।—প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর ভাব-বিল্বদল।
সবে মাত্র এই কর্‌বা পূজার সম্বল॥
আহাহা! কি আনন্দ!

আত্মাদির অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "আত্মা জন্মকালে সকল বিষয়ে পূর্ণ থাকেন, কলেবর ও অবস্থাদির যোগে আত্মার জ্ঞানাদির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এ উন্নতির সীমা করা যায় না। অসম্পূর্ণ দেহকৃত কার্য্যাদি দ্বারা যে অকর্ম্ম কৃত হয়, তাহা আত্মার উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতি কর। আত্মার উন্নতি সাধন কর। নিত্যনিত্য চক্র কর, আমি মধে মধ্যে আসিয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিব। সত্য অনুসন্ধানে বিপদ ঘটিলে ভয় করিও না। চলিলাম, নমস্কার, আনন্দময় আনন্দে রাখুন।"

এই মুক্তাত্মার সহানুভূতি ও উপদেশই কালীকৃষ্ণ বাবুর উন্নতির অন্যতম একটি কারণ। ইনি নাম বলেন নাই, তবে তাঁহার কবিতা-উক্তিতে "কর্‌বা" শব্দ শ্রবণে ইনি পুর্ব্ববাঙ্গালাবাসী বলিয়া অনুমিত হইল। সেই দিন হইতে কালীকৃষ্ণ বাবু সদলে নিম্নলিখিত গীতটি গান করিয়া তবে চক্রে বসিতেন।

আলেয়া—একতালা, সুলথ।

তোমারে পুজিতে আজি, আমরা সকলে সাজি,
বসিয়াছি ওহে নাথ! এক প্রাণে একমনে।
ভক্তিজাত অশ্রুজলে, শ্রদ্ধারূপ বিল্বদলে,
হৃদে ফোটা প্রেমফুলে নমামি তব চরণে॥

৯। নবম পরীক্ষা।—আত্মহত্যাকারীর পারলৌকিক যন্ত্রণা আছে! উহারা দেহ মুক্ত হইলেও সুখের আস্বাদনে বঞ্চিত, জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ, এবং নিরন্তর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। নরকের কল্পনা এই পাপাত্মাগণের দুঃখদর্শনে কল্পিত।

একদা কালীকৃষ্ণ বাবুর চক্রে কোনও এক আত্মহত্যা-কারীর আত্মা আসিয়াছিল। মিডিয়মের হস্তে পেন্‌সিল দিলে একজন বড় লোকের নাম লিখিল।

প্র। আপনার নিবাস কোথায় ছিল?

উ।—অমুক সহরে।

প্র।—আপনার বংশে কেহ জীবিত আছেন?

উ।—হাঁ। আমার বৃদ্ধা মাতা, ও স্ত্রী (অমুক) জীবিত আছেন।

প্র।—আর বলিতে হইবে না। (কালীকৃষ্ণ বাবু চিনিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন) আপনি যদি সেই ব্যক্তির আত্মাই হন, তবে আমাকে আপনি কি কখনও দেখিয়াছেন?

উ।—দেখ, তোমার ভাই নবীন আমার সঙ্গে আছে। তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করিতে চাও? আমার শরীর ত্যাগ করিবার চারি বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের বারাসতের বাটীর অট্টচালা ঘরে তোমাকে কাছে বসাইয়া ভুগোলের প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মনে হয়?

এই উত্তরে আর কালীকৃষ্ণবাবুর কোনও সন্দেহ রহিল না। এ ঘটনা ২৫।২৬ বৎসরের কথা এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই জানিত না!

প্র।—আপনার নামে যে অভিযোগ হইয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি কি সে নিষ্ঠুরকার্য্যে অপরাধী ছিলেন?

উ।—এও কি তোমার বিশ্বাস হয়?

প্র।—তবে কি জন্য আপনি গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন?

উ। সুরা—সুরা—সুরা! দিবারাত্রি মদ খাইতাম, মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে সকলেই ভয় দেখাইতে লাগিল। ভয়ে—কলিকাতায় আসিয়া যাহার সহিত পরামর্শ করি, সেই ভয় দেখাইত। কাজেই আত্মহত্যা করিলাম।

প্র।—আপনি যে উইল করিয়াছিলেন, তাহা আপনি কি অবস্থায় করেন?

উ।—আমার পৃথিবীর কার্য্য সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিও না।

প্র। আর করিব না। আত্মা শরীর হইতে যখন পৃথক হয়, তখন কিরূপ অবস্থা ঘটে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শিক্ষা দিন।

উ।—আমি দেখিলাম, আমার শরীরটা যেখানে পড়িয়া আছে, আমি তাহার উপরে দণ্ডায়মান। মনে ভাবিলাম, একি! কে যেন জ্ঞানবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লোকজন ও ডাক্তার আমার পরিত্যক্ত শরীরটা নাড়া চাড়া করিতেছে। একবার মনে হইল, মদ খাই। বোতলের নিকট গেলাম, কিন্তু খাইতে পারিলাম না। ঐ সময় আর দুইটি মুক্তাত্মা আসিয়া একটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া, আমাকে লইয়া চলিল। এরূপ কত দিন চলিলাম, এবং অজ্ঞান অবস্থায় কতদিন ছিলাম, জানি না। যাঁহারা আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কে, চিনি না; কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহারা আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেন। আমার স্ত্রী ও কন্যাকে মায়ার জন্য সর্ব্বদা দেখিতে যাইতাম, এবং গুরুদ্বয়ের উপদেশ অনুসারে স্ত্রীকে মত লওয়াইতাম। তিনি আমার সঞ্চিত ধন যেমন সংব্যয় করিতেন, আমার মনের আঁধার ততই কাটিয়া যাইত। তোমার ভ্রাতার সহিত এখন আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি।"

১০। দশম পরীক্ষা।—মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকের যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস থাকে, মৃত্যুর পরও তাহার সে ধর্ম্মের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীকৃষ্ণবাবুর চক্রে যে সকল আত্মা আসিয়াছিল, তাহাদিগের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন; অতএব মুক্তাত্মা হইলেই যে তাহাতে

সত্যধর্ম্ম আরোপিত হইবে, এমন কোনও কথা নাই। কালী কৃষ্ণ বাবু লিখিতেছেন,—"এক দিন রাত্রি আন্দাজ ১০ টার সময় আমি, দুই জন ব্রাহ্ম ও একজন ব্রাহ্মণ কোনও স্থানের এক ডাকবাঙ্গালায় চক্র করিয়া বসিলে একজন ব্রাহ্মের হাত কাঁপিতে লাগিল। ব্রাহ্ম তৎকালে সেই জেলার মুন্সেফ। তাঁহার মত সত্যপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয় ও ভদ্রব্যক্তি অতি বিরল। দক্ষিণ হস্ত কাঁপিতে দেখিয়া ব্রাহ্ম বলিলেন "এ আবার কি? আমার হাতে একটা পেন্‌শীল দাও তো।" কথা মত কার্য্য হইল। হাতে পেন্‌শীল দিয়া নীচে এক খানা শ্লেট ধরিতেই একটা নাম লেখা হইল। মুন্সেফ বাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার পিতামহের নাম। ৫।৬ বৎসর মধ্যে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও মুন্সেফ বাবু মনে করেন নাই।

মুন্সেফ। আপনি কি মনে ক'রে আসিয়াছেন?

উ। তোমাকে দেখিতে।

মু। আপনি আজিও কি সেইরূপ মালা ঠক্ ঠক্ করেন?

উ। হাঁ করি, তবে মনে মনে; তাহাতেই আমি সুখ পাই। হরি হে! দয়া কর।

ব্রাহ্ম এই ক্রিয়া নিজ ধর্ম্মবিরুদ্ধ অথবা ছেলেখেলা মনে করিয়া পেন্‌শীলটি ফেলিয়া দিয়া উঠিলেন। দরজার নিকট গিয়া তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। এমন কি, দরজার ধাক্কায় হাত কাটিয়া গেল। তিনি আবার আসিয়া বসিলেন। আবার হাতে পেন্‌শীল লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার কি জন্য?"

উ। মাপ করিবেন। এখানে ব্রাহ্মণ আছেন, প্রণাম করিতে ভুল হইয়াছে, প্রণাম হই।

প্র। এখন আমরা যাইতে পারি?

উ। পার যদি, যাও। হরি হে! দয়া কর।

মুন্সেফ বাবু ও সকলেই ত অবাক! যিনি কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল।

১১। একাদশ পরীক্ষা।—একজন নাস্তিক ছিলেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তি হইয়া চক্রে তাঁহাকে একদিন আহ্বান করা হয়। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, কালীকৃষ্ণবাবু তাহা নিম্নরূপে লিপি করিয়াছেন।

প্র।—আপনার বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য আহ্বান করা গিয়াছে। আপনি কি ইহাতে অসন্তুষ্ট ?

উ।—আর ডাকিবেন না। বড় কষ্ট পাইতেছি।

প্র।—আপনি কেন আত্মহত্যা করিলেন ?

উ।—মনে ছিল, মৃত্যুই জীবনের শেষ। আশায় হতাশ হইয়া সেই বিশ্বাসের বশেই আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার শতগুণ কষ্ট পাইতেছি! কোনও মুক্তাত্মাই আমার নিকট আইসে না; বরং দেখিলে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যায়। অতি কষ্টে আছি। এখন দেখিতেছি, নির্ভর ভিন্ন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন, সুখ নাই।”

বৈদেশিক সংবাদ

FROM ALLAN KARDEC'S MEDIUMS' BOOK,

THE PRACTICAL SPIRITUALISL OF FRANCE. 1876.

১। দৈহিক বিকাশ।—(Physical manifestations।)

ফ্রান্সের রাজা (Louis, IX.) সাধু উপাধিধারী লুইস, চক্রাধিষ্ঠিত হইয়া পারমার্থিক অনেক তত্ত্ব বলিয়াছিলেন।

চক্রস্থান—Rue-des noyers,—Paris,

See the Revue Spirite, for Aug, 1860.

বহুপ্রশ্ন ও উত্তরের পর।———

প্র। কতদিন তুমি ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছ?

উ। বহুদিন, পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর।

প্র। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দান কালে কেহ তোমাকে কিছু উপদেশ দেয় কি?

উ। হাঁ। তোমাদের রাজা দেবকল্প লুইস।

প্র। তোমার ভবিষ্যতে কি হইবে জান?

উ। না, এখন কিছুই জানি না, আমি এখন কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

প্র। জীবিতকালে তোমার নাম কি ছিল?

উ। জিনেট, (Jeannet.)

অন্য মুক্তাত্মা, নাম ইরাস্তাস্ (Erastes) কতকগুলি ফুল ও একটি অঙ্গুরী উপহার দিলে,———

প্র। এই ফুল তুমি কোথায় পাইলে?

উ। উদ্যান হইতে——

প্র। অঙ্গুরী?

উ। এমন স্থান হইতে আনিয়াছি, যাহা কেহ জানে না।

প্র। তবে ত প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে ?

উ। প্রবঞ্চনা নয়। উহা এতদিন কাহারও ব্যবহারে আইসে নাই।

প্র। আবার তুমি ইহা লইয়া যাইতে পার ?

উ। প্রত্যেক দ্রব্য এমন স্থানে লইয়া যাইতে পারি, যাহা জগতের লোকে জানিতে পারে না।

প্র। ভার বোধ হয় না ?

উ। ভার কি ? দ্রব্যের গুরুত্ব যে জিনিস, তাহা আমাদিগের নিকট গুরু বলিয়া বোধ হয় না। 'আমরা 'সকলই ভৌতিকতাময় বলিয়া অনুভব করি। ইচ্ছাশক্তিতে আমাদের তাবৎ অভাব পূরণ হইয়া যায়।

প্র। অন্য প্রদেশ হইতে কোনও দ্রব্য আনিতে পার ?

উ। পারি, যদি তথাকার জলবায়ু এ দেশের অনুরূপ হয়।

প্র। তাহার কারণ ?

উ। জীব স্বদেশের জলবায়ুতে গঠিত বিধায়, তদ্রূপই প্রকৃতি পায়। দেহ আত্মার বহির্বসন। শীতোষ্ণতা সহ্য করিতে অনুরূপ শক্তির আবশ্যক। স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর, একই শরীরের প্রকার ভেদ ভিন্ন অন্য ত আর কিছুই নহে।

প্র। রুদ্ধগৃহে তোমরা না হয় সূক্ষ্মশরীর (Spiritual life) লইয়া প্রবেশ কর, কিন্তু দ্রব্যাদি কি করিয়া অদৃশ্য ও দৃশ্য হয় ?

উ। আমাদিগের জ্যোতি শক্তিদ্বারা (Spiritual fluid) যে দ্রব্য আবৃত করি, তাহাই অদৃশ্য হয়, এবং ঐ শক্তি পুনর্গ্রহণ করিলে লোকগোচর হইয়া থাকে।

২। দৃষ্টি বিকাশ। (Visual manifestations) আত্মার দৃষ্টি সর্ব্বপ্রবেশক। উহার নিকট নিকটদূর, আবৃত অনাবৃত, নাই। তাবৎ বস্তুই তাহার দৃষ্টিপ্রাচীরের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে মুক্তাত্মা দ্বারা যাহা কার্ডেক জানিয়াছেন, তাহা এই প্রকার।

প্র। মুক্তাত্মারা কি দৃশ্যযোগ্য শরীর ধারণ করে?

উ। সকল সময় নয়। জীবের নিদ্রা কালেই তাহারা দেহধারণ করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করে। তবে জাগ্রৎ অবস্থায় কেহ কেহ তাহা দেখিতে পায়।

প্র। সে প্রয়োজন সিদ্ধি কি?

উ। প্রিয়জনের মঙ্গল, শত্রুতার প্রতিশোধ, ইত্যাদি।

প্র।—অহিতসাধন কেন করে?

উ। অভ্যাস; স্বভাব ইত্যাদি সহজে ত্যাগকরা যায় না।

প্র। আত্মাদর্শনে সকলেরই কি ক্ষমতা আছে?

উ। আছে, কিন্তু নিদ্রা কালে; পার্থিবদেহের বিরাম কালে আত্মা-যখন জাগ্রৎ থাকেন, তখনই তিনি মুক্তাত্মার সহিত সাক্ষ্যাতাদি ও কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। চেতন অবস্থায় এ ক্রিয়া অতি অল্পই হয়, এবং তাহাতে সাধনা চাই।

প্র। মুক্তাত্মা অন্যান্য জন্তুরূপও কি ধরিতে পারে?

উ। ইচ্ছা করিলে পারে; কিন্তু সে সকল হীনমুক্তাত্মার জঘন্যতম প্রকৃতির ফল।——

৩। স্থূলদেহ থাকিতেই আত্মা কখন কখন মৃতশরীর ধারণ করিয়া তাঁহার ইপ্সিত দেশে গমন করেন, এবং তথায়, অবিকল ছায়ামূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বপ্রকাশিত হয়েন। যখন আণ্টনি Saint) Antony of Pedua,) স্পেনে ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা পেডু-য়াতে কোনও নরহত্যার মকর্দ্দমায় জীবনদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। আন্তনীর আত্মা স্পেনে গিয়া তাঁহার পিতার উদ্ধার সাধনার্থ যথার্থ দোষীকে রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রকাশ করিয়াদিয়াছিলেন।

সেণ্ট-অলিফেন্সো চক্রে আসিয়া প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে বলিয়া ছিলেন "আত্মার এ শক্তি আছে। আত্মার সর্ব্বশক্তিমত্বা পার্থিব দেহদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই চেতন অবস্থায় আত্মা তাদৃশ ক্রিয়া প্রদর্শনে সমর্থ হয় না। তবে সাধনা করিলে আত্মার তাবৎ শক্তিরই বিকাশ ঘটিয়া থাকে। আত্মার এক

স্থূলশরীর, অপর সূক্ষ্মশরীর। আত্মা সূক্ষ্মশরীর ধরিয়া কার্য্য-সাধনের পর আবার স্থূলশরীরে (Meterial body.) প্রবেশ করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মশরীরের ধ্বংশ নাই। *

৩। ভৌতিক-শব্দজ্ঞান (Alphabetical typology.) প্রথমে, একশব্দে হাঁ, দুইশব্দে না, ইত্যাদি জ্ঞানে আত্মার সহিত যে কথাবার্ত্তা চলিত, প্রশ্নের দোষে সকল সময় উহার উত্তরের স্বার্থকতা থাকিত না। একজন, এ, বি, সি, পড়িয়া যাইবে, যে অক্ষর মুক্তাত্মার বক্তব্য, তাহাতেই শব্দ হইবে এবং আর একব্যক্তি ঐ অক্ষর লিখিবে, এবং তাহা একত্রযোগে উত্তর হইবে। প্রশ্ন করিয়া ঐরূপ প্রণালীতে উত্তর লইতে হইবে। চক্রে মুক্তাত্মার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রণালী অবলম্বন করিবে। শব্দকারী মুক্তাত্মার কথা পূর্ব্বেও একবার বলা গিয়াছে।

৪। ভৌতিক-লিখন (Pneumatograpby.) ইহাতে মিডিয়ম প্রয়োজন হয় না ; মুক্তাত্মা স্বয়ং একটা কাগজে উত্তর লিখিয়া দেয়। কোনও মুক্তাত্মার উদ্দেশে একখানি পত্র লিখিয়া দাও, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠায় অবিকল ঐ মৃতব্যক্তির হস্তাক্ষরে লিখিত উত্তর পাইবে। ভূতযোণীতে বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে শত শত বাধা থাকিলেও ইহাতে আর অবিশ্বাস বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার পথ নাই। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ঐরূপ অনেকগুলি পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। †

৫। শব্দ-সাধন (Pneumatophony.) পঞ্চমুখী সাধনাদি আর্য্যশাস্ত্রে যে সব আদেশ আছে, শব্দসাধনও তদ্রূপ। মুক্তাত্মাগণ পার্থিব শব্দ সকল অতি চমৎকাররূপে অনুকরণ করিতে পারে। ‡

---

* Vide the Revue Spirite, Janveir, 1850. From ami Hermann, mai, 1859, and Histoire de Marie d' Agrida, Juillet, 1861.

† Vide Baron Guldenstubbe.

‡ Vide, History of Mademoiselle Clairon's Ghost.

দেখা গিয়াছে, অনেক মুক্তাত্মা জীবতকালের স্বরে উপ-দেশাদি অনায়াসে আদেশ করিতে পারে।

৬। হস্তলিপি (Psychography)। মানব বাক্যে ও লিখনে মনের ভাব ব্যক্ত করে। মুক্তাত্মারাও পূর্ব্ববর্ণিত শব্দসাধনের দ্বারা এবং হস্তলিপির দ্বারা প্রশ্নের যথাযত উত্তর দান করিয়া থাকে। এই ক্রিয়া দুই প্রকারে হয়। এক মিডিয়মের হস্তে লেখণী সংযোগে, অপর ভৌতিক-লিখনযন্ত্র (Planchette) দ্বারা।

৭। পরিবর্ত্তিনী-লিখন। (Polygraphy.)। যে কোনও লিখন পরিবর্ত্তিত হইয়া মৃতব্যক্তির অনুরূপতা লাভ করে।

৮। অজ্ঞাত-ভাষ।—(Polyglot.) মোহিঙ্কু যে ভাষা জানেনা, সে সেই ভাষায় কথা বলে বা লিখে।

৯। মূর্খলিপি (Illilarate.) যাহারা লিখিতে পড়িতে জানেনা, এতদ্বারা তাহারা লিখিতে ও পড়িতে পারে। জেনিভা নিবাসিনী বিবি বদ্দিন, একগ্লাস জলে নানাবিধ লিখিত লিপিদর্শনে নিজে লেখা পড়া না জানিয়াও পড়িতে থাকেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তৎপর দিন ঐ সময় উপস্থিত হইয়া লিখিয়া লন। বিবি যে লিখিত লিপি পড়িয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। *

১০। অজ্ঞাত-তত্ত্বাভাস। (Historical) যে সব ঘটনা জানা নাই, তাহা আপনা হইতে প্রবন্ধে সংন্যস্ত হইয়া যায়। সর্ব্বজন পরিচিত (Lif of Deanne Dare, miscalled joan of arc, containing numerous references to ancient manuscripts not known to historians) ষোড়শ বর্ষিয়া বীরবালার লিখিত "যোয়ান অপ অর্কের" জীবনী এইরূপ প্রণালীতে লিখিত। ইহার অনেক প্রমাণ অতি অল্প দিন

* Vide madame Antoinette Bowedin's (of Geneva) madianimity in a Glass of water.

শিক্ষিত লোকের জ্ঞান গোচরে আসিয়াছে এবং অনেক প্রমাণ আজিও আবিষ্কারই হয় নাই।

১১। ইতর জন্তুদিগকে মুগ্ধ ও মিডিয়ম করা যায় কি না, এসম্বন্ধে কোনও সভায় (Dessertation on the question of the medianimity of animals, dictated spontaneously after a discussion of the subject at a meeting of the Parisian Society of Psychologic Studies) তর্কবিতর্ক হওয়ায় একটি মুক্তাত্মা (Erastes) আসিয়া বলে, "টেবিল, চেয়ার, পিয়ানো প্রভৃতি যেমন ভাবে মুগ্ধ ও মিডিয়ম্ হয়, জন্তুগণও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহার অধিক হইতে পারে না। জন্তু সকলকে মুগ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা চালিত, অনুগত ও বশীভূত বা তাহাদিগের ক্ষমতায়ত্ব কার্য্য সকল করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহারা পশুবুদ্ধি দ্বারা যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাও সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাসের প্যাক হইতে যে নামের তাস আবশ্যক, মুগ্ধ-পক্ষী চঞ্চু দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই খানি বাহির করিতে পারে। (Vide Revue Spirite, Sep, 1864.) কোনও পত্র পক্ষীদ্বারা অনায়াসে যথাস্থানে প্রেরিত হইতে পারে। জন্তুগণকেও যদৃচ্ছা চালিত করা যায়।

১২। ভূতাবেশ (Obsession) মানব যেমন কোনও এক বিষয় অবলম্বনে অধঃপাতে যায়, বন্ধুবান্ধবের কথা শুনিয়াও শুনে না; তদ্রূপ কোনও ব্যক্তি হীনমুক্তাত্মা দ্বারা এরূপ ভাবে আবিষ্ট হয় যে, তাহার আর সতের দিকে লক্ষ্য থাকে না। উচ্চ মুক্তাত্মার আদেশে এই সকল দুর্দ্দৈব নষ্ট হয়। (Vide Loss and suspision of medianimity, Page 220.)

ফরাসী দেশীয় প্রত্যক্ষ ভূততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত কার্ডেক তাঁহার মধ্যস্থ পুস্তকের (The medium's Book) পরিশিষ্টে দেবকল্প মহাত্মাগণের মুক্তাত্মা দ্বারা যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বের আভাস

পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে। উহা এতই বিস্ময়কর যে, এই পুস্তকের স্থান সংকীর্ণ জানিয়াও তাহার কিয়দংশ পাঠকগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতে হইল। যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা যেন ঐ পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া দেখেন। তাহার সকল প্রমাণই যুক্তি-বিজ্ঞান সম্মত।

১। ভূতাবেশ সম্বন্ধে সেণ্ট অগষ্টাইনের (Saint Augustine) মুক্তাত্মা মধ্যস্থের দ্বারা বলিয়াছেন "মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় কার্য্য জ্ঞাননেত্র উন্মেষ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে সুস্পষ্টই অনুমিত হয়, মানবের ইহজীবনেই ঐ মাঙ্গল্য কার্য্যের পর্য্যবসান হয় না। তাঁহার বিধানীকৃত উচ্চসুখমার্গ অনুসরণ করিতে গেলে, মানবীয় জীবনের সীমাবদ্ধ কয়েকটি বৎসর পথ স্থির করিতেই কাটিয়া যায়। যদি মৃত্যুই আত্মার শেষ হয়, তবে সেই সুখভোগ করিবার ত কেহ থাকে না। তিনি ত তেমন পিতা নহেন যে, মঙ্গল রাখিয়াও—সন্তানকে বঞ্চিত করিবেন; সুখ সৃজন করিয়াও অনুপভুক্ত রাখিবেন? মহাত্মা যিশু যে ধর্ম্মসৌধের প্রস্তর প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, ধৈর্য্য ও উৎসাহ পূর্ব্বক বিধাতৃ বিধানানুরূপ সুকার্য্য সকল সাধন কর, ঈশ্বর অবশ্যই তোমার পরিশ্রমের প্রতিদান দিবেন। স্মরণ রাখ, যাহাদিগের দয়া ওষ্ঠপুটেই নিবদ্ধ থাকে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না।

Saint Augustine.

২। "খ্রীষ্ট স্বয়ং এই জগতকে ও ক্রিয়াসমষ্টিকে এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যে, জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই মহাশক্তির মহান ক্রিয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবে। জগতের উদ্দেশ্যই নিত্য নূতনত্ব প্রকটন। জগতের চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর, ধর্ম্মের বিদ্বেষ ভাব দূর কর, আত্মতত্ত্বে প্রবুদ্ধ হও, দেখিবে, জগতের জন্য ধর্ম্ম একই।

তখন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব আপনা হইতে হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন্ অদৃশ্য হস্ত তোমাদের এই মহাবন্ধনে বাঁধিয়া রাখে, বল দেখি? বাল্যকালের ভ্রান্তি যেমন বয়সের পরিপক্কতার সহিত আপনা হইতে তিরোহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানযোগে সংস্কারাদি মার্জ্জিত কর; তখন দেখিবে, এ জগতে কিছুই অসম্ভবের নহে।” যে অসম্ভব, কেবল তোমার আমার মত হীনকর্ম্মী বচনবাগিশের কাছে।

ছায়া-পুরুষ সাধন

ILLUSION.

বাহ্যবস্তু যেমন কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই তিন প্রধান ভাবে বিভক্ত; তদ্রূপ মানবীয় আত্মাও অবস্থা ও ভাবাদির যোগে স্বাভাবিক (Animal), জ্ঞানবুদ্ধিযুক্ত (Intellectual) এবং অতি-তূরিয় ভাব (Spiritual) যুক্ত। বাষ্প, জল ও বরফ, যেমন একই বস্তুর অবস্থাত্রয়; আত্মার পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ও যে তদ্রূপ, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

বিটি বলেন (Beattie's Essay on Truth, Part I. C, II, 3,) "সীমন ব্রাউন নামক এক জন শিক্ষিত ধর্ম্মযাজক, তাঁর আত্মজীবাত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন; এবং বিবেচনা করিতেন যে, স্বর্গীয় শক্তির মধ্যস্থতায় মানবীয় আত্মা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তৎপরে আর কিছুই থাকে না। ইতরজন্তু ও মানব-জীবাত্মা, বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। এইরূপ বিশ্বাস তিনি বহুদিন ধরিয়া হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। পরে মৃত্যু-কালের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে তিনি এ ভ্রম বুঝিতে পারেন।

অনেকে স্বপ্ন বা জাগ্রৎ অবস্থাতেও নানাবিধ ভ্রান্তদৃশ্য দেখিতে পায়। চিত্তের অন্যান্য বৃত্তির ক্রিয়াহীনতায় বৃত্তি বিশেষের কার্য্যশক্তি উন্মুক্ত রহিলে, ঐ বৃত্তির অনুসারিণী যে ভ্রান্তদৃশ্য, তাহা দ্রষ্টাসকাশে সমুদিত হইয়া থাকে। যে তাড়িত শক্তিতে জীবনীশক্তির অস্তিত্ব, ঐ তাড়িতিক শক্তি সংহরণ করিলে, দৈহিক অবসাদ উপস্থিত হয় এবং দেহ সম্ব-ন্ধীয় যে সকল মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদি, তাহার ক্রিয়াশীলতা যাথার্থ পথ পরিহার করিয়া জীবাত্ম-বৃত্তির অনুগামী হইয়া পড়ে। তখন জীবাত্মবৃত্তি প্রবুদ্ধ হইয়া ঐ সকল বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদিকে

যে দিকে চালিত করে, উহারা তাহাই করিতে বাধ্য হয়। ভ্রান্ত দৃশ্যে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মুহ্যমান হয়, তাহার জীবাত্মার ক্রিয়াশীলতা ও মনোবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়াদিও অন্ধভাবে তদনুবর্ত্তিতা লাভ করিয়া থাকে। ম্যূলর বলেন (Muller's Physiology of the senses, P. 394) "যখন কোনও ব্যক্তি মূঢ়ভাবে কোনও ভৌতিকদৃশ্য দর্শনে বিশ্বাস করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার বুদ্ধিরও সম্যক্ অনুশীলনের অভাব আছে।" অন্য একজন খ্যাতিপন্ন ভীষক (Dr. Abercrombie on the Intellectual Powers, O. 281, 15 Edi) বলেন, যে "একজন দাসী-কন্যা নিত্য নিত্য তাহার শয্যার নিকটে গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত এক প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইত।" এই যে প্রেতদর্শন, ইহা ভ্রান্তদৃশ্য। অপরিণত বৃত্তির নিকটই বিস্ময়বৃত্তির অধিক প্রতিপত্তি। কেননা, অজ্ঞানে সর্ব্বত্রই ভ্রান্তদৃশ্য দর্শন করিয়া থাকে। জীবাত্মার সীমান্তবর্ত্তিতায় যে ভৌতিক ক্রিয়া, তাহা হইতে ইহা অতি দূরে অবস্থিত। কোনও বিষয় বিশেষ যখন গাঢ় ভাবে কোনও ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান লাভ করে, যদি ঐ বিষয়ে তাহার তাবৎ চিত্তবৃত্তি আনত হইয়া পড়ে, তখন নিদ্রা, সুষুপ্তি বা জাগরিত অবস্থাতেও সেই বিষয়-দৃশ্য সকল দেখিতে থাকে। আবার ঘটনা বিশেষে এমনও ঘটে যে, সেই বিষয় বিশেষের অত্যধিক আলোচনায় জীবাত্মবৃত্তি সকল এরূপ ভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠে যে, সেই বিষয় বিশেষের মীমাংসা বা ফল, সে লাভ করে। স্বপ্নে ঔষধাদি লাভ এইরূপেই ঘটে। জীবাত্মার অংশ রূপে যে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বগামীত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ঘটনার সংশ্রবযুক্ত যে বিষয় পরিণাম, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞানগোচরে আসিয়া পড়ে। উক্ত ভীষক বলেন যে, "এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়েন, এবং এক বানর মূর্ত্তি দেখিয়া জাগ্রৎ হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, জাগ্রৎ হইয়াও তিনি অদূরে ঐ মুর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এরূপ ভ্রান্তদৃশ্য দর্শন সম্বন্ধে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভ্রান্তজ্ঞানেই ভ্রান্তদৃশ্য সকল পরিদৃষ্ট হয়। কবি গেটে ভাবিতেন যে, প্রেত, আত্মবিকাশে নূতন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত করে। (See Mullers' Observations on this phenomenon, Physiology of the senses, Baley's translation. P. 1395.) একজন স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীর অনুপস্থিতি কালেও তাঁহার গতি ও বাক্যাদি শুনিতে ও দেখিতে পাইতেন। (Sir David Brewster's Letters on Natural magic, P. 39.)

এই যে ভ্রান্তদৃশ্য, ইহা আইসে কোথা হইতে? মহামতি নিউটন স্বয়ং এই ভৌতিক দৃশ্যে বিমোহিত হন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে (Locke) যে বিবরণী দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ। "যখনি তিনি দক্ষিণচক্ষুটি দ্বারা সূর্য্য দর্শন করেন, তখনি তিনি বাম চক্ষুতেও তুল্য রূপে সূর্য্য দর্শন করেন। কেননা, ঐ মুদ্রিত বামচক্ষু মেঘ বা পুস্তকের উপর স্থাপন করিলে, চক্ষুপরি তিনি ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পান। কয়েক মাস পরে এই দৃশ্য বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যের যে ভৌতিক মূর্ত্তি, তাহা তিনি রজনীতে শয়ন করিয়াও দেখিতে পান।" এই যে ছায়াদৃশ্য, ইহার উৎপত্তির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ছায়া-পুরুষ সিদ্ধি নামে যে যোগশাস্ত্রের একটি বিষয় আছে, তাহাও এই প্রকার চাক্ষুস-ভ্রান্ত-দৃশ্য (Optical Illusion)। ইত্যাকার ভ্রান্তদৃশ্য সম্বন্ধে নিউটন স্বয়ংই বলিতেছেন "মানবের মনের খেয়াল সূর্য্যালোককৃত ছায়ছবির সংযোগীতায় ঐ প্রেতদৃশ্য উৎপন্ন করে, এবং উহাই দ্রষ্টা সকাশে তদ্বৎ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।" * জগতে ভ্রান্তি ভিন্ন, ভ্রান্ত মানব আর পাইবেই 'বা কি?

* Letter from Sir I. Newton to Locke, Good king's life of Locke, Vol I. P. 405—8.

ডাক্তার রজেট * এই বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখন এই ধারণা অতিমাত্র বদ্ধমূল হয়, (এ ধারণা দৃষ্টি সম্বন্ধীয়) তখন অন্য এক ছায়াদৃশ্য তন্নিকটবর্ত্তি হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দর্শনকালের পর, উহা আবার স্বাধীন ভাবে পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। মনে কর, এক কি দুই সেকেণ্ডের জন্য দর্শন করিয়া যদি সহসা চক্ষু মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ দৃশ্য যে অনেকক্ষণ ধরিয়া কেবল মনেই বিরাজ করে তাহা নহে, চক্ষুর (On the retina) অভ্যন্তরে ঐ আলোক তখনও কার্য্যশীল আছে, দেখা যায়। অতঃপর ইহা ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ এবং অদৃশ্য হইতে থাকে; কিন্তু যদি অধিকক্ষণ ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ ধারণা কিছুক্ষণ পরে পুনরুদিত হইয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যায়; এবং ঐ ভূতদৃশ্য পুনঃ পুনঃ সমুদিত হওয়ায়, তদনুভূতি ক্রমে ক্রমে প্রতি নূতনত্বে ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহা অসম্ভব নহে যে, এই দৃশ্যের পুনরুদয়, মূল ধারণা-সমুৎপাদক আলোক সংহরণের পর, মস্তিষ্কসংযোগবাহী অক্ষিগোলকস্থ সূক্ষ্ম ত্বকে (Retina) পুনঃ পুনঃ কার্য্যশীলতা সংঘটিত করিতে থাকে। আবার ঐ ধারণা যথায় দুর্ব্বল, শারীরিক শক্তির তুলনায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হওয়ায়, ঐ মূর্ত্তি বিষয়ক স্থায়িত্ব ততক্ষণস্থায়ী হয়।

পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যের অভাবেও কেবল চিন্তামাত্র দ্বারা পূর্ব্ব প্রকার ভৌতিক দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল মাত্র চিন্তা দ্বারা (Imagine) ভৌতিক দৃশ্য দর্শনে যে খেয়াল, তাহাই তাহার কারণ। এরূপ সন্দেহজনক জ্ঞানের কারণ আছে। (Dr. Hibbert, Phylosophy of Apparitions, P. 250) যখন কোনও দৃশ্য সম্বন্ধীয় কল্পনা (Idia) উচ্চ অনুভূতিতে পরিদৃষ্ট হয়, তখন চক্ষুর স্নায়ুর সমবায়ীক্রিয়া ঐ ভ্রান্তদৃশ্যের সহিত

* Animal and vegetable Physiology, considered with reference to Natural Theology, Bridgwater Treatise, P. 524—525.

সহযোগীতা প্রদর্শন করে। ম্যুলর (Muller's Physiology of the senses. P. 1392. Baley's translation,) ঐ মত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং ডাক্তার হিবার্ট, ব্রেষ্টারের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইত্যাকার মানসিক ধারণা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া আমি দেখিয়াছি যে, জগতের পদার্থের প্রেতদৃশ্য সকল যেরূপ ভাবে অক্ষিগোলকের গতি অনুসরণ করে, মানসিক ধারণাও তদ্রূপ ভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে; এবং বাহ্যশক্তি, প্রয়োগে যখন চক্ষু মুদ্রিত করা হয়, তখনও তাহাদের ছায়া, স্থায়ী রূপে আত্ম-প্রতিবিম্ব প্রতিভাসিত করিতে থাকে। যদি এই ফল সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও বলা যায় যে, মানসিক চিন্তার বস্তুসকল বাহ্যবস্তুর ন্যায়ই সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; এবং ঐ আলোককৃত আকার তাহার দৃশ্য পরিধির মধ্যে যেমন স্থান প্রাপ্ত হয়, উহারাও তদ্রূপ ভাবে স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন কোনও দৃশ্য মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন উহার সমবায়ী শক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত ঐ সকল দৃশ্য বাহ্যবস্তুর ন্যায় মানবহৃদয়ে স্থানগ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্য মনঃকল্পিতমূর্ত্তি, আমরা অনেক সময় সাক্ষাৎদৃষ্টবৎ স্বপ্নে বা সুষুপ্তিযোগে সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকি।

ভূতবিতাড়ন

EXORCISM.

ভূতনামান, প্রেতসিদ্ধি, প্রেতণী ছাড়ান, এ সমস্তই মহান শক্তি-তত্ত্বের অন্তর্গত। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মিস্‌মেরাইজ করিয়া এমন বিস্তর ভূতাবিষ্ট রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

১। কৃষ্ণনগর কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু দীননাথ রায়, বারাসতের ওভারসিয়ার হইয়া আইসেন। তাঁহার এক যুবতা বিধবা ভগ্নী ছিল, সে প্রত্যহ দুই তিনবার অজ্ঞান হইয়া পড়িত। হিষ্টিরিয়া ভাবিয়া ডাক্তার কবিরাজ দেখান হয়, কোনও ফল হয় না। শেষে কালীকৃষ্ণ বাবুকে ডাকা হয়। তিনি প্রথমে চখে চাহিয়া মিস্‌মেরাইজ করা লজ্জাশীলা যুবতার পক্ষে অসম্ভব জ্ঞানে, জল মেস্‌মেরাইজ করিয়া দেখিতে দিলেন। কতক্ষণ দেখিতে দেখিতে রোগীর শরীর কাঁপিতে লাগিল, তখন তাহাকে শয়ন করাইয়া ৮।১০টা হ্যাস চালনা করিতে, রোগী বলিয়া উঠিল, "দাদা গো! একটা মাগী!

কা কৃ বাবু।—উহার নাম কি?

বালিকা।—আন্দ। (বালিকার নাম আন্দ নহে)

কা বাবু।—তুমি কত দিন ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছ?

বালিকা।—দশ বৎসর। যে দিন উহার স্বামার মুখাগ্নি করিয়া আইসে, সেই দিন হইতে।

দীনবাবু দিন গণনা করিয়া বলিলেন, ঠিক দশবৎসরই তাঁহার ভগ্না বিধবা হইয়াছে। রোগের সূত্রপাতও সেই হইতে।

কা বাবু।—তুমি আর থাকিতে পাইবে না।

বালিকা।—আমি কখনই ত্যাগ করিব না।

কালীকৃষ্ণ বাবু বলেন, "আমি কখনও পূর্ব্বে এমন ঘটনা দেখি নাই। ডাক্তার গ্রেগরী ও 'ফরাসিস্ একাডেমি অব সায়েন্স' কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, হিষ্টিরিয়া রোগ মেস্‌মেরাইজ দ্বারা নিরাময় হয়। আমি সেই সাহসে আসিয়া এ এক বিপদ মন্দ নয়! এমন যে ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।" কত দূর হয়, দেখিবার জন্য কালীকৃষ্ণ বাবু আরও দৃঢ়তার সহিত ন্যাস দিয়া এবং মেস্‌মেরাইজ করা জল পান করাইয়া দিলেন। সে দিন গেল। পর দিন বেলা ৩ টার সময় রোগী উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহার শরীরে আর কোনও অবসাদ নাই।

২'। ১৮৭৯ সাল। এক দিন রাত্রি ৯।১০ টার সময় ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার সম্পাদক, হাইকোর্ট-উকিল বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন, তাঁহার ভাইজীকে চিকিৎসা করিতে কালীকৃষ্ণ বাবুকে ডাকেন। জামাতা, ও খুড়া বাবু নবীনচন্দ্র গুপ্ত উভয়েই ডাক্তার, বিস্তর চিকিৎসা হইয়াছে, ফল হয় নাই। জামতা বলিলেন, তাঁহার স্ত্রীর বহুদিন হইতে মূর্চ্ছা রোগ আছে। সে আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে এক বোতল তারপিন্ তৈল খাইয়া ফেলে। ডাক্তার উডফোর্ড ও আরও ৭।৮ জন ডাক্তার একত্রিত হইয়া বিস্তর চিকিৎসা হইয়াছে; গলার ব্যথায় ঔষধ গিলিবারও শক্তি নাই। ব্রাহ্ম পরিবার, ভূতপ্রেত মানামানি নাই, কিন্তু বলাও যায় না। এই সব ভাবিয়া গোপনে কালীকৃষ্ণ বাবু মেস্‌মেরাইজ করেন। রোগী রাত্রে অনেক প্রলাপ বকিল। তাহার অধিক কথাই, "তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! গঙ্গাস্নান করিয়া সে চলিয়া যাইবে ইত্যাদি।" তার পরদিন মেস্‌মেরাইজ করা জল পান করান গেল। বিশেষ ফলও হইল। তার পর রোগীকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 'এক দিন ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা যেন পুরুষের ছায়া আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে দর্শন মাত্র এত বশীভূত হইলাম যে, তাহার সঙ্গে না গিয়া

থাকিতে পারিলাম না। তারিপিন তৈল যে ঘরে ছিল, "আমার সঙ্গে আয়" বলিয়া ঐ ছায়া আমাকে সেই ঘরে লইয়া গেল, এবং বলিল, "খা।" আমি অবলীলাক্রমে খাইলাম। খাইবার সময় কোনও বিস্বাদ বোধ হয় নাই।"

৩। "শোভাবাজারের দেশমান্য মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী, নাম বাবু ধনকৃষ্ণ মিত্র, সপরিবারে আহিরীটোলায় বাস করিতেন। তথায় নিত্যই রাত্রে গোহাড় বিষ্ঠা ইত্যাদি পড়িত। ধন বাবু তথা হইতে রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিলে, তথায় আবার ঐরূপ হইতে লাগিল। তৎপরে আমি (কালীকৃষ্ণবাবু) মেস্‌মেরাইজ জল দিয়া উপদ্রব নিবারণ করি।"

MAGNETISM.

শক্তি তত্ত্ব

(তৃতীয় খণ্ড)

মৈস্মর-তত্ত্ব

MESMERISM.

এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান মৈস্মরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ৩৫ বৎসর কাল প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরীক্ষায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুস্তক হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। *

১। মোহিষ্ণু ধাতু অনুসারে এবং এই বিষয়ে বিশ্বাস অনুসারে আবিষ্ট হইয়া থাকে। অদ্য যে মোহিষ্ণুর দ্বারা ফল পাইলে, কল্য তাহার দ্বারা তদ্রূপ ফল না পাইতেও পার। অতএব শক্তিচালনার পূর্ব্বে নিজে মুখ্যশক্তি (Positive) সংগ্রহের চেষ্টা পাইবে। ভ্রান্তবিশ্বাসীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই অধিক, অতএব তাহাদিগের টিটকারি এবং অবস্থা বৈগুণ্যে অকৃতকার্য্যতায় হতাশ হইলে চলিবে না। সাধনা কোনও কার্য্যেরই অনায়াস সুলভ নহে।

২। বিশ্বাস, সত্য নির্দ্ধারণের অভ্রান্ত তুলাদণ্ড। আবার ভ্রান্তবিশ্বাস অসত্যকে সত্য বলিয়া এরূপ ভাবে ঘোষণা করে যে, তাহা শতচেষ্টাতেও টলাইতে পারা যায় না। অতএব ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া সেই পথে চিন্তা করিতে করিতে যাহারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, এই ক্রিয়া সাধনে তাহারাই উপযুক্ত; নতুবা যাহারা খেয়ালের বশবর্ত্তি হইয়া মজা দেখিবার অভিপ্রায়ে এই ক্রিয়াসাধনে ব্রতি হয়, তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত

---

* Full and comprehensive Instructions, How To Mesmerize, Ancient and Modern Miracles, by Mesmerism, also, Is Spiritualism True? By Prof, T. W. Cadwell)

মত পরিবর্ত্তন না করে, ততক্ষণ এ ক্রিয়ায় সহসা কোনও ফলই লাভ করিতে পারে না।

৩। অনেকের বিশ্বাস, মেস্মরতত্ত্ব পরিচালনে মোহিস্কুর শরীর দুর্ব্বল হয়, জীবন নাশের সম্ভাবনা আছে, দেহের অবসাদ হেতু অকালমৃত্যু ঘটিতে পারে এবং দৈহিক যন্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া নানাবিধ পীড়াও সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত আমেরিকার বহুস্থানে বহুশত লোকের সম্মুখে বিশ বৎসর ধরিয়া যে সকল তাড়িত পরিচালন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোনও স্থানেই উক্ত দুর্ঘটনা সকল ঘটিতে দেখেন নাই; এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থাদি ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ মেস্মরতত্ত্ববিদগণের সহিত তর্ক বিতর্ক ও অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, সকল দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। অনেকে সামান্য সাধনায় সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়া একবার মাত্র নিস্ফলেই এই তত্ত্বের উপর সন্দিহান হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের জানা উচিত, এ সংসারে এক দিনে বা এক বৎসরে কেহই বিদ্বান হইতে পারে নাই।

৫। এ তত্ত্বে অবিশ্বাসী যাহারা, তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরেও অবিশ্বাস করে। অতএব চিন্তানিরত হইয়া দেখিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি ইহার সত্যতা অবধারণে সমর্থ হইবেন।

৬। মনোবিজ্ঞান ও মেস্মরতত্ত্ব, নামগত যেমন প্রভেদ, তদ্রূপ অর্থগত প্রভেদও আছে। যাঁহারা উহা এক অর্থে গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। তবে মেস্মরতত্ত্বের সহিত ইহার ততটুকু সম্বন্ধ, যতটুকু সম্বন্ধ মনে ও শরীরে। ইহার অধিক সম্বন্ধ সঙ্গত নহে এবং বিশ্বাস্যও নহে।

৭। কডওয়েল (The author of the above mentioned book) বলেন "১৮৬২ খৃঃ অব্দের ১৩ই এপ্রেল, আমি বোষ্টনের (132 Chandler street, Boston, mass.) বিবি পিকারিঙের (John R, Pickering) বাটীতে উপস্থিত হই। তথায় এক

পরীক্ষা (Seance) হয় এবং তথায় পিকারিঙ তাঁহার পিতার কুশল জানিতে চাহেন। কেননা, তিনি পূর্ব্বদিনে তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছেন। বিবি বেলা (Mrs Beale) মোহিস্কু হন। তাঁহাদ্বারা ঐ উত্তর লইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে বলা গেল যে, 'আমি আপনাকে দেড়শত মাইল দূরবর্ত্তি বোষ্টনের উত্তর, লোকানিয়াতে (Locania N. H.) প্রেরণ করিব।" এইরূপ মনে মনেও স্থির রাখিলাম। তৎপরে তাঁহাকে শক্তি চালনা দ্বারা অভিভূত করায়, তিনি পিকারিঙের পিতা যে ঘরে থাকেন, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সুদূর লোকানিয়া সহরে পিকা-রিঙের পিতার গৃহে কে কে আছে, এবং তাঁহার শারীরিক আরোগ্যলাভ বৃত্তান্তও যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তৎপরে পত্র দ্বারা ইহার সত্যতা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ সভায় পিকারিং, তাঁহার স্বামী, ভগ্নী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য লোক ছিলেন। যখন বেলা এই অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার দূরত্বানুভূতি (Space Seemed to be annihilated) ছিলনা। তিনি সুদূরবর্ত্তি স্থান যেন আপনার সম্মুখে দেখিতে ছিলেন, এবং তিনি যে গৃহে ছিলেন, তথাকার ভিত্তিসমূহ মুক্ত অথবা স্ফাটিকময় (Trans-parent as crystal glass) বলিয়া বোধ করিতেছিলেন।

৮। "একদা রীচমণ্ড (Richmond, vermont) নিবাসী একজন মণিকারকে শক্তি সঞ্চালনে অবিভূত করিয়া ছিলাম। ঐ ব্যক্তি মৈস্মরতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। প্রথমে তাহার দুই হস্ত পাশা পাশি টেবিলের উপর রাখিয়া তদুপরি ধীরে ধীরে কয়েকবার ন্যাস পরিচালন করা হয়। তাহাতে সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও টেবিল হইতে হস্ত উঠাইতে পারে নাই। সে এই ক্রিয়ায় এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ মুক্তি প্রার্থনা করিতেছিল।

৯। "কোনও পান্থনিবাসের কর্ম্মচারী (Clerk of the American Hotel, in Hartford, Conn.) এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস

করিত না। ঐ সময় (১৮৭৯) আমি তথায় মৈস্মরতত্ত্ববিষয়ে এক প্রদর্শিনী খুলিয়াছিলাম। অবিকল পূর্ব্বোক্তরূপে তাহাকেও মোহিত করা গিয়াছিল। সে বেশী বেশী কথা কহিতেছে দেখিয়া তাহার গালে কয়েকটি হ্যাস পরিচালন করিতেই নির্ব্বাক হইয়া গেল। যদি কেহ কোনও কারণে ঐ স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে তত্রত্য ধনী জমিদার (Mr Howe) মাননীয় হোকে জিজ্ঞাসা করিলেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সত্যতা জানিতে পারিবেন।

১০। মাননীয় ডড (John Bovee Dodds of Massachusetls,) বলেন, "মোহিষ্ণু ব্যক্তিরাই (Sensitive) মৈস্মরতত্ত্বে অভিভূত হয় এবং তাহারা যে কেবল দূরের দ্রব্য অতি নিকটে দেখে তাহা নহে, পরিচালকের মনের ভাবে তাহারা এমন ভাবে পরিচালিত হয় যে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য।" অধুনা ডাক্তার বেণ্টন শক্তিচালনা দ্বারা (Dr, Benton, Magnetic Healer, in Troy, N. Y.) অতি আশ্চর্য্যভাবে বহুপীড়ার নিরাময় করিতেছেন।

১১। "প্রথম শিক্ষার্থীর সর্ব্বাগ্রে তাড়িত বিপ্রকর্ষণ প্রক্রিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। এক যুবাপুরুষ এক যুবতীর অনিচ্ছায় (in Stafford, Conn,) মুগ্ধ করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছিল! ঐ যুবক আমাকে একশত ডোলার মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া যুবতীকে নিরাময় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু পরদিনই তাহার মৃত্যু ঘটে। ঐ যুবকের নির্ব্বুদ্ধিতাই যে যুবতীর মৃত্যুর কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞপ্রধান পল বলেন (Paul, in 1, Corinthians, chap. xii,) "কোনও ব্যক্তি দৈববাণী করিবার, কেহ প্রেতাবিষ্ট করিবার, কেহ বা রোগ নিবারণ করিবার শক্তি লাভ করে। এ শক্তি অর্জ্জন করিতে ঈশ্বরের কৃপা আবশ্যক। যেমন কোনও গায়ক গীত বিষয়ে, নিপুণ হইলেও স্বর বিষয়ে অন্য অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকটেও পরাস্ত হয়; কেননা, সুমিষ্ট স্বরমাত্রই তাহাকে ঈশ্বর দিয়াছেন।"

১২। সযত্নগ্রথিতবাক্য ও সুস্বর, মানবীয় আত্মার গুপ্তগৃহের চাবি স্বরূপ। অতি নৃসংশও বাক্যে মোহিত হয়, অতি নির্দ্দয়ের চক্ষেও সুস্বরযোগজাত বাক্যে অশ্রুপাত ঘটে। তবে চারি মিনিট মাত্র চক্ষে চক্ষে দৃষ্টি স্থাপন করিয়াও যে বহুলোক মোহিত হয়, ইহা পরীক্ষিত।

১৩। "শক্তিপরিচালন কালে নির্জ্জন স্থলই প্রশস্ত। মুগ্ধেচ্ছু ব্যক্তির মুখের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিতে না পারে, অন্ততঃ পক্ষে তাহার উপায় করাও আবশ্যক।

১৪। "দর্শকগণকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবার জন্য, তাহা-দিগকে স্থিরভাবে নিমিলিত নেত্রে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিবে। যাহারা হাস্যপরিহাস করিতে বা অপদস্থ করিতে আসিয়াছে, অথবা যাহারা সুরাপান করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে সযত্নে স্থানান্তরিত করিবে। নতুবা ফল লাভ হয় ত ঘটিবে না।

১৫। "বিশ্বাসী ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিকে মুগ্ধ করা অতি সহজ-সাধ্য। এক মিনিট কাল চক্ষে চক্ষে চাহিয়া নেত্র মুদ্রিত করিতে বলিবে এবং সেইরূপে তিন চারি মিনিট রাখিবে। ঐ সময়ের মধ্যে অতি মোহনমধুরস্বরে এমন কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে, যাহাতে ঐ ব্যক্তির চিত্ত তোমার বাক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তৎপরে এমন ভাবে তাহাকে নেত্র উন্মীলিত করিতে বলিবে যে, তিনি যেন কিছুতেই চক্ষু উন্মীলিত করিতে সমর্থ না হন। যখন দেখিবে, বাস্তবিকই তোমার অভিপ্রায় মত কার্য্য হইল, তখন বুঝিবে, তোমার অভিষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। যদি বিফলমনোরথ হও, দর্শকগণের উচ্চহাস্যে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিন চারিবার চেষ্টা করিবে। যেন তোমার মনোভঙ্গ না হয়। বলা সহজ, কিন্তু নির্ব্বাহ করা কঠিন, এই নীতিবাক্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

১৬। "যাহাদিগের পূর্ণললাট, কেশ যাহাদিগের কোমল ও

পাতলা, নেত্র নিমিলন কালে অক্ষিতারা যাহার উর্দ্ধে উত্থিত হয়, সেই সকল ব্যক্তিকে মুগ্ধ করা সহজ। প্রথম পরীক্ষা কালে এই সকল চিহ্ন দেখিয়া তৎপ্রতি শক্তিচালন করিবে।

১৭। "যদি তোমার বাক্যে মোহিষ্ণু নেত্র নিমিলিত না করে, তাহা হইলে চক্ষু নিমিলিত করিতে অনুরোধ করিয়া, নেত্রের উপর দ্রুতভাবে এক বা উভয় হস্তে ন্যাস পরিচালন করিবে এবং অতি ধীর ভাবে (lightly) বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ললাটবিন্দু স্পর্শ করিবে, এবং ক্রমে ললাট হইতে নিম্নমুখে আনিবে। এক মিনিট পরে সে নেত্র উন্মীলিত করিতে পারে কি না, জানিবে। যদি পারে, তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ আচরণ করিবে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, (Death to me professionally, or success) এই নীতিকে শিরোভূষণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

১৮। "পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়ার ফললাভ করিতে না পারিলে পুনরায় মোহিষ্ণুকে নেত্র নিমিলিত করিতে বলিবে, এবং পূর্ব্ববৎ ন্যাস পরিচালন করিবে। যে হাতে ন্যাস পরিচালন করিতেছ, ঐ হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা অতি ত্বরা মস্তক তালু চাপিয়া ধরিবে এবং নাসিকার এক ইঞ্চি উপরে করতলের শেষ ভাগ (Thomb) দ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং নেত্র উন্মীলন করিতে বলিবে।

১৯। "প্রকৃত প্রত্যক্ষ শক্তিসঞ্চালনে পারদর্শিতা লাভ করিবার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। তবে ধৈর্য্যশীল, ধারণানিপুণ, দয়ালু, ভদ্র, বিপদে ও হর্ষে অবিচলিত চিত্ত ব্যক্তি, অতি সত্বর এ কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন।

২০। "যখন দেখিবে, মোহিষ্ণু নেত্র উন্মীলন করিতে পারে না, তখন স্মৃতিযন্ত্রে (Organ of memory) ন্যাস পরিচালন করিয়া বলিবে, "তুমি তোমার নাম নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছ। আচ্ছা বল দেখি ?" সে কখনই নাম বলিতে পারিবে না। তখন কোনও

বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলিয়া বলিবে যে, "তুমি অমুক।" তখন দেখিবে যে, সেই ব্যক্তির ন্যায় মোহিষ্ণু কথা কহিতেছে, এবং তৎসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। নাসিকায় শ্বাস পরিচালন করিয়া বলিবে, 'তোমার নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে।' সে তাহাই সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকিবে। কোনও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির নাম করিয়া যদি তাহাকে বলা যায়, 'তুমি অমুক সঙ্গীতজ্ঞ।' তাহা হইলে সে অতি মধুর গীতে মোহিত করিবে। পরন্তু সে যদি গীত বিদ্যার কোনও ধারই না ধারে, তাহা হইলেও বাধা হয় না।

২১। "প্রেততত্ত্ব ও মৈস্মরতত্ত্ব, বাস্তবিক পৃথক জিনিস; কিন্তু অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইল, টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক অধ্যাপক অগাসীজ মুগ্ধ (Mismerized) হন। অধ্যাপক মুগ্ধবস্থায় যে সকল অদ্ভুত বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য! অধ্যাপক (Prof. Agassiz) এবং ঐ ধর্ম্মযাজক (Rev. Chauncy H. Townsend, of London) উহা ভুল ক্রমে প্রেততত্ত্বের ক্রিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। *

২২। "পিতামাতার অনুরোধ ব্যতীত বালকগণের প্রতি শক্তি চালনা করিবে না।

"পূর্ব্বে অল্প বলে চপেটাঘাত, অথবা মস্তকের নিকট বিপরীতমুখী শ্বাস পরিচালনে মোহিষ্ণু প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

"শুষ্ক ও উষ্ণ করতল যাহার, তাহাকে মুগ্ধ করিতে অত্যন্ত অধিক সময় ব্যয়িত হয়।

"শক্তি পরিচালনের পূর্ব্বে তোমার উদ্দেশ্য ও এই বিদ্যার শক্তি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। নিজে বা অন্য শক্তি পরিচালকের সহিত দুই একটি সংবাদ বেশ অলঙ্কার দিয়া বলিবে। পরিচালকের

* vide the pamphlet, named, "Agassiz and Spiritualism, published from 'Banner of light office,' by Allen Putnam.

চেহারা, বাক্য ও অঙ্গভঙ্গিতে কোনও প্রকার রহস্য উৎপাদন না হয়। তিনি যেন হাস্য না করেন।

২৩। "সাধনা যেমন, সিদ্ধিও তদ্রূপ। মনে কর, পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত হয়, কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি এক টুকরা কয়লা লইয়া বলে, "এখনি কয়লাকে গ্যাসে পরিণত কর," তাহা যেমন হয় না, এই সকল গভীর তত্ত্ববিষয়ে একদিনে বা এক দুই-বার পরীক্ষায় "হয় না," "হইতে পারে না" ইত্যাদি বলাও তদ্রূপ অসঙ্গত। তুমি মানব, এই অনন্ত জগতের একটি নগণ্য কীটানু-কীট, তুমি যে সাহস করিয়া বল, এইটা হয় না, ওটা হয়; তুমি বাচাল না আমি বাচাল; তুমি মূর্খ; না আমি মূর্খ?

২৪। শক্তি অধিকার হয়, দুইরূপে। এক দৈহিকশক্তি অধিকার, অপর মানসিকশক্তি অধিকার। এই যে মানসিক শক্তি অধিকার করিয়া, মোহিস্কু দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যতাদির এবং দূর নিকটাদির তাবৎ ঘটনা ও অবস্থা জানা যায়; ইহার নাম প্রেত-তত্ত্ব। যাহার আত্মা আছে, পরকাল মানে, বাধ্য হইয়া তাহা-দিগকে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। এই বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। যাহারা প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়াছে, তাহারাই তাহা জানে। আমি অজ্ঞ, আমি তাহা বিশেষ করিয়া কি বুঝাইব? প্রেততত্ত্বে আমি অবশ্য অবিশ্বাসী নহি, কেননা আমার উহাতে পরীক্ষাসিদ্ধ বিশ্বাস আছে। না দেখিয়া মতা-মত প্রচার করা অতি মূর্খের কার্য্য। বৃহস্পতিতে চাঁদ আছে, ইহা অনেকে বিশ্বাসও করে না, পরীক্ষাও করে না; ইহাদিগের কথা আর কি বলিব, তবে পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, বাস্তবিকই কি তবে বৃহস্পতিতে চাঁদ নাই?

২৫। "আমি স্বয়ং শত শত মোহিস্কুকে তাহাদের মৃত পুত্র, পিতা, ভগ্নী, স্ত্রী দেখাইয়াছি এবং তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইয়া গিয়াছে। একটা ঘটনা ক্রমে এক বারবৎসরের বালক মুগ্ধাবস্থায় তাহার এক ভগ্নীকে দেখে, এবং চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার

মাতা বলেন যে, ঐ ভগ্নী এখনও জীবিত আছে। এক সপ্তাহ পরে জানা গেল; ঘটনার এক দিন পূর্ব্বে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট বালিকা মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছে।

২৬। নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ নিয়ম এই। মুগ্ধেচ্ছুগণকে ধীরভাবে নিমিলিত নেত্রে উপবেশন করিতে বলিবে। এইরূপে কয়েক মিনিট কাল যেমন নেত্র নিমিলিত করিয়া থাকিবে, তখন মোহনকারী কোনও সৎবিষয়ের বক্তৃতা অথবা অতি ধীর ও নাতি উচ্চস্বরে সঙ্গীত করিতে থাকিবে। পাঁচ মিনিট পরে মুগ্ধেচ্ছুগণের মধ্যে একজনকে দাঁড়াইতে বলিবে এবং তাহার বামহস্ত দক্ষিণহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া নেত্র উন্মীলন করিতে বলিবে। যদি পারে, তবে তাহার ললাটে বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা অল্পবলে চাপিয়া ধরিবে; এবং নিম্নদিকে দ্রুতভাবে ঐ অঙ্গুলি আনয়ন করিবে। ৩।৪ মিনিট পরে আবার নেত্র উন্মীলন করিতে বলিবে। দুই মিনিট কাল এইরূপ আচরণে যদি ফল না পাও, তবে তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে লইয়া পরীক্ষা করিবে। কোনও মোহিষ্ণুকে প্রথমে দুই তিন মিনিটের অধিক কাল মুগ্ধাবস্থায় রাখিবে না। পরে সময় বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরুগ্নব্যক্তিকে কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তুর দিকে বা মোহন-বাটীর চক্ষুর প্রতি ২।১ মিনিট চাহিয়া থাকিতে বলিলে ফল পাওয়া যাইবে।

কালীকৃষ্ণ বাবুর মত।

২৬ক। "যাহাকে মুগ্ধ করিবে, তাহাকে সম্মুখে বসাও। দৃঢ়চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া থাক। তাহার মস্তকের উপর হইতে নাভি পর্য্যন্ত ন্যাস পরিচালন কর, এবং মুঠা বাঁধিয়া আবার হস্তদ্বয় মস্তকের উপর লইয়া যাও। সাবধান, হস্ত যেন তাহার শরীর স্পর্শ না করে"।

২৬খ। "অল্‌নার শীরা চাপিয়া (কুনুয়ের শীরা) ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেও অল্পক্ষণের মধ্যে সফল হওয়া যায়।

২৬গ। "মুগ্ধব্যক্তির নিদ্রা গাঢ় হইলে অন্য ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে দিবে না। মাথায় বাতাস দিবে, ও বিপরীতমুখী ন্যাস চালনা করিবে। নাসার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রুর মধ্য দিয়া বুক পর্য্যন্ত অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, জল মেস্‌মেরাইজ করিয়া মাথায়, চক্ষে ও মুখে দিবে।

২৬ঘ। "মেস্‌মেরিক শক্তি জন্মিলে, তখন ধুলা মেস্‌মেরাইজ করিয়া সর্পের গায়ে দিলে সর্প নড়িবে না। এতদ্দ্বারা নানাবিধ রোগ্ নিরাময় করা যায়। ধুলা পড়া, জলপড়া, সমস্তই এই প্রকার জানিবে।

২৭। বৈদেশিক ঘটনা।

প্রেততত্ত্ববিদ পণ্ডিত গ্যাসনার রোগীর সম্মুখে প্রথমে তাহার মানসিক ও দৈহিক অবস্থা সকল জিজ্ঞাসা করিতেন। ঐ কথার প্রসঙ্গে ভূতাবিষ্টের কোন্ দেবতার প্রতি বিশ্বাস আছে, তাহাও জানিয়া লইতেন। এইরূপ বিবরণ জিজ্ঞাসার পর, ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সেই দেবতার নাম লইয়া বলিতেন, "দেখ, অমুক দেবতার আদেশ আছে, আমি তাঁহার "বীজ মন্ত্র" দ্বারা তোমার পীড়া নিরাময় করিব। ঐ মন্ত্র দ্বারা আমি যখন শত শত উৎকট রোগ রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করিয়াছি, তখন তোমাকে নিরাময় করিব, এ আর কোন্ কথা? কিন্তু সাবধান, দেবতায় অবিশ্বাসী হইও না। দেবতায় যদি অবিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমি সেই মহামন্ত্র প্রয়োগ করিব না। কেননা, অবিশ্বাসীর প্রতি মন্ত্রপ্রয়োগ করিলে দেবতারা রুষ্ট হইয়া তোমার ত অনিষ্ট করিবেনই, আমাকে পর্য্যন্ত তাহার ফল

ভোগ করিতে হইবে ; অতএব তুমি বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ।” এইরূপ ভূমিকা করিলে সে ব্যক্তি বড়ই কাতর হইয়া আসিবে। তখন তাহাকে নেত্র নিমিলিত করিতে বলিয়া তৎপ্রতি তাড়িত শ্বাস পরিচালন করিতে থাকিবে। তাহা হইলে অচীরে দেখিবে, রোগী অৰ্দ্ধেক নিরাময় হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে দুই তিন, বা ততোধিক দিন প্রক্রিয়া করিবে এবং প্রত্যহ তাহার রোগ যে দেবতার কৃপায় উত্তরোত্তর নিরাময় হইয়া যাইতেছে, এই মৰ্ম্মে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিবে। ঐ বক্তৃতা সে যেন বেশ বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করে। ডাক্তার গ্যাসনার এই প্রণালী অবলম্বনে বিস্তর রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার কৃত-কার্য্যতার ভুরি ভুরি নিদর্শন পুস্তকবিশেষে বিবরণাদির সহিত লিপিবদ্ধ আছে। *

২৮। নিশিতে পাওয়া।

বারাসতের নিত্যনিরঞ্জন ঘোষকে নিশিতে পাইয়াছিল। সে এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় “যাই রে” বলিয়া দরজা খুলিয়া একটা শ্মশানে গিয়া বসিয়া ছিল। এক দিন বারা-সতের শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পুকুরে এক গলা-জলে গিয়া বসিয়া ছিল! এইরূপ করায়, তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট চিকিৎসার্থ পাঠাইয়া দেন। প্রথম দিন আসিবামাত্র কালাকৃষ্ণ বাবু জল মেস্‌মেরাইজ করিয়া তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলেন। কতক্ষণ পরে নিত্য বলিল, “গ্ল্যাসের জলে ছখানা হাত দেখা যাইতেছে।” কিছুক্ষণ পরে সে বাটির বাহিরে দৌড়িয়া গেল। ৪।৫ জন লোক তাহাকে পুনরায় ধরিয়া লইয়া গেলে দেখা গেল, তাহার

* Gassner, the Exorcist. Vide *Archir Eüer den thierischen magnetismus*, Vol, vii, 1820.

শরীর লোহার ন্যায় শক্ত, চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়াছে, চোয়াল বদ্ধ! চোয়ালে ৭।৮টা ন্যাস পরিচালন করিলে কথা কহিতে লাগিল। বলিল, "আমার নাম, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, নিবাস যশোহর। ৩০ বৎসর গত হইল, আমি ৫ হাজার টাকা লইয়া দেশে যাইতেছিলাম, পথে ৫।৬ জন লোকে বিষমাথান ষড়কা মারিয়া আমাকে মারিয়া ফেলে। এ কথা কেহ জানে না।" এদিন এই পর্য্যন্ত।

২৮ক। পর দিন নিত্যকে লইয়া আটর্নি বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে কালীকৃষ্ণ বাবু এক চক্র করেন। এই চক্রে মার্কিনদেশীয় পণ্ডিতবর অনরেবল ক্রুস্, মোরেণ কোম্পানীর ম্যানেজার মিউজন, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র এবং আর ও ১০।১৫ জন ভদ্রলোক ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে নিত্য চক্র হইতে উঠিয়া দৌড় দিল। আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াও ধরিতে পারিলাম না। শেষে ক্রুস্ সাহেবের অনুমতি মতে, ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিয়া কালী বাবু নিত্যকে দাঁড়াইতে বলিলেন। নিত্য একটা গাছের তলায় তখন নাচিতেছিল। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় চক্রে বসান গেল। তার পর জানা গেল, নিত্যের শরীরে যে আত্মার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, উহা একটি অসৎ আত্মা। বারাক্পুরের বড় রাস্তার ধারে একটা বটগাছে আশ্রয় লইয়া আছে। সেই দিন হইতে নিত্য এক জন বিখ্যাত মিডিয়ম্ হয়।

২৮খ। এক দিন মিষ্টর সি দত্তের বাটিতে চক্র করিলে, একটা পাগ্লীর মুক্তাত্মা এক খানা হাড় ও একটা পাঁঠার মাথা ও বিজাতীয় ভাষায় লিখিত এক খানা পত্র আনিয়া দেয়। আসিয়াই মিডিয়মের উপর অত্যাচার করিলে ভোলানাথের মুক্তাত্মা আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়।

২৮গ। ১৮৮১ সালের ২৬এ জুন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটিতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানবাদিগণের এক সভা হয়। নিত্য সে দিনও তথায় মিডিয়ম হইয়াছিল। চক্রে বসিবার অগ্রে মিউজন

সাহেব নিত্যকে মিস্‌মেরাইজ করিতে থাকেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই নিত্য চীৎকার করিয়া উঠে এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে, যে "আয়নার মধ্যে দুই জন যোগী দাঁড়াইয়া আছেন। অনেক ক্ষণ পরে নিত্য স্থির হইয়া শেষে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। হাত কাঁপিতে লাগিল, হাতে পেনশীল দিলে লিখিল, 'আমার নাম গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, জ্বররোগে প্রাণত্যাগ ঘটে।" এই মুক্তাত্মা যোগশাস্ত্রের অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগীদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল "জগতের শক্তির এক একটা নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী আছে। সাধকের সাধনা, যখন প্রাণ হইতে উঠিতে থাকে, তখন সেই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত যে প্রার্থনা, তাহারও আবার তখন শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়। এই শ্রেণী, আর পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী, এই উভয় শ্রেণীর যখন সম্মীলন হয়, তখন যে কোনও তৎস্থানীয় আত্মা চৌম্বকাকৃষ্টবৎ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অলমিতি বাহুল্যেণ।

শক্তিতত্ত্ব

MAGNETISM.

২৯ ভৌতিক তাড়িত—Organic magnetism. ভৌতিক তাড়িত, বস্তুটা কি, এ কথা প্রথমেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, ভূত পদার্থের যে তাড়িতিক শক্তি, তাহারই নাম ভৌতিক তাড়িত। জগৎ যথায় শক্তিময়, জগতস্থ তাবৎ তথায় শক্তিহীন হইতে পারে না। এই শক্তি দ্বিবিধ। এক, স্থূলজগতের উপাদান যে সকল জড় পদার্থ এবং ঐ জড় পদার্থের (স্থূলতঃ পঞ্চভূত) সংযোগবিয়োগ জাত যে সকল বিবিধ নামধারী বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল, ঐ সমস্ত ভূত সমষ্টির যে শক্তি, তাহার নাম ভৌতিক তাড়িতিক শক্তি; আর সূক্ষ্মজগতের উপদান যে সকল অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য মানসশক্তি, তাহার নাম জৈব-তাড়িতশক্তি।

প্রথমতঃ ভৌতিক তাড়িতের শক্তিই দেখা যাউক। ভূত সমষ্টির যে শক্তি, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যে ভৌতিক পদার্থ বায়ু, সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া এই বায়ু গর্ব্বস্থ জীব সকল বাঁচিয়া আছে, তাহাও ভৌতিক তাড়িত শক্তি; যে প্রাণহীন জড়সমষ্টি সূর্য্যদেব এই সৌরচক্রের গতি রক্ষার জন্য আপনি ঘুরিয়া খুণ, তাহাও ভৌতিক তাড়িত শক্তি; সুতরাং স্থূল জড়পদার্থের যে শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জড় পদার্থের তাড়িতশক্তির ক্রিয়া অসাধারণ! এ জগতের গতি আছে, সে গতি অন্য শক্তির সহায়তায় কতই অলৌকিক কার্য্য সাধিতে পারে! এই স্থির বায়ু—প্রাণ তৃষ্ণায় ত্রাহি ত্রাহি, পলক্ষণেই উঠিল ঝড়! গিরি উৎপাটিত—সমুদ্র জল ওতপ্রোত, বায়ুর শাসনে জীব সশঙ্কিত! আবার এই বায়ুতেই বেলুন উড়ে, ক ল

চলে—বাণিজ্যকার্য্যে জীব রক্ষা হয়। তাই বলি, ভৌতিক শক্তির গতি আছে। এ শক্তি স্বপ্রকৃতিতে যেমন গতিমন্ত, মানস-শক্তির সংবেশে এ গতির আরও তেমনি বৃদ্ধি। ইহাতে জগতের কার্য্যশীলতাও শত গুণে বৃদ্ধি পায়!—সংসারে অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়!—যে সকল অলৌকিক কার্য্য মানসশক্তির সংবেশে সিদ্ধ হয়, তাহা ভৌতিক তাড়িতের কার্য্য। ইহাই মৈস্মরতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ইত্যাদি বহুনামে নামিত।

৩০। মানস-তাড়িতশক্তিরও সুতরাং ক্রিয়াশীলতা ও গতি প্রভৃতি, অসাধারণ হইতেও অসাধারণ। কেন না, জড়শক্তি হইতে চৈতন্যশক্তি কত গুণে যে উচ্চ, অথবা চৈতন্যশক্তির তুলনায় জড়শক্তি যে কিছুই নয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝিয়া দেখা গিয়াছে। ভৌতিকশক্তি কিছুই নয়, যদি তাহাতে চৈতন্য শক্তির অধ্যাস না ঘটে। এই যে মৈস্মরতত্ত্বাদি, তাহা ঐ মানস শক্তিরই ক্রিয়া। গতিমন্ত মানসশক্তি ভৌতিকতাড়িতশক্তির প্রতি আরোপিত করিলেই মানসশক্তির প্রকৃতি অনুসারে অলৌকিক ও অলোকসাধারণ ক্রিয়া সকল সাধিতে পারা যায়। এমত স্থলে বোধ হয়, মৈস্মরতত্ত্বাদিতে অবিশ্বাস করিবার আর কোনও সঙ্গত কারণ নাই। যদি থাকে, তাহাও জানিবার বাসনা।

৩১। শক্তিক্রিয়ার শেষ হয়, মূলে। এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দিকে কোনও বস্তু সঞ্চালিত কর, সে গিয়া দাঁড়াইবে মূলে। মূল ব্যতীত ইহজগতের কিছুরই পরিণতি বা নিবৃত্তি নাই। মানসতাড়িতশক্তি গতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হয়, শরীরের শেষ প্রান্ত সকল হইতে। হস্তের সীমা অঙ্গুলী, পদের সীমা পদাঙ্গুলী, দেহের উর্দ্ধ দিকের সীমা কেশাগ্র, চক্ষুর শেষ সীমা—নেত্রগোলক; সুতরাং তাড়িত প্রবাহের সীমা ঐ অঙ্গুলী নেত্রাদি স্থান। তাড়িতের ঐ সীমার দিকেই গতি, সুতরাং শরীরস্থ তাড়িত অন্য কোনও বস্তুতে প্রয়োগ করিতে

হইলে, ঐ সকল স্থানের অগ্রভাগ হইতে প্রবাহিত হয় ; কেননা, ঐ দিকেই তাড়িতের প্রকৃত গতি প্রবাহিত করিয়া অভিষ্ট বস্তুতে সংন্যস্থ করিতে হয়। এ যুক্তি অবশ্য সাধারণ। এক্ষণে তাড়িতপ্রয়োগ প্রণালী ক্রমান্বয়ে এই পুস্তকে লিখিত হইতেছে।

এত কথা কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। এ জগতের অবিশ্বাসীরা কোনও কার্য্যেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কোনও বিষয়ে, হয় হাঁ, নয় না,থাকিলে সেই বিষয়ে চিত্তে সম্পূর্ণ আশক্তি ঘটে না, সুতরাং মনোযোগের অভাবে অভিষ্ট উদ্দেশ্য নষ্ট ত হয়ই, তা ছড়া, হয় ত মনে আপনার কর্ম্মক্ষুণ্ণতা আসিয়া বিবয়ক্ষুণ্ণতা উপস্থিত হওয়ায়, সর্ব্বকার্য্যেই অবিশ্বাস, বিষয়ের প্রতি উপহাস, এবং হৃদয়ের অনাশক্তি প্রভৃতি আসিয়া জুটে। তাই কয়েকটা সাধারণ যুক্তির কথা বলিতে হইল।

৩২। শক্তিসঞ্চালন

পূর্ব্বে বারম্বার প্রমাণিত হইয়াছে যে, জীবাত্মার এমন শক্তি আছে যে, সে শক্তি শুভ-ভাবাদির যোগে অলৌকিক কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারে। এই যে এক দেহে অন্য দেহীর শক্তি সংবেশ ও তদ্দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সকলের সংসাধন, ইহার নামই (Magnetism) শক্তিসঞ্চালন।

এখন সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমি যে শক্তির অধিকারী হইয়া যে কার্য্য সমাধা করিতে পারি না, আমার সেই শক্তিই পরকীয় দেহে চালিত করিলে, সেই সেই কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব সে শক্তি, সাধারণ শক্তি হইতে কিছু না কিছু বিশেষত্বযুক্ত। এই যে বিশেষত্বযুক্ত শক্তি, এ শক্তির উপাদান সকল ব্যক্তিরই আছে, কেবল বিকাশ ও পরিণতির অভাব নিবন্ধন, সেই বিমলিন শক্তিকে আমরা কোনও কার্য্যেই হাতে পাইতেছি না; নতুবা এ সংসারে অজ্ঞাত,

অপরিদৃষ্ট বা বিস্ময়ের বস্তু, কিই বা থাকিত? অথবা এসংসারে এমন ভাবেই বা কে বিচার করিতে বসিত? এই যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আমরা আজি পাঠকের সহিত পরিচয় করিতে যাইতেছি, ইহা তখন সর্ব্বজনেরই জ্ঞানসীমাবর্ত্তী থাকিত, সুতরাং পুস্তক লিখিবারই হয় ত আবশ্যক হইত না। *

৩৩। এমন যে লোকাতীত শক্তি, এ শক্তি কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়, এবং উহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ব কি না, তাহা একবার দেখা আবশ্যক। ঐ শক্তি দুইরূপে লাভ হয়। এক দৈহিক শক্তির পরিচালনে, অপর মানসিক শক্তির পরিচালনে। নিরবচ্ছিন্ন মানসশক্তির পরিচালনে মোহিষ্ণুর মানসিকশক্তি অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা দৃষ্টতঃ কোনও কার্য্য সমাধা হইতে পারে না। আবার কেবল শারীরিকশক্তির পরিচালনে মোহিষ্ণুর শরীরে দৈহিকশক্তির অসাধারণ উন্নতি ঘটিলেও তদ্দ্বারা কোনও মানসিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না; কিন্তু এই উভয়ের সমবায় শক্তিকে পরিচালন করিলে, দেহ ও মন উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধিহেতু, কি মানসিক কি শারীরিক, তজ্জাতীয় সকল প্রকার অলৌকিক ক্রিয়াই অনায়াসে নিষ্পন্ন হইতে পারে। †

৩৪। ব্যক্তিগত পারগতা। উদারচরিত্র, উৎসাহিতচিত্ত এবং সুদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তি মোহনকার্য্যে অতি শীঘ্র ফল লাভ

---

* সাধারণের একটি ভ্রম।

অনেকে Magnetism কে Mesmerism বলিয়া জানে। বাস্তবিক Magnetism ক্রিয়ার একটি প্রণালী Mesmer নামক এক ব্যক্তি আবিষ্কার করে। ঐ মেস্মারের আবিষ্কৃত প্রণালীটি মাত্রের নাম মেস্মেরিজম্। এই গ্রন্থে মেস্মারের তুল্য অনেক ব্যক্তিরই প্রণালী লিখিত আছে। ম্যাগনেটিস্‌ম্ মহীবৃক্ষ, মেস্মেরিজম্ উহার একটি প্রশাখা মাত্র।

† শক্তিসঞ্চালক শক্তিসঞ্চালনের পূর্ব্বে মিডিয়মের প্রতি তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস প্রয়োগ করিয়া দেখিবে। মিডিয়ম যদি তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে বুঝিবে, মোহিষ্ণু দৈহিকশক্তিতে মোহিত হইয়াছে। Vide Stray Notes on organic Magnetism—Medium and Day break, No 591.

করে। বিশেষতঃ তাড়িত প্রয়োগে পীড়াশান্তি বিষয়ে। ন্যাস, তাড়িতিক দণ্ড বা তাড়িতপ্রযুক্ত বস্তু সর্ব্বদাই রোগ নিরাময়ের পক্ষে যথেষ্ট।

৩৫। **নিষ্কাম ক্রিয়া (Red Magic)।** যে পবিত্র শক্তির বীজ মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান, সেই অন্তর্নিহিত শক্তির বহির্বিকাশ জন্য যে সাধনা, তাহার নাম নিষ্কাম ক্রিয়া। ভগবান গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের প্রতি যে মহাবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, মহামতি যিশু তাঁহার প্রিয়শিষ্য জন ও মথির প্রতি যে উপদেশ ঘোষণা করিয়াছিলেন, নিষ্কাম-যোগী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া যে উপদেশবাণী জীবের প্রতি উক্তি করিয়াছিলেন, অথবা পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রে যোগাদির লক্ষণ ও আচরণাদির সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ আছে, তাহারই অনুসরণ নিষ্কাম ক্রিয়া সাধনের যোগ্যতা লাভের উপায়। শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্যের অতীতে স্পৃহাশূন্যতা, মৎস্য, মাংস, সুরা, তামাক, আকরিক বস্তু সমূহ, পরিবর্জ্জন একান্ত আবশ্যক।

৩৬। **সকাম ক্রিয়া (White Magic)।** এই ক্রিয়া সাধনের পূর্ব্বে, পূর্ব্বোল্লিখিত নিষ্কাম ক্রিয়ার ন্যায় আপনাকে পরিচালিত করিতে হয়। তবে নিষ্কাম ক্রিয়া ইহজগতের কোনও সংশ্রব রাখে না; উহা কেবল পরকালের উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়; আর সকামক্রিয়া ঐহিক সুখসম্পদের জন্যই প্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা বলাই বাহুল্য, এসংসারে কেহই একেবারে নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারে না।

৩৭। **বিভূতি ক্রিয়া—(Black Magic)।** ইহাদ্বারা ইহসংসারে ধনলাভ, নানাবিধ কৌতুক প্রদর্শন, ভূতনামান, নিশাভ্রমণ ইত্যাদি সমাধা হয়। এসকল ক্রিয়া নির্লোভে পরিবর্জ্জন করাই প্রশস্ত।

৩৮। **তাড়িত শক্তির স্ফূর্ত্তি।** সুস্থদেহ, সবল মন, পরিষ্কার বুদ্ধি যাহাদের, এবং সুরা, তামাক, মৎস্য, মাংস এবং

পীড়াদায়ক উদ্ভিজ্জাদি ব্যবহারে যাহারা বীতশ্রদ্ধ, তাহাদিগেরই এ শক্তি অতি সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এ সকল কার্য্যে শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শরীর একটু অসুস্থ হইলে স্নান আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সর্দ্দী বোধ হইলে গরম জলে বিশ তিরিশ মিনিট পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিবে। যাহারা নেশার বশ, তাহারা কাফি ব্যবস্থা করিলেই নেশার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। প্রথম শিক্ষা-কালে, মনুষ্যের প্রতি মোহিনীশক্তি পরিচালন না করিয়া, অন্যান্য জন্তু লইয়া পরীক্ষা করিবে। বিড়াল ও কুকুর, ইহা-দিগের দেহে তাড়িতশক্তি অত্যন্ত অধিক। আত্মদেহে কতক পরিমাণে তাড়িতশক্তি সঞ্চয় না করিয়া, ইহাদিগকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিও না।

৩৯। তাড়িতিক স্থিরদৃষ্টি। (Magnetic Gaze) পূর্ব্বে লিখিয়াছি, নেত্রপথে তাড়িতপ্রবাহ পরিচালিত হয়। অত-এব, দৃষ্টিস্থির করিতে অভ্যাস করিবে। যখন দেখিবে, অর্দ্ধ-ঘণ্টা কাল তুমি কোনও এক বস্তুর প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পার, তখন যে কেহ তোমার দৃষ্টিতে দৃষ্টিস্থাপন করি-লেই মোহিত হইয়া যাইবে। সর্ব্বপ্রথমে কোনও নির্জ্জন ঘরে সরল হইয়া বসিলেই দেওয়ালের যে স্থানে দৃষ্টির সমসূত্রপাত হয়, সেই স্থানে একখানি দর্পণ ঝুলাইয়া তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। নিকটে ঘড়ি থাকিলে কোন্ দিন তোমার এই ক্রিয়ার কি পরিমাণে উন্নতি হইতেছে, তাহা লিখিয়া রাখিলে জানিতে পারিবে। প্রতি দিন অভাব পক্ষে আধ ঘণ্টা কালও এই ক্রিয়ার জন্য ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। প্রভাতই এই ক্রিয়া অনুশীলনের পক্ষ উত্তম।

৪০। মুখ্য ও গৌণচক্ষু (Positive And Negative)। চক্ষু দ্বারা বিমোহিত, আয়ত্ত ও মুগ্ধ করা যায়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে দৃষ্টি দ্বারা বিমোহিত, আয়ত্ত ও মুগ্ধ

করা যায়, তাহাকে মুখ্যদৃষ্টি; আর যে চক্ষু বিমোহিত, আয়ত্ত ও মুগ্ধ হয়, তাহাকে গৌণচক্ষু বলে। ইহা দ্বারা ইহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হয় যে, তুমি যদি মোহনকারী হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মুখ্যদৃষ্টি লাভ করিতে হইবে, এবং অন্যের দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

৪১। তাড়িতিক স্থিরদৃষ্টি সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য শারীরবিধানশাস্ত্র বলে যে, এই প্রক্রিয়ায় চক্ষুস্নায়ু বলযুক্ত হয়, এবং মস্তিষ্কের তাবৎ রোগ শান্তি হয়। মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত রমণিগণের এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে মূর্চ্ছা হইতে অব্যাহতি এবং ক্রমে এতাদৃশ তাবৎ রোগ এবং তাহার উপদ্রবের সহিত নষ্ট হইতে দেখা যায়।

৪২। স্থিরদৃষ্টি প্রসরণ কালে তোমার ইচ্ছা ও অধ্যবসায় কোনও রূপে যেন খুন্নতা প্রাপ্ত না হয়। এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে মুখগহ্বর সংরুদ্ধ রাখিবে, এবং নাসাপথে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে থাকিবে।

৪৩। মস্তিষ্ক-চিত্র কল্পনার উপায়। (The method of projecting Brain-pictures.)। আমি এক্ষণে মানসিক কল্পনায় মস্তিষ্কচিত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। এতদ্দ্বারা তোমার আত্মস্বাধীন ব্যক্তির মনোভাব তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। কোনও কোনও ব্যক্তির স্বভাবতই এই শক্তি জন্মে। ইহাকেই "মনশ্চক্ষুতে বস্তুদর্শন" বলে। মস্তিষ্কচিত্রে যে চিত্র সময়ে একবার সমুদিত হইয়াছিল, ইহাদ্বারা তাহারই পুনরাবির্ভাব হয়। অবস্থাচক্রে যদিও মানব তাহার বিষয় বিস্মৃতিতে ডুবাইয়া ফেলে, তথাচ ঘটনাচক্রে উহা তাহাদিগের স্মৃতিপথে পুনরায় আরূঢ় হইয়া থাকে! তখন তাহাদিগের নষ্টস্মৃতি পুনরায় জাগিয়া উঠে। মোহনকারী প্রথমে এই শক্তির অনুশীলন করিবে। যখন রজনী গাঢ় ও অন্ধকার হইয়া আইসে, শরীর যখন শয্যায় পাতিত হয়, মস্তিষ্ক যখন অনন্তকর্ম্ম ও

অনন্যচিত্ত হয়, সেই সময়ই এই স্ফূর্ত্তি অনুশীলনের উপযোগী। কোনও নির্দ্দিষ্ট দৃশ্য স্মৃতিপথে আনিতে হইলে, (যেমন তোমার কর্ম্মস্থান, ধর্ম্মমন্দির, পরিবারবর্গ, সূর্য্য, গৃহ ইত্যাদি) তাহার বিষয় তাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যালোচনা করিবে। অতঃপর কোনও বিশেষ বিষয় একক ভাবে দর্শন করিবে। পূর্ব্বে যেমন অতি পরিচিত চিত্র সকল চিন্তা করিতে, তদ্রূপ পরিমাণ অনুসারে, দূর দূরতম বিষয় সকল স্বভাবতই তোমার স্মৃতিপথে আসিতে থাকিবে, যত শীঘ্র শীঘ্র তুমি তাহাদিগকে মানসিক দৃশ্যপটে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর, বিভিন্ন দৃশ্য সংপৃক্ত দুঃখ বা সুখজনক দৃশ্যের অনুভূতি, তাহাদের সকল ঐশ্বর্য্যের সহিত তোমার বহুদর্শনের সীমায় আসিয়া পড়িবে। তখন প্রত্যেক চিন্তা, তোমার মানসিক দৃশ্যপটের অনুরূপতায় গঠিত হইতে থাকিবে। স্থিরদর্শন ক্রিয়ার অনুশীলনে, এবং মনস্তত্ত্বদর্শনের গভীর অধ্যয়নে, তুমি অন্য অপেক্ষা এমন সামর্থ লাভ করিবে, যাহা কেবল পবিত্র "ইচ্ছা-শক্তি" দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতে পারে। ছেলেরা এইরূপ একটি খেলা করে, তাহার নাম "চিন্তা ও অনুভব"। (Thinking and Guemsing) একটি বালক ঘরের বাহিরে গমন করে, এবং গৃহমধ্যস্থ বালকগণ কোনও বিষয় চিন্তা করিতে থাকে। মনে কর, তাহারা চিন্তা করিয়া স্থির করিল; পনির। বাহিরের বালক ভিতরে আসিয়া সকলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল, কোনও কথা বলিল না এবং অন্যকেও বলিতে দিল না; কেবল চিন্তা করিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে বিশেষরূপে দৃঢ়তার সহিত চিন্তা করিতে প্রতিশ্রুত হইল, তৎপরে অনুভবকারীর জিহ্বা উচ্চারণ করিল, পনির। যদি জিজ্ঞাসা কর, অনুভবকারী বলিবে, সে যেন পনিরের গন্ধ অনুভব করিয়াছিল, পরে আস্বাদন, এবং সর্ব্বশেষে সে যেন "পনির" এই শব্দটি শুনিতে পাইয়াছে। সহানুভূতি দ্বারা এইরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে কথোপকথন—মানস-

চিন্তার কল্পনা, নিয়তই আমাদিগের মধ্যে চলিতেছে; আমার কি তাহা বুঝিতে পারি! অনুশীলন কর, তখন তুমি প্রত্যেক ইচ্ছা, অনুভাবকর্তা ও দর্শন এবং শ্রবণজ্ঞান বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার বাল্যজীবনের যে সকল মধুময় ঘটনা এখন তোমার স্মৃতির বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে, তোমার হৃদয়ের কত সুখস্বপ্ন কোনও অজ্ঞাত অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাও এই লোক চিত্তজ্ঞান (Thought Reading Sensitive) অনায়াসে তোমাকে বলিয়া দিবে। এইরূপে লোক-জগতের অতি প্রাচীনতম চিত্র সকলও অধ্যয়ন করিতে পারা যায়।

এই সকল বিষয়ে একটি বিশেষ শক্তিমত্ত্বা (spirituality) বর্ত্তমান আছে। যাহারা ঐ শক্তি সাধনাবলে স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিয়াছে, তাহারাই এই শক্তির মহিমা জানিতে পারে। এই যে মহিমান্বিত শক্তি, উহা যথার্থ মোহনকারীরই গুপ্ত ও সত্য সম্পত্তি। মানবজাতিকে উজ্জীবিত বা প্রণোদিত করিবার জন্য অনেক অবিবেকী বক্তা বক্তৃতালয়ে, বা অনেক স্থানে ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বকীয় বিবেকহীনতা নিবন্ধন সর্ব্ব স্থানে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন না।

৪৪। কিরূপে সহানুভূতি দ্বারা বশীভূত করিতে হয় (How to control by sympathy)। এক্ষণে সহানুভূতি দ্বারা লোককে আয়ত্তকরণের যে শক্তি, তাহার অনুশীলন বিষয়ে বর্ণন করিব। প্রথম, ন্যাস পরিচালন কালে তুমি আপনা আপনি কোনও হাস্য বা শোকজনক ব্যাপার মনে মনে অনুভব করিবে, এবং চিত্তে উক্ত প্রকার ভাবাবেশ করাইয়া পরিশেষে মিডিয়মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। তখন মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত রাখিবে যে, মুগ্ধোন্মুখকে তুমি হাস্য দ্বারা আয়ত্ত করিবে। প্রতি মুহূর্ত্ত সে হাস্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা, দেখিবে। অতঃপর তুমি বলিবে "কি, যদি আমি তোমার

অঙ্গুলি ধারণ করি, তুমি হাসিবেই হাসিবে।" এই সামান্য উক্তিতে তাহার প্রতিবাদপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, এবং যদি সে প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত্বাধীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি যতক্ষণ তাহার অঙ্গুলি ধারণ করিবে, ততক্ষণই হাসিতে থাকিবে। অতঃপর তুমি তাহাকে সরবৎ, কি চা, বা জল পান করিতে দিবে। যখনই তুমি পান পাত্র মুখে তুলিবে, তখনই সেও পান পাত্র মুখে তুলিবে। তখন তুমি যেমন তাহার অঙ্গুলি ধারণ করিবে, অমনি সে ততই হাস্য করিতে থাকিবে। সে কখনই জলপান করিতে পারিবে না। যখনই সে পান করিতে যাইবে, তখনই তুমি হুকুম তামিলের স্বরে দৃঢ়ভাবে বলিবে "তুমি কখনই পান করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি।" তুমি এই বলিয়া নিজেও হাস্য করিবে, এবং সংক্রমণ ন্যাস পরিচালন করিবে। এইরূপ ক্রিয়াকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। কোনও কিছু তাড়াতাড়ি করিবে না। ইহার সামান্যমাত্র ব্যতিক্রমে মনোগত কল্পনার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। মোহ ত্যাগ করাইবার পর, সামান্য উক্তি প্রয়োগ করিবে, "আমি তোমাকে এখন বলিতেছি যে, তুমি আর এখন মোহাবিষ্ট নও, তুমি এখন সুস্থ।" এই কথা বলিবার সময় বিপরীতমুখীন্যাস (Reverse pass) পরিচালন করিবে। তুমি তাহাকে এইটি বিবেচনা করাইবে যে, তুমি এমন শক্তিশালী হইয়াছ যে, যাহার পরিচালনে তাহাকে বাধ্য হইয়া এই অবস্থা লাভ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ করিলে অর্থাৎ এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিলে, ভবিষ্যতে সে অতি সত্বরই তোমার আয়ত্ত্বাধীন হইয়া পড়িবে।

৪৫। স্বভাবতঃই যাহারা স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এই সকল কার্য্যে মোহাতাহারাই অতি সহজে মোহাবিষ্ট হইয়া পড়ে। সহানুভূতিগত বিষ্টতা ইহা অপেক্ষাও উচ্চ অঙ্গের বটে, কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা লাভ করিতে অধিকতর যোগ্যতার প্রয়োজন।

জৈব-তাড়িৎ

ANIMAL MAGNETISM.

৪৬। kluges' views.—জৈবতাড়িৎ বিষয়ে ক্লুগ এক জন প্রথিতনামা ব্যক্তি। তিনি বলেন "ব্যক্তিমাত্রেরই বিমোহন করিবার শক্তি নাই, এবং যাহাদিগের ঐ শক্তি আছে, তাহারাও লোক হিতার্থ তাহা প্রয়োগ করিতে সক্ষম নহে। মোহনকরণের শক্তি লাভ করিতে হইলে, এমত কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক গুণের প্রয়োজন, যাহা অর্জ্জন করিবার নহে; উহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রকৃতির পুরস্কার স্বরূপ সহস্রধারে বর্ষিত হইয়া থাকে।

৪৭। তাড়িৎ পরিচালকের বয়স পঞ্চবিংশ হইতে পঞ্চাশতের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। কেন না, ঐ বয়সের পর দৈহিকশক্তির হ্রাস হইতে থাকায় তৎকালিক তাড়িৎ প্রয়োগে প্রয়োগকর্ত্তার মানসিক ও দৈহিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

৪৮। মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেও পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ও সবল মানসিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। মলিন ও বিপথগামী চিত্ত, ইহজীবনে স্বতঃই অসৎকে টানিয়া আনে। উহার উচ্চবিষয়ের অস্তিত্ব ধারণা করিবারই বা শক্তি কোথায়? যে যাহা ধারণা করিতে পারে না, সে তাহা বিশ্বাস করে না; যে যাহা বিশ্বাস করে না, সে বিষয়ে তাহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না; একাগ্রতা না জন্মিলে কার্য্য সমাধা হয় না, সুতরাং মলিন ও কুপথগামীচিত্ত যাহার, সে কখনই অপরকে বিমোহিত করিবার শক্তি রাখে না। এইজন্য এই 'মহোচ্চ পদবী লাভ' করিবার পূর্ব্বে, নিজের তৎপদবী লাভোপযোগিণী শক্তি আছে কিনা, তাহা বিশেষ প্রকারে অনুসন্ধান লওয়া কি আবশ্যক নয়?

৪৯। Huflands Views—হুফলাণ্ডের মত।

"মোহনকারীর প্রধান গুণ, সুস্থ সবল দেহ ও নৈতিক পবিত্রতা। কল্পনা ও অনুভব-শক্তি এরূপ ভাবে তাড়িত-শক্তির সহিত মিশ্রিত হইবে যে, তাহা হইতে কোনও অসৎ ধারণা যেন কোনও মতে না আইসে। অবিচলিত চিত্ত, ধীর, সংযত-ইন্দ্রিয় এবং দয়া স্নেহাদি সম্পন্ন ব্যক্তি, কি চেতনে, কি অচেতনে, কি জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে লোকসাধারণকে বিমোহিত করিতে পারে। গুণের রাজ্যে—গুণের অখণ্ড পুরস্কারদাতা বিধাতার রাজ্যে ইহ পরকালে— জ্ঞানে অজ্ঞানে গুণের পুরস্কার সর্ব্বত্র।

৫০। শক্তির ব্যবহার।—স্বভাবের দিব্য দণ্ড হস্তদ্বয়কে (Natural Magical wands) কিরূপে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হয়, করদ্বয়ের তাড়িতিক শক্তি কিরূপে বর্দ্ধিত এবং কিরূপেই বা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

অদৃশ্যদর্শী মোহনকারীর আদেশ অনুসারে মোহিষ্ণু সেই অদৃশ্য বিষয় দর্শন করিতে সমর্থ হয়, হস্তকৃত শক্তি চালনায়; অতএব হস্তই প্রকৃতির দিব্যদণ্ড। এই প্রাকৃতিক দণ্ড সকল বিভিন্ন কর্ম্মপথে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, অভিপ্রায় ও প্রয়োজন অনুসারে। মোহনকারীর কোনও ব্যক্তির প্রতি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে যে তাড়িতিক কর চালনা, তাহাকে ন্যাস বা মুদ্রা বলে। * শিক্ষার সুবিধার জন্য এক এক প্রকার ন্যাসের

* হিন্দুকে ন্যাস প্রকরণ বা মুদ্রা প্রকরণ শিখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। দশবার গায়ত্রী জপিতেও যে ন্যাসের প্রয়োজন, শৌচ প্রস্রাবে যে ন্যাসের প্রয়োজন, সে ন্যাস বিষয়টা যে কি, তাহা হিন্দুর জানিবার নহে। হিন্দুর উহা নিত্য পরিচিত। যোগশাস্ত্রাদিতে যে সকল মুদ্রার প্রসঙ্গ আছে, যে মুদ্রার অনুশীলনে যোগবিদ্যায় সিদ্ধি, ইংরাজের এই পাস বা ন্যাস কি মুদ্রা, যে নামেই বল না কেন, উহাও তাহাই। তোমার খেচরী মুদ্রা, ইংরাজের তাহা ট্রানেশবার্শ পাস। বিষয়টা যখন এক, তখন বিশ্বাসটা দুইভাগ করিয়া বিলাতী যোগের দিকে একভাগ ফেলিয়া রাখিতে আপত্তিটা কি, বুঝিতে পারি না।

পরিচালন ও উদ্দেশ্যের তারতম্যে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। তাড়িত কখনও এক অবস্থায় একস্থানে থাকে না। অথবা শক্তি যে, তাহার একস্থানে আবদ্ধ হইবার কথাই বা কি? এই জন্য ন্যাস প্রয়োগে উহাদিগকে একত্রিত, চালিত, সংযত ও বিস্তৃত এবং অন্যের সহিত সংযোগে সমর্থ হওয়া যায়। এই সামর্থ জন্মে, ন্যাস পরিচালনের অনুশীলনে। অতএব কোন্ কার্য্যের জন্য কি প্রকার ন্যাস পরিচালন করা আবশ্যক, এবং তাহার প্রক্রিয়াই বা কি, তাহা পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইতেছে।

ন্যাস প্রকরণ

PASSES.

শিক্ষার্থী প্রথমে তাড়িতাকর্ষণ ও তাড়িত-সংহরণ ক্রিয়াশক্তির বিষয় ধারণা করিবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাড়িত-তরঙ্গ নমিত হইয়া থাকে। উপর হইতে যদি তোমার হস্ত নিম্নদিকে চালনা কর, তুমি ঐ তরঙ্গ নিম্নে আনিতে সক্ষম হইবে, এবং তোমার ইচ্ছানুরূপ প্রদেশে অনায়াসে প্রয়োগ করিতে পারিবে। তোমার করতল ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সঞ্চালনে তাড়িত মোহনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, আর করতলের বিপরীত দিক দ্বারা তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য স্মরণ রাখ, তোমার তাবৎ তাড়িতিক ন্যাস প্রয়োগে মোহিষ্ণুর দিকে করতল রাখিয়া কার্য্য করিবে, এবং তাড়িত সংহরণ কালে করতল বিপরীত দিকে রক্ষা করিবে।

৫১। লম্বিত (তাড়িত) ন্যাস। Longitudinal passes। ইহা লম্বিত ভাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে। যাহাকে মুগ্ধ করিতে হইবে, তাহার বাহুমূল হইতে মোহনকারী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সকল, দেহের উপর দিয়া টানিয়া আনিবে। *

৫২। অতি প্রসর্পিত (তাড়িত) ন্যাস। Transverse passes. ইহা বক্র ভাবে অর্থাৎ এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধ পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতে হয়। Right Transverse pass

* এই ন্যাস প্রয়োগকালে অপার ইণ্ডিয়ান শক্তিধরেরা চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা হস্তে গ্রহণ করেন এবং মোহিষ্ণুর শরীরের উপরে উহা ন্যাসের ন্যায় প্রয়োগ করেন, পরন্তু উহা সিদ্ধির আনুসঙ্গী ও মোহিষ্ণুর মনোরঞ্জক মাত্র।— ইহার ফরাসী নাম passes aux grands courrants. আমাদের পল্লিবাসীরা, এবং আসাম ও upper India বাসীরা ইহাকে ঝাড়াফুঁকা (Jar-phoonk) বলে।

অর্থাৎ দক্ষিণদিকবাহী অতি প্রসর্পিত ন্যাস, ইহা ক্রিয়াকারীর দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে এবং Left Transverse pass অর্থাৎ বাম-অতিপ্রসর্পিত ন্যাস তদন্ততরে প্রয়োগ করিতে হয়।

৫৩। বিপরীতমুখী বা তাড়িত সংহারিণী ন্যাস। Reverse passes or De-magnetising passes. ইহার উদ্দেশ্য, তাড়িতিক ক্রিয়ার শক্তি সংহার অর্থাৎ মোহিষ্ণু ব্যক্তির মোহ নিরসন।

৫৪। স্থানগত তাড়িতিক ন্যাস। Local or Topical passes. ইহা মোহিষ্ণুর স্থানগত প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। যেমন হস্ত, বুক, চরণ ইত্যাদি। Dr. Esdaile বলেন "আসামীদিগের মধ্যে স্থানগত অভিধা অনুসারে ইহা নানা নামে নামিত হয়। যেমন মস্তকের পীড়া নিবারণের জন্য যে ন্যাস প্রয়োগ হয়, তাহার নাম মিতাপন (metapon) ইত্যাদি।

৫৫। ঘর্ষণ, Frictions। ইহা ন্যাসের পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন Longitudinal frictions, লম্বিত ঘর্ষণ ইত্যাদি।

৫৬। তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস। Drawing passes. ইহা দ্বারা মোহিষ্ণু ব্যক্তি মোহনকারীর দিকে আকৃষ্ট ও অনুগত হয়।

৫৭। তাড়িত বিপ্রকর্ষণ ন্যাস। Repelling passes, ইহা তাড়িতাকর্ষণ ন্যাসের বিপরীত এবং উহা বিপরীত ক্রিয়াতেই অর্থাৎ তাড়িত তাড়নায় ব্যবহৃত হয়।

৫৮। অপরোক্ষ তাড়িত ন্যাস। Direct passes. ইহা মোহিষ্ণুর দিকে সরল ভাবে ব্যবহৃত হয়। মোহিষ্ণুর দেহ সত্বর তাড়িতশক্তি পূর্ণ করিতে এই ন্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৫৯। মুখ্য তাড়িত ন্যাস। Head passes. ইহা মোহিষ্ণুর শিরোদেশে প্রযুক্ত হয়।

৬০। সংক্রমণ ন্যাস। Communicatory passes. ইহা মানসিক কল্পনার সুবিধার জন্য ও পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ী

মোহিস্কুকে পরিচালিত করিতে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

৬১। **উৎক্ষিপ্ত তাড়িত ন্যাস।** Lifting passes. যখন মোহিস্কুর চরণ বা শরীর উৎক্ষিপ্ত করিতে প্রয়োজন হয়, এই ন্যাস তখনই ব্যবহৃত হয়। পরিচালকের ইচ্ছাশক্তির অনুকূলতা সম্পাদন জন্যও এই ন্যাস আবশ্যক হয়।

৬২। **নিরুজক তাড়িত ন্যাস।** Curative passes. ইহা তাড়িতশক্তির বেগোপসম এবং লম্বিত ও অতিপ্রসর্পিতাদি ন্যাসের দৃঢ়তা সংরক্ষণ কালে প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক ন্যাস দৃঢ় ও কার্য্যকরি করিতে হইলে, প্রত্যেক ন্যাস পরিচালনের পর হস্ত ঝাড়িয়া লইবে, এবং তখন উহা হাল্কা বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষ ধীরভাবে এই ন্যাস নিত্য নিত্য অনুশীলন করিবে; কেন না, তাড়িত পরিচালনের পূর্ব্বেই এই সকল শিক্ষা করা আবশ্যক।

স্মৃতি আবশ্যক

এতদ্বর্ণিত উপদেশ স্মরণ রাখিবে। এই পুস্তকের প্রয়োজনীয় অংশ সকল আবশ্যক মত দেখিবার জন্য চিহ্ন দিয়া রাখিবে। যদি কোনও দুর্নিমিত্ত ঘটে, তজ্জন্য বিচলিত হইও না। হয় ত আপনা হইতেই তাহার উপায় পাইবে; না হয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের নিকট লিখিয়া জানিবে।

৬৩। **তাড়িতিক, লম্বিত, অতি প্রসর্পিত ও স্থানগত ন্যাস অনুশীলন, প্রায়ই এক প্রকার।**—উহাদিগকে এইরূপে অনুশীলন করিবে। এক খানি পুস্তক তোমার সম্মুখে—টেবি-লের উপর রাখ, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন কর; স্মরণ রাখ যে, উহা বায়ব্য শক্তি (Spirit Vapour) বা তরল শক্তিতে পূর্ণ। তোমার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে ঐ প্রকার তরল পদার্থ

ঐ পুস্তকে নিক্ষেপ কর। যখন পুস্তকের উপর হস্ত আনয়ন করিবে, তখন হস্ত যেন ঈষৎ বদ্ধ থাকে। হস্ত এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকিবে, যেন মুষ্টি অপেক্ষা বৃহৎ গোলক ধারণ করিলে যেরূপ অবস্থা হয়, করতল তদ্রূপ বদ্ধ করিবে; পুনরায় পুস্তকের উপর হস্ত আনিয়া আবার উহাতে ঐ তরল শক্তি নিক্ষেপ কর এবং হস্ত ঐ পুস্তকের নিম্নে আনিয়া ঐ তরল পদার্থ পুস্তকের লম্ব দিকে ছড়াইয়া দাও। এইরূপে বামে দক্ষিণে উভয় হস্তে, একখানি (sopa) সোফার উপর তাড়িত শক্তি পরিচালন করিবে। এইরূপ নিত্য কয়েক শত ন্যাস প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত বিনা কষ্টে এক ঘণ্টা কাল এইরূপ ন্যাস পরিচালন করিতে না পার, সে পর্য্যন্ত নিত্য ন্যাস ক্রিয়ায় প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। অনুশীলন কালে কখনও ধীরে এবং কখনও দ্রুত ভাবে ন্যাস পরিচালন করিবে। একটি একটি ন্যাস কতবার পরিচালন করিবে, তাহার একটা স্থির সংখ্যা স্থির

৬৪। নিরুজক ন্যাস। Curative passes. নিরুজক ন্যাস পরিচালনের প্রণালী সকলই পূর্ব্ববৎ; কেবল প্রভেদের মধ্যে, প্রত্যেক ন্যাস পরিচালনের পর তোমার হস্ত ঝাড়িয়া লইবে। যেমন হাতে জল লাগিলে ঝাড়িয়া লইতে হয়, তদ্রূপ ভাবে ঝাড়িয়া লইবে। প্রতি ন্যাসের শেষে ঐ তরল বস্তু তোমার হাতে আইসে, এবং যে স্থান হইতে তুমি ন্যাস পরিচালন করিয়াছিলে, পুনরায় যদি সেই স্থানে হস্ত আনয়ন কর, তাহা হইলে তোমার হস্তগত সেই পদার্থ না ঝাড়িয়া ফেলিবার গতিকে, আবার যথাস্থানে আসিবে ও অত্যধিক যন্ত্রণা দিবে। বিবি হণ্ট বলেন, "আমি ন্যাস প্রয়োগে গোড়া লোকদের মাথাধরা আরাম করিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিয়া পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত করিবার জন্য হস্ত বন্ধ করিয়া আরোগ্যের পর আবার উহা প্রয়োগ করত মাথাধরায় আক্রান্ত

করিয়াছি; এবং জৈবতাড়িতের অস্তিত্বের বিষয় স্বীকার করাইয়া লইয়া, শেষে মুক্তহস্তে ন্যাস প্রয়োগে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলে, এই প্রণালীতে একজনের মাথাধরা আকর্ষণ করিয়া তাড়িত ন্যাস প্রয়োগে আরাম করিতে পার, আবার ন্যাস পরিচালন কালে করতল বন্ধ রাখিয়া—পরে অন্য এক জন অবিশ্বাসীর মস্তকেও ঐ পীড়া সঞ্চারিত করিতে পার।” রোগ নিরাময় কল্পে প্রত্যেক ন্যাসের পর করতল ঝাড়িবার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যৎকালে ঐ মাথাধরার কারণ-বস্তু আমার হস্তে আইসে এবং তদ্দ্বারা আমার হস্ত অবশ, ঝিন্ ঝিনে, বেদনা বা স্ফীত অনুভূত হয়, এদিকে তখনও রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই, তখন ঐ কারণ-বস্তু দূরীভূত করিবার জন্য হস্ত ঝাড়ার আবশ্যক হয়। তাড়িতিক লম্বিত ন্যাস, অস্ত্র চিকিৎসায় ও দুর্ব্বলতা ইত্যাদিতে মুগ্ধকালের দীর্ঘতা সম্পাদনের জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। স্মরণ রাখিও, যে ন্যাসের দ্বারা যে ফল উপ্ত হয়, তাহা তোমার ইচ্ছাধীন।

৬৫। এই সকল ন্যাসে তুমি সিদ্ধহস্ত হইলে পর, এবং তদ্বারা পীড়া উপসমের ক্ষমতা জন্মিলে পর, বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে পরীক্ষা করিতে থাকিবে। অধ্যাপক গ্রেগরী তাঁহার ‘জান্তব-চৌম্বক-শক্তি’ (Animal Magnetism) নামক পুস্তকে এই বলিয়া মত প্রকাশ করেন যে, “যদি তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের পরিচালন, এমন ভাবে অন্য কতকগুলি লোকের হস্তের উপর অভ্যাস কর যে, তোমার অঙ্গুলী তাহাদের হস্ত স্পর্শ না করে; অধিক দূরেও না, নিকটেও না, এমন ভাবে ঐ পরিচালন যদি কব্জা হইতে নিম্নমুখ হয়, করতল উপর মুখে থাকে, যদি অঙ্গুলী সকল হয় পাশাপাশী অথবা এক অন্যের অনুগামী রূপে পরিচালিত হয়, ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ এই ন্যাস বহুবার পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেখিবে যে,

তন্মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি বিশেষ কিছু অনুভব করিতেছে; কিন্তু এই অনুভাবকতা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি একই রূপ অনুভূত হইবে, এমন কোনও কথা নাই। কেহ অতি সামান্য উষ্ণতা, কেহ বা অতি অল্প সৈত্যতা, কেহ জ্বরবৎ, কেহ ঝিন্ ঝিন্ বৎ, এবং কেহ বা অবসন্নতা অনুভব করিবে। চিত্ত-চাঞ্চল্যতা বশতঃ এই সকল ক্রিয়া এরূপ সূক্ষ্মভাবে অনুভূত হয় যে, পরিশেষে এই সকল ক্রিয়া উপলব্ধি করা একান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা এসম্বন্ধে বিশেষ রূপে চেষ্টা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।"

৬৬। তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া। কোনও জীবজন্তুর প্রতি তাড়িত ক্রিয়া পরিচালনের পূর্ব্বে, তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া উত্তম-রূপে শিক্ষা করিবে। তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া নিম্নলিখিত রূপে শিক্ষা করিবে, যথা;—টেবিলের উপর একখানি পুস্তক রাখ, পুস্তকের শেষ ধারে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থাপন করিবে এবং তোমার করতল তোমার দিকে রাখিবে। এই অবস্থায় তোমার হস্ত ঐ পুস্তকের উপর পরিচালন (পরিমার্জ্জন) করিতে থাকিবে। এই গতি ক্রিয়া, বিপরীত মুখী ন্যাস এবং এতদ্বারা তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া তোমার বামহস্তের দ্বারাও অনুশীলন করিবে, এবং ক্রমে দুই হস্তেই সোফা, দেওয়াল, কেদারা প্রভৃতির উপর অভ্যাস করিবে। অতঃপর, ক্রমান্বয়ে তাড়িত আকর্ষণ ন্যাস ও তাড়িত সংহরণ ন্যাস অভ্যাস করিবে; লম্বিত ও অতি প্রসর্পিত ন্যাসও অভ্যাস করিবে, কেন না প্রত্যেক ন্যাসে তোমার যে শক্তি আরোপিত হইবে, তাহা দৃঢ় ও স্থায়ী করিবে কে? তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস যখন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবে, তখন তাড়িত সংহরণ বা বিপরীতমুখী ন্যাস অভ্যাস করিবে না এবং তাড়িতসংহরণ ন্যাসের অব্যবহিত পরেই তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস পরিচালন করিবে না।

৬৭। তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস, দৃষ্টি স্থিরীকরণ কালে অভ্যাস করিবে। দর্পণ (cheval glass) প্রতিবিম্বিত তোমার আপন চক্ষুই দৃষ্টিস্থিরকরণ কার্য্যে প্রধান সহকারী। মনে করিবে, দর্পণ প্রতিবিম্বিত চিত্রই তোমার মোহিষ্ণু। সেই প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির চক্ষুতে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া দৃষ্টি স্থির করিবে। তোমার দৃষ্টিতে এই ইচ্ছা যেন প্রকাশ পায় যে, তোমার প্রতিচিত্র যেন তোমাতে আকৃষ্ট হয়। দৃষ্টিস্থিরকরণ কালে তোমার উভয় হস্ত উভয় পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিবে। ১৫ মিনিট স্থিরদৃষ্টির পর, তোমার করতল সেই প্রতিবিম্বিত মুগ্ধেচ্ছুর দিকে আনিবে। তোমার দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উঠাইবে, এবং ধীরে ধীরে ঐরূপ প্রণালীতে বাম হস্ত উঠাইয়া দক্ষিণ হস্ত নামাইবে। এইরূপ বারম্বার করিতে থাকিবে। যখন কোনও ব্যক্তির প্রতি এই ক্রিয়া অভ্রান্ত পরিচালনে সমর্থ হইবে, তখন দেখিবে, মুগ্ধেচ্ছু তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেমন সে অগ্রসর হইবে, তুমি তাহাকে উপযুক্ত দূরে রাখিয়া অন্তরিত হইতে থাকিবে। উদাহরণ যথা ;—যেমন কতকগুলি লোকের মধ্যে একটি হল বা দরদালানে এক জনের প্রতি ক্রিয়া করিতেছ। এরূপ স্থলে তুমি তাহাকে ঐরূপে আকর্ষণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে, তাহার অতিরিক্ত যাইবে না। যখন কোনও মোহিষ্ণু তোমার তাড়িত ক্রিয়াবশে পশ্চাৎবর্ত্তি হইবে, তখন তুমি তাহাকে বসাইয়া দিবে। তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস প্রায়ই অকার্য্যকরি হয় না ; হয় কেবল তখন, যখন মোহিষ্ণু ব্যক্তি সম্পূর্ণতঃ তাড়িত পরিচালকের শক্তির আয়ত্তে না আইসে। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কোনও মোহিষ্ণু উন্মত্ত অবস্থায় তোমার দিকে আসিতে পারে, এবং তখন অতি-প্রসর্পিত-তাড়িত-সংহরণ-ন্যাস তাহার পদ ও পদতলে সঞ্চালিত করিলে সে সরল ভাবে চলিতে পারে।

৬৮। তাড়িত-বিপ্রকর্ষণ-ন্যাসের অনুশীলন। আবার তোমার সেই কল্পিত (দর্পণ প্রতিবিম্বিত) মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান

হও এবং হস্তপূর্ণ ধূলা নিক্ষেপের ন্যায় তৎপ্রতি (একটু উপরে) হস্তনিবদ্ধ কল্পিত ধুলা নিক্ষেপ করিবে। তোমার ইচ্ছাশক্তি এইরূপে গঠিত করিবে যে, যেন তুমি যথার্থই তাহাকে তোমা হইতে উত্তেজিত করিতেছ। ক্রমে সমান দূরত্ব স্থির রাখিয়া তুমি তাহার প্রতি অগ্রসর হইবে এবং সেও তখন সেই দূরত্ব স্থির রাখিবার জন্য পশ্চাৎপদ হইতে থাকিবে। এই ন্যাস অত্যন্ত কার্য্যকরী। যখন মোহিষ্ণু তোমার শক্তির অধীন হইবে, তখন তুমি, হয় এই ক্রিয়া সম্মুখ হইতেই সাধন কর, অথবা পশ্চাৎ হইতেই সাধন কর, ক্রিয়াফল তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। তাড়িত প্রয়োগে মুগ্ধ করিয়া তুমি অন্য গৃহে গেলেও, সেই মোহিষ্ণু বা তাড়িতমুগ্ধব্যক্তি তোমার ইচ্ছারূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাবৎ তাড়িতিক বস্তু নিম্নমুখে গমনে তৎপর, সেই জন্য তাবৎ অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস উপর হইতে নিম্নমুখে পরিচালন করিতে হয়। এই সকল ন্যাস অনুশীলন কালে ৬ ইঞ্চ লম্বা ও দুই ইঞ্চ প্রশস্ত একখানি পাতলা কাগজ কাটিবে। পরে দুভাঁজ করিয়া ভাঁজিবে, এবং অর্দ্ধাংশ দেওয়ালে সংলগ্ন করিবে ; তখন ইহা দেখিতে একটি সেল্‌ফের ন্যায় হইবে। এই কল্পিত সেল্‌ফ ঝালরের ন্যায় কাটিবে ও ঝলিতে থাকিবে। এইটিকে তোমার মোহিষ্ণু জ্ঞানে, তুমি ইহার সম্মুখে দাঁড়াইবে ; এবং তোমার বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিবে। ঐ হস্ত ঊর্দ্ধ বা অধোভাবে শূন্যে একটি বৃত্তাকারে ঘুরাইবে, এবং পুনরায় উহা ঐ কাগজের রেখার সমান করিয়া হস্তদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিবে। ঐ সময় তোমার করাঙ্গুলি যেন বাহির দিকে বিস্তৃত ভাবে থাকে। এই 'লক্ষ্য-পত্রিকা' লোহিত, নীল ও হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত করিবে এবং অতঃপর বায়ুবেগে ঐ ঝালরের যে গতি হইবে, তুমি তোমার ন্যাসের গতিও তদ্রূপ করিবে, এবং ঐ রঞ্জিত পত্রের যে অংশে তড়িত পরিচালন করিবে, তোমার চিত্ত যেন সেই দিকে থাকে এবং হস্ত ও চক্ষুও তৎপ্রতি আশক্ত থাকে। যখন তোমার

মোহিষ্ণুর) চক্ষুতে তাড়িত পরিচালন করিবে, তখন যদি তুমি তোমার ন্যাস উহার নিম্নে অর্থাৎ নাসিকা পর্য্যন্ত আনয়ন কর, তাহা হইলে, তুমি তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু সকল একেবারে সম্পূর্ণ অকার্য্যকারী করিতে সমর্থ হইবে। যতক্ষণ ঐ অংশের তাড়িত সংহরণ না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে কোনও ঘ্রাণই অনুভূত হইবে না। প্রত্যেক ন্যাসের পরিচালনে আট বা দশ সেকেণ্ড কাল লাগিয়া থাকে। যদি তুমি উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চাও, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মোহিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিবে।

৬৯। Phrenologism, হৃত্তত্ত্ববিবেক। যদি তুমি হৃত্তত্ত্ব-বিবেক শিক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, এবং ইন্দ্রিয়ের অবস্থা বিষয়িণী জ্ঞান লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার একটি আদর্শ নর-মস্তক গ্রহণ করা আবশ্যক। সেই নরমস্তকস্থ প্রত্যেক বৃত্তির স্থান এক এক প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তৎপ্রতি তোমার ন্যাস পরিচালন করিবে; কিন্তু অনুশীলন কালে, কোনও মোহি-ষ্ণুর কোনও ইন্দ্রিয়কে উল্লাষিত করণ মানসে, কখনও অপরোক্ষ-তড়িত ন্যাস প্রয়োগ করিবে না।

৭০। মুখ্য-তাড়িত-ন্যাস এবং অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস মোহিষ্ণুর সম্মুখে বসিয়া তাহার মস্তকে পরিচালন করিবে এবং প্রত্যেক ন্যাস পরিচালনের শেষে অঙ্গুলী সরল ভাবে না রাখিয়া ঘুরাইতে ও মুক্ত করিতে হইবে। এই ন্যাস যখন মোহিষ্ণু দর্শক-গণ মধ্যে এবং তাড়িতপরিচালক রঙ্গভূমে অবস্থান করেন, তৎকালেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ন্যাসের উদ্দেশ্য, মোহিষ্ণুকে সম্পূর্ণতঃ স্বকীয় ক্ষমতাধীনে আনয়ন করা।

৭১। সংক্রমণ-ন্যাস। Communicating-passes. মোহনকারীর চিন্তা কল্পনাদি, মোহিষ্ণুর চিত্তে প্রতিফলিত করি-বার যে পন্থা, এই সংক্রমণন্যাস দ্বারা তাহাই সিদ্ধ হয়। ইহাতে যেমন সেই পন্থা গঠিত ও পরিমার্জ্জিত হয়, তদ্রূপ পরিচালকের

ক্ষমতাও পরিচালিতের দেহে পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। তর্ক স্থলে, বহুলোকের মধ্যে, এই ন্যাস ব্যবহার করিলে এমন ফলও ফলিতে দেখা গিয়াছে যে, পরিচালক কোনও বিষয়ে নিতান্ত বিরুদ্ধমত প্রচার করিলেও, সভাস্থ মোহিষ্ণুগণ নিজের বিবেকের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সেই মতই অনুমোদন করিতেছে; কিন্তু ইহা পরিচালন কালে এবং দৃষ্টি স্থিরকরণ কালে মোহিষ্ণুগণ যেন তোমার অতি নিকটে অবস্থান করে। তোমার গৃহীত ধর্ম্মাদি আচরণে কোনও লোককে আনিবার জন্য, এই ন্যাস ব্যবহার করিতে পার।

৭২। উৎক্ষিপ্ত-তাড়িত-ন্যাস। Lifting passes. যদি তোমার মোহিষ্ণু অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতে বা তথাবিধ স্থানে পতিত থাকে, তখন এই উৎক্ষিপ্ত তাড়িত ন্যাস পরিচালন করিবে। মোহিষ্ণুর দেহের কোনও স্থানে তোমার এক বা উভয় হস্ত স্থাপন করিবে, এবং ধীর ভাবে উপর ও নিম্নে তুলিবে ও আবার স্থাপন করিবে। যখন তাড়িতের আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা মোহিষ্ণুর শরীরে ক্রিয়ার পরিচয় পাইবে, তখন ধীর বা দ্রুত ভাবে উক্ত তাড়িতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ক্রিয়া পরিচালিত করিতে থাকিবে। যখন তুমি তোমার মোহিষ্ণুর দেহের নিকটে হস্ত স্থাপন করিবে, তখন চিত্তে এই স্থিরসিদ্ধান্ত রাখিবে যে, তুমি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা একটি মাকড়সার জাল টানিতেছ। তুমি এই ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত কার্য্যের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ইচ্ছাশক্তির এই মহিয়সী ক্রিয়া প্রকৃষ্ট রূপে পরিণত করিতে পারিলে, মহামূল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে কোনও ক্রিয়া, পরীক্ষা কালে বিশেষ রূপে উহার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। করপরিচালন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটি প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথম মোহিষ্ণুর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে এবং করতল তাহার দিকে রাখিবে এবং অঙ্গুলী উপরের দিকে থাকিবে। হস্ত নিম্নে আনিবে, এবং নিয়ম

মত বারম্বার ঐরূপ করিবে, এবং নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস সমাধা কালে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে সংযত করিবে। ইহা প্রধানতঃ শ্বাসরোধ, এবং আভ্যন্তরিক বৈদনা উপশমে বিশেষ প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়, তোমার হস্ত রোগীর স্কন্ধে স্থাপন করিবে, তাহার হস্ত বহির্ভাগে সরল ভাবে রাখিতে বলিবে, এবং তুমি তাহার হস্তে যেন বস্ত্র পটি বাঁধিয়া দিতেছ, তদ্রূপ ভাবে ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবে। এইরূপ এক সময়ে উভয় হস্তেই করিতে হইবে। যদি সে বেত্রাসনে উপবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পৃথক ভাবে তাহার অঙ্গুলী বা পদের উপর ক্রিয়া করিবে। এইরূপ ন্যাস কখনও নিম্নদিক হইতে উপর দিকে আনিবে না। এই গোলাকার ন্যাস পীড়া উপশমে বড়ই উপকারী। তৃতীয়, রোগীর শরীরে করস্থাপন করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্ত উষ্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত হস্ত পূর্ব্ববৎ ভাবে রাখিবে, অতঃপর ধীরে ধীরে হস্ত উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা একটি বৃত্ত প্রস্তুত করিবে। উহার ব্যাস, তোমার বাহুর দীর্ঘতার সমান হইবে। ন্যাস ঐ কল্পিত বৃত্তের একটু তফাতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বৃত্তাকারে পরিচালন করিবে। অতঃপর তোমার হস্ত অপসারিত করিয়া, নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস দ্বারা একবার ঐ বৃত্ত নড়াইয়া দিবে। ইহা দ্বারা যন্ত্রণা ও পীড়া উপশমিত হয়। যন্ত্রণা যদি আত্যন্তিক অনুভূত হয়; তাহা হইলে সেই তাড়িত পরিচালিত স্থানে পূর্ণ ভাবে অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস পরিচালন করিবে।

দণ্ড

WAND.

Shampooing and the Great Toe Wand.

গাত্রমার্জ্জন এবং মহান দণ্ড

৭৩। বাবেরিয়ার কোনও অংশে, তথাকার কৃষকগণ তাহাদিগের সন্তানগণের শয়নের পূর্ব্বে আপাদমস্তক ঘর্ষণ করে। এইরূপ ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহাদিগের মত এই যে, এইরূপ ক্রিয়া স্বাস্থ্যজনক। প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে স্নান কালে গাত্র পরিমার্জ্জন প্রথা প্রচলিত আছে। স্নান কালে, তাহারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া থাকে। এতদ্বারা শরীরের মলিনতা, অবসাদ, ক্লান্তি প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া শরীর স্নিগ্ধ, মন উৎসাহিত ও স্বাস্থ্যজনক বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দ্বারা অনেক পীড়াও নিরাময় হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের স্নানরীতি পর্য্যবেক্ষণে আমরা বুঝিয়া লই যে, ইহা তাড়িত পরিচালন ভিন্ন আর কিছুই নহে। উক্ত প্রণালীর স্নান হেতু, দেহের ও মনের যে এই উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি, তাহাও ঐ, তাড়িত পরিচালনের ফল বলিয়া জানা গিয়াছে। Philosophie corpusculaire নামক গ্রন্থের প্রণেতা, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, Dauphine পর্ব্বতে, একটি পরিবার শতাব্দি ধরিয়া অভ্যাসবৎ, পিতা হইতে পুত্রে তাড়িত পরিচালিত করিয়া থাকে। তাহাদিগের চিকিৎসা, প্রধান প্রধান স্নায়ু ও শিরার উপর একটি বৃহৎ দণ্ড (Toe) পরিচালন। অধ্যাপক Kieser উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাত ও তথাবিধ পীড়া প্রশমিত করিবার জন্য, জর্ম্মাণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই প্রকার চিকিৎসা

(Called Treten) প্রচলিত ছিল। King Physhus এর বৃহৎ দণ্ডের অসাধারণ গুণের কথা আমরা বিশেষরূপে শ্রুত আছি।

"Isis Revelata" By J. C. Calquhoun, Esq, Advocate. F. R. S. E.

৭৪। কৃত্রিমদণ্ড সাধারণতঃ ভোজ-দণ্ড নামেই পরিচিত। তাড়িত পরিচালনে উহা অনেক সুবিধা দান করে বটে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে উহা মূল্যশূন্য। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং সিদ্ধ তাড়িত-পরিচালকগণও স্বীকার করেন যে, ন্যাস সংযোগ বা ইচ্ছা-শক্তিবশে তাড়িতিক শক্তি যে কোনও ধাতুতে সংপ্রসারিত হইতে পারে এবং মোহিষ্ণুগণ পরিচালকের ইচ্ছা অনুসারে উহা তদ্রূপ ভাবেই ভাবিয়া থাকে। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল শক্তি স্বভাবের ধাতু বিশেষে নিহিত থাকে, এবং সেইজন্য মূর্চ্ছাদি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা উহার ব্যবহারে উপযুক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে।

৭৫। সুবিখ্যাত মৈস্মরতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা মহামতি মেস্‌মার, তাঁহার রোগিগণের রোগশান্তির জন্য তাড়িতিক-যষ্টি ব্যবহার করিতেন, এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, রোগ প্রতিষেধক ফলোৎপাদিকা শক্তি খনিজ-চৌম্বকে সমাগত কোনও বিশেষ গুণের ফল।" Ennemoser বলেন, "জান্তব-চৌম্বক-শক্তি, মহামনা মেস্‌মার এইরূপ অবস্থায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। "কোনও রোগীর দেহ হইতে শোণিত মোক্ষণ কালে ঘটনাক্রমে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখেন যে, দূর ও নিকটবর্ত্তিকালে শোণিত বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিতেছে। বারম্বার এইরূপ দূরে ও নিকটে থাকিয়া পরীক্ষা করার পর, তদ্রূপ ফলই দর্শন করেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন যে, তিনি যে তাড়িত শক্তিকে লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার দেহে এমন প্রবলরূপে বর্ত্তমান আছে যে, লৌহ ও ইস্‌পাতে, পরিমাণগত পার্থক্য যেমন, তদ্রূপ।" আমি মেস্‌মারের

স্বলিখিত কোনও পুস্তকে ঐ কথা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। হয়ত আমি ভ্রমক্রমে উহা দেখি নাই।

৭৬। বহুদর্শী ও ক্ষমতাপন্ন সিদ্ধতাড়িতপরিচালক অভিজ্ঞ ডাক্তার Ashburner এমনও বিশ্বাস করেন যে, কাচ খণ্ডেরও সুষুপ্তি আছে। তাঁহার মোহিঞ্চু Mary Ann Douglas কে লইয়া পরীক্ষায় নিম্নরূপ ফল লাভ হইয়াছিল ;—"মেরী উচ্চ জান্তব-চৌম্বকশক্তির বিষয়ে এতই অনুবভক্ষম ছিল যে, পরীক্ষা কালে আমি কেবল ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, মেরী নিদ্রিত হউক। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ সে ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার চেতনাবস্থায়, আমি তাহার শরীরের একইঞ্চি দূরে ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া পাকস্থলীর পশ্চাৎ পর্য্যন্ত একটি মাত্র ন্যাস পরিচালন করিয়াছিলাম, তাহাতেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বহুবার আমি Andrew Crosse কে ইহা দেখাইয়াছি, এবং শত শত লোককে আমি ইহা বলিয়াছি যে, যখনই মেরী চেতনাবস্থায় আমার ভোজনাগারের দরজার দিকে মুখ রাখিয়া দালানে দাঁড়াইয়াছে, এবং ভোজনাগারের দরজায় দোদুল্যমান কাচ ধরিয়া কোনও লোকের বা দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে, তখনই সে নিদ্রিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সে যে নিদ্রিতাবস্থায় দরজায় মুখ দিয়া দাড়াইয়া থাকে, তাহার কারণ কাচের আকর্ষণী শক্তি তাহাকে টানিয়া নিজের দিকে আনে। ঐ কাচের বিপরীত দিকে গেলেই মেরী চৈতন্য লাভ করে ; কেননা, দরজার কাট, কাচের ঐ শক্তি সংহরণ করিয়া লয়। আবার সেই কাচে মুখ রাখিলেই তৎক্ষণাৎ যেমন অচৈতন্য হইয়া পড়ে, আবার ঘুরিয়া কাষ্ঠের উপর মস্তক লাগিলেই চেতন হয়। কেননা, কাচ সংলগ্নকৃত কাষ্ঠস্থ প্রতিকূলবাহী তাড়িত ক্রিয়ায়, সে আপনা হইতেই চৈতন্য লাভ করে।" কুমারী হার্ট বলেন, "ডাক্তার অসবর্ণার যেমন করিয়াছিলেন, আমি একটি ষ্টীল পেনের দণ্ড, বা পেন্‌সিল অথবা বাম বা দক্ষিণ হস্তে দোদুল্যমান

রুমাল দ্বারা ঐ শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি।”

৭৭। তাড়িতিক সুষুপ্তির অস্তিত্ব প্রকাশক ডাক্তার ব্রেড এইরূপ ফল, মোহিষ্ণুর কল্পনার উপর নির্ভর করে বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বলেন (প্রত্যক্ষ বহুদর্শনে আমি বলি উহা ভ্রমাত্মক) যে “তাড়িত পরিচালকগণের এমন কোনও শক্তি নাই যে, তাহারা রোগীর উপর কোনও স্বভাবের শক্তি বা আপনার মনোগত ভাব তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারে। কেননা, আমার ও অন্যান্য ব্যক্তির পরীক্ষিত বহুদর্শন, বিশ্বসিতরূপে ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, এই মোহিষ্ণুগত শক্তি, কোনও কার্য্যকরী হয় না, যতক্ষণ পরকীয় শক্তি তাহার প্রতি প্রযুক্ত না হয়। কোনও তাড়িতপরিচালক প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, তাড়িতপরিচালন কালের অতীতে উক্ত কোনও প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে।” এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে (Dr. Braid) তিনি তাঁহার মোহিষ্ণুর উপর কেবল ইচ্ছাশক্তি মাত্র পরিচালন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এ ক্রিয়া সীমাবিশিষ্ট। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও অজ্ঞতার বিষয় ভাবেন নাই, যাহা তাঁহার পরীক্ষার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের তুলাদণ্ডরূপে পরিগণিত। তিনি হয়ত মাত্র ভোজ-দণ্ডের বিষয় ভাবিয়াই অসবর্ণারের লিখিত বিষয় অপ্রামাণ্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মার্ষ্ণ

TRACTORISM.

৭৮। বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ ডাক্তার পার্কিনের চিহ্নিত ধাতব-দণ্ড (Dr. Parkin's Patent Mettalic Tractor.) স্পর্শে কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য পীড়া, বিশেষতঃ প্রসূতী ও শিশু প্রভৃতির পীড়া আশ্চর্য্যরূপে নিরাময় হয়। ঐ দণ্ড রোগীর বাহ্য-দেহে পরিচালনে আশ্চর্য্যরূপে রোগ নিরাময় হয়। পার্কিনকৃত এই দণ্ড, হস্তচালিত তাড়িতের ন্যায় ক্রিয়াশীল।*

৭৯। এই আবিষ্ক্রিয়ার অধিকতর পরীক্ষা ও দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য, একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে (Dr. Haygarth) আর এক ডাক্তার এমন একটি কাষ্ঠদণ্ড আবি-ষ্কার করেন যে, তাহাও ধাতবদণ্ডবৎ কার্য্যশীল হয়, এবং সাধারণের নিকট উহা "দণ্ডত্ব প্রকাশক" (An exposure of Tractorism) নামে নামিত হইয়াছিল। ইহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, ঐ শক্তিধর দণ্ডের ন্যায়, দণ্ডপরিচালকের হস্তই ঐ শক্তির পরিচালক ও আশ্রয়। কার্য্যতঃ ইহা অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয়। ডাক্তার ডি, পার্কিন ধাতব-দণ্ডের শক্তির বিষয় লিখিয়াছেন যে, "বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ধাতব-দণ্ড পরিচালনে ভিন্ন ভিন্ন ফল ঘটি-য়াছে। এঘটনা অতি আশ্চর্য্যজনক বলিয়াই সাধারণ্যে বিশ্বাস

* Tractor ;—An instrument of tractive power ; Two small bars (Brass and Zinc) of metal, invented by Dr, Parkins of Norwich, to possess magnetic powers, and to cure painful affections and tumors, by being drawn over the part. *Brande.*

করিবে।' কেননা, পরীক্ষিত ক্রিয়া যাহা, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই তুল্য ফল প্রসব করে।" পরন্তু পার্কিন তাঁহার ধাতু-দণ্ড পরিচালনে যে যে স্থানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, করন্যাস পরিচালনে সেই সকল রোগীর রোগ নিরাময় করিয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, আমেরিকার যতলোক রোগ নিরাময় কল্পে ঐ দণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ফল লাভ করিতে পারেন নাই। (বর্ত্তমান বি, এম, কার প্রভৃতি দ্বারা বিক্রিত তাড়িত কবজাদিও ঐ রূপ) ঐ সকল নিরাময়লাভেচ্ছু ভদ্রলোকগণ ঐ প্রতিষেধক দণ্ড হস্তে বাঁধিতেন, কিন্তু অধিকংশই ফললাভে বঞ্চিত হইতেন। তবে ধাতব শক্তির যে অস্তিত্ব, তাহা তাড়িতিক পূর্ণশক্তি হইতে ভিন্ন হইলেও রোগ বিশেষে তাহার যে নিরসন শক্তি আছে, তাহা নিশ্চয়। ধাতুর এই জাতীয় রোগোপশমতা শক্তি, "ধাতব শক্তির ক্রিয়া বিষয়ক" প্রস্তাব লেখক গালবনী প্রথম আবিষ্কার করেন। *

৮০। আমরা বিবেচনা করি যে, অশরীরী বস্তুকে (inorganic) মানবীয় ইচ্ছার অধীন ও তদ্দ্বারা কোনও ফল লাভ করিবার সম্ভবতা বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। যাঁহারা ইহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ সকল ক্রিয়ার নিদানভূত "মানব-হৃদয়" বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করুন। কেননা, ইহাই ঐ সকল শক্তির যথার্থ কারণ ও নিদর্শন।

৮১। তুমি যদি তাড়িত পরিচালক হও, এবং বিশেষতঃ যদি তাড়িতদ্বারা প্রকাশ্যভাবে রোগ নিরাময় করিতে অগ্রসর হও; তাহা হইলে দণ্ড ও কবচাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। যখন তুমি করন্যাস পরিচালন করিবে, তখনই ঐ সকল দণ্ড ও কবচাদি ব্যবহার করিও। বারম্বার তাড়িত পরিচালনে যে সকল মোহিষ্ণু একপ্রকার নিত্যমুগ্ধভাব লাভ করিয়াছে,

* Philosophy of the Metallic Influence, By Galvani.

তাহাদিগের জন্য এই প্রকার দণ্ডাদি ব্যবহার আশু ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। কেননা, তাড়িত আকর্ষণ কালে হস্ত সংলগ্ন দণ্ডাদিও তাড়িতদ্বারা পূর্ণ হয়। তুমি প্রকাশ্য তাড়িত পরি-চালনে, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে এবং সুবিধামত দণ্ডাদিও ব্যবহার করিতে ভুলিবে না। যেখানে সামান্য অকৃত-কার্য্যতার ঘন করতালীমাত্র পুরস্কার, তথায় সাবধান না হইয়া যাওয়া, বা আত্ম-শক্তির দর না জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা, কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে।

লক্ষ্যগোলক

DISCS.

৮২। অনেক তাড়িত পরিচালক ধাতব-লক্ষ্যগোলকের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস রাখেন। এমন কি, ইহাকে তাড়িতিক প্রতিনিধি শ্রেণীরও অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। মোহিষ্ণুকে বিমোহিত করিবার জন্য যে লক্ষ্যগোলক ব্যবহৃত হয়, তাহা ধাতু বিশেষের (দস্তা ও তামা) পরিমাণ বিশেষের দ্বারা গঠিত। ইতঃপূর্ব্বে আমি কৃত্রিম দণ্ড ও তাহার প্রয়োগ বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, ধাতব গোলকও তদ্রূপ বলিয়া জানিবে। একটি পয়সা, কাচ-চক্ষু, কিম্বা একটি নস্যাধার, সাদা কাগজের উপর রাখিয়া ধাতু-গোলকের প্রতিনিধি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই গুলিই যে ধাতু-গোলকের প্রতিনিধি, তাহা আমিও অনুমোদন করি। ধাতব লক্ষ্যগোলক মোহিষ্ণুর হস্তে দিয়া তাহাকে নিরবে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকিতে বলিবে। মানবীয় চিত্ত এক সময়ে দুইটি বিষয় চিন্তা করিতে পারে না; সেই জন্য যে ব্যক্তি তোমার নিকট স্বভাবতঃই গৌণভাবাবন্ন (negative), তাহার জন্য এই প্রক্রিয়া করা অনাবশ্যক; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার তুলনায় মুখ্য অবস্থাপন্ন, তাহাকে গৌণ অবস্থাপন্ন করিবার জন্য কোনও কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। সেই জন্যই এই ধাতব-গোলকাদির প্রয়োজন। এককালে বহুসংখ্যক লোককে বিমোহিত করিবার জন্য দণ্ড যেমন আবশ্যক, তাড়িত পরিচালকের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ধাতগোলকও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।

৮৩। সুদক্ষ ক্রিয়াশীলের হস্তে একপাত্র জল, এক খণ্ড টিন, কি একখানি শুভ্ররুমাল, টেবিলের উপরে রাখিয়া বা হাতে ঝুলাইয়াই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতে পারে। মোহিষ্ণুকে কোনও

নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি স্থিরলক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিবে, এবং কয়েক মিনিট পরে, ধীরগম্ভীর স্বরে নেত্র নিমিলিত করিতে বলিবে। তখন সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ এমন ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিবে যে, সে নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে যে, কখনই চক্ষু উন্মীলনের ক্ষমতা তাহার নাই। লক্ষ্য-গোলক ব্যবহার কালেও মোহিষ্ণুগণ মনে করে যে, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য, মোহনকারীর ঐশিক বা অর্জ্জিত শক্তি আছে।

৮৪। ধাতু ও চৌম্বকাদির মহান শক্তির ক্রিয়া বিষয়ের সত্য মত Baron Reichenbach এর পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এই পুস্তক রসায়নবিৎ, বিজ্ঞানবিৎ এবং অন্যান্য তথাবিধ শ্রেণীর লোকের নিত্য পাঠ্য। এই পুস্তকে উক্ত শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু পরীক্ষা ও তাহার ফল বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাড়িত পরিচালনের প্রণালী

৮৫। প্রণালী Processes।—প্রণালী সমূহ, পূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ প্রকারের ন্যাস সংযোগ ও দৃষ্টিস্থিরকরণ ইত্যাদি তাড়িতিক বিমোহনের জন্য, তাড়িতপরিচালক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন মোহিষ্ণু কর্ত্তৃক একবার কোনও শক্তি বিষয়ে ধারণা জন্মে, তখন অস্তিত্বযুক্ত তাবৎ দৃশ্যই ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে থাকে। প্রণালী ও তাহার ফলানুসারে উহা বিবিধ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। *

* উহাদিগের নাম প্রধানতঃ——

Magnetising	তাড়িতিক মোহ
Mesmerising	শক্তিসঞ্চালন।
Bi-ologising	জীবত্ব-সংবেশ।
Psychologising	মনস্তত্ত্ব বিকাশ।
Hypnotising	নিশা ভ্রমণ।

৮৬। কুমারী হণ্ট * বলেন "প্রকরণাবলী বা প্রকরণের নাম সমূহের শক্তি বা শক্তিহীনতা সম্বন্ধে বিচার না করিয়া, আরও অন্যূন পঞ্চাশৎ প্রকার প্রকরণের নাম করিতে পারি, এবং ঐ সকল প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন সুদক্ষ ক্রিয়াশীল দ্বারা ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। ঐ সকলের পরীক্ষা এবং তোমার মানসিক, ও দৈহিক শক্তির অনুরূপ গুণ গ্রহণ করিবার অধিকার, তোমার আছে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে যে প্রণালী অবলম্বনে সেই গুণ প্রকাশ্য ভাবে, স্বর্গীয় দৃশ্য সম্বন্ধে, দন্ত বা অস্ত্র চিকিৎসা কালে এবং নিদ্রাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিব। আরও বলি, বিবিধজনের প্রদর্শিত ও পরীক্ষিত প্রণালীতে, তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখিতে পাইবে।

৮৭। কুমারী হণ্টের প্রণালী—মোহিষ্ণু অবিযুক্ত ভাবে হাঁটু গাড়িয়া দক্ষিণ মুখে বসিবে। সুবিধা হইলে এ স্থলে দিগদ-শনের সাহায্য লইতে পার। তোমার হস্ত যদি শিক্ত থাকে, রুমাল দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবে, এবং দুই হস্তে ঘর্ষণ করিবে; যদি করতল শীতল ও শুষ্ক থাকে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উভয় করতলে ঘর্ষণ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা অনুভব না কর, ততক্ষণ এইরূপ করিবে, পরে তাড়িতিক সংক্রমণ বুঝিতে পারিলে স্থগিত রাখিবে।

Statuvolising	তাড়িতিক সুষুপ্তি।
Comatising	মনোনয়ন।
Fascinating	মোহন।
Entrancing	বশীভূতকরণ।

* ইনি একজন শক্তিতত্ত্ব পরিচালনে বিখ্যাত। কুমারী আজীবন এই তত্ত্ব লইয়া জীবন কাটাইতে বসিয়াছেন। পাঠকগণের মধ্যে কাহারও এই তত্ত্ব বিষয়ে কোনও কিছু জানিতে হইলে, নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Miss, Chandos Leigh Hunt.
13, Fitzroy street. w.

(ক) অতঃপর তোমার দক্ষিণ হস্ত অচাপিত * ভাবে স্থাপন কর, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ললাটের মধ্যবিন্দু কেশমূলের উপর স্থাপন করিবে, এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চাপিয়া, উহার নিম্নে ব্যক্তিগ্রহিতা বৃত্তির স্থান † পর্য্যন্ত আনিবে এবং তথায় কয়েক মুহূর্ত্ত তদবস্থায় রাখিবে এবং ধীরে গম্ভীরে তাড়িত-স্বরে ‡ বলিবে "দৃঢ়ভাবে তোমার চক্ষু বন্ধ কর। দৃঢ়রূপে চক্ষু বন্ধ রাখ।" মস্তক হইতে তখনও হস্ত অপসারিত করিও না, যে পর্য্যন্ত তুমি দুই তিনবার তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ললাটে ঘর্ষণ করিতে না পার। এক্ষণে এই শেষবার ঐ ব্যক্তিগ্রহিতা বৃত্তির স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আনয়ন কর এবং এমন ভাবে ঐ অঙ্গুলী তথা হইতে উঠাইয়া লও যে, মোহিষ্ণু যেন তাহা জানিতে না পারে। তিন হইতে পাঁচ মিনিট কাল, মোহিষ্ণুকে পূর্ব্ববৎ মুদ্রিত চক্ষুতে থাকিতে দিবে। এই সময়ে তৎপ্রতি বা অন্য বস্তুর প্রতি তুমি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, মনোযোগের সহিত যে উদ্দেশ্যে এই ক্রিয়া করিতেছ, সেই বিষয় চিন্তা করিতে থাকিবে। তৎপরে পুনরায় বামহস্ত দ্বারা পূর্ব্ববৎ দক্ষিণ হস্তকৃত শেষ ক্রিয়া অর্থাৎ বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা পুনরায় তাহার ব্যক্তিগ্রহিতা বৃত্তির স্থান চাপিয়া ধরিবে এবং ছয়বার অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার চক্ষুর নিকট পরিচালন করিবে। অতঃপর ধীর ভাবে তোমার বামহস্ত মোহিষ্ণুর মস্তক হইতে অপসারিত এবং উভয় হস্তে তাহার চক্ষুর নিকট ৮।৯ বার অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস পরিচালন করিবে, এবং পরীক্ষার জন্য চিন্তাপূর্ণ স্বরে তাহাকে বলিবে,

* মস্তকের উপর অচাপিত ভাবে হস্ত রক্ষার উদ্দেশ্য, দৈবাৎ হৃত্তত্ত্ব-বিবেক বিষয়িনী কোনও প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে রক্ষা। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতেই তাড়িত গতি সঞ্চারিত হয়। মস্তকের উপর হস্ত বিস্তৃত ভাবে রাখিবে, এবং অঙ্গুলী নিম্নমুখ হইবে না।

† ব্যক্তিগ্রহিতা বৃত্তির স্থান, নাসিকার ঠিক উপরে।

‡ তাড়িতিক স্বরের অর্থ, এই স্বর পাকস্থলী হইতে উঠিবে। তাড়িত ক্রিয়ায় কণ্ঠাগত স্বর অতীব অকার্য্যকরী।

যে, "চক্ষু তোমার দৃঢ়বদ্ধ আছে, তুমি কখনই উন্মীলিত করিতে পারিবে না। তুমি যত চেষ্টাই করিতে পার কর, কিন্তু কখনই তুমি চক্ষু উন্মীলিত করিতে সমর্থ হইবে না।" এইরূপ ভূমিকার পর অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিবে, "কখনই না, শতবার চেষ্টা কর, কিন্তু পারিবে না।—চেষ্টা কর, দেখ, কিন্তু পারিবে না।" যখন দেখিবে, সত্যসত্যই মোহিষ্ণু চক্ষু উন্মীলনে অসমর্থ হইবে, তখন তোমার উভয় হস্ত তাহার স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিবে, এবং দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিবে। অতঃপর বিপরীতমুখী তাড়িত-ন্যাস সহযোগে তাঁহার নিমিলিত চক্ষু উন্মীলিত করাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষে দৃষ্টি স্থাপিত করিবে এবং তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস দ্বারা তাহাকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিবে। এইরূপ করিলেই সে তোমার আয়ত্তের অধীন হইয়াছে বুঝিবে এবং তদ্দ্বারা তখন তোমার অভিপ্সিত ক্রিয়া সাধন করাইয়া লইবে। আমি সফল বা নিষ্ফলের বিচার না করিয়া, এখানে এই প্রণালী লিপিবদ্ধ করিলাম, কেন না ভ্রান্তিতে নিষ্ফল সাধারণ। যখন তুমি কোনও মোহিষ্ণুর উপর ক্রিয়া করিতে যাইবে, তখন, বিশেষতঃ অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস পরিচালন কালে, তুমি দৃঢ়তার সহিত ইচ্ছা করিবে যে, "সে যেন চক্ষু উন্মীলিত করিতে না পারে।" যদি সে চক্ষু নিমিলিত না করে, তাহা হইলে এ ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার হস্ত তোমার হস্তের মধ্যে রাখিবে, এবং তাহাকে দৃঢ়তার সহিত তোমার নেত্রের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করিতে বলিবে। তাহা হইলে তাহার নেত্রদ্বয় ক্রমে বিকম্পিত ও পরে মুদ্রিত হইয়া আসিবে। যদি চক্ষু এইরূপে নিমিলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহার ব্যক্তিগ্রহিতা বৃত্তির স্থানে পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে স্থাপন করিবে, এবং তাহাকে মুদ্রিত চক্ষুতেই অবস্থান করিতে বলিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করিতে থাকিবে। অধিক সংখ্যক লোক একবারে মোহিত করিতে হইলে, আমি ধাতব-লক্ষ্য-গোলক ব্যবহার করিতে উপদেশ দি।

বহুসংখ্যক তাড়িত পরিচালক, মোহিষ্ণুগণকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেও তাহারা সে আদেশ প্রতিপালন করে না। তাহার কারণ, তাঁহারা ন্যাস পরিচালনকালে এত অধিক সংখ্যক ইচ্ছাশক্তি মোহিষ্ণুর প্রতি পরিচালন করেন যে, তাহা তাহারা ধারণায় আনিতে পারে না। এমত স্থলে, মোহিষ্ণুর তাড়িত-মোহ অতিসত্বর ভঞ্জন করা আবশ্যক। এ সকল ভ্রমের কার্য্য! যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোহিষ্ণুকে আয়ত্তে রাখা আবশ্যক, ততক্ষণ নিয়মিত প্রণালীতে নিয়মিত ন্যাস মাত্র প্রয়োগ যেমন আবশ্যক, তদ্রূপই নির্দ্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তিও প্রয়োগ করা আবশ্যক। অস্থিরচিত্ত অসংখ্য ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগকর্ত্তা যে, তাহার এই অকৃতকার্য্যতা হইতে অব্যাহতি লাভ সুদূরপরাহত। যদি তুমি তোমার মোহিষ্ণুকে আয়ত্তে আনিতে না পার, তাহা হইলে তাহার মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলেই তুমি তাহাকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর তাহার প্রতি ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিবে। যদি এমতে তাহার হস্ত পদাদি বদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই সেই স্থানে অতি-প্রসর্পিত-বিপরীতমুখীন্যাস পরিচালন করিবে। তাহা হইলে, ঐ বদ্ধতা নিরাময় হইবে। এই অতি-প্রসর্পিত-বিপরীতমুখীন্যাস তোমার বাম হইতে দক্ষিণে পরিচালন করিবে, কিন্তু সে জন্য মোহিষ্ণুর অতি নিকটস্থ হইবার কোনও আবশ্যক নাই! তবে তোমার তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস পরিচালনে যখন সে অগ্রগামী হইতে থাকিবে, তখন অবশ্য তোমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইবে। ইহা উপদেশ দেওয়া আবশ্যক যে, কোনও নূতন ব্যক্তিকে বিমুগ্ধ ও তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে, তাড়িতাকর্ষণ ন্যাস ব্যবহার কালে তুমি মনে যেমন ইচ্ছা করিবে, মুখেও তদ্রূপ তাহাকে নেত্র নিমিলিত করিতে বলিবে। তাহা হইলে পূর্ণতঃ তাড়িতাকর্ষণ ন্যাসের বলে, তুমি যেমন দণ্ডায়মান হইবে, সেও দণ্ডায়মান হইবে, এবং

যেমন গমন করিবে, মোহিষ্ণুও তদ্রূপ গমন করিতে থাকিবে। তোমার ন্যাসপরিচালন কালে, তাহার অঙ্গভঙ্গি দর্শন করিলেই সে কি পরিমাণে তোমার আয়ত্তাধীন হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধা এই যে, কি গুপ্ত কি প্রকাশ্য ভাবে, বহুজনসমক্ষে তাড়িত পরিচালনের পরীক্ষায় অধিকতর শীঘ্র ও নিশ্চয়তার অনুকূল হয়। এই প্রক্রিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষিত ও সমধিক ফলপ্রদ।

৮৮। তাড়িত-সংহরণ ক্রিয়া এই প্রকার।—মোহিষ্ণুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, এবং তাহার হস্ত স্বকীয় হস্তমধ্যে লইবে। তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাহার প্রত্যেক হাতের শীরা (ulner nerve *) চাপিয়া ধরিবে ; অতঃপর তোমার উভয় হস্ত ধীরভাবে তাহার মস্তকের উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত করিবে এবং ব্যক্তিগ্রহিতা বৃত্তির স্থানে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অচাপিত ভাবে রক্ষা করিবে। অনুভূতি বৃত্তির (Organ of Perception) উপর † ৩।৪ বার টানিয়া আনিবে। প্রত্যেক বার নিরুজক তাড়িতন্যাস পরিচালন কালে হস্ত স্থানান্তরিত করিবে ও ঝাড়িয়া ফেলিবে। অতঃপর তাহার মুখের উপর বিপরীতমুখী তাড়িত ন্যাস পরিচালন করিবে। তাহার মস্তকের উপর তোমার হস্ত আনয়ন করিবে, এবং তাড়িতিক শক্তিহরণ অভিপ্রায় মনে মনে স্থির করিয়া বলিবে, "ঠিক, সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।" অতঃপর, তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে, পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিপরীতমুখী-তাড়িতন্যাস পরিচালন করিবে। যদি অন্য কোনও মানসিক অভিপ্রায় তখনও তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত

* অলনার শীরা, কনিষ্ঠা ও অণামিকা অঙ্গুলীর সংযোগ স্থলের অব্যবহিত উপরে সংস্থিত।

† অনুভূতি বৃত্তি অর্থাৎ আকার, গঠন, গুরুত্ব, বর্ণ ও ক্রিয়া বিষয়ক উপলব্ধী বৃত্তির সংস্থিতি স্থান, ভ্রূযুগলের উপরে। মোহিষ্ণুর ঐ বৃত্তি পরিষ্কার কালে ন্যাসপরিচালনে হস্ত ঝাড়িয়া ফেলিতে ভুলিও না।

আছে বলিয়া মনে কর, তবে, তাহার ক্রিয়াগ্রহিতা বৃত্তির স্থান (organ of eventuality) স্পর্শ করিবে।

৮৯। "তাড়িতসংহরণ ক্রিয়া বিষয়ে আমি অপর একটি প্রক্রিয়া জানি এবং সময় সময় তাহা প্রয়োগ করিয়াও ফল লাভ করিয়াছি; কিন্তু ইহার ফল বিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় মানসিক অভিপ্রায়গ্রস্থ মোহিষ্ণুর তাড়িতসংহরণে উহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দিই না। সে উপায়টি বর্ণন করিতেছি। তুমি বলিবে যে, "মোহিষ্ণু স্বতঃই জাগরিত হউক," এই বলিয়া তুমি তিনবার করতালি দিবে। তাহা হইলে সে তোমার সহিত তিনবার করতালি দিবে এবং শেষ করতালির সহিত আপনা হইতেই জাগরিত হইবে। তুমি স্বয়ং যেমন করতালি দিবে, মোহিষ্ণুও সমকালে ঘন ঘন করতালি দিতে থাকিবে; তুমি দৃঢ়তার সহিত তাড়িতিক অভিপ্রায়ে বলিবে "এক, দুই, তিন; জাগরিত হও, তুমি সুস্থ হইয়াছ।" এ সকল প্রক্রিয়া পরিচালনের ফল প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে। কেন না, সিদ্ধ ও বহুবার অনুষ্ঠায়ীর দেহ, স্বভাবতঃই কতকটা শক্তি সংনিহিত হইয়া যায়; ভূয়ো অনুষ্ঠাতৃগণের এমন শক্তিও জন্মাইতে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা তাড়িত-অভিপ্রায়ে যাহা মনে করিয়াছে ও বলিয়াছে, তাহাই তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত ও সিদ্ধ হইয়াছে।" চলিত কথায় সাধারণ্যে এই শ্রেণীর লোকদিগকেই ক্রিয়াসিদ্ধ ও বাকসিদ্ধ নামে অভিহিত করে। অতঃপর নূতন অনুষ্ঠাতৃগণের পক্ষে এ ক্রিয়া অনুষ্ঠানে, কুড়িটির মধ্যে হয় ত একটিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে। এমতস্থলে সর্ব্বপ্রথমে অনর্থক সময় ব্যয় ও মোহিষ্ণুগণকে কষ্ট দেওয়া অনাবশ্যক। এসকল ক্রিয়ায় যে, পরিণামে আশঙ্কা বা বিপদের সম্ভাবনা আছে, মোহিষ্ণুকে তাহা কদাচ জানিতে দিবে না। এই জন্য তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া পরিসমাপ্ত করিয়া নির্ভরতাপূর্ণ স্বরে বলিবে, "এখন তুমি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ"। তুমিও অবশ্য এখন নিজে

নিজে তোমার সুস্থ অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ। কেমন, তাহাই নহে কি?" তখনও যদি মোহিস্ক্রু কোনও যাতনা বা বেদনা অনুভব করে, তাহা হইলে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না। সেই স্থানে কৃত্রিম ক্রিয়া করিয়া, অথবা প্রয়োজন মত তাড়িত সংহরণ ন্যাস পরিচালন করিয়া কহিবে, "ঠিক। এখন সে সব সারিয়া গিয়াছে।" আরও বক্তব্য, তাড়িতসংহরণ বা বিপরীতমুখীন্যাস * পরিচালন কালে, ইচ্ছাশক্তির সহযোগ না থাকিলে, তাড়িত্তিক পীড়া বা মোহ নিরসন হয় বটে; কিন্তু তাহার মানসিক আবিলতা বা অবসন্নতা নিবারণ হয় না। সাবধান! পরিচালন বা প্রতি-পরিচালন কালে যেন তোমার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া ও ইচ্ছা শক্তির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে।

৯০। মোহিস্ক্রু সম্বন্ধে যে সকল আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে Deleuge বলেন যে "তাড়িত পরিচালন দ্বারা যখন কোনও রোগী গাঢ়নিদ্রা ভোগ করে, তখন যদি কেহ হঠাৎ তাহাকে জাগ্রত ও স্পর্শ করে; তাহা হইলে তড়কা, অনর্থক আতঙ্ক ও বিজাতীয় যন্ত্রণা পাইতে দেখিয়াছি। তবে এ যাতনা তাহার মারাত্মক নহে। ইহা দ্বারা তাড়িত ক্রিয়ার তাদৃশ ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু সাবধান হওয়া আবশ্যক। যে

* বিপরীতমুখী বা তাড়িতসংহরণন্যাস। এই ন্যাস উভয় হস্তের বিপরীত দিক পরিচালন দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মোহিস্ক্রুর আপাদ মস্তকে এই ক্রিয়া করিতে হয়। প্রথম পাদদ্বয় হইতে জানু পর্য্যন্ত তোমার হস্তদ্বয় আনিবে, পরে জানু হইতে কটি দেশ পর্য্যন্ত এবং তৎপরে তথা হইতে সমস্ত দেহ ও মস্তক পর্য্যন্ত এই ন্যাস পরিচালন করিবে। যেমন তাড়িতসংহরণন্যাস পরিসমাপ্ত করিবে, অমনি তোমার অঙ্গুলি পাখার ন্যায় বিস্তার করিবে; কেননা, যে তাড়িত-জ্যোতিঃ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত করিয়া ছিল; এতদ্দ্বারা তাহা নিক্ষিপ্ত ও বিভাজিত হইবে। এইরূপ মোহিস্ক্রুর পশ্চাতেও করিবে, কেবল মস্তকে হস্ত নিক্ষেপ করিবে না, কিন্তু ইহা ভিন্ন মস্তকের নিম্ন ও সর্ব্বাঙ্গে এই ন্যাস পরিচালন করিতে কখনই বিস্মৃত হইবে না। নিরুদ্ধবায়ু যেখানে, সে স্থানে এই ক্রিয়া দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে শীরঃ পীড়া প্রভৃতিও নিরাময় হয়!

সকল ব্যক্তি নিদ্রাভ্রমণ করে, তাহাদিগকে হঠাৎ জাগৃত করিলেও ঐ প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

৯১। "ইতঃপূর্ব্বে তুমি তাড়িত পরিচালনের যে প্রক্রিয়া পাঠ করিয়াছ, উহা আশু ফলোপধায়ী। উক্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে, যখন তুমি একাধিক ব্যক্তিকে বিমুগ্ধ করিবে, তখন লক্ষ্য-গোলক বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিবে। কেননা, মোহিষ্ণুর চিত্ত অতি সত্বর এতদ্দ্বারা সংযত ও তোমার অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার অনুকূল হয়। একপাত্র জল, এক টুক্‌রা টিন্, এক খানি সাদা রুমাল ইত্যাদি কোনও টেবিলের উপর রাখিয়া বা হাতে লইয়া দৃষ্টি করিলে, অনতিবিলম্বে আয়ত্তজনক চিহ্ন প্রকাশিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্ববর্ণিত যে কোনও বস্তুর প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিতে মোহিষ্ণুগণকে আদেশ করিবে। কয়েক মিনিট পরে অকস্মাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিবে, এবং তাহাদিগকে কিছু কাল সেই অবস্থায় রাখিবে। তিন মিনিট পরে দৃঢ়তা ও আগ্রহ সহকারে তাড়াতাড়ি স্বরে বলিবে যে "তোমরা কখনই আর চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিবে না।" ইহাতেই কার্য্য-সিদ্ধি। এই দৃষ্টি স্থিরকরণ হেতু এমন মহিমাময় শক্তি জন্মিয়া যায়, যদ্দ্বারা প্রকৃত আয়ত্ত হইলে, মোহিষ্ণুর হৃদয়ে পরিচালকের কল্পনা তৎক্ষণাৎ অঙ্কিত হইয়া যায়। যে সকল মোহিষ্ণু তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যে বিশ্বাস ও উহার ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করণে সমর্থ, এই কার্য্যপ্রণালী কেবল তাহাদিগকেই আয়ত্ত করণ কালে ব্যবহার করিতে পার। যে সকল মোহিষ্ণু ইতঃপূর্ব্বে তোমার আয়ত্তে আসিয়াছে, এই প্রক্রিয়ায় তাহারা নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইবে। তোমার পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় করিবার জন্য, যাহারা নেত্র উন্মীলনে অসমর্থ, তাহাদিগকে হস্ত উত্তোলন করিতে অনুরোধ করিবে, এবং তৎকালে তুমি যেন অন্য শক্তির প্রয়োগবিষয়ে চিন্তা করিতেছ, এইরূপ চিন্তা করিতে বলিবে। তোমার মোহিষ্ণুগণকে যে পর্য্যন্ত আয়ত্তে

রাখিবে, অবশ্য তুমি তাহা জান; কিন্তু নূতন এক ব্যক্তিকে আয়ত্ত করণ কালেও তোমার পরীক্ষা ফল স্থির করিবে। যাহারা অতি সত্বর তাড়িত বিষয়ে জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করে, তাহারাই তোমার আয়ত্তীভূত বলিয়া জানিবে।

৯২। Dr. Gregory's Process. তাড়িত পরিচালন সম্বন্ধে অতঃপর অধ্যাপক গ্রেগরীর প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। হস্তের উপর ন্যাস প্রয়োগের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে তাঁহার অভিমত, এই পুস্তকের অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তিনি বলেন, "কোনও ব্যক্তিকে মোহিত করিতে হইলে, উভয় হস্তদ্বারা ন্যাস পরিচালন করিয়া ফললাভ করিতে সচেষ্ট হইবে। প্রথম মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নমুখে মুখমণ্ডলের উপর দিয়া পাকস্থলীর উপর পর্য্যন্ত, অথবা পাদদ্বয় পর্য্যন্ত এমন ভাবে পরিচালন করিবে যে, শরীরের অতি নিকট দিয়া হস্ত আকর্ষণ করিবে, অথচ শরীর কোনও রূপে স্পৃষ্ট হইবে না। অথবা তুমি এক দিকের হস্তের উপর দিয়াও ন্যাস পরিচালন করিতে পার। অতি নির্জ্জনস্থানে রোগীর সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায়, স্থির ইচ্ছায়, প্রফুল্ল মনে এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। রোগী ক্রিয়াশীলের দৃষ্টিতে অবশ্য দৃষ্টিস্থাপন করিবে এবং তিনিও মোহিষ্ণুর প্রতি স্থিরদৃষ্টি সংন্যস্থ রাখিবেন। মোহিষ্ণুর অবস্থানুসারে ধৈর্য্যের সহিত ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবে। পূর্ব্ববর্ণিতরূপে অনুভূতির বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, শীত, গ্রীষ্ম, স্পন্দন, কম্পন প্রভৃতি অনুভব করিতে থাকিবে। এইরূপ হইলেই বুঝিবে যে, মোহিষ্ণুর অনুভবশক্তি উত্তমরূপে তোমার আয়ত্তে আসিবে। ইহা সম্ভব যে, সকল ধৈর্য্যশীল, দৃঢ় ও সহিষ্ণু ক্রিয়াশীল, সকল ব্যক্তিকেই মুগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু কোনও কোনও ঘটনায়, বিশেষতঃ এই ক্রিয়ায় যে বিশ্বাসহীন, তাহার দ্বারা প্রথম চেষ্টায় বিফলতা লাভ হইবারই অধিক সম্ভাবনা; কিন্তু ক্রিয়াশীল ইহাতে অধৈর্য্য হইবেন না। যদি তিনি ধৈর্য্যশীল

হন, তাহা হইলে উত্তরোত্তর তাঁহার সফলতার আশা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং পরিণামে তিনি সামান্ত শ্রমে অধিকতর ফললাভে সক্ষম হইতে থাকিবেন।

৯৩। অন্ত প্রকার এবং ঘটনা বিশেষে অধিকতর ফলোপধায়ী প্রক্রিয়া এই প্রকার। রোগীর সম্মুখে নিমিলিত নেত্রে উপবেশন করিবে এবং তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলী ও অন্যান্য অঙ্গুলী ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চাপিতে থাকিবে। দৃষ্টি তাহার চক্ষুতে স্থির রাখিবে, তোমার চিত্ত তৎপ্রতি অবিচলিত রাখিবে, এবং তাহাকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিবে। ইহা অভাব পক্ষে প্রারম্ভ কালে, অবিচ্ছেদে এক শত ন্যাস পরিচালন অপেক্ষাও অধিকতর ফলদান করিবে। তবে কেবল এই প্রক্রিয়াটি মাত্রই আমি অবলম্বন করিতে বলিতে পারি না। পূর্ব্ববর্ণিত ও বর্ত্তমান, এই উভয় প্রক্রিয়া একত্র যোগে অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইলেই অনেক সুবিধা হইতে পারিবে।

এই প্রক্রিয়ায় অতীন্দ্রিয় পদার্থজ্ঞান বা অদৃশ্যদর্শনে এবং লোকচিত্তজ্ঞানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, গাঢ় নিদ্রাকালে এবং নিদ্রাভ্রমণাদি নিরাময়ে, তদ্রূপ ফল লাভ করা যায় না।

৯৪। দুইটি বস্তু বাঞ্ছণীয়।—প্রথম,—পীড়িতের প্রতি ধীর ও ইচ্ছাযুক্ত চিত্তের অবস্থা, এবং মৈস্মরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস মাত্র থাকিলেই চলিবে না'; প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সেই ধৈর্য্য, ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুরূপ কার্য্য করা আবশ্যক। দ্বিতীয়, ক্রিয়াশীলের একমুখী আগ্রহ। আমি নিজেই ইহার সাক্ষী যে, এই কার্য্যে নিরব ও নির্জ্জনতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৯৫। "এক বা উভয়পক্ষীয় ব্যক্তির দৃষ্টি স্থিরকরণ কালে, নিরবচ্ছিন্ন নৈকট্য না হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত অনুভূতি উপলব্ধী হইয়া থাকে। আমি লুইস্‌কে (এ ব্যক্তি এই ক্রিয়া বিশ্বাস করিত ও অন্তরের সহিত পোষণ করিত) আগ্রহ সহকারে কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টি স্থির করিয়া দাঁড়াইতে বলিয়া, পাঁচ মিনিটের

মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত অনুভূতি সকল অনুভব করিতে দেখিয়াছি। তাহার চিত্ত একমুখী করণের শক্তি যে অসাধারণ, ইহা তাহার অঙ্গভঙ্গিতে ও ক্রিয়াকালে মুখদর্শনে দৃঢ়রূপেই প্রতীতি হইয়াছিল।”

৯৬। Dr. Darling's Process.—ডাক্তার দালিং একজন প্রকাশ্য তাড়িতপরিচালক এবং অধ্যাপক গ্রেগরীর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার প্রক্রিয়া প্রণালীও অধ্যাপক গ্রেগরী লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, “ডাক্তার দালিং প্রবর্ত্তিত তাড়িত পরিচালন প্রণালী, আমার নিকট অশঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ‘কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি, এই ক্রিয়া বিষয়ে চেষ্টা করিবার সময়, পনের মিনিট কাল ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা, অথবা মধ্যে তাম্র-বিন্দু যুক্ত দুপুরু দস্তাখণ্ড বাম হস্তের উপর রাখিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি সংন্যস্থ করিবে। এই সময় নিরন্তর এই বিষয়ের প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক একাগ্রতা, এবং চিত্তের যথার্থ একমুখীত্ব প্রয়োজন।’ প্রথম ঘটনায় ডাং দালিং বলেন যে, ‘নেত্র নিমিলিত করাইবার অভিপ্রায়ে অঙ্গুলী দ্বারা তাহাদিগের ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া চক্ষুর উপর কয়েকটি ন্যাস পরিচালন করিবে অথবা অতিদ্রুত ভাবে পাশাপাশি গতিতে (Side-word motion) নিম্নমুখে তাহাদিগের অক্ষি-গোলকের উপর চাপিয়া টানিয়া আনিবে, এবং বলিবে যে, তাহারা কখনই চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিবে না। যদি ইহাতেও তাহারা চক্ষু উন্মুক্ত করে; তাহা হইলে তাহা-দিগের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া, পুনরায় ক্ষণকাল পরস্পর দৃষ্টি স্থির করিবে এবং পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপ ক্রিয়া করিবে। ইহাতেও যদি না হয়, তাহা হইলে এই প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।’ আমার নিজের সম্বন্ধে, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়, আমি চক্ষু উন্মীলন করিতে পারি নাই। এতদ্দর্শনে দার্লিং বলিলেন, ‘এখন তুমি নেত্র উন্মীলনে সমর্থ হইবে।’ এই

বলিতেই আমার নেত্র উন্মুক্ত হইল। এরূপ আমি অনেক দেখিয়াছি। তিনি কোনও ব্যক্তির মুখের উপর ন্যাস প্রয়োগ করিয়া এবং অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠস্পর্শ করণান্তর বলিলেন যে, "তুমি কখনই মুখ ব্যাদানে সমর্থ হইবে না।" তখন শতচেষ্টা করিয়াও সে মুখব্যাদান করিতে পারি নাই; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে বিফল প্রযত্ন হইতেও দেখা গিয়াছে। আবার উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডকে শীতল বলিয়া তিনি কোনও মোহিষ্ণুকে দিয়াছেন, সে তৎস্পর্শে দারুণ শীতানুভব করিয়াছে। এরূপ বরফকে অগ্নি, জলকে দুগ্ধ, রজ্জুকে সর্প ইত্যাদি বোধ করাইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার দার্লিং অসাধারণ তাড়িত পরিচালন ক্রিয়া দ্বারা মোহিষ্ণুর চিত্তে আপনার ইচ্ছাশক্তি (Will-Power) প্রয়োগে অনেক কার্য্য সংসাধন করিয়া লইয়াছেন। তিনি এক ব্যক্তিকে তাহার আপনার নাম এমন ভাবে ভুলাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে তাহার নামের একটি বর্ণও মনে আনিতে পারে নাই। যে বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র তথায় বিদ্যমান নাই, দার্লিং তাঁহার মোহিষ্ণুগণকে সেই সকল বস্তু দেখাইয়া তাহাদিগকে সুখী বা দুঃখিত করিতেন। একখানি কেদারাকে কুকুর বলিয়া ধারণা করাইয়া এক মোহিষ্ণুকে দারুণ ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি কোনও মোহিষ্ণুকে বলিতেন, 'তুমি, মথি, (Father Mathew) যুবরাজ আলবার্ট, কিম্বা ডিউক অব ওয়েলিংটন।' ইহাতে ঐ ব্যক্তি নিজেকে তাহাই মনে করিয়া তত্তৎচরিত অভিনয় করিত, অথবা কোনও কোনও ব্যক্তি ভূতত্ত্ব, সাম্য ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিত। ডাক্তার দার্লিং মোহিষ্ণুগণের মানসিক অবস্থা এমন ভাবে আয়ত্ব করিতেন যে, তিনি ইচ্ছা মাত্রই তাহাদিগকে হাসাইতে কাঁদাইতে, বা বিব্রত করিতে পারিতেন। *

* This state can either be produced by Phrenological manifestation.

৯৭। Mr. Lewis's Process.—লুইস এক জন ক্ষমতাপন্ন তাড়িত পরিচালক। তৎসম্বন্ধে গ্রেগারী বলেন, "ডাক্তার দার্লিং যে প্রণালীতে মোহিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া যে প্রণালীতে উক্ত বিষয় সমাপন করেন, লুইসও তৎপথাবলম্বনে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কৃতকার্য্যতা প্রদর্শনে সমর্থ। ইচ্ছাশক্তি পরিচালনে লুইস যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য।"

৯৮। Captain Jame's Process.—মৈস্মরতত্ত্ব বিষয়ে কাপ্তেন জেম্‌সের মত তাঁহার এতদ্বিষয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধার করিয়া পাঠকগণকে শুনাইতেছি। তিনি বলিতেছেন, "মৈস্মরতত্ত্ববিদেরা পীড়িতগণকে কেদারায় উপবেশন অথবা সুখপর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে আদেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তাহারা যাহাতে সুখে অবস্থান করিতে পারে, তদ্রূপ করাই বিধি। তৎপরে মৈস্মরতত্ত্ববিদ তাহার বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া অথবা সুবিধা বুঝিলে বসিয়া, মস্তকোপরি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংস্থাপন পূর্ব্বক মস্তকশীর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্ন ভাবে মুখের উপর দিয়া দেহ পর্য্যন্ত ন্যাস পরিচালন করিবেন; কিন্তু অঙ্গুলী রোগীর দেহস্পৃষ্ট হইবে না বটে, তবে যথাসম্ভব নিকটস্থ হইবে। ঐ ন্যাস পাদতল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া, করতল বদ্ধ করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ মস্তক হইতে ন্যাস পরিচালন করিবে। এইরূপ বহুবার ন্যাস পরিচালনের পর রোগীর নেত্রোপরি অঙ্গুলি চালনা করিবে। ইহাতে সময় সময় ন্যাস অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ ঘটিয়া থাকে। এই সহজ প্রক্রিয়া ২০ মিনিট কাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে পরিচালন করিতে হইবে এবং রোগীর অনুভব শক্তির তারতম্যে সত্বর বা বিলম্বে ফল পাওয়া যাইবে। ক্রিয়ানুষ্ঠাতা যদি এইরূপ প্রক্রিয়া করিয়াও নিদ্রার কোনও চিহ্ন না দেখেন, তাহা হইলে তিনি অবিচলিত ভাবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু নিমিলিত হইয়া না আইসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত

ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবেন এবং যখন নেত্রপল্লব অতিক্রত কম্পিত হইতে দেখিবেন, তখনই বুঝিবেন, ক্রিয়াফল লাভের পক্ষে আর সন্দেহ নাই। বহুসংখ্যক মৈস্মরতত্ত্বজ্ঞগণের এই মত যে, "ইচ্ছাশক্তি" নিদ্রা উৎপাদনে এবং পীড়িতের সকল যন্ত্রণা নিরাময়ে নিয়তই সক্ষম। এমত স্থলে ক্রিয়ানুষ্ঠাতার তাবৎ আগ্রহ ও ইচ্ছা, রোগীর রোগ নির্মুক্তার্থে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিই ঐ ফল ন্যস্ত রহিয়াছে। কোনও কোনও অতি-অনুভবকারী পাত্র দশ মিনিট বা তদপেক্ষা অল্প সময়েই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। ইহারা যথার্থ মৈস্মরতত্ত্ববিষয়ক ক্রিয়া সাধনে উপযুক্ত কি না, তাহা জানিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবে। রোগীর হস্ত উন্নত করিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি মৃত ব্যক্তির ন্যায় উহা পড়িয়া যায়, অক্ষিগোলক যদি উপরদিকে উঠিয়া থাকে, ঘুরিতে থাকে, তবেই বুঝিবে, ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত। কোনও কোনও ঘটনায় চক্ষুগোলক স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকে, কিন্তু চক্ষুপুত্তলি এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকার সম্মুখেও তাহা মুদ্রিত বা ভাবান্তরিত হয় না।* এই প্রাথমিক অবস্থায় তাহার হস্তের পৃষ্ঠে একটি পিন বা সূচী বিদ্ধ করিয়া দিলেও সে কোনও যাতনা অনুভব করে না। কখনও কখনও শ্বাসপ্রশ্বাস অথবা ললাটে হস্তার্পণ করিলে ঐ নিদ্রা গাঢ়তর হইয়া থাকে; কিন্তু প্রথম অভ্যাসকারী কখনই রোগীর মস্তকে বা হৃদপিণ্ড প্রদেশে মৈস্মরিকশক্তি পরিচালন করিবে না। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত ন্যাস পরিচালন কালে যেন উহার গতি ধীর দ্রুত না হয়। পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থা যদি বিশ ত্রিশ মিনিটেও রোগী প্রাপ্ত না হয়,

---

* এমন বদমায়েসীও হয় যে, কোনও ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন মজা দেখিবার জন্য আত্মগোপন করিয়া মোহিস্থ হইতে আইসে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই "আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি" ইত্যাকার ভাব প্রকাশ করে। হয় ত ক্ষণপরেই হাসিয়া উঠে—নিন্দা করে, নানা প্রকার গ্লানী রটাইতে থাকে। ঐ সব বদমায়েসী এই কয়েকটি পরীক্ষায় ধরা পড়িবে।

তবে মৈস্মরতত্ত্ববিদ রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই সময়ের মধ্যে সে কোনও বিশেষ ক্রিয়া শক্তি অনুভব করিয়াছে, কিনা। যদি হয়, তবে কোন স্থানে ঐ ক্রিয়ার শক্তি অনুভূত হইয়াছে এবং ন্যাসাঙ্গুলী চক্ষুর নিকটবর্ত্তি হইলে ঐ অনুভূতি ঘটিয়াছে কি না। এই অনুসন্ধানে, তিনি জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার ক্রিয়াফল কিরূপ হইবে এবং তিনি উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না! মনে কর, রোগী তোমার ক্রিয়াযোগে নিদ্রিত হইতেছে; এখন, সর্ব্বপ্রধান চিন্তা এই যে, উহাকে জাগৃত করিবার কি? গুরুতর অনুভবকারী পাত্রগণের এই নিদ্রাবেশ পরিত্যাগকল্পে মস্তকে ও মুখমণ্ডলে গুটিকতক অতিপ্রসর্পিত ন্যাস পরিচালন করিলেই হইতে পারে; কিন্তু ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারা যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা নাসামূল হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিবে। ইহা নিয়ম বলিয়াই জানিবে যে, যে পর্য্যন্ত রোগী বিশেষ চৈতন্য লাভ করিয়াছে এরূপ না বুঝিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে কথনই পরিত্যাগ করিবে না। কাপ্তেন জেম্‌সের এই প্রক্রিয়া রোগ উপশমার্থই অধিকতর ব্যবহৃত হইতেছে। যথার্থ মৈস্মরিকশক্তি প্রয়োগ রোগীর দেহের যেমন বিধাতৃবিহিত ধর্ম্ম, তদ্রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রদর্শনেও সে অবশ্যই সমর্থ হইবে।

৯৯। Mesmer's Process,—তাড়িড়-মোহ সমুৎপাদনার্থ রাণী সি (Countess C***.) তাঁহার পরীক্ষিত "জান্তব-তাড়িতশক্তি" নামক পুস্তকে যে দশ প্রকার নিয়ম সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিব। তাঁহার সংগৃহীত প্রথম প্রণালী মেস্‌মার কৃত। রাণী বলিতেছেন, "মেস্‌মারই যথার্থ রূপে, তিনি ও তাঁহার মোহিষ্ণু, এতদুভয়ের মধ্যে "সম্বন্ধ" স্থাপন করিয়াছিলেন। মোহিষ্ণুর স্কন্ধ হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ, চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি প্রদর্শন, বিশেষতঃ পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা, ইহার গতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তদ্দারা বিশ্ব-

জনীন তারল্যের পূর্ণ-শক্তি প্রদর্শনে, এই ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়। মেস্মারের বিখ্যাত টব এবং বাল্‌তী (Bucket) কি এতই শক্তি সম্পন্ন? তাহাতে আছে কি? এক খানি ওক কাষ্ঠ নির্ম্মিত দেড় ফুট উচ্চ, সম্পূর্ণ গোল চক্র; উহার অভ্যন্তর কুনুই-আকৃতি (Elbow-Shaped) লৌহ দণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা তারল্যের পরিচালকরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহার অভ্যন্তরে বিশেষ রূপে জলপূর্ণ বোতল শ্রেণী এবং কিয়দংশ স্থান Ground Glass এবং উখা করা লৌহচূর্ণ। এই বস্তুসকলের উদ্দেশ্য তরল পদার্থকে (Ware-house) সঞ্চালিত করা।

১০০। ডাক্তার কিসারের মত। ইনি একজন বিখ্যাত শক্তি সঞ্চালক। ইনি তাড়িৎ পরিচালনের জন্য যে পাত্র ব্যবহার করিতেন, তাহা চতুষ্কোন, তিন ফিট উচ্চ ও দেড় ফিট বিস্তৃত। ঐ বাক্স দেড় ইঞ্চি স্থূল ওক কাষ্ঠে নির্ম্মিত। বাক্সের ডালা খানি আধ ইঞ্চি স্থূল এবং দুই পাশে স্ক্রুর দ্বারা আবদ্ধ। বাক্সের ভিতর টিনের চাদর দ্বারা মোড়া এবং বাক্সের ভিতর লোহার মরিচা এবং জল দ্বারা পূর্ণ। ঐ জল কূপ জল হওয়া উচিত। এই রূপ ভাবে প্রস্তুত বাক্স তাড়িতিক রোগ নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিশেষ, বাত বা তথাবিধ পীড়ায় এই জলের ধারা আশু প্রতিষেধক।*

১০১। সহজ প্রণালী—(Deleuz's Process.) ডিলুজ বলেন, "মোহিষ্ণুকে সম্মুখে বসাইয়া শক্তিসঞ্চালক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আপনার অঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিবে, যেন ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন কোনও বস্তু মুছিয়া দিতেছে। ইত্যবসরে মোহিষ্ণুর দৃষ্টিতে শক্তিসঞ্চালকের দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। এ দৃষ্টি সমভাবেই থাকিবে, কেবল ৫ মিনিট পরে অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া মোহিষ্ণুর মস্তক হইতে স্কন্ধের দিকে শ্বাস সঞ্চালন করিবে।

* Dr Keiser's Archiv Fuerden thierisohen Magnetismus, Vol· 3, 2 Pt, P. 44.

এইরূপ এক মিনিট করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ অঙ্গুলি ধারণ করিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে হইবে।

১০২। অন্য প্রকার নিয়ম। মোহিষ্ণুকে ইজিচেয়ার বা কেদারায় বসাইয়া, আপনি তাহার সম্মুখে অন্য আসনে বসিবে। মোহিষ্ণুকে পায়ের জুতা খুলিয়া পা ঝুলাইয়া বসিতে হইবে, এবং নিজেও তদ্রূপ ভাবে বসিবে। ১০মিনিট কাল এক দৃষ্টে মোহিষ্ণুর চক্ষে দৃষ্টি রক্ষা করিবার পর, তাহার শরীরের সিকি ইঞ্চ তফাতে অঙ্গুলি গুলি সরল ভাবে রাখিয়া এক হস্তে মস্তক হইতে স্কন্ধ-দেশ পর্য্যন্ত এবং অপর হস্তে বক্ষঃস্থল হইতে নাভি দেশ পর্য্যন্ত প্যাস দিতে থাকিবে। *

১০৩। কাপ্তেন হডসনের প্রণালী। Captain Hudson, the Healer—কাউণ্টেস সি লিখিতেছেন।—"আমি মৈস্মরতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য যখন কাপ্তেন হডসনকে পত্র লিখি, তখন তিনি রগডেল নগরে তাড়িত প্রয়োগে রোগ নিরাময় করিতেছিলেন। পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা, কালা, বোবা, খোঁড়া, বেতো—প্রভৃতি রোগীরা তাঁহার কৃপায় অতি অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করিতেছিল এবং তাঁহার এ কীর্ত্তি সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে ঘোষিত হইতেছিল। তিনি আমার পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়া ছিলেন, তাহা এই ; "আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি শক্তিসঞ্চালনের সত্যাসত্য জানিতে চাহিয়াছেন। ৩০ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যথাসাধ্য গবেষণা ও প্রমাণপরীক্ষা দ্বারা আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, ইহা সত্য। পত্রের উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তাহার কারণ, আপনার জিজ্ঞাস্যের কিয়দংশ অনুকূল বলিয়া

* এই মত এবং M. Teste, Billot এবং Brunoর মত, প্রায় এক প্রকার। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা—Dupotet তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়কে একশত ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে এই প্রণালী শিক্ষা দিতেন। Vide Dupotet's Animal-Magnetism.

তাহাও লিখিলাম। মধ্যে আমি এক পাগলা গারদে একটি স্ত্রী-লোককে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার এ মত্ততার প্রধান কারণ, সে তাহার স্বামীকে চিনিতে পারা দূরে থাক, স্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে! আমি গিয়াই তাহার স্মৃতিকে জাগৃত করিবার জন্য স্কন্ধে হস্ত অর্পণ করিবামাত্র, কিছুক্ষণ আমার দিকে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া, শেষে আমার নাম করিল এবং উৎফুল্ল হইয়া তাহার স্বামী, পুত্র ও ভগ্নিগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। এক সপ্তাহ কাল এই মাত্র প্রক্রিয়ার দ্বারা আমি তাহাকে আরোগ্য করিয়াছি। মোহিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টিস্থাপন, করাঙ্গুলী ধারণ, স্কন্ধে হস্ত ঘর্ষণ এবং মস্তক হইতে নাভি দেশ পর্য্যন্ত ন্যাস পরিচালন, দৈহিক পীড়া নিরাময়ের প্রধান উপায়।”

মোহনিদ্রাতত্ত্ব

AUTO-MAGNETISM.

অনেকেই জানেন, কত কত লোক ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পথ চলে, লেখে, কাজ কর্ম্ম করে, আবার ঘুমাইয়া যায়। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় করিয়াছে, তাহার কিছুই মনে করিতে পারে না। অথবা কৃতকার্য্যদৃষ্টে চমৎকৃত হয়। চলিত কথায় আমাদিগের দেশে উহা "নিশিতে পাওয়া" নামে আখ্যাত। ইহার প্রমাণ এখানে আর কি দিব, প্রত্যেকেই অনুসন্ধান করিলে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কৃত্রিম উপায়েও এইরূপ ঘুমন্ত-মানুষকে দিয়া ইচ্ছামত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অধুনা আমেরিকা ও জর্ম্মনীতে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে এবং ইহার প্রক্রিয়াপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য, পুস্তক প্রচার হইয়াছেও বিস্তর। সেই সকল উপায়ের মধ্যে কয়েকটি সহজ ও ফলপ্রদ উপায় নিম্নে লেখা গেল।

১০৪। ডাক্তার ব্রেডের প্রক্রিয়া *।—ডাক্তার ব্রেড বলেন, যে, "ধাতুর প্রতি তাড়িৎ প্রয়োগেই এই প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই ক্রিয়া প্রয়োগে যে কেবল মোহিষ্ণু দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই সম্পাদন করিয়া লওয়া যায়, তাহা নহে; মোহিষ্ণুকে নানাবিধ ভ্রান্তদৃশ্যও দর্শন করান যাইতে পারে। সাধারণতঃ লোকের ধাতু যেরূপ, অর্থাৎ সে যে প্রকৃতির লোক, তাহাকে আপনার প্রকৃতিতে আনিতে পারিলেই আমি যখন যাহা চিন্তা করিব, সেও তাহাই চিন্তা করিবে; আমি যাহা দেখি-

---

* Dr. Braid, on Hypnotism.

তেছি মনে করিব, সে তাহাই দেখিবে, এবং আমি যাহা করিতেছি মনে করিব, সে সেই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া সুখী বা দুঃখী হইবে। আমি একদা এইরূপ কোনও ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইয়া, স্বচক্ষে দেখিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে ঐ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিল না। এজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইলাম। * বক্তৃতাদির পর, একটি নিদ্রিত বালিকাকে ঐ নিরব সভাগৃহে আনা হইল। এক জন শক্তিসঞ্চালক ঐ বালিকার নিকটবর্ত্তি হইয়া কয়েকটি প্রক্রিয়া করিতেই, নিদ্রিত বালিকা উঠিয়া বসিল। শক্তিসঞ্চালক ইঙ্গিৎ করিবামাত্র নিদ্রিত বালিকা চক্ষু বুঁজিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বঁড়ই কৌতূহল হইল। কৌতুহলের সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চকর বিস্ময়! বালিকা না জানি কি বলে, এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পকেট বুক ও পেনসিল বাহির করিয়া, হৃদয় পূর্ণ আশঙ্কা ও অসহনীয় প্রতীক্ষার মধ্যে বসিয়া রহিলাম।

ডাক্তার ওয়াকার বালিকাকে একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া বসিতে বলিলেন, বালিকা তাহাতে উপবেশন করিল। ডাক্তার পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন "দেখ লুসি! এই সেই ছবি! তুমি ফরাশী-প্রুসিয় যুদ্ধের যে ছবিখানি দেখিতে চাহিয়াছিলে, এই সেই ছবি। কেমন, বল, চমৎকার কিনা?"

নিদ্রিত বালিকা চক্ষু উন্মীলন না করিয়াই বলিল "অতি চমৎকার! এতবড় যুদ্ধ!—উঃ—ঐ দিকে—ঐ উত্তর—নানা উত্তর কোনে বুঝি প্রুসিয়-সৈন্য?"

ডাক্তার।—নানা, ভুল হইয়াছে। সে ছবিখানি এ নয়। এ ছবি ইতালীর যুদ্ধের ছবি। গারিবল্‌দীর ছবি, ঐ যে দেখিতেছ না?"

* M. Lafontaine's Conversaziones, on the 13 th. Nov, 1841.

বালিকা।—হাঁহাঁ, তাইত! ঐ যে কাল ঘোড়ায় বীরবর গারিবল্‌দী রহিয়াছেন! কি দৃঢ়দেহ!

ডাক্তা।—আচ্ছা, লুসি, বল দেখি, এ কার ছবি।”

বালিকা!—(হাসিয়া) এনা আমার ঠাকুরদাদামহাশয়ের ছবি! এ আপনি পেলেন কোথা?”

মনে করিলাম, এসব হয়ত শিখান কথা! পড়াপাখী যখন শিখান কথা আবৃত্তি করে, তখন ১০ বৎসরের লুসী না পারিবে কেন? ডাক্তার ওয়াকারের সহিত আমার বেশ পরিচয় ছিল, দহরম্ মহরম্ ছিল, বলিলাম,“ওয়াকার, অন্য প্রসঙ্গ হউক, সেক্ষপীয়রের কোনও ছবির বিষয় হউক।”

ডাক্তার।—কোন্ নাটকের ছবি ভাবিব?”

আমি।—হামলেট।

ডাক্তার।—লুসি! দেখ, এ ছবিখানা কি ভয়ানক!

বলিতে না বলিতে লুসীর মুখ পাংাস্ বর্ণ হইয়া গেল! ভয়জড়িত কণ্ঠে বলিল, “একি! কি ভয়ানক ছবি! ওকি ভূত!”

লুসীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ভয় হইল। ভয়ে ভয়ে প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তন করিতে বলা গেল।

ডাক্তার বলিলেন “লুসি! এই ঘরে একটা চা-দানী আছে, খুজিয়া আন দেখি?”

লুসী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সভা-গৃহের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া চা-দানী আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। সে দিন ঐ পর্য্যন্ত।

পরদিন ওয়াকারের বাটী উপস্থিত হইলাম। মোহনিদ্রাতত্ত্বের সমস্ত প্রণালী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিলাম। পরদিন বিশেষরূপে মনঃসংযম পূর্ব্বক প্রক্রিয়াপ্রণালী অভ্যাস করিয়া একজন বন্ধুর প্রতি প্রক্রিয়া পরিচালনে মনস্থ করিলাম। নির্জ্জন ঘরে বন্ধুর দৃষ্টিতে দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলাম। বন্ধুর চক্ষু হইতে জলধারা বহিল। চক্ষুপল্লব

কাঁপিয়া কাঁপিয়া মুদ্রিত হইয়া গেল। বন্ধু ঘুমাইয়া পড়িলেন। গম্ভীর স্বরে বলিলাম, “আমার সঙ্গে এস।” বন্ধু হেলিলেন না, ছুলিলেন না, নড়িলেন না, চড়িলেন না। আবার আদেশ প্রচার করিলাম, তথাপি না। হতাশ হইয়া ক্ষুব্ধমনে সেদিন চক্র ভাঙ্গিয়া দিলাম।

আশা ত্যাগ করিলাম না। ক্রমান্বয়ে নিত্যনিত্যই ন্যাস পরিচালন করিতে লাগিলাম। পনের দিন পরে, বন্ধু আমার আদেশ পালন করিলেন। আমার আদেশানুসারে বন্ধু দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া ধপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। একটু আঘাতও পাইলেন, কিন্তু আশা বাড়িল। তিনমাস আক্লান্ত শ্রমের পর এখন দেখিতেছি, শক্তিসঞ্চয় ভিন্ন কোনও কার্য্যই হইতে পারে না। তিনমাস পরিশ্রমের পর এখন দেখিতেছি, সকলই সত্য। তিনমাস শক্তিসংগ্রহের পর এখন আমি দেখিতেছি, সত্য। ফলও পাইতেছি প্রচুর।”

১০৫। অন্য উদাহরণ। ফরাসী দেশের বিখ্যাত শক্তি-সঞ্চালন ক্রিয়ায় নিপুণা কুমারী ফেরিয়া অতি অল্পশ্রমে লোককে মোহিত করিয়া তাহাদের দ্বারা নানাকার্য্য সাধন করাইতে পারিতেন। কুমারী একদা কোনও স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, এমন সময় দেখেন, একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামী কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ফেরিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ রমণীর স্বামী প্রকাশ্য বাজারে আলু বিক্রয় করে। স্ত্রীকে ঐ সমস্ত বিক্রেয় দ্রব্য বাজারে পৌছিয়া দিতে হয়। আজ এত অধিক আলু বাজারে পৌছিয়া দিতে হইবে যে, তাহা সে কোনও মতে বহন করিতে পারে না। স্বামী তাহা না শুনিয়া জোরজুলুম করায় বচসা হইয়াছে, এবং “যদি ইহা না পারিস্ তবে দূরহ” বলিয়া স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ফেরিয়া বলিলেন, “কাঁদিওনা। আমি তোমার

স্বামীকে দিয়া ঐ বোঝা বাজারে লইয়া যাইতেছি।” এই বলিয়া তিনি ঐ কৃষকের সম্মুখে গিয়া, তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কৃষক “এ আবার কি ব্যাপার” ভাবিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। ফেরিয়া পূর্ব্ব হইতে আত্মদেহে প্রচুর পরিমাণে তাড়িত শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অল্পক্ষণেই কৃষক মুগ্ধ হইয়া পড়িল। শেষে ফেরিয়া আদেশ করিতেই, কৃষক তাহার বিক্রেয় বস্তু সকল লইয়া বাজারে হাজির হইল। ফেরিয়া আপন পুস্তকে * তাঁহার পরীক্ষার অনেক রহস্যময় বিবরণ লিপি করিয়া রাখিয়াছেন।

* Miss Feria's Examples and Experiments on Hypnotism.

সুষুপ্তি-তত্ত্ব

STATUVOLISM.

ইহাও মোহনিদ্রা, তন্দ্রাতত্ত্ব প্রভৃতির অন্তর্গত একটি বিষয়। নিদ্রা কালে তাড়িত-শক্তি প্রয়োগে যে সকল অলৌকিক কার্য্যসমূহ সংসাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, ঐ সকল কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ জন্য, কার্য্যভেদে উহার নানা নামভেদ ঘটিয়াছে। সুষুপ্তিতত্ত্ব বিষয়টা কি, তাহার উপায় কি এবং প্রয়োগ প্রণালীই বা কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১৬০।—সুষুপ্তি-তত্ত্ব প্রণালী।* ডাক্তার ফানষ্টোক তাঁহার "শক্তি-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন, "মৈস্মরতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা মেস্মার ও তাঁহার শিষ্যগণ শক্তিসঞ্চালনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছেন। কেহ বা রোগীর পশ্চাতে বসিয়া তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলী ধারণ,এবং কতক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া পরিশেষে যে পর্য্যন্ত রোগী তাহার শক্তির অধিকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত ন্যাস পরিচালন করিয়া থাকেন; আবার কোনও কোনও ব্যক্তি, রোগীর সম্মুখে বসিয়া তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক কতক্ষণ থাকিয়া এবং দুই একটি ন্যাস পরিচালন করিয়া তাহাকে অচৈতন্য করেন; ইহাতেও বরং একদিন ফল না পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করি, তাহাতে কখনও যে অকৃতকার্য্য হইয়াছি, এমন স্মরণ হয় না। ঐ প্রণালী এইরূপ। "যখন কোনও ব্যক্তি মুগ্ধ হইতে বা নিরাময় হইতে আমার

---

* Process of Dr. W. Baker Fahenstock.

নিকট আইসে, আমি তখন তাহাকে একখানি কেদারার উপর উপবেশন করাই। এমন ভাবে বসাই যে, তাহাতে তাহার কোনও প্রকার কষ্ট না হয়। এইরূপ বসাইয়া, তাহাকে একদম্ চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলি, এবং স্থিরভাবে থাকিতে অনুরোধ করি। বরং তাহার পরিচিত কোনও স্থান বিষয়ে চিন্তা করিতে বলি। সে স্থান এমন হওয়া আবশ্যক, যথায় যাইবার জন্য তাহার প্রাণের আকাঙ্খা আছে। এইরূপ কোনও বস্তু, ব্যক্তি বা স্থান, যাহাতে তাহার প্রাণ বাঁধা পড়িয়া আছে, সেই বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই অতি সহজে মনঃসংযোগ হয়, এবং অতি সত্বরই তাহার ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যজগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিরাম লাভ করে। তখন সে ব্যক্তি তাহার চিন্তার বস্তুতে একবারে ডুবিয়া যায়।

এই অবস্থায় আসিলে পর, পাত্র বা রোগীর প্রতি দুই চারিটি মাত্র তাড়িতিক ন্যাস প্রয়োগ করিয়া, তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া চিন্তা করিলেই শক্তিসঞ্চালক যাহা চিন্তা করিবেন, পাত্র তাহাই দেখিতে থাকিবে।*

১৭০। অন্যপ্রকার উপায়। এই প্রক্রিয়ায় প্রায়শঃই দৈহিক পীড়া, যেমন মাথা ধরা, পেটে ব্যথা ধরা, পেট কাম্ড়ানী, হাতে পায়ে ব্যথা, সামান্য রকম বাত, দেহের কোনও স্থানের বেদনা, চক্ষু লাল, কানে তালা ধরা, হাত পা কাম্ড়ানী, ইত্যাদি অতি অল্পশ্রমে অনায়াসে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। যাহারা ঐরূপ পীড়ায় পীড়িত, তাহাদিগের একজনকে আপনার সম্মুখে বসাও। যদি চেয়ারে বসিতে সুবিধা হয়, তবে চেয়ারে বসাইয়া আপনার পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহার পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি চাপিয়া

* মেস্মার এইরূপ প্রণালী দ্বারা, ঘোঁড়াকে পর্য্যন্ত হাঁটাইতেন, বোবাকে কথা কহাইতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ শক্তি সর্ব্বদা স্থায়ী হইত না। ইহা ঈশ্বরের নিগ্রহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! প্রভু যিশু খ্রীষ্ট, এবং আর্য্যঋষিগণ যে বোবাকে কথা কহাইতেন, কানাকে দর্শন শক্তি দিতেন; অনেকের বিশ্বাস, তাহা এই শক্তি বলে।

ধরিবে; আর যদি মাটিতে বসিতে হয়, তবে তাহার হাঁটুদ্বয় আপনার হাঁটু দিয়া চাপিয়া ধরিবে। তৎপরে তাহার হস্তদ্বয় ৫ মিনিট কাল আপনার হস্তের মধ্যে রাখিবে। পরে যে স্থানে ব্যথা.বেদনা, সেই স্থানে বারম্বার তাড়িতিক ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবে। প্রত্যেক ন্যাস পরিচালন করিয়া হাত ঝাড়িয়া ফেলিবে। এইরূপ বারম্বার করিয়া তৎপরে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার বেদনা কি পরিমাণে আরাম হইয়াছে। যদি সুবিধা বুঝিতে পার, তবে আবার ন্যাস চালনা করিবে, আর যদি রোগী এই ক্রিয়ায় কোনও উপকার অনুভব না করে, তবে অর্দ্ধঘণ্টা কাল বিরাম দিবে। পরে পুনরায় মনঃস্থির করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া আরম্ভ করিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই ফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। *

১০৮। জর্দনের প্রণালী। Jorden's Process. রোগীকে একখানি কেদারায় হেলান দিয়া শোয়াইয়া দাও। যেন সে বল না দিয়া উঠিতে না পারে। এইরূপে শয়ন করাইয়া তাড়িত পরিচালক তাহার পশ্চাৎ দিকে গিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার মেরুদণ্ডের উপর স্কন্ধ হইতে কটিদেশের দিকে সংন্যাস পরিচালন করিবে। † ঐ ন্যাস পরিচালন কালে রোগী হইতে তাড়িত পরিচালককে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ দূরে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এইরূপ কিয়ৎকাল করিলেই পরিচালকের ইচ্ছা না হইলে রোগী কখনই কেদারা হইতে উঠিতে পারিবে না। তখন পরিচালক ইচ্ছা করিলে, যদি সে খঞ্জ বা তাহার পদে

* এই নিয়মে জর্ম্মাণীর একজন ডাক্তার তিন মাসে ৩৬৪২ জন রোগী আরাম করিয়াছিলেন। Dr: Gmelin's Expriment on Electro-Healing. Published Germany in 1879. and translated by K. S. Woen in English in 1881.

† সংন্যাস।—উভয় করতল বিপরীত দিকে রাখ, অর্থাৎ পরস্পর পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া দাও, অঙ্গুলি গুলি সরল ভাবে রাখ। এইরূপ হস্তে ন্যাস চালনা করিলেই হইবে। It is called by Gmelin—DUBLE PUGNAL MANIPULATION.

বেদনা থাকার দরুণ সে চলিবার শক্তিতে বঞ্চিতও থাকে; তাহা হইলেও তাহাকে অনায়াসে ইচ্ছামত চলাইতে ফিরাইতে পারিবে।

১০৯। বিবিধ উপদেশ। (ক) স্বয়ং কিয়ৎকাল দর্পণের প্রতিবিম্বের প্রতি চাহিয়া পরিশেষে মূর্চ্ছা, তড়কা বা অতি দুর্ব্বল রোগীর বক্ষঃস্থলে শ্বাস ত্যাগ করিলে, তৎক্ষণাৎ সে সংজ্ঞা ও বিবেক শক্তি ফিরিয়া পায়। (খ) যদি শক্তি সঞ্চালনের পর, মোহিষ্ণু অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার নেত্র-যুগলে তাড়িত-ন্যাস প্রয়োগ করিয়া মোহিষ্ণুর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নিদ্রা গেলে, মোহিষ্ণুর যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ ঘুমাইতে দিবে। (গ) ইহা বিশেষ প্রকারে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এসকল ক্রিয়া রোগনিরাময়ের জন্যই অবশ্য ব্যবহার করিবে, তবে যোগবল বা অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শনার্থ এ শক্তির যত কম ব্যবহার হয়, ততই মঙ্গল। (ঘ) ন্যাস পরিচালন কালে ইহাও অবশ্য স্মরণ করিবে যে, যে দিক হইতে প্রথম ন্যাস পরিচালন আরম্ভ করিয়াছ, তাহার বিপরীত হইলেই যে ক্রিয়ামাত্রই নিষ্ফল হয় তাহা নহে,পরন্তু অমঙ্গল ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রথম যে ন্যাস যে দিক হইতে আরম্ভ করিবে, শেষ পর্য্যন্ত যেন সেই প্রকারই অনুসৃত হয়। (ঙ) সকল তাড়িতিক ন্যাসই দেহের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে পরিচালন করিতে হইবে, এবং করতল মোহিষ্ণুর দিকে সরল ভাবে থাকিবে।

যৌগিকশক্তিতত্ত্ব

COMBINED-MAGNETISM.

নানাবিধ উপায়ে জান্তব-তাড়িত-শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, এবং তদ্দ্বারা বিবিধ রোগও নিরাময় হইতে দেখা যায়। বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আজি কালি অনেক পীড়া, ঔষধাদি ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাড়িতশক্তি দ্বারা নিরাময় করা হইতেছে। ঐ সকল দেশের তাড়িতপ্রয়োগকারিগণ আপন আপন সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা রিপোর্টাদিতে তাহাদিগের কৃতকার্য্যতার প্রমাণ ও ঐ উপায় সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ সকল তত্ত্বানুসন্ধানে আমরা আজিও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি।

১১০। পরিচালকদণ্ড। (Conductor) মেস্মার ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ইহা দুইটি ইস্পাতের দণ্ড। প্রত্যেকটি ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ ব্যাস বিশিষ্ট। ঐ দুইটি দণ্ড ইচ্ছা করিলে যুড়িয়া ১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ করা যায়। ঐ দণ্ড এক হস্ত দ্বারা এক পার্শ্বে ধরিবে এবং অপর পার্শ্ব রোগীর অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া ন্যাসাদি পরিচালন করিবে।

১১১। আত্ম-তাড়িত পরিচালক। Ideo-electric conductor. ইহা গালা ও কাচ নির্ম্মিত; এবং ব্যবহারও পূর্ব্ববৎ। মোহিতের শরীরে ইহা পূর্ব্ববৎ স্পর্শ করাইলে অধিক-তর ফললাভের সম্ভাবনা।

১১২। দর্পণ। ডিম্বাকৃতি দর্পণ (একটু বড়) ক্রয় করিয়া তাহার পৃষ্ঠে তামা ও দস্তার চাদর আঁটিয়া লইবে। রোগীর বক্ষঃস্থলে এই দর্পণের প্রতিবিম্ব ধরিলে, বিশেষ ফল লাভ হইয়া

থাকে। মোহিষ্ণু এই দর্পণের প্রতি ৫ মিনিট মাত্র চাহিয়া থাকিলেই মুগ্ধ হইবে।

১১৩। নিয়মিত স্নানাহার, মাদক ত্যাগ, ন্যাস শিক্ষার পর নিত্য নিত্য দুই চারিজন ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কার ও প্রফুল্ল ভাবে অবস্থান ইত্যাদিতে তাড়িতশক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

১১৪। রোগীদিগের সেবনের জন্য তাড়িতিক জলপড়া ব্যবহারেও ফল ফলিতে দেখা যায়। এক গ্লাস পরিষ্কার নদীর জল বাম হস্তে ধরিয়া, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ন্যাস পরিচালন করিয়া, পরিশেষে তাহা রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ন্যাস হইতে ইহার শক্তি অল্প বটে, কিন্তু সময় ও পীড়া বিশেষে, ইহা দ্বারা সন্তোষজনক ফল ফলিতে দেখা যায়। অতএব অবশ্যক বুঝিলে, ইহাও ব্যবহার করিতে বিরত হইবে না।

আবেশতত্ত্ব

SOMNAMBULISM.

১১৫। আধ তন্দ্রা আধ চেতন,নিদ্রার যে এই মধ্য অবস্থা,ইহা বড়ই মনোরম। ইহারই নাম আবেশ। প্রীতির মধ্যে আবেশ— সন্তোষের মধ্যে আবেশ, সুখনিদ্রার মধ্যে আবেশ, বড়ই সুখের বড়ই দুর্লভ। চেষ্টা করিলে তাড়িত প্রয়োগে এই আবেশ সম্ভোগ হইতে পারে। এই আবেশ সম্ভোগে আবার নানাবিধ মনোহর দৃশ্য সকল,ভোক্তা আবেশ ঘোরে দেখিতে এবং উপভোগ করিতে পারে। শিক্ষিত তাড়িত পরিচালক ঐ আবিষ্টকে ইচ্ছা মত কল্পনার রাজ্যেও ভ্রমণ করাইতে পারেন। একজন বিখ্যাত মেস্মরতত্ত্বজ্ঞ ভীষক এদেশে আসিয়া নানা জাতীয় ব্যক্তিকে এই আবেশ সম্ভোগে মোহিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল বিবরণ পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। *

২১৬। এক্ষণে কি উপায়ে ঐ আবেশতত্ত্ব আয়ত্ত করা যায়,এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে মোহিতকে নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য চিত্রদেশাদি প্রদর্শন করা যায়, তাহা উল্লিখিত ব্যক্তির গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হওয়া আবশ্যক। কেননা, তিনি স্বয়ং বারম্বার উহা পরীক্ষা করিয়া আশাতীত ফল লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

১১৭। সর্ব্ব প্রথমে ঐরূপ আবেশ-দৃশ্য দর্শনে যাহার ইচ্ছা, তাহাকে একখানা কেদারায় বসাইয়া কয়েকটি দীর্ঘন্যাস প্রয়োগ করিবে। তাহার পর মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া তাড়িত-আকর্ষণ-ন্যাস প্রয়োগ করিতে থাকিবে। কিছু কাল পরে, বক্ষঃ ও কণ্ঠে তাড়িত-সংহরণ-ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবে। এই সময়

---

* Vide Dr Esdaile's Introduction of Mesmerism in Hospital of India.

তাহার নেত্রদ্বয় যেন নিমিলিত থাকে। যদি সে তখন চক্ষু উন্মীলিত করে, তবে করতল বিস্তৃত করিয়া ধীরে ধীরে তাহার মস্তকের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে, যেন অধিক চাপ না পায়, অঙ্গুলী গুলি কপালের দিকে একটু চাপিয়া আনিতে থাকিবে। পরে ক্রমে ক্রমে ঠিক ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি (যেখানে লোকে ফোটা পরে) স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারায় চাপিয়া বলিবে, "তুমি দেখছি সাহেব! সাদা রং, মাথায় তোমার সোলার টুপি! গায়ে কোট!—বাঃ বেশ ত!" মোহিষ্ণু তাহাই তখন মনে করিতে থাকিবে। তুমি হয়ত বলিবে, "দেখ, কি সুন্দর দেশে তুমি আসিয়াছ! পাখীটি কেমন সুন্দর!—ফুল গুলি কেমন ফুটিয়া আছে!" এইরূপ তুমি যখন যাহা বলিবে, আবেশ সম্ভোগে—মোহিষ্ণু তাহাই তখন দেখিতে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। তুমি এ ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হও, বা না হও, মোহিষ্ণুর দেহ হইতে তাড়িত সংহরণ করিতে ভুলিবে না। অতিপ্রসর্পিত-বিপরীতমুখী-তাড়িতন্যাস দ্বারা মোহিষ্ণুর চৈতন্য সম্পাদন করিবে।

১১৮। আবেশে নিদ্রিত, এমন কোনও রোগীকে যদি সেই নিদ্রিত অবস্থাতেই আরোগ্য করিতে চাও, তবে সে যে ভাবে নিদ্রিত আছে, সেই ভাবেই থাকিতে দাও। ঘরে আর যদি কেহ থাকে, বাহিরে যাইতে বল। আলোর তেজ কমাইয়া দাও। তারপর ধীরে ধীরে নিদ্রিত রোগীর কপালে ও চক্ষুতে কয়েকটি ন্যাস চালনা কর। তারপর বক্ষঃস্থল হইতে নিরাময়-ন্যাস দিতেদিতে ধীরে ধীরে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আইস; এবং দুই হস্ত তথা হইতে রোগীর দুইহাত বহিয়া আকর্ষণ করিয়া ঝাড়িয়া ফেল। এইরূপ নিয়মে ছয় বার কি সাতবার ন্যাস দিয়া, পূর্ব্বে যে কয়েকবার ন্যাস দিয়াছ, সেই কয়েক বার বক্ষঃস্থল হইতে পাদদ্বয় পর্য্যন্ত পরিচালন কর। রোগী যদি কথা কহিয়া জাগিয়া উঠে, তবে ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে, তোমার যে রোগ

নিরাময় শক্তি আছে, তাহা বুঝাইয়া দিবে। এই প্রক্রিয়ায় দৈহিক ব্যথা, বাত, বেদনা, মাড়ীশূল, মাথা ধরা, পেটব্যথা প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

১১৯। আরও এক উপায় আছে। তেমন প্রচুর শক্তি লাভ না করিলে এ সকল কার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হইবার আশা অতি কম; অথচ শিক্ষার্থী বারম্বার চেষ্টা করিয়া এবং বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়া তথাপি যে শক্তিসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহা অসম্ভব; বিশেষ ধৈর্য্যহীন বঙ্গবাসী—বিশেষ উন্নতিশীল আধুনিক নব্যযুবক। যদি লোক চিনিয়া অর্থাৎ-আপনার যেমন ক্ষীণশক্তি, তেমনি ক্ষীণতর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চিনিয়া, তৎপ্রতি শক্তিপ্রয়োগ করা যায়, তাহাহইলে একেবারে ভগ্ন মনোরথ হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। একবার ফল পাইলে তখন পূর্ণফল ও পূর্ণশক্তি লাভের জন্য উদ্যম আইসে, অধ্যবসায় আইসে, ধৈর্য্য ত আছেই। এইজন্য একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত * ঐ প্রকার ক্ষীণতর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য যে কয়েকটি চিহ্ন উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, অতি আবশ্যক বোধে পাঠকগণকে তাহা জানাইতেছি।

চিহ্ন সকল

১। থুৎনী বা দাড়ী—ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উপরদিকে উঠা।

২। ওষ্ঠ—ঈষৎ ভিতর দিকে গুটান।

৩। নাসিকা—ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ ঈষৎ স্থূল ও গোল।

৪। চক্ষু—বিস্তৃত, সম্পূর্ণ খোলা, নেত্রগোলক সাদা বা মেঘের রং।

৫। ললাট—পুষ্ট, বিশেষ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল।

---

* Dr, Moses Rigg, The professional Magnetiser, Physiognomist, and Phrenologist.

লোকচিত্তজ্ঞান

THOUGHT-READING.

১২০। লোকের চেহারা দেখিয়া আপনার শক্তিবলে তাহার মনের ভাব বলা যায়। আমাদিগের দেশেও যেমন থাকিতে হয়, তেমনই ঐ শাস্ত্রের আলোচনা ছিল। সাদা কথায় উহার নাম ছিল, চরিত্রানুমান বিদ্যা। যেমন যাইতে হয়, তেমনই সেই কাল-গর্ভে এই শাস্ত্রও বিরাম লাভ করিয়াছে! দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই প্রতি পদে পদে আজি ইংরেজের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ভগবানের ইচ্ছা!

যে ব্যক্তি শক্তিলাভ করিয়া লোকচিত্তপাঠ করিতে সমর্থ হয়, সে দর্শকগণের নাম, ধাম, অবস্থা এবং কাহার নিকট কি আছে না আছে, তাহাও বলিয়া দিতে পারে। যে সকল স্থানে সে কখনও যায় নাই, অবিকল তাহার বর্ণনা করিয়া থাকে। এখন ভাবিয়া দেখ, এ শক্তি কি মহান! আর মহান নহেই বা কোন্‌টা? এ তত্ত্বের তাবৎ তত্ত্বই মহানের মহান! বিশ্বাসীর বিশ্বাসমূল দৃঢ়করণে এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের প্রীতি ও ভক্তিবর্দ্ধনে ইহা যেমন তৎপর, অবিশ্বাসীর দম্‌ফাটা হাসি ও দন্ত প্রদর্শনের ব্যাপার সাধনেও তেমনই তৎপর!

১২১। যেমন অন্যান্য কারণে কর, তেমনি উপায়ে কোনও স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি তাড়িত পরিচালন কর। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয় ঐ ব্যক্তি বলিবে, সেই বিষয়ে তোমার যতটা জ্ঞান, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা মনে মনে আন্দোলন করিতে থাক। তাহার পর, ঐ ব্যক্তির পশ্চাতে গিয়া বিপরীত মুখে দাঁড়াও, এবং তখনও চিন্তা করিতে থাক। তৎপরে তাহার মস্তকে সংক্রমণ-ন্যাস পরিচালন কর। কয়েক মিনিট অপেক্ষা

কর। যে বিষয় অবলম্বন করিয়া মোহিষ্ণু বিবরণ করিবে, সেই বিষয় মনে মনে চিন্তা কর এবং ইচ্ছা কর যে, উহা তাহার মুখ হইতে নির্গত হউক। এই সময় তোমার বাহ্যদৃষ্টি বা বাহ্য-বিষয়ে যেন চিত্ত না থাকে। তুমি যেন ঐ তত্ত্বে ডুবিয়া যাইতে পার, এমন গাঢ়চিন্তা বিশেষ প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথমেই যেন মোহিষ্ণুকে কোনও একটা কঠিন কল্পনায় ফেলিও না। তাহার শক্তিকে ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত করিয়া না লইলে, একেবারে সে ততবড় ধারণায় সক্ষম হইবে কেন? প্রথম, যেমন একটি মানুষ—মানুষটির দুই হাত, জীবিত—হাঁটিতে পারে। লোহা বড় শক্ত,—বিড়ালটা বড় ডাকিতেছে; এইরূপ। ক্রমে শক্তি জন্মিয়া আসিলে, তখন সেই চিরপল্লিবাসী তাজমহলের সঠিক বর্ণনা করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। পরন্তু পাঠক সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও, যে বিষয়ের সিদ্ধি যেমন কঠিন, সাধনা তাহার অন্যতর হইতে পারে না। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লইতে যাইও না, গেলেও পাইবে না, তখন হয় এই সব কথা অবিশ্বাসের হাসিতে উড়াইয়া দিয়া নিজের দাম্ভিকতা ও মূর্খতা প্রকাশ করিবে, না হয় হতাশায় হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া যাইবে। বরং যাহাতে জাহাজী-ব্যাপারী হইতে পার, কায়মনে তাহারই চেষ্টা করিবে। এ বিষয়ে লেখকের শত সহস্র অনুরোধ জানিবে।

১২২। আসল কথা হইতেছে, একপ্রাণতা। তোমার প্রাণ ও তাহার প্রাণ, যখন এক হইয়া যায়; তোমার শক্তি যখন তাহার শক্তির সহিত মিশিয়া যায়; অথবা তাহার ক্ষীণশক্তি তোমার প্রবল ও সঞ্চিত শক্তির মধ্যে আপনাকে যখন ডুবাইয়া ফেলে, তখন তুমিও যা ভাব, সেও তাই ভাবে; তুমি যা করিতে চাও, সেও তারই অনুসরণ করে। তুমি তফাতে গিয়া যাহা মনে মনে পড়িতে লাগিলে, সে, সে লেখা না দেখিয়াও একপ্রাণতা হেতু তাহাই পড়িতে থাকিবে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের শীতকালে প্রফেসর এণ্ডারসন্ কলিকাতায় আইসেন। ডালহাউসি ইনিষ্টিটিউটে তিনি নানাবিধ কৌতুক প্রদর্শন করেন। ভাগ্যক্রমে আমরাও তথায় উপস্থিত ছিলাম। অন্যান্য নানা ক্রিয়ার পর, এই লোকচিত্তজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বিবি এণ্ডারসনকে মুগ্ধ করা হইল। একখানি রুমাল দ্বারা তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া হাতে একখণ্ড খড়ি ও শ্লেট দেওয়া হইল। এণ্ডারসন সভাস্থগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি দর্শকগণের প্রশ্ন শুনিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল চিন্তার পরই বিবি দূর হইতে শ্লেটে তাহা লিখিয়া দিতে লাগিলেন। আমাদের পাশেই এক জন সাহেব (পরিচয়ে জানিলাম, তিনি একজন বিখ্যাত পাদ্রী) বসিয়া ছিলেন। তিনি পকেট হইতে একখানি নোট লইয়া প্রফেসরের হাতে দিলেন। প্রফেসর চিন্তা করিতেই বিবি শ্লেটে সেই নোটের নম্বর লিখিয়া দিলেন। আবার বলি, তুমি যাহা জান, তোমার যাহা বিশ্বাস এবং তোমার যাহা ইচ্ছা; মোহিষ্ণুরও তাহাই জ্ঞান, তাহাই বিশ্বাস এবং তাহাই ইচ্ছা। মনে কর, একজন পল্লিগ্রামের অজ্ঞ ব্যক্তিকে মোহিত করিয়াছ। দর্শক প্রশ্ন করিলেন, "ইটালীর উদ্ধার সাধক কে?" তুমি তাহা জান। প্রশ্নমাত্র তোমার মনে হইল, গারিবল্‌দী। মনে হইবামাত্র মোহিষ্ণুর মনেও তাহা চিত্রিত হইয়া গেলে; তাহার কণ্ঠ সুতরাং তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ করিল, গারিবল্‌দী।

১২৩। অনেকে বলেন, মোহনকারীর জ্ঞানাতীত প্রশ্নের উত্তর মোহিষ্ণু দিতে পারে, কিন্তু আমরা ইহার প্রমাণ আজিও পাই নাই। যে ভিত্তিতে লোকচিত্তজ্ঞানবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত, তাহা আলোচনা করিলে, মোহনকারীর জ্ঞানাতীত বিষয়ে মোহিষ্ণুর কোনও শক্তিই থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না সুতরাং সাহস করিয়া আপাততঃ বলিতে হইতেছে, উহা অতিবিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

১২৪। প্রথম উপায়।—সাধারণ তাড়িতন্যাস পরিচালন করিয়া কোনও ব্যক্তিকে মুগ্ধ কর। তাহার পার্শে উপবেশন করিয়া তাহার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, যেন অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছ, এই ভাবে অঙ্গুলি গুলি চাপিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিবে, এবং মোহিষ্ণুকে তোমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিতে বলিবে। দৃষ্টি স্থির হইলে, তখন তাহাকে বলিবে, “দেখ অমুক, আমার এক উপকার তোমাকে করিতে হইবে। কলিকাতার বা অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়; সেই স্থানে এক বার তোমাকে যাইতে হইবে। তেমন বেশী কিছু কাজ নয়; তাহার শয়ন ঘরে যে দেরাজ আছে, তাহার দক্ষিণ-দিকে কি আছে, তাহাই আমার জানিবার ইচ্ছা।” মোহিষ্ণু তৎক্ষণাৎ ইহার সত্য উত্তর দিবে।

তুমি ভিন্ন ঘরে যাইয়া কোনও তাস বা ছবি দেখ, এবং মনে মনে চিন্তা কর, মোহিষ্ণু অন্যস্থানে বসিয়াও তাহার নাম করিতে থাকিবে।

১২৫। উপায়ের আরও একটি।—বেশ সহজে সরল ভাবে মোহিষ্ণুকে পার্শ্বে লইয়া উপবেশন কর। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে ন্যাস দ্বারা মুগ্ধ করিয়া, তৎপরে তাহার মস্তকের উপর যেন কোনও মন্ত্র জপ করিতেছ, এই ভাবে মুষ্টি রাখিয়া একটু চাপিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি ভ্রূদ্বয়ের মধ্য স্থলে চাপিয়া ধরিয়া বলিবে, “বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম ঋকের দ্বিতীয় সূক্ত হইতে পড়িতে আরম্ভ কর।” মোহিষ্ণু তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিবে। এদেশে আসিয়া দিবনপোর্ট ব্রাদার নাকি একজন বাঙ্গালীর দ্বারা হোমরের কবিতার অর্থ করাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ ব্যক্তি বাংলার অধিক জানিত না।

১২৬। একটা নূতন উদাহরণ। উইল্‌কিন্‌সন্ নামক এক-জন বিখ্যাত পাদ্রী এদেশে আসিয়া হিন্দুর দেবতা ও তাহাদিগের বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। দ্বাদশবর্ষ কাল অনুসন্ধান করিয়া

দেশে যায়, এবং তথায় বসিয়া "হিন্দুর দেবদেবীতত্ত্ব" নামে পনের টাকা দামের এক কেতাব লিখিয়া বইসে। উহাতে লেখা আছে, চৈতন্য ৪৮ বৎসর কাল গৃহে থাকিয়া তৎপরে ধর্ম্ম প্রচারে নির্গত হন। কি স্বদেশী, কি বিদেশী? সকল গ্রন্থেই আছে, চৈতন্য কিশোর বয়সে জননীকে কাঁদাইয়া দণ্ড গ্রহণ করেন; একথা বিলাতেরও কাহারও জানিতে বাকি নাই; কিন্তু গোঁড়া শ্রেণীর লোক লোকালয় মাত্রেই বিরাজ করে; দুইজন ইংরাজে তর্ক হয়, কোন্ কথা সত্য! উইল্‌কিন্সনের গোঁড়া বলে, ৪৮ বৎসর পরে; অন্যান্য প্রমাণ বলে অন্যবক্তি বলেন, কিশোর বয়সে। যিনি কিশোর বয়সে চৈতন্যের দণ্ডগ্রহণ বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তিনি লণ্ডনের 'যোগশক্তি সমাজের' সদস্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একদা সভায় ঐ প্রশ্ন উঠিলে, মিডিয়মকে ঐ প্রশ্ন করায়, মিডিয়ম সংস্কৃতশ্লোক পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া উহার সত্য প্রমাণ দিয়াছিল।

মোহতত্ত্ব

ECSTASY.

আনন্দময়ী দর্শন

১২৭। লোকের এমন অবস্থা করা যায় যে, সে আমার ইচ্ছামত জগতের যে কোনও সুখ প্রদেশে ভ্রমণ ও তথাকার উচ্চ কল্পনা আনিয়া দিতে পারে। ইহার ন্যায় শক্তি এজগতে আর কি হইতে পারে? তোমাকে যদি আমি চান্দ্রমণ্ডল ঘুরাইয়া আনিতে পারি, আর তুমি যদি তথাকার শীতবাতের সঠিক সংবাদ দিতে পার, তুমি যদি নন্দনের ছায়াছবি তুলিয়া আনিতে পার, তবে মনে করিয়া দেখ দেখি, আমার এশক্তি কি মহানের মহান! বাস্তবিক এ বিদ্যার পূর্ণ পরিণতি এইখানে। যোগী যাহাকে ষট্‌চক্র বলে, তান্ত্রিক যাহাকে আনন্দময়ী দর্শন বলে, বৈষ্ণব যাহাকে মধুর-আবেশ বলে, আর হালের নবযোগ-যোগীরা যাহাকে কূটস্থ চৈতন্য দর্শন বলে, তাহারই নাম মোহ-তত্ত্ব বা Ecstasy.

১২৮। ইহার প্রক্রিয়া প্রণালী অতি সহজ। এত সহজ যে, সে কিছুই নয়; কিন্তু অধিকার লাভ বড়ই কঠিন। যখন তাড়িতে তোমার দেহ পূর্ণ হইবে, যখন অন্য লোককে মোহিত করিতে তোমাকে আর ন্যাস দিতে হয় না, একবার তাড়িতিক দৃষ্টিতেই লোক মুগ্ধ হয়, তখনই তোমার এ অধিকার জন্মিবে।

তখন দুই চারি মিনিট লোকটির প্রতি চাহিয়া, উভয় করতল পাশাপাশি তাহার মস্তকে স্থাপন করিবে। উভয় করতলের মধ্যে যেন তিন চারি ইঞ্চি ব্যবধান থাকে। এইরূপে করতল স্থাপন করিয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ আন্দোলিত করিতে থাকিবে। এমন ভাবে আন্দোলন করিবে,

যে সেই আন্দোলনে যেন সে একটু আবেশ প্রাপ্ত হয়।* তারপর তখন তোমার ইচ্ছানুসারে বলিবে, "যাও, তুমি নন্দনে যাও। তথাকার অবস্থা জানিয়া আইস।" ঐ ব্যক্তি কিছুকাল নিদ্রিত থাকিয়া এমন সকল নন্দনের বর্ণনা (Idia) দিবে, যে কবিতেও তাহা যেন কখনও কল্পনা করে নাই। তারপর তুমি তাহার পৃষ্ঠের দিকে গিয়া বিপরীত ভাবে করতল রাখিয়া ঘর্ষণ করিবে। তাহা হইলেই তাহার মোহঘোর কাটিয়া যাইবে।

বিস্তর সুদক্ষ তাড়িতপরিচালক আছেন বা ছিলেন, কিন্তু আমেরিকার ফাদার উইল, রুষীয়ার (পরিশেষে সর্ব্বত্রেরই) মাদাম বলবদাক্ষী, আর কিয়দংশ বিলাতের লরেন্স প্রধান। পূর্ব্বে এ দেশে উহা সকলেরই পরিচিত ছিল, বিশেষ গুরুশ্রেণীর। শিষ্যকে মন্ত্রদান কালে তাহাকে অভিষ্ঠদেব প্রদর্শন, গুরুগণের নিত্যশক্তির মধ্যে গণ্য ছিল। এখন আর সে শোচনীয় কথা তুলিয়া কি ফল! ফলে এদেশে এখন তেমন শক্তিসম্পন্ন আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

১২৯। ফাদার উইল এই শক্তি লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমেরিকার অনেক গণ্যমান্য লোক ফাদারকে "প্রবঞ্চক" বলিয়া জেলে নিক্ষেপ করেন। জুরীর দ্বারা মকর্দ্দমার বিচার। আদালত লোকারণ্য!—ফাদার সেই ক্ষেত্রে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন। একজন চাপরাশীকে মুগ্ধ করিয়া তাহার মুখ দিয়া স্বর্গের এমন বর্ণনা বলাইয়াছিলেন যে, সেই বর্ণনা অবলম্বনে একটি কুমারী একখানি কাব্য রচনা করেন, ঐ কাব্য এখন কবির নিত্যপাঠ্য হইয়াছে।†

১৩০। বিবি বলবদাক্ষী যখন লণ্ডনে, তখন তথাকার এক

* এই আন্দোলনের ব্যাপারটা বড়লোকের খান্‌সামাদের কাছে শিক্ষা করিলেই কিছু ভাল হয়।

† See English translation of F' S, *Pleasure land.* Edip; 1876.

সভায় * নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি একটি ভৃত্যের (Page) মুখ হইতে কতকগুলি উপদেশ বলাইয়াছিলেন। ঐ উপদেশ সকল "সত্য-উপদেশ-মালা" নামে পাশ্চাত্য প্রদেশে বাইবলের ন্যায় পঠিত হইতেছে। উহা এতই সুন্দর যে, কিছু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারি না।

(১)

Our life contains a thousand Springs,
And dies if one go wrong ;
Strange ! that a harp of thousand strings
Should keep in tune so long.

(২)

Tell me not of gain of loss,
Ease, enjoyment, pomp and power—
Welcome poverty and cross
Shame, reproach, affliction's hour.

৩

Our hearts are fasten'd to this world
By strong and endless ties ;
But every sorrow cuts a String,
And urges us to rise.

৪

Watch by the Sick : enrich the poor
With blessings from thy boundless store :
Be every mourner's sleep to-Night
Like infant's slumbers, Pure and light. †

* Society of A. M.

† এই পুস্তক এদেশে অত্যন্ত দুর্লভ। উহার এক এক শ্লোক যে বহুমূল্য, তাহা উদ্ধৃত চারি শ্লোকেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ গ্রন্থের এক এক শ্লোক, এবং তৎসহ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সমশ্লোক (Parallel passage) ও বাংলা পদ্য অনুবাদ সহ কোনও স্থানের Phreno-Psychical Institute হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার আয়োজন হইতেছে। পাঠক যথাসময়ে তাহা জানিতে পারিবেন।

১৩১। বিলাতের লরেন্স আজিও সম্পূর্ণ ভাবে এই ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেননা, তিনি সকল ব্যক্তির প্রতিই এই ক্রিয়া প্রয়োগে নিশ্চিৎ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। এই ক্রিয়ার জন্য তাঁহার কোনও ব্যক্তিও নির্দ্দিষ্ট নাই। শক্তিহীনতার জন্য—অথবা সুকৃতি কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন বলিয়া, তাহার ক্রিয়া ফল কোনও স্থানে সফল, কোথাও বা নিষ্ফল।

প্রবৃত্তিতত্ত্ব

PHRENO-MAGNETISM.

যে ব্যক্তি মানবীয় প্রবৃত্তির পরিণতি প্রভৃতিতে জ্ঞানবান, এবং তাড়িত শক্তিসম্পন্ন, তিনিই হৃতত্ত্ব-শক্তিসঞ্চালক বা Phreno-magnetiser. মস্তিষ্ক তাবৎ বৃত্তির আকর। মস্তকের কোন্ স্থানে কোন্ বৃত্তির অবস্থিতি, তাহা যিনি জানেন, তাঁহাকে ফ্রেনলজিষ্ট বা হৃত্তত্ত্বজ্ঞ বলা যায়। এই হৃত্তত্ত্বজ্ঞান ও তদুপরি তাড়িতশক্তি জন্মিলে, তদ্দ্বারা এতই অলৌকিক কার্য্য সকল সাধন করা যায় যে, তাহা লোকমোহনেও যেমন প্রয়োজন, আত্ম-প্রসাদ লাভেরও তদ্রূপ সাধন।

১৩২। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। মিডিয়মকে এক খানি ইজিচেয়ারে বসাও। মিডিয়মের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সরল-তাড়িতন্যাস পরিচালন করিতে থাক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মিডিয়ম না ঘুমাইয়া পড়ে, ততক্ষণ ঐ প্রকার ন্যাস পরিচালন করিতে থাক। মিডিয়ম ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার ভ্রু মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া একবার চাপিয়া ধরিয়া বলিবে, "চাও দেখি ?" যদি মিডিয়ম নেত্র উন্মীলন করে, তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ন্যাস দিতে থাকিবে। আবার জিজ্ঞাসা করিবে। যদি সে না চাহিতে পারে, তখন ধীর ভাবে তুমি যে কার্য্য করিতে যাইতেছ, তাহার গুরুত্ব চিন্তা করিবে। তৎপরে ঐ মিডিয়মের মস্তকের যে যে স্থানে যে যে বৃত্তির অবস্থান, সেই সেই স্থান বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলেই মিডিয়ম সেই বৃত্তির পরিচয় দিবে।

১৩৩। প্রতিষেধ উপায়। পরীক্ষা শেষ হইলে, তাহাকে ১০ মিনিট কাল তদবস্থায় অর্থাৎ তাড়িতিক মোহনিদ্রায় অবিভূত অবস্থায় থাকিতে দিবে। পরে মস্তক হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত

৬।৭ বার নিরুজক-তাড়িতিক-ন্যাস পরিচালন করিবে, এবং পরিচালন কালে বক্ষঃস্থল হইতে তোমার উভয় হস্ত মিডিয়মের উভয় হস্তের উপর দিয়া আনিবে। তৎপরে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ৬।৭ বার লম্বিতন্যাস দিলেই মিডিয়ম উঠিয়া বসিবে।

১৩৪। উদাহরণ পরীক্ষা। ডাক্তার ওয়েবর নামক একজন বিখ্যাত মুণ্ডতত্ত্ব ও মৈস্মরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বোম্বাই সহরে আসিয়া ছিলেন। তিনি প্রায় শতাধিক গণ্যমান্য ও পদস্থ রাজপুরুষগণের সম্মুখে এক মিডিয়ম দ্বারা সঙ্গীত করাইয়া ছিলেন। ঐ মিডিয়ম পূর্ব্বে সঙ্গীতের কিছুই জানিত না। এইরূপ মস্তকের নানা স্থান স্পর্শে নানা প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া,সেই সকল বৃত্তির কার্য্যও অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তৎকালে পাওনিয়র প্রভৃতি সংবাদ পত্রে ঐ ব্যাপার প্রচারিত হওয়ায়, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও পদস্থব্যক্তিরা ওয়েবরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বসন্তরোগে এলাহাবাদে ওয়েবর কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন।

১৩৫। অন্য প্রমাণ, বিদেশী। পারিসের সভা বিশেষের মহাধিবেশনে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিসকল নিমন্ত্রিত হন। দেশের প্রধান লোকের সহায়তা ভিন্ন, কোনও কিছুরই উন্নতি হইতে পারে না। যাহারা তত্ত্বনির্দ্ধারণে নিবিষ্টচিত্ত, তাহারা সর্ব্ব দেশেই সর্ব্বকালেই দরিদ্র। তবে তাহার সে তত্ত্বাবিষ্কার প্রচার করে কে ?—দেশের বড় বড় ধনাঢ্য লোকে। সেই জন্য এ সভা-তেও বড় বড় লোকের নিমন্ত্রণ। তাঁহারা দেখুন, পরীক্ষা করুন, বিচার করিয়া সহায় হউন। ঐ দিন ঐ সভায় যে নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত যিনি দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি ঐ বিবরণী * আনাইয়া লইতে

* The Report and experiments of——
PHRENO-PSYCHICAL SOCIETY. Paris, 1871.

পারেন। আমরা কেবল এই প্রবন্ধস্থিত বিষয়ের পরীক্ষা ফলটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিব।

২১এ জুন ১৮৭১।

মিডিয়ম—একজন কৃষকের পুত্র। বয়স ১২ বৎসর।

পরিচালক—ডাক্তার ল্যুরজ্। ইনি এই সভারই একজন গণনীয় সদস্য।

মেসমেরাইজ করিবার পর ডাক্তার মিডিয়মের বিস্ময়বৃত্তির স্থানে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, "দেখ, আকাশে কি মেঘ!"

মিডিয়ম চক্ষু বুঁজিয়াই বলিল, "ওঃ—তাই ত!—ঘোর অন্ধকার, নিশ্চয়ই বজ্রাঘাত হইবে!" ডাক্তার আনন্দবৃত্তিতে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, "কিন্তু এদিকে সূর্য্য আছেন। প্রখর কিরণ দিতেছেন।"

মিডিয়ম হাস্যবদনে বলিল "ঠিক বলিয়াছেন। এদিকে সূর্য্য আছেন। সূর্য্য কিরণ আছে।"

ডাক্তার সঙ্গীত বৃত্তিতে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, "সঙ্গীত সকল বিদ্যার সার; তোমার বেশ গলা; একটি গীত গাও দেখি?"

মিডিয়ম একজন ধার্ম্মিকা কুমারী রচিত একটি সুন্দর গীত গাইল। প্রেসে ফরাসী অক্ষর নাই, থাকিলেই বা সে বাহাদুরীর দরকারই বা কি এত? এখানে ঐ সঙ্গীতের বাংলা তর্জ্জমা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

PL'S—সুর।

তারে ধোর্‌বো, ধোর্‌বো, ধোর্‌বো বলি;
ধরা হলো দায়।
না ধোল্লে কাছে আসে, ধোত্তে গেলে
ছুটে পালায়॥

সে থাকে হৃদয়-গুহায়,
তারে বাইরে এনে নাচে নাচায়,
তাইতে সদাই, হারাই হারাই,
খুঁজতে যে যায়, সেই ত হারায়॥

সঙ্গীত শেষ হইলে পর দয়াবৃত্তিতে অঙ্গুলি দিয়া ডাক্তার বলিলেন "দেখ। গরীব লোক!—আহা!—সমস্ত দিন বেচারার আহার হয় নাই!—"

মিডিয়ম কথা কহিল না। পকেটে হাত দিয়া এক তাড়া কাগজ, আর একটা ক্ষয়া পেন্‌শীল বাহির করিয়া বলিল, "দাও মশায়! আমার এ নোটের তাড়াটা দাও।"

স্বার্থবৃত্তিতে অঙ্গুলি দিবামাত্র, অমনি মিডিয়ম বলিয়া উঠিল "বাপ্‌রে! এত নোট! তুলে রাখি। পকেটটা ছেঁড়া নয় ত?—গলে নোট গুলো কোথাও পড়ে যাবে না ত! করিয়ারটা না এনে ভাল কাজ করি নাই।"

পাঠক! আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ, কর; হাসিতেছ, হাস; কিন্তু তথাপি বল, ইহজগতে মানুষের অসাধ্যই বা কি আছে? মানুষের পাল্লায় পড়িয়াই না, এমন হাঁ কে না, না কে হাঁ করিয়া মরিতেছি! নতুবা এত দিন কেই বা আর এ বিষম ভূতের বোঝা বহিত!

নিরাময়
তাড়িতিকশক্তি

CURATIVE-
MAGNETISM.

পূর্ব্ব-ভাষ

কার্য্যমাত্রেরই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে, যে ব্যক্তি, উহার সীমা ও পরিণতির বিষয় যথাসম্ভব ভাবিয়া দেখিতে অবসর লয়; জানিও, সে তৎকার্য্য সাধনে সিদ্ধ হইবার যোগ্য পাত্র। যে ব্যক্তি রাতারাতি সিদ্ধ হইতে চায়, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ফলের অঙ্কে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিতে বইসে, অথবা জগতের যে কোনও কার্য্য অবহেলায় সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া, সেই বিশ্বাসে কোনও কার্য্যেই মন বসাইতে পারে না, তাহারা ইহজগতে কিছুদিনের জন্য ভাররূপে থাকিয়া, কর্ম্মহীনতার অনন্ত পথে চলিয়া যায়। কি ইহকাল, কি পরকাল, কোনও কর্ম্মেই তাহার হৃদয়ের তৃপ্তি নাই, সুতরাং অধ্যবসায়, উৎসাহ প্রভৃতি, যাহারা কর্ম্মপথের নিদর্শনী-আলোকরেখা, তাহারা অবিশ্বাসের বাতাসে টুপ টাপ্ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ভ্রান্ত মানব কিন্তু তাহাতেই সুখী। আমরা শুনিতে পাই, অনেক ইংরেজি বিদ্যায় (বিকৃতমস্তিষ্ক কি পরিষ্কৃত মস্তিষ্ক, তা যাঁদের মস্তিষ্ক, তাঁরাই তাহা ভাল জানেন) পারদর্শী, সেই সঙ্গে ইংরেজি বিদ্যায় অভিমানী, আবার সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবিদ্যায় পণ্ডিতী খ্যাতিলাভে লোলুপ আধা-শিক্ষিত যুবকগণ, সর্ব্বদাই সাহাস্যে স্বাত্মম্ভরীতায়—সগর্ব্বে বলিয়া থাকেন, "একথা অতি গাঁজা খুরী। এ হতেই পারে না। এ কক্ষণই সত্য নয়! এ আমার মতের বিপরীতে।" কীটানুকীট মানবের এই আত্মম্ভরিতা!

ইহাতে আর বলিবই বা কি, আর বলিবার কথাই বা আছে কি ? তবে আমার পাঠক যিনি, তাঁহার ভিতরে যাহাই কেন থাকুক না, তিনি যখন অন্ততঃ দয়া করিয়া এই কেতাব লইয়া সময় কাটাইতে বসিয়াছেন, তখন হাতে পাইয়া তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া দিতেছি, "পাঠক! আত্মপ্রতি দৃষ্টিপাত কর। আপনার বলবীর্য্য, বুদ্ধিবিদ্যা, জ্ঞানদর্শন, নির্জ্জনে একবার বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিও। কত লোকে কত রকম রকম অনুরোধ করে, লেখকের এই মাত্র অনুরোধ। তখন দেখিবে, তুমি কতটুকু!—তোমার জ্ঞানবিদ্যা কি দুঃখজনক ভ্রান্তিজালে আবৃত! তখন এই অসীম ক্রিয়াজগতের বিশালতা দেখিয়া ভীত হইবে। আর সেই ক্রিয়াজগতের যিনি জগদীশ্বর, এই অসীম ক্রিয়াজগৎ যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত, তাঁহাকে তখন প্রত্যেক ক্রিয়া মধ্যে দেখিতে পাইবে। সুক্রিয়া কুক্রিয়া তাঁহার নিকট বিশেষ নাই। সকল ক্রিয়াতেই তিনি বর্ত্তমান!—তখন বুঝিবে, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর যে ক্রিয়ায় বিরাজিত, যে ক্রিয়ায় জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠা, সে ক্রিয়া "হইতে পারে না" "বিশ্বাস করি না," এ সব কথা কি চলিতে পারে? হা ভ্রান্ত! কর্ম্মরূপী ভগবানের আবার অসাধ্য কি আছে? তাঁহার বিভূতি তুমি বুঝিতে পার না, বুঝিবার শক্তি রাখ না,—বুঝিতে যত্ন চেষ্টা কর না; অথচ বল, "হইতে পারে না। হইবে না।— ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে।" তুমি কি পাগল হইলে? ক্ষুদ্রের এ প্রগল্‌ভতা আত্মনাশেরই যে হেতু হইয়া থাকে।

তাই বলি, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে, ভগবানকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লইও। তোমার যেমন জ্ঞানবুদ্ধি, তোমার যেমন বিদ্যাধারণা, তুমি তেমনই করিয়া তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিণাম, সে পরিণাম তোমার অনুকূল কি প্রতিকূল, সে কার্য্যে তোমার শক্তি সামর্থ কতটুকু, বেশ করিয়া কার্য্যা-রম্ভের পূর্ব্বে ভাবিয়া লইও। নতুবা কোনও কার্য্যে সফল

মনোরথ ত হইতে পারিবেই না, বরং কর্ম্মক্ষুণ্ণতা আসিয়া, জগতের অনিষ্ট, তৎসমকর্ম্মীর উৎসাহ ভঙ্গ, এবং 'তোমার নিজেয় শারীরিক মানসিক অশান্তি; এত গুলি অবৈধ যন্ত্রণা দায়ক ফল তোমার কার্য্যের নিষ্ফলতায় ঘটিবার সম্ভাবনা!

তাড়িৎ প্রয়োগে রোগ নিরাময়, বহুদিন হইতে আমেরিকা, জর্ম্মনী ও ইংলণ্ডে চলিতেছে। অধুনা আমাদিগের দেশে অস্ত্র চিকিৎসা কালে রোগীকে অচৈতন্য করিবার জন্য যেমন "ক্লোরোফর্ম্ম" প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে; আমেরিকাদি স্থানে ঐ "ক্লোরোফর্ম্ম" প্রয়োগে রোগীকে 'অচৈতন্য' না করিয়া, তাড়িৎ প্রয়োগে অচৈতন্য করা হইতেছে। পাঠকের কথাটা নূতন নূতন ঠেকিতে পারে। যেমন দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্বয়ং ভগবানই যখন তর্কযুক্তির আসামী হইয়া অবিশ্বাসের শিকলে ঝুলিতেছেন, তখন আর বিশ্বাসের বা পুরাতনের বিষয়ই আর আছে কি? বিলাতে যেমন সেণ্টগণ, গ্রীসে যেমন সপিষ্ঠ গণ, প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে যেমন যোগী ঋষিগণ, অধুনা যেমন সাধুগণ, হস্তস্পর্শে রোগীর রোগ নিরাময় করিতেন, ও করেন; তাহার কারণ ও যাহা; তাড়িৎ প্রয়োগে রোগ নিরাময় বিষয়টাও ঠিক তাহাই।* তবে অধিকারীর অভাব নিবন্ধন আজি কালি সর্ব্বত্র উহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়াই এত বকাবকি, এত বুঝান পড়ান, এত লেখা লিখির ব্যাপার। নতুবা এবাদ প্রতিবাদের আবশ্যক ছিল না।

সংসারে অধিকারী হওয়া বড় কঠিন কথা। অতি সামান্য

* অনুসন্ধান লইলে আজিও দুই চারি জন সিদ্ধব্যক্তির দর্শন না পাওয়া যায়, এমন নহে। সিদ্ধব্যক্তিদিগের লোকাতীত শক্তির শতসহস্র প্রমাণ এখনও সর্ব্বত্র উপন্যাসস্থলে নানাস্থানে কথিত ও বিস্ময়রসের অবতারণা করিতেছে। ঐ সকল উপন্যাস উদ্ধার করিয়া কোনও ফল নাই। যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে যে হতাশ হইবেন না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

সামান্য যে সব নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, তাহাও যে অধিকারী নহে, সে সম্পন্ন করিতে পারে না। কৃষক লাঙ্গল চষিতেছে, সে অধিকারী বলিয়া; তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত পাঠক, তুমি কি তাহা করিতে পার? ঝুঁটী বাঁধা হড়বড়-ভাষী অসভ্য উৎকলী মালি কি অপূর্ব্ব ফুলের তোড়াই বাঁধে, হাইকোর্টের একজন জজ, দেশের একজন গণনীয় জমিদার, কি চতুষ্পাঠীর এক জন্য বিদ্যালঙ্কার, কি তেমন পারেন? মালী সে কার্য্যে অধিকারী, তাঁহারা অনধিকারী। এই যে তাড়িৎ প্রয়োগে রোগ নিরাময়, ইহাও সেই অধিকার সাপেক্ষ। যতক্ষণ অধিকারী না হইবে, ততক্ষণ স্পর্শ ত দূরের কথা, সারা দিন তাহার গাত্রে সংলগ্ন থাকিলেও পীড়ার তিল মাত্রও নিরাময় করিতে পারিবে না। অতএব পাঠক, যদি সেই দেবদুর্লভ শক্তি লাভ করিতে চাও, যদি স্পর্শমাত্রে রোগ নিরাময় (যাহা এখন শুনিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছ) করিতে চাও, শক্তিসঞ্চয় কর। সে শক্তি কিরূপে সঞ্চিত করিতে হয়, তাহা এই গ্রন্থের শত স্থানে বিবৃত আছে।

১৩৬। চিকিৎসাশাস্ত্র পীড়ার লক্ষণকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এক দৈহিক, অপর যান্ত্রিক। বাত, মাথাধরা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি দৈহিক পীড়া; আর প্লীহা যকৃত প্রভৃতি যান্ত্রিক পীড়া। দেহের অভ্যন্তরস্থ পরিচালিকাযন্ত্র সমূহের বিকৃতি হেতু যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা তাড়িৎ প্রয়োগে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবার সম্ভাবনা অতি কম, কিন্তু দৈহিক পীড়া ইহাতে অতি অল্পসময়ে অতি আশ্চর্য্যরূপে নিরাময় হইয়া থাকে। তাড়িৎ শক্তি পরিচালনে ক্ষমতা জন্মিবার পর, যখন তুমি ঐ শক্তি দৈহিক রোগ নিরাময় জন্য ব্যবহার করিবে, তখন দেখিবে, অচীরে তোমার গৃহদ্বার পীড়িতের কলরবে প্রতিনিয়ত শব্দিত হইতেছে। তোমার যশের গাথা তখন লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রাতঃস্মরণীয় নামের ন্যায় গীত হইতে থাকিবে।

এ সংসারে মানুষকে যতপ্রকারে উপকৃত করা যায়, রোগ নিরাময় তন্মধ্যে প্রধান। গুরু যে হিন্দুর অবরোধে প্রবেশ করিতে অধিকার পান না, চিকিৎসক সসম্মানে সেই অধিকার প্রাপ্ত হন। এস্থলে সচ্চরিত্র চিকিৎসকগণকে অনাবশ্যক হইলেও স্মরণ রাখিতে বলিতেছি যে, আপনার চরিত্ররক্ষার প্রতি সর্ব্বদাই যেন তোমার দৃষ্টি থাকে। কলুষিতচরিত্র ব্যক্তির দ্বারা কোনও সৎকার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। বরং তাহা আত্ম-গ্লানী এবং পরিশেষে আত্মনাশেরই হেতু হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম *

INSUFFLATIONS.

শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের তারতম্যে পরিচালকের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। আর্য্য যোগশাস্ত্রে যে প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, ইংরাজি যোগশাস্ত্রে তাহারও প্রচুর প্রসঙ্গ দেখা যায়। ইহা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, যে জীব যত ঘনঘন শ্বাস গ্রহণ করে, সে জীব তত শীঘ্র শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হয়। শ্বাস রোধ দ্বারা জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। সে সকল কথা অন্যত্র বলিব।

১। একখানি রুমাল দক্ষিণ হস্তে ঝুলাইয়া ধরিয়া তদ্দ্বারা মুখ আবৃত কর এবং যেন রুমাল দিয়া ছাঁকিয়া বায়ু গ্রহণ করিতেছে, এই ভাবে নাসাপথে ঐ বায়ু গ্রহণ করিবে এবং মুখ দিয়া ত্যাগ করিবে। যতক্ষণ বিনাকষ্টে এইরূপ বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পার, ততক্ষণ এইরূপ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, এক ঘণ্টা কাল তুমি এই প্রণালী অনুসারে শ্বাস গ্রহণ ও নিক্ষেপ করিতে পার; তখন বুঝিবে, এ শক্তি লাভে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে।

কোনও দৈহিক পীড়ায় পীড়িত (যেমন বাত, মাথাধরা, ইত্যাদি) ব্যক্তির নিকট তাহার একখানি রুমাল, ফ্লালেন বা তথাবিধ বস্ত্রখণ্ড চাহিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা কাল ঐ প্রণালী অবলম্বন করিবে। পরে রোগীর দেহে লম্বিতন্যাস, অপরোক্ষ-ন্যাস এবং তাড়িত-বিপ্রকর্ষণ-ন্যাস পরিচালিত করিয়া, শেষে বেদনা স্থানে, ঐ শ্বাসনিক্ষিপ্ত রুমাল বা ফ্লালেন দ্বারা বাঁধিয়া দিবে।

* যে বায়ু নাসাপথে আকর্ষণ করা যায়, যোগশাস্ত্রে তাহার নাম হং, এবং যে বায়ু নিক্ষেপ করা যায়, তাহার নাম, স।

এইরূপ ক্রিয়ায় তুমি যে অতি অসাধারণ ফললাভ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এস্থলে স্মরণ করিয়া দিতেছি; রুমাল প্রভৃতি যখন তোমার শ্বাসনিক্ষেপ হেতু গরম বলিয়া বোধ হইবে, তখনি গরম গরম, রোগীর বুকে বা বেদনায় বাঁধিয়া দিবে। রুমাল খানিতে যদি পূর্ব্বোক্ত লম্বিত ও অপরোক্ষ-ন্যাস দিয়া লইতে পার, তবে আরও ভাল। একজন জর্ম্মান তাড়িতশক্তিপরিচালক, রুমালে এই প্রকার শ্বাস দুইঘণ্টা কাল নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত গরম হইলে তাহা রোগীর দেহে বাঁধিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার বাত ব্যাধি নিরাময় করিতেন। চক্ষে কাটাকুটি পড়িলে কাপড়ে মুখের ভাব দিয়া তাহা চক্ষুতে দিলে যে, তৎক্ষণাৎ বেদনা ও যন্ত্রণা নিরামর হয়, তাহা কেই বা না জানে? যদি শক্তিহানের দ্বারা চক্ষুর সামান্য বেদনা নষ্ট হয়, তবে শক্তিধরের দ্বারা তদপেক্ষা কঠিন বেদনা কেন যে নষ্ট হইবে না, তাহা বুঝা যায় না। একটি রোগীর জন্য একখানি রুমাল একবারের অধিক ব্যবহার হইতে পারে না, ইহা যেন মনে থাকে।

নিদ্রা সকল রোগশান্তির মূল। বেদনার জ্বালায় যাহারা কাতর, যাহারা সেইজন্য রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগের নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বোক্ত শ্বাস নিক্ষিপ্ত রুমাল, রোগীর নিদ্রার যথাসম্ভব সাহায্য ত করিবেই, তাহা ভিন্ন রোগীর দেহে প্রতিদিন অবস্থা বিবেচনায় দশ বারটি লম্বিতন্যাস পরিচালন করিবে। ঘুমের ব্যাঘাত না হইলে রোগী অতি অল্পদিনেই নিরোগ হইবে।

২। বিলাতের একজন সর্ব্বজন পরিচিত ভীষক * তাড়িৎ পরিচালন দ্বারা যে সকল পীড়া নিরাময় করিয়াছিলেন, তাহার উপায় সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তক

* Rev. T. Pyne, A. M., On Magnetic Healing.

হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় পাঠককে উপহার দিব। ভীষক লিখিতেছেন, "তাড়িৎ জীবের জীবনস্বরূপ। যে উষ্ণতা না থাকিলে দেহ রক্ষা হয়না, যে উষ্ণতার অভাবে লোক হিমাঙ্গ হইয়া মারা যায়, তাহাই তাড়িৎ শক্তি। যাহা জীবের জীবন, এবং জীবনীশক্তির হ্রাসতা নিবন্ধনই যে পীড়ার হেতু, তাহা পুনঃ তাড়িৎ প্রয়োগে নিরাময় না হইবে কেন?

রোগীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক। যে স্থানে বেদনা, তাহার উপর একহাতে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহাতে লম্বিতন্যাস পরিচালন করিতে থাক। রোগী দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িবে। যদি ঘুমাইয়া পড়ে, যতক্ষণ সে আপন ইচ্ছায় জাগিয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত রোগীর ঘর নির্জ্জন ও অন্ধকার রাখিবে। জাগিয়া উঠিলে তাহার পার্শ্বে বসিবে, এবং তাহার হস্তদ্বয় লইয়া একত্রিত করিবে। ধীরে ধীরে একটু চাপিয়া তাহার অজ্ঞাতে হাতদুখানি ছিটাইয়া দিবে। (পল্লিগ্রামে ছোট ছোট ছেলেদের আদর করিবার যে প্রণালী, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাও অবিকল তদ্রূপ।)

২। দাঁতের গোড়ার বেদনা নিরাময় করিতে হইলে, যে স্থানে বেদনা, সেই স্থানের চোয়ালের উপর প্রথম লম্বিত ন্যাস, পরে নিরুজক-তাড়িতিক-ন্যাস পরিচালন করিলে আশু প্রতিকার দেখিতে পাইবে।

৩। পেট কামড়ানী, উদরাময় পেট ফাঁপা প্রভৃতি নিরাময়ে ফুস্‌ফুসের উপর উপরের লিখিত নিয়ম অনুসারে ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিলে, ৫।৭ মিনিটের মধ্যে আরোগ্য লাভ ঘটিয়া থাকে।

৪। নানা স্থানে কেবল মাত্র স্থির দৃষ্টিদ্বারা রোগ নিরাময় হইয়া থাকে; কিন্তু এ প্রক্রিয়া সর্ব্বদা করণীয় নহে। কেননা, রোগী যদি দ্রষ্টা অপেক্ষা তাড়িতশক্তিতে বলবান হয়, তাহা

হইলে রোগীকে মুগ্ধ করিতে গিয়া নিজেই মুগ্ধ হইয়া বসিবার সম্ভাবনা; পরন্তু তখন যে উহা কেমন হাস্যরসের অবতারণা করে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। তবে অধিকার জন্মিলে দৈহিক পীড়া শান্তির এমন সহজ ও আশু ফললভ্য উপায় আর নাই।

৫। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষের দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। জন ল্যাং নামক একজন পদস্থ ও শিক্ষিত ইংরাজ * লিখিতেছেন "আমার বিজনৌর অবস্থান কালে দন্ত শূলে † আক্রান্ত হই। এমন দহনশীল পীড়া আর নাই। আমার খানসামা সংবাদ দিল, "এখানে একজন ভীষক আছেন, তিনি বাতব্যাধি নিরাময়ে পারদর্শী।" তখন যন্ত্রণায় অস্থির, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে আহ্বান করিয়া পাঠাইলাম। চিকিৎসক মুসলমান। তাঁহার ললাট বিস্তৃত, চক্ষু, ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ নাসিকা! তাঁহার মাথার চুল, ভ্রু, ও দাড়ি গোঁপ হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণ। বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। চিকিৎসক আমার সম্মুখে আসিয়া, অমার চক্ষের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আসিয়া রোগের অবস্থা জানিবার জন্য যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দাঁতের যন্ত্রণায় আমি তাহার একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই। কতক্ষণ পরস্পর একদৃষ্টে চাহিয়া আমি ঘাড় ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। কতক্ষণ অতীত হইল। তখন বেশ কথা কহিতে পারিলাম। বেদনার যন্ত্রণা তখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। চিকিৎসক তখন উঠিয়া একটু পদচারণ করিতে লাগিলেন, এবং আপনার মাথা টিপিতে লাগিলেন। বলিলেন, তাঁহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে।

চিকিৎসককে এই অদ্ভুত চিকিৎসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; চিকিৎসক কিছুই জানেন না। তিনি বলিলেন, "আমাকে

* Vide John Lang's *Wanderings in India.*
† *Tic-Douloureux*, Neuralgia in the face.

এই প্রক্রিয়া একজন দরবেশ শিখাইয়াছিলেন। আমি যখন বেরিলীতে ছিলাম, তৎকালে আমি এই প্রক্রিয়া শিক্ষা করি। বহুতর ইংরাজ, বহুতর হিন্দুস্থানি, বহুসংখ্যক মুসলমান আমি নিরাময় করিয়াছি, কিন্তু কেন যে এমন ঘটে, তাহা কিছুই বলিতে পারি না।

মেস্‌মেরাইজ লইয়া যখন খুব বেশী বেশী তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, আমি তখন একদা লণ্ডনের কোনও গুপ্ত সভায় দুই একটি পরীক্ষা দেখিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে আসিয়া বিখ্যাত ডাক্তার অসদিল * যে সকল পীড়া তাড়িৎ প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছিলেন, তাহাও আমার জানা ছিল। ডাক্তারকে তখন সেই সমস্ত কথা বুঝাইতে বসিলাম। মুসলমানটি বড় ভদ্রলোক, তিনি অনেকক্ষণ শুনিয়া বলিলেন, "আপনি তাহা দেখাইতে পারেন কৈ ?" ডাক্তার যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কথাই কহিতে পারিলাম না, এতই লজ্জিত হইলাম। অধিকাংশ ব্যক্তির শিক্ষা যে আজি কালি কেবল কেতবীবিদ্যাতেই নিবদ্ধ থাকে, ইহা অতি সত্য।

৬। ঐ ভীষক আরও একটি গল্প করিলেন। "বিজনোর সহরের কোনও পদস্থ ইংরাজ মদ খাইয়া খাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছিল। যখন তখন মদ খাইত, না পাইলে দারুণ পাগলামী করিত, এবং বাধা দিতে গেলে দারুণ উৎপাৎ করিত। ঐ সাহেবের স্ত্রী বড়ই বিব্রত হইয়া আমাকে সংবাদ দেন। আমি গিয়া দেখি, পাঁচ জন বলিষ্ঠ ইংরাজ, রোগীকে ধরিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। এত চেষ্টার পর, মদে পাগল সাহেবকে গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। এক বোঁতল টাট্‌কা ব্রাণ্ডি দিবার কড়ারে সাহেব আমার দিকে চাহিতে স্বীকার করিল। এই প্রক্রিয়ায় তিন মিনিটের মধ্যেই সাহেব নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সে অতি গাঢ়

* The wonderful performance of *Dr, Esdaile,* in the *Calcutta Hospital.*

নিদ্রা। দুই তিন দিন আসিয়া যখনই সাহেবের মদের ঝোঁক হয়, তখনই ঐরূপ চক্ষে চক্ষে চাহিয়া ঘুম পাড়াইয়া সাহেবকে আরাম করিয়াছিলাম।

৭। "কিন্তু জব্দ হইয়াছিলাম, এক গোরা সাহেবের নিকট। সেনা-নিবাসে একজন রসদদার মুসুলমানের বাত হয়, আমি তাহাকেই দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার নাম শুনিয়া ঐ গোরা সাহেব * ঘটনা ক্ষেত্রে আসিয়া বলিলেন, "তুমি লোকের দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিয়া নাকি ঘুম পাড়াও? আমাকে তোমায় ঘুম পাড়াইতে হইবে।" তখনি সাহেবকে বসাইয়া তাহার নেত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমিই অজ্ঞান! রোগ নিরাময় হইল না, একটা হাসির তরঙ্গে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে খাইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। এ কার্য্যে ঐ একবার মাত্র আমি অকৃতকার্য্য হইয়াছি।"

৮। ডাক্তার লোকটির এই যে কৃত বা অকৃতকার্য্যতা, উহা অভিমন্যুর সপ্তরথি যুদ্ধের ন্যায়। দরবেশ যেটুকু তাহাকে শিখাইয়া গিয়াছে, সে সেইটুকু মাত্রই জানে, এবং তাহার কৃতকার্য্যতাও সেইটুকু লইয়া; কিন্তু যদি সে সম্পূর্ণ শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা আত্মদেহে প্রচুর পরিমাণে তাড়িতশক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে শতগোরার দৃষ্টিও সে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া, যেমন গর্ব্ব, তার উপযুক্ত ফল দিতে পারিত। এক্ষণে তত বড় দর্প চূর্ণ করিতে হইলে যে শক্তি অটুট থাকে, তেমন শক্তি লাভ করিবার জন্যই আমি পাঠক সাধারণকে আহ্বান করিতেছি।

৯। দশ মিনিট কাল শ্বাস প্রশ্বাস পূর্ব্ববৎ নাসিকা পথে লইয়া মুখ দিয়া নিক্ষেপ কর। ঐ গরম শ্বাস স্কন্ধদেশের গ্রন্থিতে নিক্ষেপ কর। শ্বাস দিতে দিতে কোমরের দিকে আইস।

* An Artillery Captain.

দশ মিনিট কাল মস্তকের উপর হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস পরিচালন কর। দশ মিনিট কাল বক্ষঃস্থলের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকার নাসাপথে গৃহীত উষ্ণশ্বাস মুখ দিয়া নিক্ষেপ কর। তাহার পর পাঁচ মিনিট কাল বক্ষঃস্থল হইতে বাহুদ্বয়ে পরিচালন কর। এক ঘণ্টা কাল এইরূপ করিলেই রোগী তাহার দেহস্থ ব্যথা অনেক উপশম জ্ঞান করিবে।

১০। যাহার নিদ্রা হয় না, এমন ব্যক্তির ললাট হইতে নাসিকার উপর বারম্বার বৃদ্ধাঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলে, সে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারিবে।

১১। ঘাম। (Perspiration.) রোগী যদি সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করে, তাহা হইলে একটি ঘরের মধ্যে খুব আগুণ জ্বালাইয়া ঘরটি বেশ গরম হইলে পর, আগুণ সরাইয়া লইবে। এদিকে একটা গামলায় গরম জল প্রস্তুত রাখিবে। রোগীকে ঐ ঘরে লইয়া যাইয়া তাহার ক্ষমতানুসারে দেহচালনা করাইবে। শরীর বেশ ঘর্ম্মাক্ত হইলে, শুষ্কবস্ত্র দিয়া মুছাইয়া, ক্ষণপরে ঐ পূর্ব্বরক্ষিত উষ্ণজলে স্নান করাইয়া দিবে। স্নান অন্তে নির্জ্জন ঘরে শয়ন করাইয়া ধীরে ধীরে, ১০।১২টি লম্বিতন্যাস প্রয়োগ করিলেই, রোগী ঘুমাইয়া পড়িবে।

১২। থুথু। (Saliva) মদ্য, মাংস, তামাক প্রভৃতি না খাইয়া, মুখ বেশ যত্নপূর্ব্বক ধৌত করিয়া মুখামৃত ক্ষতস্থানে দিলে, ক্ষত নিরাময় হইতে দেখা যায়।

১৩। তাড়িতিক বারি। একটি পরিষ্কার শিশিতে ঝরণা বা উৎস জল পূর্ণ করিয়া, বেশ করিয়া তাহার শিপি বন্ধ করিয়া দাও। প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রাকালে ঐ শিশি হাতের মধ্যে রাখিবে। তিন চারিদিন ঐরূপ রাখিলে, ঐ জল তাড়িতশক্তি বিশিষ্ট হইবে। অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, মতিনষ্ট, চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি পীড়ায়, এই জল আশু শুভফল দিয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারে এই জল অন্য জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে।

১৪। তাড়িতিক তৈল। পূর্ব্বোক্ত উপদেশ মত একটি শিশিতে পরিষ্কার জলপাই তৈল (olive oil) পূর্ণ করিয়া সপ্তাহ কাল নিদ্রাকালে ঐ শিশি হাতে করিয়া রাখিবে। পরে অন্য তৈলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে দিবে। বাত, পক্ষাঘাত, শিরোরোগ ইত্যাদিতে এই তৈল উপকারী। তৈল ব্যবহার কালে শিশিটি গরমজলের উপর রাখিবে।

১৫। নিদ্রাহীনতা। গরম জলের দ্বারা পদতল ধৌত করিবে এবং লম্বিততাড়িত-ন্যাস প্রতিদিন ২৪ বার পরিচালন করিবে। গুরুপাক দ্রব্য আহার নিষেধ।

১৬। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়। পাকস্থলীর উপর প্রতিদিন ২০ বার অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস, রাত্রে আহার বন্ধ। গুরুপাক দ্রব্য নিষেধ।

১৭। কোমরের বাত বা কোমরকী। (Sciatica) প্রতি দিন এক ঘণ্টা গরম গরম পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণিত মুখের শ্বাস এবং ২০ বার নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস।

১৮। বদ্ধ পদ বা অঙ্গুলি। (Cramps of leg) গরম জলে ঐ বদ্ধপদ বা অঙ্গুলি নিমগ্ন রাখিয়া, প্রতিদিন ত্রিশবার নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস দিবে।

১৯। গলগণ্ড (Goitre) গরম গরম মুখের শ্বাস, ঘর্ষণ এবং নিরুজক-তাড়িতিক-ন্যাস। গণ্ডস্থল রোগী ত্রিশ মিনট কাল পূর্ব্বোক্ত প্রকার মেস্‌মেরাইজ করা গরমজলে সকালে ও বৈকালে, ধৌত করিবে। গরম জলে মিশাইবার জন্য তুমি বাড়ী হইতে মাগ্‌নাটাইজ করা জল আনিবে। এ রোগ দুশ্চিকিৎস্য, অতএব সহসা শুভ ফল হইতেছেনা বলিয়া, হতাশ হইলে চলিবে না।

২০। খোস্, পাচ্‌ড়া, ব্রণ ইত্যাদি (Ring-worm, Corns, and Warts) প্রত্যেক দিন মুখের শ্বাস ও মাগ-

নেটাইজ করা তৈল, ব্যবহার করিতে হইবে। রাত্রে ঐ সকল স্থান ম্যাগনাটাইজ করা ফ্লানেল বা রুমাল বাঁধিয়া রাখা চাই।

২১। মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি। যদি মূর্চ্ছা হইবার সময় ঠিক থাকে, তবে ঐ সময়ের ৫ মিনিট পূর্ব্বে লম্বিত-তাড়িত ন্যাস পরিচালনে রোগীকে নিদ্রিত রাখিবে। সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, একটা আনুমানিক সময় ধরিয়া ঐ কার্য্য করিবে। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা পাইবে। সহজপাচ্য বলকারী খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

২২। ছেলের কান্না। ছেলে যদি বড় কাঁদে, দুই চারিটা লম্বিতন্যাস পরিচালন করিলেই তখনি ঘুমাইবে। ছেলের চিকিৎসায় মেস্‌মেরাইজ ক্রিয়ার আশু ফল দেখা যায়।

২৩। ঘুম পাড়ানী। ছেলের বিছানার পাশে কতক্ষণ ধরিয়া হাত ঘষিলে এবং নেত্রের উপর পাশা পাশি দুই চারিটা ন্যাস দিলে তখনি শিশু ঘুমাইয়া পড়িবে।

মোহন

FASCINATISM.

তাড়িত প্রয়োগে জীবজন্তু এমন ভাবে মোহিত করা যায় যে, তাহারা শতবাধা পাইলেও মোহনকারীর অনুবর্ত্তী হইতে ত্রুটি করে না। কৌতুক প্রদর্শনার্থ এই জীবজন্তু মোহন অসঙ্গত নহে; কিন্তু ঈশ্বরের দিব্য, এই ভাবে মোহন করিয়া কোনও পরকীয় জন্তু আত্মসাৎ করিও না। ইহজগতে যাহার যে শক্তি, সকলই ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তাঁহার রাজ্যে ব্যাভিচার করিলে কখনই তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ ঘটে না।

১। মার্জ্জার-মোহন। 'বিড়াল যখন আহারাদি সারিয়া কোনও স্থানে বিশ্রাম করে, তখন ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহার শরীরের একটুকু তফাতে তফাতে তাড়িতাধান ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবে। তোমার শক্তি অনুসারে দশ, পনের, কি আরও কয়েক মিনিট কাল তদ্রূপ করিবার পর, তাহার সম্মুখের দিকে আসিয়া নেত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিবে; এবং মাথার উপর হইতে মুখের দিকে ঐরূপ এক ফুট তফাতে ন্যাস দিবে। বিড়াল তাহার হাতা দিয়া তোমার হাত ধরিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তুমি যেন তাহাতে ভয় পাইও না। সে শতচেষ্টা করিয়াও তোমার হস্তস্পর্শ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

বিড়াল সকল সময়ই যে তাড়িতিক দৃষ্টি দ্বারা নেত্র নিমীলিত করে, এমন নহে। তাহাদিগের চক্ষু সময় সময় বরং অধিকতর উন্মুক্ত থাকে। তাহাতেই যে তোমার কার্য্যে নিষ্ফল-প্রসব করিবে, এরূপ মনে করিও না। বিড়াল কুকুর প্রভৃতিকে

আয়ত্ত করিয়া তুমি তাহাদিগকে যদৃচ্ছা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পার।

মোহ নিরাময় কালে, বিড়ালের দেহের বিপরীত দিকে অর্থাৎ লাঙ্গুল হইতে মস্তকের দিকে তাড়িতসংহরণ ন্যাস পরিচালন করিতে থাকিবে, চক্ষে ও মুখে শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিবে।

২। কুকুর-মোহন। ইহাও পূর্ব্বোক্ত রূপ। প্রক্রিয়া বিশেষে অস্মদ্দেশীয় ফকীর শ্রেণীর লোকেরা কুকুরের রব বন্ধ করে। দুই জন বিলাতী শক্তিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এমন শক্তি লাভ করিয়াছিল যে, তাহারা অতি নৃশংস কুকুরও মুহূর্ত্তের মধ্যে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের বলবীর্য্য হরণ করিতে পারিত। * কুকুরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, ইহারা তাড়িত শক্তিতে স্বভাবতঃই সমধিক শক্তি সম্পন্ন; অতএব কৌতুক দেখাইতে বা স্বয়ং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া যেন, কুকুরের দেহস্থ তাড়িৎ শক্তিতে নিজে আবিষ্ট হও না।

৩। অশ্ব-মোহন।—অশ্বের স্কন্ধ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ পর্য্যন্ত দশ মিনিট কাল দীর্ঘন্যাস পরিচালন কর। তৎপরে মস্তকের মধ্যবিন্দু হইতে ঐ প্রকার ন্যাস মুখ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিবে। ঐ ন্যাস পরিচালন কালে তোমার হস্ত দ্বয় অশ্বের চক্ষুর উপর দিয়া আনিতে ভুলিও না। কয়েক মিনিট পরে দেখিবে, অশ্ব অল্প অল্প মাথা কাঁপাইতেছে এবং অর্দ্ধ নিদ্রিত চক্ষুতে অল্প অল্প চাহিতেছে। এইরূপ অবস্থা ঘটিবার পর, তোমার হস্ত তাহার চক্ষুর উপর রাখিবে, এবং পূর্ব্ব বর্ণিত মুখশ্বাস তাহার নাসিকায় দশ বার বার দিবে। এইরূপ করিলে পরই অশ্ব এমন মুগ্ধ হইবে যে, যতক্ষণ তুমি তাহার

* Duke of Marlborough, and Mr, Barrow, Author of *The Bible in* Spain.

দেহ হইতে তোমার প্রদত্ত তাড়িতশক্তি সংহরণ না করিবে, ততক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকিবে। বড় বড় দুষ্ট ঘোড়াও এই নিয়মে বশীভূত হইয়া পড়ে।

তাড়িত সংহরণ কালে অশ্বের নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মুখশ্বাস দিবে এবং নিরুজক-ন্যাস তাহার মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত পরিচালিত করিবে। যদি অশ্ব ঘুমাইয়া পড়ে, তবে আর অন্য উপায় অবলম্বন না করিলেও চলিবে, কেন না অশ্বের নিদ্রাই তাড়িত সংহরণের পক্ষে যথেষ্ট।

৪। পক্ষী-মোহন। নির্জ্জনস্থানে পক্ষী-সহ খাঁচাটি ঝুলাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াও। খাঁচার ১২ ইঞ্চি পরিমান তফাতে দাঁড়াইয়া তোমার হস্ত (খাঁচায় যেন বাতাস দিতেছ, এইরূপ ভাবে) বাম হইতে দক্ষিণ দিকে বারম্বার সঞ্চালিত কর। এইরূপ যেমন বারম্বার করসঞ্চালন করিবে, অমনি খাঁচা হইতে তোমার হস্তের দূরত্বও অতি অল্প অল্প করিয়া কমাইয়া আনিবে। তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত দূরে যখন তোমার হস্ত থাকিবে, তখন ঐ হস্ত বামে দক্ষিণে সঞ্চালন বন্ধ করিয়া, উপরে হইতে নীচের দিকে সঞ্চালন করিতে থাকিবে। ঐ সময় পক্ষীর দৃষ্টিতে তুমি আপনার দৃষ্টি যথাসম্ভব স্থির রাখিবে। এইরূপ বিশ-ত্রিশ মিনিট করিলেই পক্ষী মুগ্ধ হইবে। তখন তাহাদের খাঁচা হইতে বাহির করিয়া, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যথা ইচ্ছা, লইয়া যাইতে পার।

তাড়িত সংহরণ কালে, খাঁচার উপর তাড়িতসংহরণ ন্যাস পরিচালন করিলেই পক্ষী পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পক্ষী পক্ষবিধূনিত না করে, ততক্ষণ সে তাড়িত মোহে মুগ্ধ আছে বলিয়া বিবেচনা করিবে।

৫। ডাক্তার অগলবী, নৌ-বিভাগে কার্য্যকালে সর্ব্বদাই নানাবিধ বন্যজন্তু বশীভূত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে মোহিত করিতেন। তিনি বলেন, দেহে রীতিমত

তাড়িৎ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণকে একবার মাত্র দৃষ্টিদ্বারা হীনবীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য করা যায়। * আমাদের দেশেও প্রবাদ প্রচলিত যে, বাঘের দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিতে পারিলে, সে আর আক্রমণ করিতে পারে না। আমরা বলি, কেবল ব্যাঘ্র বলিয়া কেন, দৃষ্টির কাছে এ সংসারে সকলেই মোহিত হয়।

সতর্কতা। আরও একবার সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাড়িৎ সংহরণ ক্রিয়া না শিখিয়া কদাচ কোনও জীবজন্তুকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিবে না। যে কার্য্যে সফল অপেক্ষা বিপদের পরিমাণই অধিক, কৌতুক দেখিবার জন্য তাহার অনুষ্ঠান, কোনও মতেই সঙ্গত বরিয়া বোধ হয় না। †

৬। **তরু-মোহন।** পূর্ব্বে নানা স্থানে জল মেস্‌মেরাইজ করিবার যে উপায় লিখিত হইয়াছে, যে তরু বা লতা মুগ্ধ করিবে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতে এক সপ্তাহ কাল ঐ মেস্‌মেরাইজ করা জল সেচন করিবে। তৎপরে তাহার মূলে নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস পরিচালন করিবে। ঐ ন্যাস পরিচালন করিতে করিতে তোমার হস্তদ্বয় ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে আনিবে। এই ন্যাস দুই বেলা পরিচালন করিতে থাকিবে। যদি তরু হয়, তবে তাহার কাণ্ড (গুঁড়ী) বেড়িয়া ঐ ন্যাস পরিচালন করিবে। এই প্রকার ত্রিশ মিনিট কাল করিবে। যদি ফুল গাছ হয়, এবং টবে রাখিবার সুবিধা হয়, তবে

---

* Dr. Ogilvie, Garrison, Surgeon. Bombay. Vide also. *Catlin's Account of the North American Indians.*

† কয়েকটি জন্তুর বশীকরণ প্রণালী এখানে লেখা গেল, যাঁহারা নানাবিধ জন্তুর মোহন প্রণালী জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা জন উইলসন্ প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

John Wilson's *Trails of Animal Magnetism on the Brute Creation.*

টব সহ উহা বাম হস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্বাস চালনা করিতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়ায় ডাক্তার দিদার (Dr Didier) অসময়ে এবং শীঘ্র শীঘ্র ফুল ফুটাইয়াছিলেন। মুগ্ধ করিবার পর ফল ও ফুল ঐ সকল বৃক্ষে যে কেবল প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে, তাহা নহে, আকারেও খুব বৃহৎ হইয়াছিল।

উপাঙ্গতত্ত্ব

PSYCOMETRISM.

এই তত্ত্ব বিষয়ে যদিও নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহাতে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরীক্ষাফল সকলও লিপি-বদ্ধ আছে, তথাপি ঐ তত্ত্ব আজিও সর্ব্বসুসম্পন্নতায় আইসে নাই। বিশেষ উহাতে অধিকার লাভ করিবার যোগ্য ব্যক্তিও আমাদিগের দেশে অতি বিরল; সুতরাং উহার প্রক্রিয়া প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া, কেবল পাঠকের উপন্যাস পাঠের ফল ব্যতীত অন্য ফলদানের সম্ভাবনা নাই। তবে আসল ব্যাপারটা কি, তাহাই পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি। কালে যদি প্রয়োজন হয়, যদি উহা অনুশীলন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তখন কোনও বাধাই প্রতিবন্ধকতা করিতে সমর্থ হইবে না।

নাম শুনিয়াই হয় ত অনেকে বুঝিয়াছেন, সাইকোমেট্রী, জিনিসটা কি। নখ, কেশ, প্রভৃতিকে উপাঙ্গ বলে। যে শাস্ত্র বলে একগাছি কেশ দর্শনে, ঐ কেশ যাহার, তাহার নাম, ধাম, বয়স, প্রকৃতি প্রভৃতি বলা যায়, তাহার নামই উপাঙ্গ তত্ত্ব। জর্ম্মানী এই শাস্ত্রের এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, উপাঙ্গ ত দূরের কথা, কোনও ব্যক্তির পরিধান বস্ত্রখণ্ড, বিনামা, বা ব্যবহৃত যে কোনও বস্তু দর্শনে পরিধানকারী বা ব্যবহারকারীর তাবৎ বিষয় বলিতে পারে। গত জানুয়ারী মাসের "অতি-প্রকৃতি-পত্রিকায়" এমন এক কৌতূকাবহ ঘটনা প্রকা-শিত হইয়াছে যে, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারি-লাম না।

এডগার নামক এক কৃষক বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করে। গরীব মানুষ, তেমন বাক্স প্যাট্‌রা নাই, ঐ টাকা এক খানা রুমালে বাঁধিয়া একটা পুরাতন "ন্যাতাগোতার হাঁড়িতে" রাখিয়া দেয়। এডগার নিত্যই তাহার সঞ্চিত ধন পরীক্ষা করে, এবং পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। একদা নিত্য যেমন দেখিতে যাইত, সেইরূপ দেখিতে গিয়া দেখে, সেই হাঁড়ির কাচে এক পাট্ ছেঁড়া জুতা পড়িয়া আছে। আশঙ্কায় পড়িয়া এডগার দেখিল, ধনের কোনও অপচয় হয় নাই, কিন্তু এ জুতা আসিল কোথা হইতে! ক্রমে এই ঘটনা পল্লির সর্ব্বত্র প্রচার হইল। ঐ পল্লিতে "অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুশীলন সমিতির" এক-জন সভ্য বাস করিতেন; তিনি কৌতূহলী হইয়া ঐ জুতা লইয়া যান, এবং পরীক্ষায় যে ব্যক্তির ঐ জুতা, তাহার সমস্ত বিবরণ স্থির হয়।

এতত্ত্ব যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক, তাহার সন্দেহ নাই। তবে অনধিকারীর নিকট উহা কি ভাবে সমাদর প্রাপ্ত হইবে, তৎ-পক্ষে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

'প্রেতভূমি' (Ghost land) নামক পুস্তকে লেখা আছে যে, জর্ম্মাণদেশীয় এই সব বিষয়ে দক্ষব্যক্তিদিগের দ্বারা তথা-কার পুলিশ অনেক গুপ্তবিষয়ের সত্যতত্ত্ব অবগত হইত। তথাকার জুইংল নামক একজন, অতি আশ্চর্য্য রূপে এই সকল বলিয়া দিত।

জীবত্ত্বসংবেশতত্ত্ব

BIOLOGISM.

জীব ততক্ষণ জীব নহে, যতক্ষণ জীবহৃদয়ে জীবত্বসংবেশ না ঘটে। এ জীবত্ব সংবেশের উদ্দেশ্য, চৈতন্য লাভ নহে; তবে নিত্য চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মার সংবেশ বটে। জীব যখন যথার্থ সত্য পথে চালিত এবং হৃদয় যখন সত্য ধারণায় প্রতি-ভাসিত হয়, তখন এই জগতের তাবৎ ঘটনা, বিশ্বের অলৌকিক ঘটনামালার সহিত হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়। মানবের যখন এই অবস্থা ঘটে, তখন সে যে দেশবাসীই কেন হউক না, সত্য তাহার হৃদয়ে এমন ভাবে প্রতিভাসিত হয় যে, সকল দেশীয় তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ের সহিত, তাহার হৃদয়ের একতা জন্মিয়া যায়; তখন জগতের তাবৎ সত্য তাহার সম্মুখে মুক্তনেত্রেদৃষ্ট পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে।

এই যে শক্তি, এ শক্তি লাভ হয়, চিত্তশুদ্ধি হইতে। পাঠক, তুমি যদি এ শক্তি লাভ করিতে চাও, তবে আপনার দিকে চাহিয়া যে সকল খুন্নতা আছে, তাহার উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হও। হিন্দুর যোগশাস্ত্রে যে সকল চিত্তশুদ্ধির উপায় লিখিত আছে, তদনুসারে আপনাকে চালিত কর; তখন দেখিবে, কোনও তত্ত্বই তোমার অজ্ঞাত থাকিবে না। এ জগতে যথায় যে টুকু সত্যের প্রতিভাস, তাহা তখন তোমারই ভোগ্য হইবে। বিলাতে বসিয়া স্পেন্সার "অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়" পুরুষের তত্ত্ব

Biology শাস্ত্রটা জীবত্বতত্ত্ব নামেই সাধারণ লোকে বুঝে, এবং ইংরাজি Biology শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাও ঐ কথার অনুকূল বটে; কিন্তু নির-বচ্ছিন্ন আহারাদি মাত্র যে "চরিত অখ্যান," তাহা Biology নাম পাইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রে পশুজীবনী লিখিত থাকে না। যাহাতে জীবের সত্যজীবত্ব, Biology শব্দে আমরা তাহাই বুঝি।

স্থির করিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছেন, জর্ম্মনীতে কার্লাইল যাহা ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে সারা হইয়া মারা গেলেন, আমেরিক এমারসন্ যাহা চিন্তা করিতে গিয়া হাবুডুবু খাইয়াছেন,—অধিক কি, পাশ্চত্য দেশের অধ্যাত্মগুরু গ্রীকদার্শনিক প্লেটো বা এপি-ক্যুরস যাহা লইয়া বিস্তর বিফলসময় নষ্ট করিয়াছেন, তুমি মনশ্চক্ষুতে তাহা হইতেও উজ্বল এবং অভ্রান্ত রূপে দেখিতে পাইবে। সত্যের কি মহিয়সী মহিমা। অথবা যাহা স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ, তাহার শক্তি মহিয়সী হইতেও যে মহিয়সী! এ দেশে ঋষিগণ ধ্যানযোগে যে সকল আপ্তবাক্য লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য প্রদেশেও সেণ্ট সফিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাতেও বঞ্চিত হয় নাই। যোগযোগে মহর্ষী পতঞ্জলী যাহা পাইয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত পাঠক, তুমিও তোমার হৃদয় চাহিয়া দেখ, ঐ তত্ত্ব কতই না সহজবোধ্য রূপে তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। দুই একটা উদাহরণ দিব কি? ঐ জর্ম্মাণ পণ্ডিতের দুই এক কথা শুনাইয়া দিব কি? পাঠক, মিলাইয়া দেখিবেন, আর্য্য-দর্শনের কোন্ ছত্রেই বা সে সব নাই।

প্রাকৃতিক-অতিপ্রকৃতিত্ব

NATURAL-SUPERNATURALISM.

অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ধারণা করি, বস্তুতঃ উহা তদপেক্ষাও মহান। এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রশ্ন আমাদিগের হৃদয়ে এই উদ্ভূত হয় যে, এই অলৌকিক শক্তি কি? যে সমস্ত বিস্ময়কর ক্রিয়া যাদুবিদ্যা বলে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কি অলৌকিক শক্তির পরিচয়?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "অলৌকিক শক্তি, প্রাকৃতিক বিধির উল্লঙ্ঘন জনিত ফল। আমি তদুত্তরে বলিব যে, প্রাকৃতিক বিধি, বিষয়টি কি? ভূত হইতে বর্ত্তমানের যে উৎপত্তি, তাহা প্রাকৃতিক বিধির অন্যথাচার নহে, বরং উহার অনুকূল প্রতিভূ স্বরূপ। কতকগুলি গভীরতম প্রাকৃতিকবিধি সর্ব্বপ্রথমে চিৎশক্তি (Spiritual force) হইতে কর্ম্মশীলতা লাভ করে, এবং পরে উহা জড়শক্তির (meterial force) বিষয়ীভূত হইয়া যখন আমাদিগের অনুভাবকতায় আইসে, তখনি আমরা নির্ব্বিকল্পে উহার ফলাফল ভোগ করিয়া থাকি।

"কিন্তু সেই গভীরতম প্রাকৃতিকবিধি সমূহের কি কোনও নিশ্চয়তা নাই? এই বিশ্বজনীন যন্ত্রের পরিচালন কল্পে কোনও অপরিবর্ত্তনীয় বিধান কি নাই?" জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কথাও সত্য। মানব যখন ঈশ্বরের প্রাচীনতম দৈবজ্ঞান লাভ করিয়া ঘোষণা করে যে "এই বিশ্ববিতানে পরিবর্ত্তন বা প্রত্যাবর্ত্তনের ছায়া নাই, বস্তুতই তাহা তখন সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই প্রকৃতি, এইবিশ্বব্যাপীত্ব, ইহাকে যন্ত্র বা যে আখ্যা দানে ইচ্ছা, দাও; কিন্তু জানিয়া রাখ, ইহা নিত্য বিধানচক্রেই পরি-

চালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই জিজ্ঞাস্য যে, যে অপরিবর্ত্তনীয় বিধানাবলী প্রকৃতির বিধানপুস্তিকার সর্ব্ব-সুসম্পন্নতা সম্পাদন করিতেছে, তাহা কি?

তুমি বলিবে, উহা আমাদের বিজ্ঞানপুস্তিকায় লিখিত আছে, কিন্তু ঐ বিজ্ঞান কি মানবীয় বহুদর্শনের ভিত্তিতে গঠিত নয়? মানবের এই বহুদর্শন ভূমিষ্ঠকালেও কি তাহার সহিত বর্ত্তমান ছিল, যদ্দ্বারা সে ইহার গতিনির্দ্দেশে সমর্থ হইতে পারে? এমন কোনও প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক এই বিশ্বজনীন ভিত্তি মূলে নিমগ্ন হইয়া তথাকার তাবৎ বস্তুর পরিমাণ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছে কি? এই বিধানাবলীর বিধাতা তাঁহার বিধানালয়ে তাহাকে কি এমন প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন, যাহাতে সে বলিতে পারে যে, এতদধিক আর কিছু নাই? কিন্তু হায়! এসকলের কিছুই ত তাহাতে নাই! এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীও যথায়, আমরাও তথায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। প্রভেদের মধ্যে, আমরা যেখানে অকূল অতলস্পর্শ অসীম অনন্তমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাঁহারা তথায় হাঁটুজল দেখিতেছেন মাত্র!

লাপ্‌লাসের তারকা বিষয়ক পুস্তকে লিখিত আছে যে, "কতক গুলি নির্দ্দিষ্টগ্রহ তাহাদিগের উপগ্রহ সহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিঘূর্ণিত হইতেছে।" সৌভাগ্য বশতঃ গ্রন্থকার ঐ গ্রহগণের গতি ও তাহার পরিমাণ প্রভৃতিও স্থির করিয়া দিয়াছেন। এ আবিষ্কার অতি প্রশংসার বটে, কিন্তু তিনি এবং তত্তুল্য ব্যক্তিগণ ঐ সমস্ত পুস্তকাবলীর নামকরণ করিয়াছেন, "সৌরগঠন প্রণালী,""জগত পরিচালন প্রণালী" ইত্যাদি। ইত্যকার অভিধা বড়ই গর্ব্বের কথা! যথায় ব্রহ্মহৃদয় (Dog-Star (Pleiades) এবং হার্শলের পঞ্চদশসহস্র সূর্য্য প্রতি মিনিটে নির্গত হইতেছে, যথায় চন্দ্রমণ্ডলাদি গতিহীন জ্যোতিষ্মান প্রস্তর খণ্ড সকল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পরিভ্রাম্যমানের গতি পরি-

বর্দ্ধিত করিতেছে, যথায় দ্বাদশরাশীচক্রের নিত্য পরিঘূর্ণন প্রত্যাবর্ত্তন সত্ত্বেও তাহারা কোথা হইতে আসিল, এ বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহারা কেন, তাহারা কেমন, তাহাই যখন মানব সম্পূর্ণতঃ জানিতে পারেন নাই, তখন মানব লাপ্‌লাস সৌরগঠন প্রণালীর কি ধার ধারিতে পারে?

জ্ঞানবানের চক্ষের সম্মুখে প্রাকৃতিক বিধি, তাঁহার দৃষ্টিপ্রাচীর বিস্তৃত। প্রকৃতির স্থায়ীত্ব এখানে অনন্ত গভীরে এবং অনন্ত দৃঢ়তায়। এই কএক শতাব্দি সঞ্জাত মানবের তাবৎ বহু-দর্শন এই অসীম অনন্তের ক্রয়েক বর্গ মাইল মাত্রের পরিমাণ স্থির করিয়াই আপনা আপনি সীমাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক বিধানচক্রের গতি নির্ণয়!—সামান্য গ্রহ সম্বন্ধীয় ভগ্নাংশ মাত্রই আমাদের একদেশদর্শী জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, পরন্তু কতই গভীরতম গতিচক্রে উহা যে নির্ভর করিতেছে, কত অসীম বৃহত্তম কালচক্র আমাদিগের এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আয়ুচক্রকে পরিঘূর্ণিত করিতেছে, কে জানে? ক্ষুদ্র সফরী যখন তাহার পুষ্করিণীর তাবৎ জলকল্লোল, উপলখণ্ড, বাধা বিপত্তি পরিজ্ঞাত পরিচিত রহিলেও সামুদ্রিক তরঙ্গ, জোয়ার ভাটা, বাণিজ্যবায়ু, মানস্থন, ইত্যাদির কোন সংবাদই রাখে না, আমরা যে অবিকল তদ্রূপ। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ঐ সফরী ও আমরা, উভয়ই উপরোক্ত ক্রিয়ার অধিকল্পিত বিধানের অধীন। মানবও সেই ক্ষুদ্র সফরী তুল্য; তাহার বন্দরাদি এই গ্রহ জগৎ, তাহার সমুদ্র এই অনন্ত তাবৎ, তাহার মনস্থন জোয়ার ভাটা, এই রহস্যময় যুগপরম্পরা প্রবাহিত ভূতসৃষ্টি।

প্রাকৃতিক বিধানপুস্তিকা সম্বন্ধে যাহা আমরা বলিয়াছি, তাহা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃই উহা অতি বৃহৎ পুস্তিকা তুল্য। এই বিধান পুস্তিকার প্রণেতা ও লেখক, ঈশ্বর। মানব কতযুগ ধরিয়া অধ্যয়ণ করিতেছে, কিন্তু ইহার বর্ণাবলীর সহিত পরিচয় হইয়াছে কতদূর? অতি সামান্য! ইহার প্রত্যক

বাক্য, প্রতিপদ, নানাবিবরণ পূর্ণ বৃহৎ পত্রাবলী, কবিতা ও দর্শনাদি, শতসহস্র বৎসরব্যাপী সৌরচক্রের 'বিধানাবলি ইহাঁতে লিখিত আছে সত্য; কিন্তু আমরা তাহা আয়ত্ব করিতে পারি কি? এই প্রকৃতি-পুস্তকস্বর্গীয় চিত্রবিদ্যার পবিত্র বর্ণবিন্যাসে চিত্রিত। ভবিষ্যদ্বক্তাগণ, যোগীগণ, সুখী; কেননা তাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা তোমার এই বচনবাগীশী বিজ্ঞানবিদ্যালয়াদির অনুষ্ঠান, সযত্নে পরিহার করিয়া তাহার বাক্যসার জটীলতা পূর্ণ তর্কজাল হইতে স্বর্গীয় চিত্রবিদ্যার 'লিখন গুলি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অতীতের সামঞ্জস্যে তাঁহারা এই লিখনলিপির মানবচিত্র ও পরিমিত ক্রিয়া সমূহ এমন ভাবে গ্রহণ করেন যে, উহা কার্য্যকালে উচ্চভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতির পুস্তক এইরূপ অসীম ক্রিয়াবিধিতে পূর্ণ। এই পুস্তক নিবদ্ধ রহস্যাবলী কালমাহাত্ম্যে এক দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং কতকগুলি বা স্বপ্নবৎ স্বপ্নেই মিশাইয়া যাইবে!

রীতি আমাদিগকে জ্ঞানবৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। বিচক্ষণ দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিলে সুস্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, রীতি একটি প্রধানতম তাঁতি। ঐ মুর্খ সাধারণশক্তির জন্য এমন বাতাসের পোষাক বয়ন করে যে, ঐ সকল পোষাক প্রত্যক্ষ ভাবে দেল্‌খোস মোসাহেবের ন্যায়, গৃহে ও কার্য্যালয়ে আমাদিগের ছায়ানুবর্ত্তন করিয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র সর্ব্বদাই অনুযোগ করিয়া থাকে যে, "পদ্ধতি রীতি" আমাদের চক্ষে ঠুসী দিয়া দিয়াছে। প্রারম্ভ হইতে আমরা তাবৎ কার্য্যই রীতির মোহে পড়িয়া করিতেছি।" একথা সত্য! আমাদিগের প্রত্যেক উদ্দেশ্যমূলে সগর্ব্ব উক্তি, "স্বাধীন চিন্তা কর।" কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে আমাদিগের এতই অজ্ঞতা, যে এ বিষয়ে আমরা কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেও শুনি নাই। একি কম রহস্য! দর্শন আর কিছুই নহে, উহা পদ্ধতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ

রীতিপদ্ধতির যঘন্য চক্র অতিক্রম করিবার নবোদ্ভাবিত পন্থা। উহাদ্বারাই এই অতিক্রমণ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

রীতিরূপ ভোজবাজীর প্রক্রিয়া ও ভ্রান্তি অগণ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহার কার্য্যকুশলকৌশলমালা আমাদিগকে এমনই বিমোহিত করিয়াছে যে, উহা অলৌকিক বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। এ কথাও সত্য। এই উদ্দেশ্যমূলেই আমরা জীবিত আছি। মানব ভূতের বোঝা মাথায় বহিবে এবং রীতি দয়াময়ী ধাত্রীর ন্যায় তাহাদিগকে যথার্থ উপার্জ্জনের দিকে লইয়া যাইতে, কেবল কর্ম্মবিপাকে ফেলিবে। তাই বলিতে হয়, সে চটুলা নির্ব্বোধ ধাত্রী, অথবা আমরা অকর্ম্মা নির্ব্বোধ শিশু। যখন আমরা বিশ্রামসুখে কালাতিবাহন করি, তখনও ত এই প্রবঞ্চনা প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি না? যে দিকে চাই, মায়ার খেলা! প্রকৃতি বা শিল্পবিজ্ঞানে এমন কোনও প্রতারণা জাল বিস্তারের কারণ নাই, যাহাতে আমরা সংযত থাকিতে পারি; কিন্তু কেমন যে ভ্রান্তি, তথাপি, এ রীতির মোহ দূর করিতে পারি না। মানব নিরবচ্ছিন্ন একটি কর্ম্মযন্ত্র। বাষ্পিয়-যন্ত্রে যেমন পার্থিব বাষ্প, তদ্রূপ এই কর্ম্মযন্ত্রের উপযোগী চিন্তা-বাষ্প আমরা পরমপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই চিন্তা বাষ্পদ্বারা জাগতিক তাবৎ তুলা বিধূনিত এবং তাহার বিনিময়ে অর্থাগম অবশ্যই হইবে।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তোমরা কি নাম-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? বস্তুতঃ ইহাও বিস্ময় বহির্বসন প্রস্তুতকারক রীতির তাঁত। ভূতাবেশ, যাদুবিদ্যা, দৈবক্রিয়া প্রভৃতি, আমরা আজিও উন্মত্ততা ও ধাতুপীড়া বলিয়া অভিহিত করি। কদাচিৎ চিন্তা করি যে, এপ্রশ্ন আমাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে যে, মত্ততা কি, এবং ধাতুই বা কি? মত্ততা প্রভৃতি আজিও রহস্যময় ভীতিজনক রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্যপ্রতিভাসিত শোভনতম সৃষ্টিদৃশ্যের উপর দিয়া আজিও

নরক পরিপাচন কার্য্য সমভাবেই চলিতেছে। লুথরের সয়তান চিত্র কি সত্যতার নিয়ে, যথায় মানবীয় চক্ষুর বিষয়ীভূত বা অবিষয়ীভূতরূপে উহা চিত্রিত হইয়াছে? প্রত্যেক জ্ঞানশীল আত্মা এখনও আভ্যন্তরিক মত্ততায় নিমগ্ন; তাঁহারা আত্মপ্রসাদে যেন স্বর্গীয় মূর্ত্তি; তাঁহার জ্ঞান, এই জগৎ যেন কর্ম্মশীলরূপে পরস্পর সংযোগ রজ্জুতে আবদ্ধ; কিন্তু বাহিরে শব্দশূন্য ঢেঁকিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

তাবৎ প্রলোভন প্রতারণাময় প্রকৃতির ক্রিয়ামূর্ত্তি, বিস্ময় সমুৎপাদনের পক্ষে অতি প্রচুর। অন্যান্য বহু উদ্দেশ্য সংসাধনকল্পে, দুই প্রধান স্বতঃসিদ্ধ, জগতব্যাপী কাল ও স্থান। আমাদিগের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই এতদুভয় আমাদিগকে বিধূনিত ও বয়ন করে, এবং সেই তানা পড়েন সংশ্লিষ্ট বস্ত্রাবরণ মধ্যে দিব্য আমি যখন সংন্যস্ত হই, তখন হইতেই তাবৎ ইতর প্রতারণা সেই কায়ারূপ অস্তিত্বে স্বতঃই চিত্রিত হইয়া যায়! যদি তুমি অন্ধ না হও, এই তানা পড়েন ছিন্ন করিয়া ইহার অভ্যন্তরে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত করিতে পার। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তথায় ভূতের খেলা কেমন অলৌকিক ভাবে চলিয়াছে; কিন্তু তত ভবিষ্যদর্শী তুমি ত নও!

ফরচুনেটস্‌ের (Fortunatus) এক ইচ্ছা শিরোস্ত্রাণ আছে, তাহা পরিধান করিয়া তিনি যেখানে মনে করেন, তুমি তাঁহাকে সেই খানেই দেখিতে পাইবে। এই কারণে, স্থানের উপর তাঁহার অলৌকিক আধিপত্য; কেননা তাঁহার নিকট দূর ও নিকট, এবং নিকটও নিকট। তাঁহার পক্ষে কোথাও বলিয়া কোন স্থান নাই; কেন না, তিনি সকল স্থানেই আছেন; সুতরাং সকল স্থানই তাঁহার নিকট। এই প্রকার শিরোস্ত্রাণ লাভ সকলেই করিতে পারে এবং স্থানের দূরবর্ত্তীতা, সংহারকল্পে উহা ব্যবহার করিয়া সিদ্ধমনোরথও হইতে পারে। কেন না, স্থান ও কালের অনুভবকারী মানব। আমি আছি, সুতরাং

আমার উত্তর দক্ষিণ, পার্শ্ব সম্মুখ আছে; আমি না থাকিলে সকলই ত এক হইয়া যায়! যেথানে আমি নাই, তথায় দিক নির্ণয় করে কে? যে বৎসর গণনায় অক্ষম, কাল তাহার নিকট কি অস্তিত্ব শূন্য নহে? এইরূপ শিরোস্ত্রাণধারী এজগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে এ সংসারের লাভ কি? এক দিকে কালের ধ্বংস, অন্যদিকে স্থানের ধ্বংস। এ ধ্বংসে আমাদিগের এখন স্বার্থ নাই; কেননা, আমরা এ সংসারে আজিও অপরিচিত। আবার অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যবধান প্রাচীর তুলিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে, যাহারা চলিয়া গিয়াছে, এবং যাহারা ভবিষ্যতের যবনিকায় সংগুপ্ত থাকিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে, এতদুভয়ই তোমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। কাল ব্যবচ্ছেদে সমর্থ হও, তখন দেখিবে, তুমি যেথানে মনে কর, সেই স্থানেই তুমি অবস্থিত ও গমন করিতে পারিবে; এবং কাল সাপেক্ষতা বা দূর সাপেক্ষতা বিষয়ক আপেক্ষিকতা, তোমা হইতে তত দূরেই চলিয়া যাইবে। যে দিনের সহিত তুমি অতীত কালে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, সে দিন নাই, সে দিনের বিজ্ঞাপক সংজ্ঞা আছে; কিন্তু তাহার সহিত তোমার আর ত সাক্ষাৎ হইবে না; কেননা সে অতীতের অন্তরালে গিয়া স্থান ও কালের পার্থক্য নষ্ট করিয়া দিয়া, এখন সে অতীত কালের অনন্ত গভীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

অথবা এসকল তোমরা কি অসম্ভব অস্থিরধারণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? অতীতের ধ্বংস অথবা কেবল মাত্র অতীত, কথনও কি ভবিষ্যরূপে কল্পিত হয় নাই? তোমাদের স্মৃতি ও আশা প্রভৃতি সিদ্ধ প্রবৃত্তি সকল উত্তর দিবে যে, ঐ সমস্ত লতাকুঞ্জের ভিতর দিয়া তোমাদের পার্থিব অন্ধতার নিঃশব্দ চিহ্ন রাথিয়া, বর্ত্তমান ও অতীত যাতায়াত করিতেছে। গত কল্যকার যবণিকা পতিত হইতেছে এবং আগামী কল্যকার যবণিকা উত্থিত হইতেছে; কিন্তু গত কল্য ও আগামী কল্য,

এতদুভয়ের প্রভেদ কি? কালবস্তুকে বিদ্ধ ও বিমথিত করিয়া উহারা নিত্যই অনন্তে প্রবেশ করিতেছে। মানব-আত্মায় কি লিখিত আছে, তাবৎ কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা অধ্যয়ন করেন। কাল ও স্থান ঈশ্বর নহে, উহা ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ। উহা ঈশ্বরের সহিত বিশ্বব্যাপী ভাবে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং উহার অস্তিত্ব নিত্য।

সেই কাল ও স্থানের মধ্যে তোমরা অমরতার ক্ষীণাদপি আলোক রেখাও কি দেখিতে পাও না? হা হরি! যে আমাদিগের বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া কাল 'কবলিত হইয়াছে, আমাদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া কতদূর চলিয়া গিয়াছে, ঐ দেখ, অদূরে আমাদিগের সেই প্রিয়তমের শ্বেত সমাধী মন্দির! বিবর্ণ,—পশ্চাদ্বর্ত্তি বিষাদময় পথ-প্রদর্শক প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া আছে! যেন বলিতেছে, "কত দুঃখতাপময় পথ আমি একাকী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।" কিন্তু নিশ্চয় জানিও, উহা সমাধীবিবর্ণ মৃত্যুকালিমা রঞ্জিত অপচ্ছায়া মাত্র! আমাদিগের কালাপহৃত বন্ধু অদ্যাপি ইহ জগতে তদ্রূপ রহস্যময় ভাবে রহিয়াছেন, যদ্রূপ রহস্যজড়িত হইয়া, ঈশ্বর কৃপায় আমরা এই সংসারে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। ইহা সত্যই জানিয়া রাখ যে, কেবল মাত্র কাল-চ্ছায়াই (Time Shadow) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, কিন্তু প্রকৃত জীব যেখানে ছিল, যেখানে আছে, এবং যেখানে থাকিবে; সেইখানে এখনও আছে, এবং চিরদিনই থাকিবে।' ইহা এক্ষণে তোমাদিগের নূতন ও অশান্তিকর বলিয়া বোধ হইবে বটে, কেননা, এখন তোমরা বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছ; কিন্তু আগামী বিংশবর্ষে অথবা বিংশ শতাব্দিতে তোমরা ইহা বিশ্বাস করিবে; কিন্তু তথাপি হয় ত বুঝিতে পারিবে না!

স্থান ও কাল সম্বন্ধীয় চিন্তায় এই উপলব্ধি হয় যে, এসংসারে সকলেই সকলের। অনুশীলনী কারণ সমুহ, বৃত্তি সকল, এবং

চিন্তাদি সহযোগে উক্তরূপেই বসতী করিবার জন্য, আমরা এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছি। অপিচ, পারমার্থিক চিন্তার উপর মৃত্যুর :এতাদৃক্ শক্তি যে, বিস্ময়পথে উহার দ্বারা অন্ধ হইয়া আমরা পথ খুঁজিয়া পাই না। স্থান ও কালকে তাহাদের যথার্থ পদেই অধিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার কর, অথবা উহা সত্যপ্রতি-কূলবাহী অসত্যপদাধিষ্ঠিত বলিয়াই মনে কর, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, উহাদের সূক্ষ্মতম ছদ্মবেশ কেমন ঐশিক উজ্জ্বলতাকে সংগোপন করিতেছে! এইরূপ যদি আমি হস্ত বিস্তারে সূর্য্যকে করতল-গত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা কি :অলৌকিক শক্তির প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না? পারে বটে; কিন্তু তাহাও কি সম্ভবে? তোমরা নিত্যই দেখিয়া থাক যে, নানাবিধ দ্রব্য আমি স্থানান্তরিত করিয়া থাকি; কিন্তু সূর্য্যকে করতলগত করি-বার ক্ষমতা আমার আছে কি? তবে কি দূরতাই অলৌ-কিকতার কারণ? তাহাও নহে। অলৌকিক যাহা, তাহা ত লোকাতীত। সে ক্ষমতা লাভে মানবের শক্তি কুলায় না। অতএব মানবের অলৌকিক শক্তির অনুশীলন মাত্রে কেবল প্রতারণা ভ্রান্তিই ঘটিয়া থাকে। কেননা, মানব সবিস্ময়ে সর্ব্বত্রই স্থান ও কালের অনুশীলন দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে থাকে।

কাল সম্বন্ধীয় বিচারণাও তেমনি ভ্রান্তি পূর্ণ! তোমার প্রাচীন যাদুবিদ্যাবিরোধীগণ এবং সর্ব্বজনীন বিস্ময়সমুৎপাদক-গণ কালের ক্রোড়ে নিদ্রিত রহিয়াছে। যদি আমরা কাল ধ্বংসী শিরোস্ত্রাণ একবার মাত্র পরিধান করিতে পাইতাম, তাহা হইলে এই অলৌকিক ক্রিয়াজগৎ একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতাম, এবং তাহার বলে তাবৎ বাক্যসার প্রহেলিকা এবং যাদু-বিদ্যার মহামোহ বিদূরিত হইয়া যাইত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদৃশ শিরোস্ত্রাণের আমরা অধিকারী নহি। দীনহীন স্বল্পবুদ্ধি

মানব, একের আশ্রয় ব্যতীত অন্যেকে আশ্রয় দানে কথনই পারগ হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যে আর্ফিয়স (Orpheus) বা অম্পিয়ন (Amphion) নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনাদে থিবসের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিল, ইহা কি অশ্চর্য্যজনক নহে? আচ্ছা বল দেখি, এই অদ্ভুত নগরীর ভিত্তি, এই কঙ্করময় উচ্চ পর্ব্বত-রাজী, স্থপতিবিদ্যার নিদানভূত সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণী, চতুষ্কোন প্রস্তর গ্রথিত হর্ম্ম্যরাজী ও সুপরিচ্ছন্ন রাজমার্গ সমূহ যে স্থাপন করিয়াছে, তাহার ক্রিয়া অধিক আশ্চর্য্যজনক নহে কি? যিনি গত শতাব্দিতে জ্ঞানের দিব্য ভোজবিদ্যাবলে এজগতকে কত সভ্যতাসোপানে আরূঢ় করাইয়াছেন, সে বিদ্যার মহিমা কি মানব জিহ্বায় ধ্বনিত হইবার যোগ্য; অথবা মানবের শক্তিই বা কত? এ পর্য্যন্ত এমন কোনও ক্রিয়াই এ জগতে হয় নাই, যাহার আদিতে সেই মহান অলৌকিক শক্তির আধার কর্ত্তৃক প্রাণবায়ু সংনস্ত্য না হইয়াছে।

কালের প্রবঞ্চণাময় আবরণ অপসারিত কর, তোমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত কর, অগ্রসর হও, নিকটবর্ত্তী গতির কারণ হইতে সুদূরবর্ত্তী সেই গতির কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, যে স্থিতিস্থাপক গোলক, আঘাত প্রাপ্তে ছায়াপথ ব্যাপিয়া সমাগত, উহা অতি সামান্য! কেননা, উহাপেক্ষাও বৃহত্তম গোলক উহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া উধাও রাখিয়াছে। যদি তোমাদিগকে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে তোমাদের দৃষ্টিপথ বিমুক্ত হইয়া অন্তঃকরণ স্বর্গীয় বিস্ময়ালোক-সাগরে ভাসিতে থাকে। অতঃপর তোমরা এই পরিচ্ছন্ন বিশ্বব্যাপিত্বে দৃষ্টিপাত কর, দেখ, উহা ঈশ্বরের নক্ষত্রাবরিত নগরের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রত্যেক নক্ষত্রের ভিতর দিয়া, প্রত্যেক শষ্প লতিকার ভিতর দিয়া, অধিকন্তু প্রত্যেক জীবন্ত আত্মার ভিতর দিয়া সেই পর-

মাত্মার মহিমালোক পরিদৃষ্ট হইতেছে। কাল সেই পরম পিতার বহির্বসন। প্রকৃতি তাঁহাকে সতের সম্মুখে স্বপ্রকাশ এবং অসতের দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতেছে।

আবার, প্রতিভাশালী ভূত-আত্মা অপেক্ষা আর কি কিছু অলৌকিক শক্তি আছে? ইংরেজ জন্‌সন্ একটি ভূত দেখিবার জন্য তাহার সমস্ত আয়ু নষ্ট করিয়াছিল। সমাধী মন্দির, শ্মশান ক্ষেত্র, অন্ধকারময় নির্জ্জন স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়াও সে সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। নির্ব্বোধ! এ সকল পর্য্য-বেক্ষণ কি কেবল বাহ্যদর্শনে সমাধা হয়? নিজের দিকেও যেমন উদাস দৃষ্টি, মানবজীবনের পূর্ণহ্রাসবৃদ্ধির প্রতিও তাদৃশ উদাসদৃষ্টিতে কি কোনও নিগুঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়? একবার অন্তর্দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ, তোমার চারিদিকে কোটি কোটি ভূত-আত্মা নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কালকে দূর করিয়া দাও, তিনকুড়ি বৎসর তিন মিনিটে পর্য্যবসিত কর, তখন দেখিবে, আমরাই বা কি, আর সেই কালকবলিত ভূত-আত্মাই বা কি? সেও যেমন, আমরাও তেমনি। আমরা সকলেই শরীর-প্রাচীর বেষ্টিত আত্মা। অবয়ব ত্যাগ কর, কালের বসন পরিত্যাগ কর, সকলই বায়ুতে মিশাইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে! ইহা প্রহেলিকা নহে, সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য! আমরা শূন্য হইতে যাত্রা করিয়া ছায়াময় অবয়ব গ্রহণ করি-য়াছি, এবং মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা লইয়া অনন্তকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেই অনন্তের অংশবিশেষ আমাদিগের সীমাবিশিষ্ট ধারণায় বৎসর যুগাদিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। স্বর্গীয় বীণানিক্বণ হইতে সুন্দর আত্মিক সঙ্গীতবৎ ভালবাসা ও বিশ্বাসের মধুরমোহন রব, কি তথায় পশে না? আমরা আর্ত্তনাদ, নীরবগমন, দুঃখের পূর্ব্বধ্বনি, নিরীহতা, ভীরুতা আদি অবস্থা নিত্যই অবলম্বন করিতেছি। মৃত্যুর উপর আমাদের উন্মত্তনৃত্য প্রভাত-বায়ুরূপে নিত্যই সংবাদ ঘোষণা করে যে,

আমরা যেখানে ছিলাম, সেই খানেই আছি। দুঃস্বপ্নময় নিদ্রা ভঙ্গে আমরা জাগরিত হইয়া আবার দেখি, আমরা সেই গৃহেই আছি। অবস্থা ভাবাদি অবলম্বনে নেপোলিয়ন, আলেক্‌-জন্দর প্রভৃতি ধীরধর্ম্মীগণের কোটি কোটী আত্মা পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে! তোমরা কি ইহার অনুসন্ধান রাখ?

হা হরি! এ যে অতীব রহস্যময়! আমরা সকলেই এক একটি ভবিষ্যভূত-আত্মা (Feuture ghost) সঙ্গে লইয়া আসি-য়াছি। আমরা সকলেই বস্তুগত্যা এক একটি ভূত-আত্মা। এই হস্তপদাদি, এই সচঞ্চল গতি, এই জীবনরূপী শোণিত প্রবাহ, এই লোকদগ্ধকরী আকাঙ্ক্ষা, আমরা কোথা হইতে পাইয়াছি? ইহারা নিরবচ্ছিন্ন ধুলামাটি ও ছায়াসার মাত্র! আমাদের আমি-ত্বের চারিদিক ছায়া-বিধিতে পরিবেষ্টিত; স্বর্গীয় শক্তি সেই ছায়াময় আবরণের মধ্যে স্বকীয় শক্তির মহীমা রহস্যময় ভাবে সংন্যস্থ করিয়া থাকেন। যোদ্ধৃ পুরুষ, তাহার দৃঢ়কায় শিক্ষা-নিপূণ অশ্ব, অগ্নি-প্রজ্জলিত চক্ষু, শক্তি-নিবাস হৃদয় ও বাহু, এ সকলই ছায়া মাত্র! ঐ ছায়া মধ্যগত স্বপ্রকাশিত শক্তি সেই ছায়ার অধিদেবতা বলিয়া জানিও। অন্যথা আর কিছুই নহে। অবস্থা বশে উহা এসংসারে আসিয়াছে সত্য; কিন্তু উহাদিগের সত্বার স্থায়ীত্ব কতটুকু? হা নির্ব্বোধ! এ সংসারের সকলই চক্ষুর ধাঁদা! এসংসারের কোনও বস্তুই তুমি স্থায়ী-ভাবে পরিমিত রূপে দেখিতে পাইবেনা! অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা, অল্পক্ষণ পরে আবার থাকিবে না। অধিক কি, সেই বস্তুর একটি ভস্মকণাও লোকচক্ষুর গোচরে আসিবেনা।

আদিতে যেমন ছিল, পরিণামে গিয়াও ঠিক তাহাই দাঁড়া-ইবে! বংশের পর বংশ অবয়ব গ্রহণ করিতেছে, গম্ভীর গর্ভান্ধ-কার হইতে বিনির্গত হইতেছে, আবার স্বর্গীয় আজ্ঞায় আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতেছে। সেই স্বর্গের দেবতা কি গতিবহ্নিই

দিতেছেন! কেহ যোগ্যতা পর্ব্বতের চূড়ায় আরোহণ করিতেছে, কেহ বিজ্ঞানের পরিমাণ স্থির করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ উন্মত্তভাবে যুদ্ধশৈল সমুৎপাটিত করিতেছে, আত্ম-বিচ্ছেদে কেহ পরমসুখ অনুভব করিতেছে, কিন্তু কি মহীমা-ন্বিত শক্তি! স্বর্গ হইতে যেমন আহ্বান, অমনি পার্থিব বহি-র্বসন খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে এবং ছায়ামূর্ত্তি ছায়ায় মিশাইয়া যাইতেছে! সেই দুর্দ্দমনীর স্বর্গীয় কামনে ধূমবজ্র প্রসব করিয়া মানবজাতিকে আহত ও দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। মানব-আত্মা বজ্রাহত, ধূমাবরিত হইয়া রহস্যময় ভাবে সেই অজ্ঞাত গভীরে ডুবিয়া যাইতেছে। এইরূপে ঈশ্বর সৃষ্ট, বহ্নি-শ্বাসিত আত্মা-সৈন্যরূপী আমরা, জীবনকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতি চলিয়া যাইতেছি, আবার আসিতেছি! বায়ুগতিতে এ বিস্ময়পূর্ণ সংসার অতিক্রমণ, আবার সেই কেন্দ্রমুখে পুনরা-বর্ত্তন, ইহার কি বিরাম আছে? পৃথিবীর শৈল সকল সমতল, সমুদ্র সকল পূর্ণ হইয়া আমাদিগের সেই ত্বরাগমনের পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিতেছে! পৃথিবী, যাহা কেবল ক্ষণকাল স্থায়ী অস্থির-ধারণীয় দৃশ্যময় ও জড়তা পূর্ণ; সে কি জীবিত ও সত্যপূর্ণ আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? আমরা কেবল তাহার উপর পদচিহ্ন রাখিয়া অগ্রসর হইতেছি। যে সকল যাত্রী আমাদিগের পশ্চাতে আছে, ঐ পদচিহ্ন তাহাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। কিন্তু হা হরি, তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে, এখন তাহারা কোথায় আছে? জ্ঞান তাহা জানেনা, বিশ্বাস তাহা বিশ্বাস করেনা; ইহা কেবল রহস্যের রহস্য। এ রহস্য সেই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত এবং সেই পর্য্যন্তই সীমা বিশিষ্ট।

"We are Such stuff,
As dreams are made of, and our little life
is rounded with a sleep!"

ফিনিক্স

PHŒNIX.

গত তিন শতাব্দি, তদুপরি গত শতাব্দির তিন চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে, সমাজের জীবন মরণ যাহার উপর নির্ভর করিতেছে; আবশ্যকে, কোথাও বা অনাবশ্যকে সেই ধর্ম্মের মজ্জা জীর্ণ ও বহুলছিদ্রপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন ধর্ম্ম দীর্ণবিদীর্ণ, তজ্জন্য সমাজও এখন দীর্ঘ-সংবিদ্ধ, বহুমূত্র ও যক্ষ্মারোগ রুগ্ন মৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে বটে; কিন্তু ঐ সকল ধনুষ্টঙ্কার যুক্ত তাড়িতিক অঙ্গ বিক্ষেপ, প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের জীবন স্বরূপ নহে; কেননা, উহাতে যতই কেন তাড়িত প্রয়োগ করনা, কালে উহা কখনই স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

তোমরা যাহাকে সমাজ বল, তাহাতে সমাজতন্ত্রের কোনও অস্তিত্ব দেখা যায় না। এমন কি, সামান্য গৃহস্থালীর সর্ব্বসুসম্পন্ন কোন বিধিও তাহাতে নাই; এখানে সমাজ কেবল অভিচিৎকারপূর্ণ বাসাবাড়ী তুল্য! এখানকার প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবাপন্ন, প্রতিবেশীর প্রতি স্নেহমমতা শূন্য ও বিরুদ্ধবাদী। এখানকার সকলেই সাধ্যানুরূপ হস্তগত বিষয় আয়ত্ব করিয়া বলিতেছে; 'ইহা আমার!' এতাদৃশ আচরণ তাহারা শান্তি নামেও অভিহিত করে!—কেননা, ইহাতে গাটকাটা ও গলাকাটার নীরব হামাগুড়ি আছে, কেবল ইস্পাতের শাণিত ছুরিকা নাই; কিন্তু ইহা কি অধিকতর ধূর্ত্ততার পরিচয় নহে? এখানকার বন্ধুত্ব, সম্পূর্ণ বিশ্বাসহীন কথার কথারূপে এবং পবিত্র মহোৎসব যাগযজ্ঞাদি সধূম সরাইখানারূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার সূপকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারক; আচার্য্যগণ মুক; কিন্তু ভোজ্যপাত্র লেহনে তৎপর। উচ্চশাসনে শাসন

কর্ত্তাগণ অক্ষম, কিন্তু আগ্রহ উক্তি সর্ব্বত্রই শুনিবে, সাধারণে যেন বলিতেছে "আমাদিগকে তোমার শাসনে শাসিত হইতে দাও ; এতাদৃশ আলোক, অন্ধকার হইতেও অন্ধকার ; তোমরা তোমাদিগের পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থে উদর পূর্ণ কর ও নিদ্রা যাও।"

এইরূপে সর্ব্বপ্রবেশক দৃষ্টি, এই দুঃখময় চস্‌মায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পায় যে, ক্ষুধারও অতিরিক্ত পরিশ্রমে শ্রমজীবিরা দরিদ্র, উচ্ছিন্নগামী, ঘৃণ্য ও বলদবৎ ; কিন্তু ধনীগণ এখনও অধিকতর আলস্যপর, পরিতৃপ্ত ও উর্দ্ধগামী। ইহাতে ভবিষ্যতে এই দাঁড়াইবে যে, সুরাইখানার সরকার তাহার প্রাপ্য অর্থ হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন পান্থদিগকে খাতির্ যত্ন করে, পদস্থগণও ইতর শ্রেণীর নিকট কোথাও বা মুখের সম্মানে সন্মানিত এবং কখনও বা তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন। একদিন যাহা পবিত্রতার নিদর্শণচিহ্ন স্বরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা অসার জাঁকজমক পূর্ণ সমারোহে পরিণত হইয়াছে। সেই সমারোহের উত্তেজনায় পরশ্রীকাতরতার সম্মুখে বহুল অর্থব্যয়ে উহা সমাধা হইয়া থাকে। জগতও নির্ব্যসনতায় আসিতেছে। এক কথায়, ভজনালয় উপাসনা শূন্য ! স্থূলতা ও গতিবুদ্ধি হীনতা হেতু, শাসক-সমিতি এখন স্বার্থ সাধননিপুণ পুলিশ কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বজনীন স্বার্থসার গুণরাশী এবং ধর্ম্মযাজকীয় সদ্‌গুণ সমূহ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ? অর্দ্ধ শতাব্দিতেই উহা স্বাধীনতা নামে অভিহিত হইয়াছে। অধীনতায় সন্দেহ, এবং তজ্জনিত পদস্থগণের প্রতি যথাভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করিয়া এই সমস্ত কুক্কুর-জোঁক সমূহ ধন্যজ্ঞান করে। হা নির্ব্বোধ ! ইহাই কি স্বাধীনতা ? ক্ষমতাপন্ন ক্ষমতাহীনের উপর, বিদ্বান মূর্খের উপর আধিপত্য করিবে, ইহা যে সত্যবিধান। যখন পদস্থগণ সস্নেহে তোমাদিগকে শাসন করিবেন, তোমরা যখন সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন ও ভক্তি প্রদর্শন করিবে ; তখনই জানিও, তোমরা স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা

লাভ করিয়াছ। নতুবা স্বাধীনতা বা তথাবিধ নামধেয় যাহা, তাহা বিদ্রোহজনক। যদি উহা অযথার্থ ও বিদ্রোহাত্মক হয়, তবে কেন তোমরা উহার জন্য উন্মুখ ও সর্ব্বত্র অনুমোদন কর?

অতঃপর কি? যেমন রূসো প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি উপাসনা করিয়াছিলেন, আমরাও কি তদ্রূপ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তিত? রাজনৈতিক-জীবন গত; কিন্তু রাজনৈতিক-শরীর যথোপযুক্তরূপে বিকৃতি পরিহারে সমাগত! উন্নতিশীলগণ, মিতব্যয়ীগণ, সুখধর্ম্মীগণ, সকলকেই দেখিয়াছি, তাহারা সকলেই ঐ সমাধী শকটের পশ্চাদ্গামী, সকলেই সমাধী স্তম্ভের উদ্দেশে যন্ত্রবাদন করিতেছে। সমাধীক্ষেত্রে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কদাচিৎ শোক প্রকাশ এবং অধিকাংশই দলবদ্ধ হইয়া কৌতুক সন্দর্শনে ব্যাকুল। এইরূপেই সেই সম্মানিত ব্যক্তির সমাধী সমাধা হয়। কিম্বা সাদা কথায়, ঐ সকল উন্নতিশীলগণ, এবং সুখধর্ম্মীগণ অথবা তাহাদিগকে যে নামেই কেন অভিহিত কর না, ইহারা পরিণামে অবশ্য লক্ষ্যস্থির করিতে সমর্থ হইবে; এবং যাহা সন্দেহপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাও পরিহার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু সে দিনের যে এখনও অনেক বিলম্ব!

মহান সুখধর্ম্মের যখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি, তখন সুসজ্জিত সৈন্যশ্রেণী, এই বহুধাবিচ্ছিন্ন দেশকে শাসিত করিতে কেন অগ্রসর হয়, জানিনা। রসাকর্ষণে সমর্থ, বৃদ্ধি প্রাপ্তোপযোগী বীজ সুনিয়মে রোপিত হইলে কালে তদ্দ্বারা, সমস্ত ভূমিই আকীর্ণ হইতে পারে। আমাদের শিল্পিগণ বিস্তৃত কৌশল ও কর্ম্মৈক সাধন সমুদ্যোগী শক্তি স্বরূপ। তাবৎ উচ্চচিন্তা সেই চিন্তায় নিবিষ্ট, সুতরাং সুখধর্ম্মত্ব উপযুক্ত চিন্তার অভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। আমাদের মধ্যে গত পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে কতজনে উহার মহিমান্বিত তত্ত্ব হৃদয়ে স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? যাহা শ্রমজীবিদলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ, তাহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি, উভয়ই সুদূরপরাহত। তবে

ইহাও নিশ্চয় যে, পূর্ণবিশ্বব্যাপী ক্রিয়া, লোকজ্ঞানগোচরে আসিতে যত দিনই অতীত হউক না, কালে উহা হৃদয়পট্টে প্রতিভাত হইবেই হইবে। এ সংসারে প্রতিযোগীতা বা সদৃশ বস্তু ভিন্ন কোনও তত্ত্বই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মান্তরিত করিতে এইরূপ অবস্থারই প্রয়োজন। সংসারের সর্ব্বস্থানেই ক্ষিপ্ত কুকুরের অধিষ্ঠান। যখন তাবৎ কুকুর ক্ষিপ্ত হইবে, এবং সময় থাকিতে যখন শীকারীগণ কশাঘাতের পরিবর্ত্তে ঔষধ দান করিবেন, তখনই সুফলের আশা। ঐ ঔষধের নাম জ্ঞান ও জীবন।

এ জগৎ ধ্বংস বিধির অধীন। উহা ধীর গতির আভ্যন্তরিক ক্ষয় দ্বারাই হউক, অথবা প্রকাশ্যদহনেই হউক, ঐ ধ্বংসের সহিত অতীত সমাজের বিধানাবলীও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং তৎস্থানে নূতন বিধি অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহাও অবশ্য বিবেচ্য যে, যখন মানবের তাবৎ শক্তির বিষয়ীভূত স্বার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং তৎসহ অগণ্য চিহ্নযুক্ত বহির্ব্বসনও তদনুসরণ করিয়া থাকে, তখন শব্দশীল চটে শরীর মাত্র সংরক্ষণেও লোক অসমর্থ হইয়া পড়ে।

অপিচ, এই মহান ধ্বংস ব্যাপার, কেই বা নিবারণ করে? এমন কেই বা আছে যে, ভাগ্যচক্রের প্রধানতম চক্র ধারণ করিয়া বলিতে পারে যে, "কালশক্তি! আমার আদেশ, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর।" এস্থলে ইহাই বরং আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক যে, অপরিহার্য্যতা ও নির্দ্দয়তার দ্বারা শাসিত হইয়াও আমরা উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করি।

যে শবকে তোমরা মৃত-সমাজ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, বস্তুতঃ তাহা মৃত নহে। উহার মরণোপযোগী যে সংকোচতা, তাহা নূতনকে নিশ্চয়তায় স্থাপিত করিবার জন্য চতুরতা মাত্র। সমাজ স্বয়ং অবিরাম কায়া পরিবর্ত্তনের উপর দিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর উন্নতি লাভ করিতেছে। কাল যত দিন অনন্তের

উদ্দেশে ধাবিত হইবে, সমাজের এই উন্নতি ততদিন পর্য্যন্তই উত্তরগামী হইবে। যেখানে দুই কি তিনটি ব্যক্তি একত্রিত, সেই খানেই সমাজ ;" অথবা ইহার সচঞ্চল রাসায়নিক ক্রিয়া ও অসামান্য কার্য্যশীলতা হেতু, সেই স্থানে সমাজ সংস্থাপিত হইয়া সমাজস্থগণকে সুখ দুঃখাদি ভোগ করাইবে। উভয়-মুখ সমাজ-ফলের একদিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে প্রেতকুল।

যখন ফিনিক্স * তাহার অন্তিম চিতায় শয়ন করে, তখন কি তাহার অগ্নিকণা উড্ডিয়মান হয় না? হায় হায়! নেপলিয়ন প্রভৃতির সহ কোটী কোটী মানবও সেই সমুচ্চ ঘুর্ণিয়মান বহ্নিশিখায় শরীর ঢালিয়া দিয়াছে এবং পতঙ্গতুল্য ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু তাহার শত শত চিহ্ন সত্বেও ধ্বংসে ভীত হই।

অতঃপর কতদিনে যে এই ফিনিক্স দহন ক্রিয়া সমাধা হইবে, তাহা তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। অধ্যবসায় বিধান, প্রগাঢ় ভাবে মানবজাতিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অধ্যবসায় যে প্রকৃতি, তাহা পরিবর্ত্তনের বিরোধী। অধ্যবসায় তাহার প্রাচীন অট্টালিকা ভূতলশায়ী না হইলে কোন মতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। সেই জন্যই ধর্ম্মকর্ম্মের পবিত্র চিহ্ন সকল এক্ষণে বিবাহাদি উৎসববৎ ও পবিত্র চিহ্নসকল জাঁক জমকসার অসারতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেরূপ এই ঘৃণ্য পরিবর্ত্তনের গতি, তাহাতে এরূপ আশা করাও অন্যায় নহে যে, আগামী তিনশত বৎসরের মধ্যে তাবৎ পবিত্রতার চিহ্নাদি একবারেই উড়িয়া যাইবে। অতঃপর ফিনিক্সের মৃত্যু জন্ম স্বতঃই আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহার কাল নির্দ্দেশ করা কঠিন ; কেননা

---

* ইহা একটা মিশরীয় অপদেবতা। বৃদ্ধ হইলে ও মরিলে পুনর্ব্বার তাহার চিতাভস্ম হইতে নব জীবন ও নবদেহ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার মৃত্যু ও জন্ম। প্রতি পাঁচ শত বৎসর অন্তে ফিনিক্স পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ লাভ করে।

উহা দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে। মানব স্বনিহিত শক্তিতে এমন ভাগ্যও লাভ করিতে পারে যে, দুই শতাব্দিব্যাপি আলোড়ন ও অগ্নিসংস্কারে এই বহ্নিসংস্কার সমাধা হইতে পারে, এবং তখন জীবন্ত সমাজ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবেনা, স্বশক্তি সহযোগে কার্য্য করিলেই উক্ত ফল লাভ করা যাইবে। মানবজাতির পক্ষে ঈদৃশ দানপ্রাপ্তি কি গর্ব্বের বিষয় নহে ?

ঔদাসীন্যের কেন্দ্র

CENTRE OF INDEFFERENCE.

সহর ও নগর, বিশেষতঃ পুরাকালের সহরাদি সযত্নদৃষ্টিতে সন্দর্শন করিতে আমি বিস্মৃত হই নাই। অন্তর কালে, বৃক্ষ-পত্রের রন্ধ্র পথ দিয়া দেখিতে উহা কতই সুন্দর; অতীত কেমন সুন্দর ও যথার্থ ভাবে বর্ত্তমানকে নিরাপদে তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিতেছে! দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, সেই নগর গর্ভে যে সজীব আকরিক বহ্নি সংস্থস্থ হইয়াছিল, নূতনকে অধিকার করিবার জন্য উহা অদ্যাপি সতেজে সগর্ব্বে দগ্ধ করি-তেছে। তোমরা উহার জয়চিহ্ন স্বরূপ ধূমপুঞ্জ দর্শন করিতেছ মাত্র! হায়! সেই নগরীতে এতদপেক্ষা অধিকতর রহস্যময় সজীব জীব-বহ্নির অঙ্গার সমূহও তৎকালে নিহিত হইয়াছিল, উহাও অদ্যাপি রহস্যময় ভাবে ধূম ভস্ম (ধর্ম্মাধিকরণ ও ভজনালয়) সহ দগ্ধ ও পরিব্যাপ্ত করিতেছে। ইহার নিম্নতম বাষ্পযন্ত্র, (ভজনালয়), যাহার বহ্নিকণা বিবিধ মুখশ্রীতে প্রকাশিত হইতে তোমরা দেখিতেছ, তন্মধ্যস্থ ঘৃণ্যব্যক্তিরা এখনও তোমাদিগকে উষ্ণ ও ঝল্‌সাইয়া দিতেছে!

মানবের দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তির প্রধান ফল, বায়বীকরণ, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ এবং পরম্পরাশ্রুত বিষয়ের সত্যতা সংরক্ষণ। তাহার শাসন বিধি এই প্রকার এবং ক্ষমতাও উহাতেই পর্য্য-বসিত; তাহার বাণিজ্যরীতি ও বিলাসীতা, উভয়ই বস্ত্র-অভ্যাস ও জীবন-অভ্যাস। তাহার সযত্ন সংগৃহীত মজুরদারীর পুঁজী সংগ্রহ কল্পে প্রয়োজনীয় বৃত্তি, স্বহস্তজাত কর্ম্মনির্ব্বাহক প্রকৃতি হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। এতাবৎ বস্তু অবিমিশ্র্য ও মূল্যশূন্য! ইহা পেটিকা বদ্ধ করিবার বস্তু নহে, কিন্তু শক্তিরূপে স্পর্শবোধের

অতীত ভাবে পিতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত হইতে পারে। এরূপ ভাবে যদি তুমি দেখিতে চাও, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, নিদর্শন সম্মুখেই বর্ত্তমান। অথবা তুমিই তাহার নিদর্শন। হলচালক বা কর্ম্মকারের কার্য্য তোমরা দেখিতে পাও, কিন্তু ঐ কার্য্যের নিয়ামক যে শক্তি, তাহাকে কি দেখিতে পাও? উহা বায়ু ও সূর্য্যের ময়ূখমালায় প্রক্ষিপ্ত করে (শব্দ ও দর্শন দ্বারা) কেননা উহা যথার্থই শক্তি সম্বন্ধীয় স্পর্শশক্তির অতীত বায়ব্য বস্তু। তেজ-রশ্মি, পঞ্চ ভূতের কোন্ ভূতটাকে তুমি ধরিতে পার? তবে ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও আমরা যেমন উহার ফলাফল প্রত্যক্ষ করি; তদ্রূপ অদৃশ্যবস্তু, বিধাতৃবিধান বা বিধাতৃ-শাসন-সমিতি কোথায়, বলিয়াও কোনও প্রশ্ন করিতে পার না। উহার কার্য্য-ফলমাত্রই মানবের ভোগ্য। যদি তোমরা কোনও সমৃদ্ধ নগরীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে তথায় ইষ্টক-প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজী ও ফিতাবাঁধা কাগজের তাড়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। ঐ সকল গৃহাদি অবশ্য কোনও শিল্পির দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার পরিশ্রমবুদ্ধির অর্জ্জিত যে ফল, তাহা ভিন্ন প্রত্যক্ষ তাহাকে কি তথায় দেখিতে পাও? অথবা তাহার সেই স্বশক্তি বিনির্ম্মিত বস্তুতে ফলরূপে সেই নির্ম্মাতা বর্ত্তমানই আছে। অতঃপর কোথায় সেই চতুরতা-ময় সর্ব্বশক্তিমান শাসন-সমিতি? ঐ নগরীতে কি তাঁহাকে দেখিতে পাও? প্রত্যেক স্থানে, এমন কি এখানেও তাঁহার কার্য্যই দেখিতে পাও মাত্র। এই দৃষ্টবস্তু প্রভৃতিও অদৃশ্য বায়-বীয় মাত্র, অথবা উহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও রহস্যময় বলিলেও বলিতে পার। আমাদের দৈনন্দিন জীবনও তদ্রূপ শক্তিময়। আমা-দিগের কৃতকার্য্য হইতেই বিবিধ রহস্য, শক্তি (Spirit) এবং অদৃশ্য ক্ষমতা সকল অঙ্কুরিত হয়। ধূমাকৃতি বায়ুগঠিত নিত্য-দেহ, সত্য সত্যই ঐশিক মহান গভীরতা হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে।

অতীতের দৃশ্যযোগ্য ও স্পর্শযোগ্য ক্রিয়া সমূহ হইতে আমরা তিনটি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। মন্ত্রিসভা ও অস্ত্রাগার সমালঙ্কৃত নগর সমূহ, ক্ষুদ্র বৃহৎ তোরণ, বারিবারণ ও সুকর্ষিত ভূমি এবং সত্য গ্রন্থাদি। শেষাবিষ্কৃত গ্রন্থনিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়টি অপেক্ষাও সমধিক মূল্যবান। সত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীর গুণরাশী বস্তুতঃই বিস্ময়জনক। প্রস্তরগঠিত সুদৃঢ় নগরীরও প্রতিবৎসর জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন; কিন্তু সুকর্ষিত ভূমি ও শক্তিময় ক্ষেত্রে শান্তিময় বৃক্ষের ন্যায় বৎসরে বৎসরে (আমাদের গ্রন্থাদি দেড়শত মানবীয় বয়সের আছে) যুগে যুগে অভিনব পত্রাদিতে (সমালোচন, দর্শন-বিজ্ঞান, রাজনীতি, স্তোত্র ও সাময়িক পত্রাদির প্রবন্ধ) সুশোভিত হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সত্যগ্রন্থের রচয়িতা, তৎপ্রতি হিংসা প্রকাশ করিও না। যাহারা নগর-নির্ম্মাতা ও ধ্বংসকর্ত্তা, তাহাদিগকে অন্তরের শ্রদ্ধা দান করিও। তোমরাও উক্ত অভিধা লাভ করিতে পার, কিন্তু সত্য কথা কহিতে কি, তোমাদের সে রাজত্ব আধিপত্য সয়তানের সয়তানী। এ সকল খেয়াল ত্যাগ করিয়া তোমাদিগের বিস্ময়াকর্ষিনী মনোরাজ্যে স্বচ্ছ স্ফাটিক ও ধাতুনির্ম্মিত দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মমন্দির, শিক্ষা-মন্দির ও ভবিষ্যপর্ব্বত নির্ম্মাণ কর; দেখিবে, তথায় জগতের তাবৎ জাতি তীর্থযাত্রী রূপে প্রসাদ প্রতীক্ষায় সমাগত হইয়াছে! নির্ব্বোধ! যাহা তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, সেই ধর্ম্মের উপাসনায় প্রস্তর মন্দির গঠনে কেন ব্যাগ্র হও? তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মপুস্তক কি খুলিতে পার না?

কি ভয়ানক! পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবকঙ্কাল, কামানের গোলা, মালবাহী শকটের ধ্বংসাবশেষ, মানব ও অশ্বের শব রাশি, চতুর্দ্দিকে অযত্নে, লোহিতবর্ণ ছাঁচে ঢালা মৃত্তিকা রাশির ন্যায় বিক্ষিপ্ত! পর্য্যটনকারীরা এখনও তথায় অসমাহিত অবস্থায় স্থিত; হায়! মনুষ্যের দেহরাশি চতুর্দ্দিকে

শায়িত; জীবন ও গুণরাশি, উভয় হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পর সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিত্যক্তবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। অন্তঃসারহীন ডিম্বের আবরণের ন্যায় দৃষ্টির অতীতে উহা সঙ্কোচতা প্রাপ্ত হইতেছে! ইহা কি প্রকৃতির কার্য্য? যে প্রকৃতি, দানবী নদীকে করেন্থিয়ন ও কার্পেথিয়ন হইতে সুশীতল বারী রাশি বহাইয়া আনিয়া সমতল ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত করতঃ তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণের প্রতিপালন জন্য সুরম্য শ্যামল শষ্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিয়াছেন; সুরসাল ফল সমন্বিত বৃক্ষ, উদ্যানরাজী, শ্রমজীবির কুটির, ধনীর রাজ প্রাসাদ, শ্যামল শষ্যক্ষেত্র, বারুদগুলির অসামান্য শক্তিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল; পর বৎসর পুনরায় চাহিয়া দেখ, প্রকৃতি আবার সেই স্থান পূর্ব্ববৎ অথবা তদপেক্ষাও সুদৃশ্যদর্শনে সুসজ্জিত করিয়াছেন! যে প্রকৃতি নিত্যনিত্য জীবিতের জীবন দান করিতেছেন, যাঁহার বলে মানবের পরিভ্রমণ ও পরিঘূর্ণন কার্য্য অবিকল্পে সমাধা হইতেছে, এই ভয়ানক সংহারকার্য্যও কি তাঁহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে?

যুদ্ধের সত্য মর্ম্মার্থ ও সমাপ্তি সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকীয় ভাষায় বলা যায় কি? আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ সম্বন্ধে একটি উদাহণ দিতেছি। বৃটিশ অধিকারভুক্ত দমদ্রজ গ্রামে পাঁচশত ব্যক্তি পরমসুখে বসতি করিত। অধিবাসিগণ কেহ বস্ত্রবয়ন, কেহ গৃহ-নির্ম্মাণ, কেহ লৌহকর্ম্ম এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিরা পরিমাণ প্রস্তর (বাটখারা) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ফলতঃ তাহাদিগের শ্রমার্জ্জিত অর্থে তাহারা অতি সুখসচ্ছন্দে বসতি করিতেছিল। ফরাসী সংগ্রামকালে দ্রমদ্রজ গ্রামের ত্রিংশ দৃঢ়কায় ব্যক্তি ঐ সংগ্রামে জীবন দিবার জন্য স্থিরিকৃত হইল। তাহাদিগের অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া, লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া সরকারী ব্যয়ে তাহাদিগকে দুই সহস্র মাইল দূরবর্ত্তি দক্ষিণ স্পেনে পাঠান হইল। তথায় উভয়দল সম্মুখীন হইল,

এবং তাহাদিগের তুল্য ত্রিশ জন শ্রমজীবি সম্মুখীন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিল। এইরূপে ষষ্ঠি সংখ্যক নিরীহ শ্রমজীবি বিনাকারণে কালের পথে চলিয়া গেল, কেহ তাহাদিগের জন্য অশ্রুবিন্দুও ত্যাগ করিল না। ইহাদের মধ্যে কি বিবাদ ছিল? সয়তান ব্যতীত এ কথার কে উত্তর দিবে? তাহারা অতি শান্তভাবে আপনার পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল, বিরোধিগণের সহিত পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না, বরং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যসূত্রে গৌণভাবে তাহারা পরস্পরের সাহায্যপ্রার্থী ছিল, তবে এমন হইল কেন? তাহাদিগের শাসকগণ অকর্ম্মা; সেই অর্ব্বাচীনতা ও অকর্ম্মাগীরির ফল, তাহারা নিজে ভোগ না করিয়া কতক গুলি নিরীহ লোক তাহার পরিবর্ত্তে প্রাণ হারাইল! হায়! এ রীতি আজ নূতন নহে! সর্ব্বদেশেই এই অপ্রাকৃতিক বিধি প্রচলিত, এবং প্রকৃতির দোহাই দিয়া দোষ মুক্ত হইয়া আসিতেছে।

কনস্তান্তিনোপল ও সমরকন্দের বিখ্যাত পুস্তকালয় ও তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় আলোড়ন করিয়াও পাঠোপযোগী কিছুই আমি প্রাপ্ত হই নাই। অজ্ঞাত ভাষা সমূহের স্বভাব সূচী ধরিয়া একত্রিত করিয়াছি; ভূগোল, ইতিহাস, স্থান বৃত্তান্ত, সমস্তই আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে। বায়ু আমার শ্রবণ যন্ত্র; মানব কি প্রকারে আহারান্বেষণ করিবে, উন্নতা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই আমার জ্ঞান গোচরাগত! অধিক কি, দুইটি কম্পাসের সাহায্যে আমি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছি!

মহান কার্য্য-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কেন বলিতেছি, জান? গ্রীষ্ম কালের দিনত্রয় আমি এই চিন্তাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একটি তালবৃক্ষের নিম্নে ধীর উপবেশনে তাম্রকূটের ধূম উড়াইতে উড়াইতে ব্যাবিলনের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়াছি, চীনের সুবৃহৎ প্রাচীর দেখিয়াছি এবং উহা দ্বিতীয়শ্রেণীর কারুকার্য্য

বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছি। মহান ঘটনাবলীরও কি আমি সাক্ষী নহি? রাজ্যলোপ, রাজ্যোৎপত্তি, প্রত্যহ শতসহস্র লোকের পরস্পর বিদ্রোহে ধ্বংস, আমি সকলই দর্শন করিয়াছি। জগৎ নিত্যধ্বংস হইতেছে, নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাবৎ জাতীয় মানব ধ্বংস মুখে ধাবিত হইতেছে, মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইতেছে, এবং কালে পুনরায় উদ্ভূত হইতেছে বা হইবে। সাধারণতন্ত্রের জন্মকটাহ হইতে যে রোদন স্বর্গে উঠিতেছে, তাহা ত আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

মহান মনুষ্যসম্প্রদায়ের প্রতি আমার অচলা পূর্ব্বানুরাগ আছে। আশা আছে, সেই সকল মহানশক্তিধারীর কেহ আমাকে রক্ষা করিবেন। ঐ সকল মহান মনুষ্যগণ দৈবজ্ঞান প্রাপ্ত (বাক্যে ও কার্য্যে)। সেই পবিত্র দৈব-বাণী পূর্ণ পুস্তকের এক একটি অধ্যায়, বিশেষ কাল আশ্রয় করিয়া বিশেষ কালে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থকে কেহ কেহ ইতিহাসও বলিয়া থাকে। কোনও কোনও বুদ্ধিমান এবং অধিকাংশ মূর্খ-ব্যক্তিরা এই দৈববাণী-পূর্ণ পুস্তক সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ বলিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে মতামত প্রচার করিয়া থাকে, এবং হস্তিমূর্খ নাস্তিক-গণ এবং আস্তিকগণ ইহার সাপ্তাহিক স্তোত্র মাত্র পাঠে নিরস্ত হয়। আমার অধ্যয়ণ সম্বন্ধে, দৈব-জ্ঞান বিষয়ক মূল বচন যাহা, তাহাই। আমি শীলার ও গেটের 'মহা-বাক্য এখনও বিস্মৃত হই নাই।

ভাববাদিগণ (Ideologists) অসংখ্য ভাবাদিতে পরিবেষ্টিত। ভাবে তাহারা জীবিত থাকে, গতিবিধি করে এবং তর্ক বিতর্ক করে। মানব তদ্বিষয়ে অজ্ঞ হইলেও তাহারা স্বর্গীয়ধর্ম্মপ্রচারক। ইহারা কামাননিন্দিত কণ্ঠে সেই মহান উপদেশ (The Tools to him that can handle them) প্রচার করে, যাহাতে আমাদিগের শেষ রাজ-নৈতিক ধর্ম্মরূপে প্রতীত, এবং উহাতেই স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকে। তাহারা যে উন্মত্ত ভাবে বক্তৃতা

করে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার কার্য্য পূর্ব্বতন প্রচারকগণ হইতেও অধিক ! কিম্বা আমেরিকার একজন পার্ব্বত্যবনবিহারী, অদম্যব্যাঘ্রভল্লুকাদির সহিত সংগ্রাম নিপুণ, মদ্যপ্রবঞ্চনা চৌর্য্যাদিতে অজ্ঞ অসভ্যকে আহ্বান কর, সেও সেই পবিত্র বর্ষণের অনুগামী হইবে, এবং সুখে শষ্যকর্ত্তন করিতে থাকিবে।

মধ্যরাত্রে মৃত্যুর নীরবতা, কিন্তু উত্তরদূরতায় ইহার স্বভাব বর্ত্তমান। লোহিত প্রস্তরময় পর্ব্বতশৃঙ্গে ধীরে ওতপ্রোত কেন্দ্রিয় সমুদ্রের অবিরোধ জলকল্লোল, যদুপরি সুদূর উত্তরের তন্দ্রাবিভূত মহান সূর্য্য ধীর ও নিম্নভাবে দোদুল্যমান। এখনো তাহার মেঘ-পর্য্যঙ্ক স্বর্ণময় বসনে নির্ম্মিত, এখনো তাহার জল-দর্পণ-প্রতিভাসিত কিরণপ্রবাহ কম্পান্বিত বহ্নিস্তম্ভবৎ অতল-স্পর্শ নিম্নতমকে নাশ করিয়া, আমার চরণতলে লুক্কায়িত হইতেছে! এরূপ সময়ের নির্জ্জনতা, ভাবুক বা দর্শকের পক্ষে অমূল্য। নগরের কোলাহল তাহাদিগের পশ্চাতে পড়িয়া নিদ্রিত, কেবল প্রহরিগণ জাগৃত। সম্মুখে নীরব অসীমত্ব ও অনন্তরাজ্য দণ্ডায়মান! সূর্য্য সেই অনন্তরাজ্যের সিংহদ্বারস্থিত দ্বার-বর্ত্তিকা তুল্য।

তথাচ এই নির্জ্জন সময়ে পার্ব্বত্য গহ্বর মধ্য হইতে যদি উত্তর কেন্দ্রস্থ ভল্লুকবৎ একটি মানব বা পিশাচ আইসে, এবং রুষ ভাষায় কথা কহে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে, ঐ ব্যক্তি রুষশুল্ক দান পরাঙ্মুখ ব্যবসায়ী। আমি চতুরতার সহিত এই বিধিবহির্ভূত ব্যবসায়ে উদাসীনতা প্রকাশ করি। তবে আমার মানবীয় ইচ্ছা সংগোপনে রাখিবার কি বলবতী ইচ্ছা আছে? মিথ্যা কথা। মানব তাহার সুদৃঢ় সবলশরীর, আত্ম-ক্রিয়া এবং কোথাও লাভের জন্য জীবহত্যা করিয়াও অগ্রসর হয়; চির দিন লোককে আক্রমণ করে তাহার অবিশ্রান্ত শকটতৈল রূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসে, সে অগ্রসর হইলেও আমাদিগের উভয়ের সম্মুখীন গভীর সমুদ্র নিম্নগ অবস্থাতেই অবস্থিত। আমরা পূর্ব্ববৎ সেই পর্ব্বত শৃঙ্গে দণ্ডায়মান। এখানে আর কি যুক্তি

উত্থাপিত হইতে পারে? সেই গভীর উত্তরকেন্দ্রে স্বর্গীয় যুক্তি, বাঁকপটুতা ধ্বংস হইয়া যায়। যদি এই সীমান্ত যাত্রার আয়োজনে বিপরীত পদবিক্ষেপে আভ্যন্তরিক ভাণ্ডার হইতে একটি বন্ধুকে বাহির করিয়া বলি যে "বন্ধু, তোমরা সত্বর অবসর গ্রহণ বাধ্য," এ তর্কযুক্তি তবুও উত্তরকেন্দ্রিয় বুঝিতে পারে, এবং সত্বর বিনয় ও ক্ষমার প্রার্থনায় চীৎকার করে, এবং আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে অন্যদিকে পলায়ন করে, যাহাতে আর প্রত্যাবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না।

বারুদের প্রভূত ব্যবহার বিষয়ে আমি এরূপ ধারণা করি যে, ইহা মানবকে একধরণে দীর্ঘ করে। যদি তোমরা আমা অপেক্ষা ধীর ও চতুর হও, যদি তোমরা সমধিক হৃদয়বান হও, তাহা হইলেও এমন কেহ নাই যে, প্রথমে আমাকে হত্যা না করিয়া দীর্ঘ হইতে পারে। বন্যজান্তবতা কিছুই নহে; মৈস্মরতত্ত্বই সব।

বস্তুতঃ দ্বৈরথ যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। এই বিস্ময়পূর্ণ জগতের অধিকাংশ বিষয়ই নিয়ত আমাকে বিস্মিত করিয়া থাকে। মানবের দৃষ্টিবিষয়ক দুইটি প্রেতমূর্ত্তি এই অতলস্পর্শ মূলে অসম্বরণীয় সংযোগ অবস্থায় তরঙ্গ তুলে এবং যে কোনও আকারে সত্বর বিলোপ প্রাপ্ত হয়। আত্মা দ্বাদশ হস্ত দূরে পৃথক হইয়া বিশ্রাম লাভ করে, বিঘূর্ণিত হয় এবং পৌনঃ পুনিক ভাবে কৌশলময় রাসায়নিকতায় পরস্পর সবল স্বধ্বনিতে বিদির্ণ হইয়া ধ্বংস ও বায়ুরূপে অস্তিত্বশূন্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সয়তান ইহাতে রহস্যের বহ্নি জ্বালিয়া দেয়, তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, ঈশ্বর তাঁহার বিস্ময়কর বামন সৃষ্টি দেখিয়া অবশ্যই বক্র হাসি হাসিয়া থাকেন।

অবশেষে এতাধিক ভর্জ্জিত হইবার পর, উহা ভস্ম (Calcined) নামে অভিহিত হয়। ইহা আর কিছুই নহে, ভবিষ্য-জন্মের পূর্ব্বসূত্র মাত্র। কোনও কারণে, অনুশীলনদ্বারা আমি বহু বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হই। দুর্ভাগ্য এখনও ভাগ্যহীন অবস্থায়

অবস্থিত, আমি কেবল ইহার অংশ মাত্র দেখিতে পাইতেছি এবং ঘৃণা করিতেছি। এই শূন্য অস্তিত্বের উচ্চবংশশীলতায় আমি কি ছায়াসংহর্ত্তা বা ছায়াসংহার দেখিতে পাই নাই; যখন আমি মৃতের কৌশলপূর্ণ সেই দেহের ঠাট দেখিয়া দুঃখিত হই? আমি বিবেচনা করি যে, ইহার গতি অন্যদিক দিয়া প্রবাহিত হউক, কিন্তু তাহাও কি কখন হয়? বিশ্ব বিজয়ী আলেকজন্দার তাবৎ বিশ্বব্যাপিত্ব বা সৌররাজ্য অধিকার করিতে না পারিয়া কি (আশার অপূর্ণতায়) দুঃখিত হয় নাই? যখন আমি নক্ষত্রলোকে দৃষ্টি প্রসারিত করি, তখন তাহারা সেই স্থির দূরতা হইতে সকরুণদৃষ্টিতে কি আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? স্বর্গীয় অশ্রুবিন্দু মানবের ভাগ্যের উপর কি পরিবর্ষিত হয় না? সহস্র মানববংশ আমাদিগের ন্যায় সময়কে বিশ্বাস করিয়া আর্ত্তনাদ করে; কিন্তু কালের প্রতি বিশ্বাসশূন্য হইলে আর কোন দুঃখই থাকে না। শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের কিরণ সর্ব্বপ্রথমে সেই মেষপালক (Newton) যেমন দেখিয়াছিল, আজও তাহারা তদ্রূপ কিরণধারা বর্ষণ করিতেছে; কিন্তু তুমি কি তেমন দেখা দেখ? চুপ কর; এই ক্ষুদ্র কুক্কুরাবাস পৃথিবী কি? এখানে তোমরা খেউ খেউ করিয়া কি করিতেছ? তোমরা এখনও কিছুই নহ, কেহই নহ, ইহা সত্য; কিন্তু কিছু এবং কেহই বা কে? পরিবার বর্গেরও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, সে সব বাতাসের বোঝা পরিত্যাগ কর; তোমাদের নিজের যাহা আছে, উত্তরগমনে তাহাই যথেষ্ট, অথবা কালে উহাই যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত হইবে।

ইহাই ঔদাসীন্যের কেন্দ্র! এখানে আমি উপস্থিত হইয়াছি। অসত্যবতার (Negetive) কেন্দ্র হইতে সত্যতার (Positive) কেন্দ্র পর্য্যন্ত যে গতাগতি, তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে!

পূর্ব্বানুস্মৃতি

REMINISCINCES.

মধুচক্র এবং মধুপগণের মধুখ প্রক্ষেপ, মধু প্রস্তুত, এবং তৎসহ বিষাক্ত দ্রব্য সংযোজন ; সকলই আমি সন্দর্শন করিয়াছি। বিচিত্র রাজপ্রাসাদে মধুরসঙ্গীতশ্রবণসুখপুলকিত মহামান্য রাজগণের সুপাচিত খাদ্য গ্রহণ এবং জঘন্যপল্লির গৃহ দ্বারোপবিষ্ট সূর্য্যতেজদগ্ধ বৃদ্ধার দীনজীবিকার্থ সূচীকর্ম্ম, উভয়ই আমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; অধিক কি, পবনগতি প্রদর্শক পক্ষীও নয়নগোচর করিয়াছি, এত উচ্চে কোনও পক্ষীই উঠিতে পারে না। ক্ষুৎ পিপাসাকাতর শূন্যপাদ অতি দরিদ্র ঘর্ম্মাক্তকলেবর বার্ত্তাবহ, লোকের আনন্দ ও দুঃখসংবাদরাশি বহন করিয়া আনে। একদিকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চতুরশ্বযোজিত দ্রুত শকটারোহণে সপরিবার গতাগতি, অন্যদিকে খঞ্জ কাষ্ঠপাদ সৈনিকপুরুষের ভিক্ষা প্রার্থনা, এ বিসদৃশ দৃশ্য সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত। এই সংসারে সহস্র সহস্র শকট, বিবিধ খাদ্যদ্রব্য, অবিমিশ্র উৎপন্ন দ্রব্য, সভ্যাসভ্যতা, চেতন বা অচেতন প্রভৃতির ভার লইয়া নিত্য নিত্যই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শনার্থ সমাগত হইতেছে, আবার এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যব্যাপদেশে ইন্দ্রজালে মিশাইয়া দিতেছে! সংসারের তাবৎ পন্থা, কাল ও গুণানুসারে জীবন্তপ্লাবনে প্লাবিত হইতেছে। তোমরা জান কি, যে ঐ প্লাবন কোথা হইতে আসিতেছে, এবং কোথায় যাইতেছে? অনন্তে ঐ প্লাবনের উৎপত্তি এবং অনন্তেই সমাহার। ইতঃস্তত তোমরা যাহা দেখিতেছ, উহা কেবল আবরণ মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ঐসকল আত্মা কি শরীরগ্রহণে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট এবং শরীরের

ধ্বংসদশায় বায়ুতে মিশাইয়া যাইবে না? তাহাদিগের দেহের নিটুট* ভিত্তি, জ্ঞানশক্তির প্রতিচিত্র মাত্র। তাহারা শূন্যতার বক্ষে বিচরণ করে; শূন্যময় অসীম কাল (Blank time) তাহাদিগের সন্মুখে ও পশ্চাতে বিরাজ করে। বিলাসী তোমরা, বহুমূল্য বিলাসভূষণে অদ্য বিভূষিত হইয়া কতই গর্ব্বিত হইতেছ, হও; কিন্তু জানিয়া রাখ যে, উহা গত কল্যও ছিলনা, এবং আগামী কল্যও থাকিবে না। (অথবা) হেন্‌ষ্ট ও হর্ষা যখন তোমাদের দ্বীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের কি কোনও সজীব উত্তরাধিকারী ছিল না? বন্ধু! সেই ঐতিহাসিক ব্যাপারের অবান্তরে যে সজীব শৃঙ্খল দেখিতেছ, তাহাতেই তাবৎ জীবের সংমিশ্রণ ও সংযোজন হইতেছে। দেখিয়া লও, অথবা তোমাদের কি চক্ষু আছে, যদ্দ্বারা দেখিতে পাইবে?

ইহ সংসারে বসতী করাই যথার্থ পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায়। এখানকার বর্ত্তিকালোকের কিরণমালা ধূম ও সুপরিদৃষ্ট বাষ্পরাশির সহিত যুদ্ধ করিয়া রজনীর রাজত্ব কালের লভ্যাংশ সংগ্রহ করে; কেননা, তাহারা শিকারী-কুকুরের আপাদবিলম্বিত আবরণ, বাষ্পসকল বহ্নিনষ্ট করিয়া ফেলে। মধ্যরাত্রে যে বহ্নিবিরহজনিত মৃত্যুর চীৎকার,—যখন নগরের জনকোলাহল মিলাইয়া গিয়াছে, গর্ব্বিতের সুদৃশ্য শকটচক্রের সুদূরস্থিত অস্পষ্ট গমনাগমন শব্দ শ্রুত ও প্রাসাদবর্ত্তিকা প্রজ্জলিত হইতেছে, পাপ ও দুঃখ যখন রাত্রিঞ্চর পক্ষীর ন্যায় প্রার্থনা বা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, তখন সেই চীৎকার, পীড়িত জীবনে অস্ফুট মন্ত্রণা ব্যঞ্জকধ্বনির ন্যায় স্বর্গে শ্রুত হইতেছে! হায় হায়! সেই ভীষণ শয্যা, সেই মহা ধ্বংস, সেই অস্থিরধারণীয় বাষ্প (Gas) রাশি, সেই বিশ্বপরিপাচক কর্ম্মকটাহে অবস্থিত। আনন্দ ও দুঃখ সেই খানেই সংন্যস্ত; সেই মহান কর্ম্মকটাহে মানবের জন্মও ধ্বংস, উভয়ই নিষ্পন্ন হইতেছে। অন্য পার্শ্বের ইষ্টক

ভিত্তির অন্তরালে দাঁড়াইয়া,কেহবা এই বিধানমূলে প্রার্থনা এবং কেহবা অভিসম্পাত করে; কিন্তু তাহাদের চতুর্দ্দিকের তাবৎ অন্ধকার অসীম ভাবেই অবস্থান করে। ভবিষ্যদর্শনহীন গর্ব্বিত ধনবান এখনও তাহার সুগন্ধ সুবাসিত কক্ষে অধিষ্ঠিত, অথবা সুরঞ্জিত পটান্তরালে সুখাসনে আসীন, দুস্থ দরিদ্র তাহার ছিন্নমাদুর শয্যায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অবসাদক্লিষ্ট দেহে শায়িত; উদর পরিপূরণে অসমর্থগণ ক্ষুধার্ত্ত পিশাচ বলিয়া আখ্যাত এবং কারণে অকারণে কারাগারে নিক্ষিপ্ত; অন্যদিকে খোস্‌মেজাজী বিচারপতিগণ পুষ্টিকর খাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া পরমসুখে সতরঞ্চ ক্রিড়ায় রত; প্রেমিক প্রণয়পূরিত বাক্যে প্রিয়তমাকে শয্যা প্রস্তুতের সংবাদ দানে বিব্রত, প্রেমিকা আধ আশা আধ ভয়পূর্ণহৃদয়ে প্রিয়তমের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখময় সুখপর্য্যঙ্কে শায়িত হইতে উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থিত; পরার্থগৃধ্নুগণ এখনও শান্ত, বেণুবাদন নিরত এবং প্রহরিগণের গতি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত; সুমধুর সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত ভোজনাগার, নর-সুন্দরিগণের মধুর অঙ্গভঙ্গি-বিলাস-বিভ্রমহাব-ভাবকটাক্ষাদিতে সংত্রস্থ দিবালোকনিন্দিত আলোকমালা সমালঙ্কৃত নৃত্যশালায়, ধনাঢ্যযুবকগণের উচ্চসুখপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থান; ও দিকে বিশেষ দণ্ডিতগণের কারাগারে (Condemned cell) দণ্ডিত কারাবাসিগণের ধাতুর অবনতি; তাহাদিগের শোণিতহীন উদাসনেত্র কেবল ভীষণ অন্ধকার সন্দর্শনবৎ গতপ্রভাতে মাত্র তাহারা আলোক দর্শন করিয়াছে, আবার দ্বিতীয় প্রভাত ভিন্ন হতভাগাদিগের আলোক দর্শন ঘটিবেনা। এই রজনী প্রভাতেই ছয় জন দোষীর ফাঁসী হইবে; কতক্ষণে তাহাদিগের প্রতি আবাহন সংকেত ধ্বনিত হয়, সেই চিন্তাতে তাঁহারা মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; ন্যূনাধিক পাঁচ কোটী দ্বিপদ জন্তু শূন্যমস্তকে অতি দীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু ঐসকল দণ্ডিতব্যক্তি নিশাশিরস্ত্রাণে মণ্ডিতমস্তক

হইয়াও ভীষণতর স্বপ্ন হইতে নিস্তার পাইতেছে না। মাতা আলুলায়িত কেশে মৃত্যুসমাসন্ন বিবর্ণদেহ সন্তানের পার্শ্বে উপবিষ্ট; তাহার বিশুষ্ক ওষ্ঠপুট নীরব, কেবল নেত্রজল অবিরল ধারে বিনির্গত হইতেছে মাত্র। মনে করিয়া দেখ, সেই ভীষণ ধূমশয্যায় এই প্রকার কার্য্যই অবিরামে চলিতেছে; কিন্তু আমি ইহাদের সকলের উপরে, একাকী নক্ষত্রগণের সহিত বসিয়া আছি।

মনোনয়নতত্ত্ব

COMATISM.

তুমি আমাকে যতই কেন ঘৃণা কর না, আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না; আমি তোমার যতই অনিষ্ট করি না কেন, তুমি প্রতিশোধ লইতে পারিবে না; তুমি যতই কেন নির্দ্দয় হওনা, আমাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পারিবে না; আমাকে দেখিয়া, আমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, আমার সহবাস সুখে তুমি কতই না সুখী! কেন বল দেখি? আমার এমন একটু মাধুর্য্য আছে, যে মধুরতায় তোমার হৃদয়ের তীব্রতা নষ্ট হইয়া যায়! আমার এমন একটু সুখস্বপ্নবৎ দৃষ্টি আছে, যাহার একবার হেলনে তোমার সকল বীরত্বগর্ব্ব দগ্ধ হইয়া যায়; আমার এমন একটা ফুলহারের ন্যায় অতি কোমল মায়া-শৃঙ্খল আছে, যাহাতে আমি বড় বড় জাহাজ বাঁধিয়া রাখি; ভাবিয়া দেখ, এ শক্তি কি সাধারণ? কিন্তু সকলের ত সে মাধুর্য্য নাই, সে আবেশদৃষ্টি নাই, সে কুসুমশৃঙ্খল নাই, তবে বাঁধিবে কিসে? তাহার উপায়? সেই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এই প্রবন্ধের শিরোনাম তত্ত্ব।

যাহাকে মোহিত করিবে, অর্থাৎ যে তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ আচরণে বাধ্য হইবে, সে যদি গৌণ-শক্তি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে প্রথমে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। শক্তির মহিমায় ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তোমার বশীভূত হইবে। একার্য্য সাধন কালে নিকটে কেহ না থাকে। দৃষ্টিতে মোহিত হইয়া ঐ ব্যক্তি যখন ঘুমাইয়া পড়িবে, তখন অন্যের অজ্ঞাতে মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত লম্বিত-ন্যাস প্রয়োগ করিবার পর, আর তথায় থাকিবার আবশ্যক নাই। তুমি চলিয়া আসিলে পর,

অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টার কম তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না। নিদ্রা ভঙ্গের পর, সেই ব্যক্তি, হৃদয়ে তখন এমন একটা কিছুর অভাব বুঝিতে থাকিবে, যে অভাব পূরণ না হইলে তাহার যেন কিছুতেই সুখ হইতেছে না। এইরূপ হৃদয়ের যে পূরণ, তাহাই পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রার্থনার ফল।
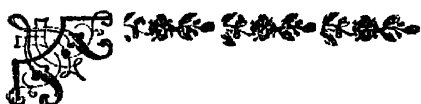
UTILITY.

সুখতত্ত্ব

(চতুর্থ খণ্ড)

বিশ্ব ও বিশ্ববাসী

মানুষ কেন যে অলৌকিক শক্তি লাভ করে, মানুষে আছে কি, এ কথা এখনও যে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। যদি পাঠক আপনার শক্তিতে অবিশ্বাসী হন, যদি তিনি আপনার শক্তিবত্তায় বিশ্বাস স্থাপন না করেন, তাহা হইলে এত লেখা যাহা লেখা গিয়াছে, সকলই পণ্ডশ্রম। সেই জন্য আর একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাউক।

মানুষ সুখের জন্য লালায়িত। এই পুস্তকে যে সকল বিষয় লেখা গেল, তাহা সুখ লাভেরই উপায়; কিন্তু যে সব দুঃখ আমরা নিজে নিজেই অর্থাৎ নিজের বুঝিবার দোষে ভোগ করি, তাহা কোনও মতেই আমাদিগকে পীড়িত না করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। এই ভ্রান্তি-জাল হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি। যাহা মানব মাত্রেরই এক মাত্র প্রার্থনীয়, সে বিষয়টা যে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা কি উচিত নয়? আইস পাঠক, একবার তাহাই দেখিয়া লই।

সুখশান্তি

PLEASURE AND PAIN.

সুখদুঃখের কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাব দেখা যায় না। কেননা তুমি যে বস্তুদর্শনে, স্পর্শনে, আস্বাদনে, শ্রবণে, আঘ্রাণে অথবা চিন্তনে যে পরিমাণে আনন্দ অনুভব কর, আমি তাহা করিনা। সুখের প্রথম পর্য্যায়, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি।

চাক্ষুস সুখ।—তুমি নীলবর্ণের পক্ষপাতি, লোহিতবর্ণে আমি বিমোহিত হই; তুমি কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির কারুকার্য্যের চরম বলিয়া জ্ঞান কর, আমি তাজমহলের তুল্য শিল্পনৈপুণ্য আর হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিনা; তুমি কালিমূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হও; আমি দশভূজা মূর্ত্তিই হৃদয়ের সহিত পূজা করি; এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির চাক্ষুসানুভূতি ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং তজ্জাত বিষয়ে সুখের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন।

স্পর্শ সুখ।—তুমি যে সুখদ সমীরণ পরমরমণীয় বলিয়া মুক্তগাত্রে অবস্থান কর, আমি তাহাতে হি হি কাঁপিয়া উঠি; তুমি যে গ্রীষ্মে গৃহের মধ্যে থাকিয়াও ত্রাহি ত্রাহি কর, কৃষকগণ সেই রৌদ্রে গোচারণ বা কৃষিকার্য্য করে; যে অগ্নিতাপে তুমি দগ্ধ হইয়া যাও, সেই তাপে হলপরিচালকগণ ভ্রূক্ষেপও করেনা; যে শীত দরিদ্রের ছিন্নকন্থার নিকটেই যাইতে পারেনা, লেপগদিতে আবৃত হইয়াও তুমি সেই শীতের ভ্রুকুটীতে কাঁপিতে থাক; অতএব কেমন করিয়া বলিব, স্পর্শসুখের একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে?

আস্বাদ সুখ।—তুমি যে বস্তু আস্বাদনে বমি কর, অপর তাহা অমৃত বলিয়া ভোজন করে, যে শুষ্কমৎস্যের গন্ধেই তুমি মারা যাও, অপরে তাহা সুখাদ্য জ্ঞানে ভোজন করে; যে মিষ্টান্ন.

তুমি উত্তম বলিয়া মত প্রচার কর, আমি তাহাতে মিষ্টতার কিছুই দেখিতে পাইনা। এইরূপ একই বস্তু, স্বাদ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন অবিধা লাভ করে।

শ্রুতি সুখ।—তুমি যাহা শুনিয়া মোহিত হও, আমার তাহা বিজাতীয় বিরক্তির কারণ; যে যন্ত্রের মধুর স্বরে তুমি মোহিত হইয়া শতমুখে উহার প্রশংসা কর, আমি উহা অপেক্ষা অন্য যন্ত্রের মধুর স্বরের খ্যাতি দানে পুলকিত হই। যে কোকিলের রবে ব্যক্তিবিশেষের প্রবৃত্তিবিশেষ জাগিয়া উঠে, অপরে উহা অতি কর্কশরব বলিয়া ঘোষণা করে। যে কবিতা শ্রবণে তোমার মনে যে মোহন ভাবের উদয় হয়, আমি তাহাতে অন্য ভাবের সদ্ভাব দেখিতে পাই।

ঘ্রাণ সুখ।—তুমি গোলাপের গন্ধে মোহিত হও, আমি চামেলীগন্ধের প্রশংসা করি; তুমি যে ঘ্রাণের আঘ্রাণে ঘৃণায় কাতর হও, ব্যক্তিবিশেষ সে ঘ্রাণ অনায়াসে সহ্য করে। আর প্রস্তাব বাহুল্যে আবশ্যক নাই। ইহাতেই বোধ হয় যথেষ্ট অনুমিত হইবে যে, ইন্দ্রিয় জাত সুখের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি নাই।

এখন এমনও তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, বস্তুর প্রকৃতিই ভ্রান্ত, না মানবীয় ইন্দ্রিয় ভ্রান্ত। ভ্রান্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর তাবৎ বস্তুত্ব যে ধারণায় আসিতে পারে না, একথা সত্য। আমার পূর্ব্ব সংগৃহীত উদাহরণেও তাহা প্রকাশ করিতেছে। কোনও ব্যক্তি যে দূরস্থ বস্তু যে প্রকার দর্শন করে, অন্য ব্যক্তি হয়ত তাহা দেখিতেই পায় না; তুমি যে দূরস্থ স্বর বেশ শুনিতে পাও, আমি তাহা পাই না; সুতরাং আপেক্ষিকতায় আমা অপেক্ষা তোমার ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ, কিন্তু ঐ সম্পূর্ণতা আপেক্ষিকতা জাত। এইরূপ আপেক্ষিক তুলনায় উত্তর মুখে যতই যাও, ততই সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি হইবে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণতা আপেক্ষিক মাত্র।

তাহা হউক, কিন্তু বস্তুই কি সম্পূর্ণ? এ জগতের তাবৎ

বস্তু নিয়ত ঊর্দ্ধ ও নিম্নমুখ। প্রতিমুহূর্ত্তে এই হ্রাস বৃদ্ধি। এ হিসাবে তুমি আমি, বস্তুর তুল্যতা কিরূপে ধারণা করিব?

এসব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিয়া স্থূল হিসাবে আইস! বস্তুই বা কি? যে যথায় যে বস্তুর সত্বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে, তাহার নিকট তাহাই বস্তু। বস্তুর বস্তুত্ব অনুভবকারীর নিকট, সুতরাং বস্তুর বস্তুত্বও যাহার যেমন ইন্দ্রিয়, তদ্দ্বারা আপেক্ষিক ভাবে গোচরীভূত হয়। বস্তুগত্যা, কি বস্তুর অনুভাকারী মানব, কি মানব ইন্দ্রিয়ের অনুভূত বস্তু, উভয়ই তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্টতা শূন্য। এমত স্থলে বস্তু বা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মশীলতা সম্বন্ধে কোনও অভ্রান্ত মত প্রচার করিবার অধিকার একান্তই মানবের নাই।

ইন্দ্রিয় পথাগত বস্তুর অনুভূতিতে যেমন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব; ইন্দ্রিয়াতীত, কেবল আত্মানুভূতিতে তদ্রূপ অমানুষী বস্তুর অস্তিত্ব। অতিমানুষ যে বস্তুর সত্বা, তাহা কেবল জীবাত্ম ধারণা ও শুদ্ধচিত্তজাত চিন্তার বিষয়। ব্রহ্মবস্তু, অথবা লোকাতীত চৈতন্যাদি এবং লোকাতীত ক্রিয়ার অনুভূতি, এই জীবাত্মানুভূতিতে মানবীয় ধারণায় উপস্থিত হয়। নতুবা দেবতত্ব বা দেবপ্রকৃতি বাহ্যইন্দ্রিয় দ্বারা জানিবার কোনও উপায় নাই। তবে উহারা পথ পরিষ্কারে সহায়তা করে মাত্র। ইন্দ্রিয়ানুভূতির ব্যাপকতা বাহ্যজগৎ এবং আত্মানুভূতির ব্যাপকতা বাহ্য ও অন্তর্জগত। সমাধীস্থ আত্মসংস্থ ব্যক্তি ইহ জগৎ ও পর জগৎ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ, তুল্যরূপে দর্শন করেন; সে সব কথা যথাস্থানে বলিয়াছি।

আত্মানুভূতিজাত দেবতত্ব বিষয়ক যে সুখ, তাহা আমরা অধ্যাত্মসুখ বলি। এই সুখই জীবের পরম সুখ। এই সুখের অধিক সুখ মরজগতে প্রাপণীয় নহে।

মানব সুখের পায়রা। মানবের যাহা অভিলাষ, যাহা কিছু ক্রিয়া, যাহা কিছু চিন্তা, তত্তাবতই সুখলাভার্থ। সুখ

ভিন্ন মানবের অন্য কোনও লক্ষ্য, অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই। মানব আহার করে, শারীরিক সুখলাভার্থ; বন্ধুত্ব করে, সহৃদয়তা প্রদর্শ করেন, মানসিক সুখলাভার্থ; অর্থ উপার্জ্জন ও তাহার অনুষ্ঠানাদি করে, সাংসারিক সুখলাভার্থ; পরিবার আত্মীয় কুটুম্বিনীকে প্রতিপালন করে, পারিবারিক সুখলাভার্থ; সম্বন্ধবন্ধনে পরকে আপন করে, সামাজিক সুখলাভার্থ। এইরূপ মানবের প্রতিপদ বিক্ষেপ, সুখের জন্য।

মানব প্রতি পদ বিক্ষেপ করে, সুখলাভার্থ; কিন্তু অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতার বুদ্ধিবিপাকে সকল সময় ঐ সুখলাভ ঘটিয়াই উঠে না। পরন্তু নৈরাশ্য ও দুঃখ. ভোগই ঘটিয়া থাকে। দুঃখ বলিয়া অন্য একটা কোনও বিরাট সত্য বস্তু নাই, সুখের অভাব যুক্ত অবস্থার নামই দুঃখ। মানব যথায় সুখ অন্বেষণেও তাহা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তথায় ঐ সুখের অসদ্ভাব হেতু দুঃখ আপনা হইতেই মানবকে অধিকার করিয়া তাহাকে অবসন্ন করিয়া দেয়।

এ সংসার এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে বাঁধা যে, একজনের সুখদুঃখে এক এক দল লোক সুখ দুঃখ অযাচিত ভাবে অনুভব করে। এ অনুভূতির একটি কারণ আছে। কতকগুলি মানবের কলা অংশাদি লইয়া এক একটি মানব গঠিত হয়। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর "আমি" লইয়া "খোদ আমি" এই সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি। আমার আমিতে যে কেবল "সু-আমির" সমবায় মাত্রই আছে, তাহা নহে; আমাতে "কু আমির"ও অভাব নাই; অর্থাৎ শত্রুমিত্র উভয়শ্রেণীর আমির অংশে আমি গঠিত হইয়াছি। তবে বিনিময় বিধি নাকি ঈশ্বরের বিধান, তাই যে সব আমিত্বের অংশ লইয়া "খাস্ আমি" গঠিত হইয়াছি, সেই সব গৃহীত আমিত্বের বিনিময়ে, আমি আবার আমার নিজের আমিত্বের তুল্য পরিমাণ দিয়া তাহাদের সেই সব স্থান পূরণ করিয়া দিয়াছি। এখন "আমি"

একা নই, আমার আমিত্ব সংসারময় বিস্তৃত, সুতরাং আমি একা এক স্থানে থাকিলেও আমার আমিত্ব অংশগুলি সংসারের চারিদিকে বিরাজ করিতেছে।

আমার মৃত্যুতে পুত্রকলত্র, পিতা মাতা, দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন কাঁদেন কেন? না ঐ সকল ব্যক্তির যে যে অংশ আমার আমিত্বকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া ছিল, তাহার অভাব বা তাহাতে আঘাত নিবন্ধন তাঁহারা ব্যথা পাইয়াছেন। আমার সুকার্য্যে পিতা মাতাদি সকলে সুখানুভব করেন কেন? না আমার সুখে, আমার আমিত্বগুলি সুখী না হইবে কেন? পূর্ণ কি অংশ ছাড়া? আমার আনন্দে আমার পূর্ণ আমি সুখী হইল যখন, তখন অংশ আমি গুলি কেন সুখী হইবে না। এই জন্যই সংসারের যেখানে যেখানে আমিত্বের অংশ দিয়াছি, সেই সেই আমিত্বে আমার সুখ দুঃখ নিহিত আছে। সেই সেই আমিত্ব-ওয়ালারা সেই জন্য আমার সুখ দুঃখে সুখী দুঃখিত।

আমি যে যে মনুষ্যে আমার কু-আমিত্বের অংশ দিয়াছি, অথবা যাহারা আমার আমিত্ব না লইয়া আমার আমিত্বের ছায়া লইয়া স্ব স্ব অংশ পূরণ করিয়াছে, তাহারা আমার উন্নতিতে জ্বলিয়া যায়। কেন না, ছায়া ত সব সময় ঠিক থাকে না। হস্ত পরিমিত দণ্ড কালমহাত্মে একাঙ্গুলী হইতে দশ হাত পর্য্যন্ত ছায়া প্রদর্শন করে; সুতরাং ছায়া দেখিয়া কি প্রকৃতির পরিমাণ করা যায়? তাই তাহারা ছায়া-আমি লইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া আসিতেছে। ইহারাই সংসারে শত্রু নামে পরিচিত।

সুতরাং মিত্রই হউক, আর শত্রুই হউক, আমি এই সংসার জুড়িয়া আমিত্বে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এই জন্যই লোকে জগৎ হিতে রত হয়, এই আমির বাজারে মানব সুখের অনুসন্ধান করে, এই জগৎ জোড়া আমির সুখের জন্য নিষ্কাম অর্থাৎ এক আমিকে বহু আমিতে মিশাইয়া সেই সুখান্বেষণ

করে। নতুবা আত্মসর্ব্বস্ব মানবে নিষ্কামতা বা নিস্বার্থ পরহিত প্রবৃত্তি আসিত না।

মানব এইজন্যই সুখ অন্বেষণ করে; কিন্তু সুখের যে সকল নিদান, বাহ্যদৃষ্টিতে সে সব নিদানের অনুষ্ঠানবিধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া মানব ক্রিয়া লইয়া ব্যাকুল হয়। উপায় অনুসন্ধান না করিয়া, ফল লইয়া টানাটানি করে। অনুষ্ঠান অভাবে ফল তাহাদের ভোগ্য হয় না, মানব তখন নাকে কাঁদিয়া,—বিধাতৃ বিধানে শতধিক্কার দিয়া, অদৃষ্টে স্বকীয় নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকৃতকার্য্যতা উপহার দিয়া ফিরিয়া আইসে। এই যে নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকৃতকার্য্যতা হেতু মনের অশান্তি, তাহার নামই দুঃখ।

মধ্যে মধ্যে আবার আমার আমিত্ব হারাইয়া যায়। অংশকলারূপী আমিগুলি অংশকলাদিরূপে আমার আমিত্ব ঘোষণা করে, কিন্তু যখন আমি আমার কোনও অংশে পূর্ণ আমির সংযোগ করিতে যাই, তখন যেখানে যেখানে আমার ক্ষুদ্র আমি গুলি পড়িয়া ছিল, সব গুলি হারাইয়া যায়। এমন হারাণ প্রতিক্ষণেই হয়, আবার প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হই। যখন আমি কোনও একবস্তু বা কোনও এক ব্যক্তির বিষয় পূর্ণভাবে ভাবিতে বসি, তখন আর সকলের কথা ভুলিয়া যাই। কেননা, অংশের একত্রিকরণ ব্যতীত পূর্ণত্বের আবির্ভাব ঘটে না।

এই হারাণ দুই দিক দিয়া হয়। সংসারের যেমন দস্তুর, এই দুই দিকের একদিক সু ও অন্যদিক কু। এই সু ও কু অবশ্য মানবের অনুভূতি দ্বারা বিচারিত হয়। নতুবা ঐ কুদিক ও সুদিক বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ থাকিত। যে যাহা হারায়, তাহা ত সে জানিয়া শুনিয়া হারায় না। প্রবৃত্তি আমাকে যে দিক দিয়া হারাইয়া দেয়, আমি সেই দিকেই হারাইয়া যাই। আমি যখন কোনও বারাঙ্গণা বা পরকীয়া স্ত্রীকে আমার আমিত্বে পূর্ণভাবে সংযুক্ত করিতে যাই, প্রবৃত্তি তখন আমাকে এই সুখের পথ কুসুম বিস্তৃত দেখায়। আমি তখন

উহাতেই পূর্ণ আমির সমাবেশ করিয়া পূর্ণসুখ উপভোগ করিয়া থাকি। যদি আমার ঐ প্রবৃত্তি অন্যকর্তৃক অনুভূত হইয়া নিন্দনীয় বলিয়া ধারণা না জন্মাইত, যদি আমার বৃত্তির গতি রোধ করিতে চেষ্টা না আসিত, তাহা হইলে আমার প্রবৃত্তি মার্জ্জিতই হউক বা অমার্জ্জিতই হউক এবং তজ্জাত সুখ বিমলই হউক বা সমলই হউক, আমি উহাই পরমানন্দে ভোগ করিতাম। ঐ সুখের নিকটেই আমি আমার তাবৎ আমিত্ব উপহার দিতে পারিতাম, ঐ বারাঙ্গণা বা পরকীয়া স্ত্রীতে আমার তাবৎ আমিত্বগুলি মিশাইয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা ত হয় না। প্রবৃত্তি পরিচালনের ভার বিবেকমন্ত্রীর হস্তে দিলেই তখন আমি কোন দিক দিয়া হারাইয়াছি, বুঝিতে পারি।

এই হারাণর অপর দিক তন্ময়ত্ব। এদিক দিয়া যদি হারাণ যায়, এবং প্রবৃত্তি যদি এই দিক্ দিয়া হারাইয়া দেয়, তাহা হইলে বিবেকমন্ত্রী বরং পাথেয় রূপে এই উত্তরগমনের সহায়তা করে। এ সুখ অন্য অনুভূতিতে অসুখ বলিয়া বিবেচনা হয় না।

কিন্তু এ বিবেক আইসে কোথা হইতে? বারাঙ্গণা জনিত সুখ, ও তন্ময় জনিত সুখ, বিবেকমন্ত্রী দ্বারা এই সুখের যে তারতম্য অবধারণ, এ অবধারণ কি অভ্রান্ত? বিবেকমন্ত্রীতে কি ভ্রম নাই? আমরা বলি অবশ্য আছে।

সন্দর্ভকার বলেন, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি ও তদুভয়ের সামঞ্জস্য হেতু সত্যের দিকে যে চিত্তের আনতি, সেই সত্যানুসন্ধিৎসু শক্তির নাম বিবেক; কিন্তু একথা ঠিক নহে। মানব যে স্বভাব-বিবেক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে, তাহার এ প্রকৃতি নহে। মানব স্বকীয় জ্ঞানযোগে কার্য্যের যে হিতাহিত অবধারণ করে, সেই অবধারণা সত্যই হউক বা ভ্রান্তই হউক, তাহারই নাম বিবেক। পূর্ব্বোক্ত বিবেক উৎকর্ষ প্রাপ্ত বিবেক বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ। তোমার বিবেক অপেক্ষা আমার বিবেক মার্জ্জিত। তুমি একটি বিষয়ের যে প্রকার পরিণাম

কল্পনা করিলে, আমি তাহার বিপরীত কল্পনা করিলাম; ফলে আমার কল্পনা অনুরূপ কার্য্য হইল, সুতরাং তোমা অপেক্ষা এ বিষয়ে আমার বিবেক মার্জ্জিত; কিন্তু অন্য শত কার্য্যে তুমিও ত আমাকে হারাইয়া দিতে পার! অতএব কেমন করিয়া বলিব, ইহাই মানবীয় বিবেকের সীমা। এই অবস্থাই বিবেকের অভ্রান্ত অবস্থা।

বিবেক যথায় ভ্রান্ত, কার্য্য তথায় অভ্রান্ত হইতে পারে না। ভ্রান্ত ক্রিয়ায় ভ্রান্তফল সকলই লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং উহা আপাতমধুর হইলেও পরিণামে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। এই সূত্রেই আমরা বারাঙ্গণাজাত তৃপ্তি অপেক্ষা ঈশ্বরজাত তৃপ্তিসুখাদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি; কিন্তু যদি আমার বিবেকপ্রবৃত্তি এক হইয়া ঐ বারাঙ্গণাজাত সুখই পরমসুখ বলিয়া ঘোষণা করে, যদি তাবৎ আমি, ঐ সুখেই নিহিত হইয়া যাই, যদি ঐ সুখই আজীবন স্ফূর্ত্তি দানে কাতর না হয়, তাহা হইলে মাত্র আমার পক্ষে চরম ও প্রার্থনীয় সুখ বলিয়া বিবেচিত হইবে না কেন, তাহা বুঝা যায় না।

সুখ যে মানবের চরম প্রার্থনীয় বস্তু; তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিমাণ ও অবস্থানুসারে উহা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা সংক্ষেপে সকল কথাই বলিতে চেষ্টা পাইতেছি।

সুখ চারি প্রকার। (১) ক্ষণিক সুখ, যাহা পরিণামে শূন্য। (২) ক্ষণিক সুখ, যাহা পরিণামে স্থায়ী (৩) স্থায়ী সুখ যাহা জীবনব্যাপী, (৪) স্থায়ী সুখ যাহা ইহপরকাল স্থায়ী। এখন ইহাদিগের প্রকৃতি পর্য্যায় দেখা যাউক।

বৃত্তির অনুশীলনই তাবৎ সুখের নিদান। সুখের উপায় বৃত্তির অনুশীলন; অনুশীলিত বৃত্তির চরমোৎকর্ষে পূর্ণসুখ প্রাপ্তি। সুতরাং সুখলাভের জন্য বৃত্তিসমূহের অনুশীলন করা আবশ্যক, কিন্তু বৃত্তিতাবতের অনুশীলন এক প্রকার অসম্ভব।

সেই জন্যই বৃত্তিগুলির শ্রেণী নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। পূর্ব্বেও তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। বৃত্তি মাত্রই মানব অঙ্কুর অবস্থায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে। কতক গুলি অঙ্কুর ক্ষেত্রের অবস্থানুসারে সহজেই স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, আবার কতক গুলি বা বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অবস্থানুসারে স্ফূরিত হয়। তবে যে সকল পাশব বৃত্তি, অর্থাৎ যাহা মানব ও পশু, উভয়েই তুল্যরূপে লাভ করে; তাহা জীবন ধারণ ও বংশরক্ষাদির হেতু স্বরূপ বলিয়া ইহা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়; সুতরাং জীবনধারণ করিয়া ঐ সকল বৃর্ত্তি আর অনুশীলন করিবার আবশ্যক হয় না। আহারান্বেষণ, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি বৃত্তি পাশববৃত্তি বলিয়া জীব উহা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে। সুতরাং উহা যথাবস্থায় রাখাই বরং সুখের উপায়। উহা অসীম অনুশীলন করিলে, ঔদরিকতা, অত্যধিক কামেচ্ছা, এবং অকাল মৃত্যু প্রভৃতি ঘটিয়া দুঃখ দান করে।

এখন অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় সেই সকল বৃত্তির, যাহা মানব অঙ্কুর অবস্থায় প্রাপ্ত হয়। আরও এখানে বক্তব্য যে, এই জাতিয় বৃত্তির অনুশীলনই পরিণাম স্থায়ী মধুর সুখাদি লাভ হইয়া থাকে, পাশববৃত্তির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখাদিই লাভ ঘটে, কিন্তু উহার পরিণাম সুফল নহে।

(১) ক্ষণিক সুখ, যাহার পরিণাম শূন্য। কোন একটি অদৃষ্টপুর্ব্ব কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণে মনে এক বিমল সুখ উৎপন্ন হইল। যতদিন তাহার স্মৃতি থাকিল, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ সুখের অস্তিত্ব। পরে সে সুখ বিস্মৃতিতে ডুবিয়া গেল। এই ক্ষণিক সুখ পরিণামে কিছুই থাকিল না বটে, কিন্তু উহা নির্দ্দোষ বলিয়া উহা হইতে সমুৎপন্ন সুখ আমরা পবিত্র বলিয়া মনে করি।

(২)। ক্ষণিক সুখ, যাহা পরিণামে স্থায়ী। যে বৃত্তির যে টুকু উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, উন্নতিপথে তাহা সেই পরিমাণে সাহায্য করে। বৃত্তির যথাপথে অনুশীলন কখনই

অপলাপ হয় না। মনে কর, জীবনে তুমি এক দিনও যদি দয়া বৃত্তির অনুশীলন করিয়া থাক, এক জন ভিক্ষুককে চাউলমুষ্টি দ্বারা উপকার করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার দয়াবৃত্তির অঙ্কুর সেই অনুষ্ঠানহেতু সেই পরিমাণে উন্মেষিত হইল। ভবিষ্যতের জন্য তোমার ঐ উন্মেষিত দয়াবৃত্তিকে আর উন্মেষিত করিতে হইবে না। তৎপর অনুশীলনের ক্রিয়া, উন্মেষক্রিয়ার পর হইতে আরম্ভ হয়; সুতরাং ঐ দয়াবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা প্রাপ্ত সুখ ক্ষণিক হইলেও উহার স্থায়ীত্ব পরিণামে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩)। স্থায়ী সুখ, যাহা জীবনব্যাপী। সন্তনোৎপাদন মাত্রই যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার উদ্দেশ্য জ্ঞান করে, শরীর রক্ষার্থই যে সুপাচ্য আহার গ্রহণ করে, ক্রোধাহিংসাদি বৃত্তি বিনিয়োগে সতত যে সাবধানতা অবলম্বন করে, সে এইরূপ আচরণে যে দৈহিকসুখ লাভ করে, তাহা তাহার জীবন ব্যাপী। স্বভাববৃত্তির সংরক্ষণে এই সুখ। ইহসংসারে এ সুখ অবশ্য প্রার্থনীয়। উহা ধর্ম্মবৃত্তির অনুশীলনে ও ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিয়া থাকে। ধর্ম্মার্জ্জনার্থ সবলসুস্থ দেহ যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। সুস্থ ও দীর্ঘজীবন ব্যতিত ধর্ম্মার্জ্জন ও তাহার সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই।

(৪)। স্থায়ী সুখ, যাহা ইহপরকালস্থায়ী। ইহপরকাল স্থায়ী সুখ ভোগে আসুক বা না আসুক, কিন্তু উহার সম্ভবতা বিশ্বাস্য; কিন্তু পরকাল পর্য্যন্ত উহার স্থায়ীত্ব পরকালবাদীর বিশ্বাস্য হইলেও অধুনা বৈজ্ঞানিকবাঙ্গালীর অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদিগের প্রতি একটি কথা আছে। ঈশ্বর অবশ্য অনেকেই স্বীকার করেন। যাঁহারা তাহা করেন না, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। তাঁহাদিগের প্রতি কোন কথা বলিতেও আমার সাহস নাই।

ঈশ্বর মানিলেই তাঁহাকে নিরাকার বলিতে হয়। কেন

না, তিনি কামার কুমারের স্থায় হাতে গড়িয়া এ বিশ্ব তোমার আমার জন্ম সৃজন করেন নাই। তাঁহার লোকাতীত শক্তিই এই বিশ্বসৃষ্টির হেতু। ইহাতে সাকার ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর যদি চৈতন্ত সাহায্যে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে মানবের স্ফূরিত ও অনুশীলিত বৃত্তির পরিণামজাত সুখ কেন জীবচৈতন্তের পরিমাণান্তবর্ত্তী রহিয়া অস্তিত্বযুক্ত হইবে না, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সদ্বৃত্তি ত দূরের কথা, পাশববৃত্তির অনুশীলনজাত দুঃখও শরীর ধ্বংসের পর জীবচৈতন্ত সহযোগে উত্তর গমন করে। উহাই নরক। অন্যথা নরক বলিয়া স্থলান্তরের কল্পনা আমি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি।

বিশেষ, এ সুখ যদি মাত্র পরকালেরই ভোগ্য হইত, তাহা হইলে কথা ছিলনা; কিন্তু উহা যখন উভয় কালেরই ভোগ্য, তখন তৎপ্রাপ্ত্যর্থ সদবৃত্তির অনুশীলন কেনই বা অবহেলিত হইবে? যে বৃত্তি ইহকালেই মানবকে বিমলসুখ দান করিতে পারে, যে সুখভোগে ক্লান্তি জন্মে না, তাহা ইহকালের ভোগ্য হইলেও অনুশীলন করা আবশ্যক।

সদ্বৃত্তির সংজ্ঞা-দান করিতে হইলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে বৃত্তির অনুশীলনে দুঃখ জন্মে না, যে বৃত্তির অনু-শীলনজাত সুখ অনন্ত স্ফূর্ত্তি দান করে, যে সুখ ভোগ করিয়া অবসাদ জন্মে না, তাহাই সদ্বৃত্তি। তাহার উৎকর্ষ সাধ-নই ধর্ম্মার্জ্জনের একতম পন্থা। দয়া, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি এই সদ্বৃত্তি। ইহার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনে যে সুখ, তাহাতে ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, সংসারে উহার প্রতিদ্বন্দ্বীও কিছু নাই।

মানবের ভ্রম পদে পদে। তাই অনেক ব্যক্তিই দুঃখকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়, পরে তাহার প্রকৃতি অবলোকন করিয়া হৃদয়পূর্ণ দুঃখ লইয়া ফিরিয়া আইসে।

কার্য্যেও যেমন কর্ম্মফল যুক্ত, কারণেও তদ্রূপ কর্ম্মফলের অভাব ঘটেনা। যেমন মাদক সেবন। মত্ততাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি। মত্ততার প্রথম অবস্থায় যে ক্ষণিক সুখ জন্মে, তাহা বস্তুতঃ সুখ নহে; কেন না, পরিণামে অতিরিক্ত মত্ততা জনিত যে দুঃখ, ঐ সুখ তাহার প্রথমাবস্থা। সুতরাং ঐ সুখই তাহার মত্ততার কারণ হইলেও, তুল্যরূপে দুঃখ উহাতে সংযুক্ত আছে।

সদ্বৃত্তি ও অসদ্বৃত্তির প্রধান পার্থক্য এই যে, সদ্বৃত্তি পরিচালন জাত যে সুখ; সে সুখের আদি অন্তই তুল্য সুখদান করে; অসদ্বৃত্তি জাত যে সুখ, তাহা আদিতে সুখ দান করিলেও সেই সুখও যেমন দুঃখের প্রথমাবস্থা, উহার অন্তও তদ্রূপ দুঃখের আকর। দয়াবৃত্তির পরিচালনে যে সুখ, তাহা সঞ্চিত করিতে তুমি দয়া বৃত্তির উত্তরোত্তর পরিচালন কর, উত্তরোত্তর তুমি সুখী হইবে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় সুখ দেখিয়া তুমি অধিকতর সুখের প্রার্থনায় অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর, অচিরে, রুগ্ন, পীড়িত, শেষে অকালে হয়ত জীবন পর্য্যন্ত হারাইবে। দয়াবৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালন কর, অবসন্ন হইবেনা, কিন্তু ইন্দ্রিয় তদ্রূপ পরিচালন করিতেই তুমি কখনও সমর্থ হইবে না, অল্প সময়েই তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ দুঃখকে সুখ বলিয়া ভাবিয়া মানব ইহকালে যে কতই দুর্দ্দশাগ্রস্থ ও সন্তপ্ত হয়, এবং পরিণামে যে কি ভীষণ নরক যন্ত্রণা সঞ্জিত করে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়! কিন্তু আত্মবিস্মৃত মানবের কি চৈতন্য আছে?

এখন একথা বলা যাইতে পারে যে, পাশববৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে আর কোনও আবশ্যক নাই, বরং উহার সামঞ্জস্য বিধানই সুখ লাভের উপায়; এবং যে বৃত্তি পরিচালনে আজীবন ও পরকালে অক্ষয় সুখ লাভ ঘটে, তাহার পরিচালনই সুখের উপায়। প্রথমটির সামঞ্জস্য এবং শেষোক্তটির অনুশীলন, এই

সমবায় ক্রিয়ার যে মধুময় ফল, তাহারই নাম মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব লাভই ধর্ম্মার্জ্জনের প্রথম পর্য্যায়। অতএব সুখময় ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করা আবশ্যক।

মনুষ্যত্ব লাভ করিলে যে কেবল নিজেরই উন্নতি, তাহা নহে। মনুষ্যত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির উৎপাদিত সন্তান পিতৃলব্ধ সদ্‌গুণরাশির অংশ লাভ করায়, সেও উত্তরোত্তর এইরূপ আচরণে এই দুঃখ তাপময় সংসারই স্বর্গ বলিয়া বোধ করিবে। অধার্ম্মিকের নিকটই এ সংসার দুঃখ তাপময়; কেননা, তাহাদিগের দ্বারাই দুঃখ তাবতের উৎপত্তি।—পূর্ব্বোক্ত রূপে ধার্ম্মিকগণের আবির্ভাব নিবন্ধন অধর্ম্ম কার্য্যে তাহাদিগের বিরতি, সৎকার্য্যে আসক্তি এবং সেই হেতুই সংসারে আশাতিরিক্ত উন্নতি সংসাধিত হয়। মানব সংসারের উন্নতি করিতে বাধ্য। তাহা না হইলে মানব বনে জন্মাইত, বা বৃক্ষের ফলরূপে অভ্যূদিত হইত। তাহা যখন নহে, মানব জীবনের কর্ত্তব্যতা সকল সম্পাদনে যখন তাহারা বাধ্য, এবং তৎসাধনোপযোগী শক্তিতে যখন তাহারা পূর্ণ, তখন তাহাদিগের তদনুসরণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর কথা নাই।

ক্রিয়াজগৎ

জগৎ যথায় ক্রিয়াময়, জাগতিক জীব তথায় নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না; হয়ও না। এ সংসারে কে কবে কর্ম্মশূন্য অবস্থায় অতিবাহিত করিতে পারিয়াছে? সুকর্ম্মই হউক, আর কুকর্ম্মই হউক, কর্ম্মীর ঐ ক্রিয়াফল সুখজনকই হউক, বা দুঃখ জনকই হউক; জগৎ হিতে উহা পর্য্যবসিতই হউক, অথবা উহা জগতের অহিতসাধনই করুক, কর্ম্মের কি বিরাম আছে? এ সংসারে জড়াজড়ের কর্ম্মাবসাদ জন্মে না। বাতাস বহিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সকলও কর্ম্ম; অশ্ব দৌড়িতেছে, পশু চরিতেছে, কুকুর বিবাদ করিতেছে, এ সকলও কর্ম্ম। কৃষক হলচালন করিতেছে, চর্ম্মকার বিনামা প্রস্তুত করিতেছে, কর্ম্মকার লৌহ পিটিতেছে, ইহাও কর্ম্ম; ডেপুটি বিচার করিতেছে, রাঁধুনী রাঁধিতেছে, পুলিশ পীড়ন করিতেছে, ইহাও কর্ম্ম। গুরুমহাশয় ছেলে ঠেঙাইতেছে, প্রফেসার বিজ্ঞান শিখাইতেছে, শিরোরত্ন ঘটপটাদি লইয়া মুক্তকচ্ছ ঘূর্ণিতটিকি মহাতর্ক বাধাইতেছে, ইহাও কর্ম্ম; চোর চুরী করিতেছে, মুদী তিন পোয়া দিয়া এক সেরের দাম লইতেছে, ইহাও কর্ম্ম। কেহ দানরূপ কর্ম্ম করিতেছে, কেহ তাহা গ্রহণরূপ কর্ম্মই করিতেছে; এইরূপ দয়া ও নিষ্ঠুরতা, ভক্তি ও ঘৃণা, অর্জ্জন ও অপব্যয়; ইত্যাকার বিসদৃশ কর্ম্মস্রোতে জগৎ ভাসমান। যে জাতি যে পরিমাণে অকর্ম্ম করে, সে জাতি তত অধম; যে জাতি যত সুকর্ম্ম করে, সে জাতি,—সে সমাজ তত উন্নত। জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি, উভয়ই কর্ম্মাধীন। লোকশিক্ষার্থ সমাগত ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মেরই প্রাধান্য উপদেশ করিয়াছেন।

এখন চিনিব কি করিয়া? কোন্ কর্ম্ম সুকর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম

কুকর্ম্ম, ইহা চিনিব কিরূপে? তাহার বিস্তর উপায় আছে। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বিবেকই তাহা বলিয়া দেয়; কিন্তু সকলের ত চিত্তশুদ্ধি ঘটে নাই। অশুদ্ধচিত্ত লোকের বিবেকবুদ্ধিও অবশ্য বিমলিন, সুতরাং চিত্তের যে দিকে আনতি, বিবেক তাহাই সঙ্গত বলিয়া মত প্রচার করে। বারাঙ্গণা সেবা শুদ্ধচিত্ত বিবেকের নিকট অকর্ম্ম, কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বিবেক কি উহা সুকর্ম্ম বলিয়া বুঝায় না? তাহা না হইলে উহারা সে কর্ম্ম করিবে কেন? অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কার্য্য ত অযাচিত ভাবে বিবেক তুলায় পরিমিত হয়, তবে সংসারে অপকর্ম্ম আইসে কোথা হইতে? বিবেক, চিত্তের অবস্থায় গঠিত। বিবেক প্রবৃত্তি নয়, জ্ঞানবুদ্ধি প্রভৃতির সমবায় শক্তির নাম বিবেক। যাহার জ্ঞানবুদ্ধি যদ্রূপ, তাহার বিবেকও তদ্রূপ; সুতরাং কর্ম্মের বিচার বিবেক দ্বারা হইতে পারে না। তবে কি উপায়? ইহার দুইটি উপায় আছে। (১) যে কর্ম্মজাত সুখ ব্যতিক্রমেও দুঃখ দান করে না, অসীম কর্ম্মসিদ্ধিতে স্থায়ী সুখ জন্মে, তাহা সুকর্ম্ম। এ কর্ম্মসংজ্ঞা সর্ব্বজাতিতে সর্ব্বদেশে তাবৎ লোক-সমাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। আর (২) যে কর্ম্ম আপামর সাধারণ, সকলের সম্মুখেই উন্নতমুখে বলিতে লজ্জা বা শঙ্কা নাই, তাহাও উন্নত সুকর্ম্ম। এ সমাজে এ কথা খাটে, কিন্তু জগতের ইহা নিয়ম নহে। যেমন পরদারগমন। হিন্দু-সমাজের সম্মুখে উহা কখনই চলিতে পারিবে না; কিন্তু যে সকল লোক-সমাজে পরদারগমন বরং কীর্ত্তির পরিচয়, সে দেশে ত এ নিয়ম খাটে না। এক্ষণে কথা এই যে, যে সমাজ পরদারগমনে বাধা প্রদান করে না, সে সমাজ অতি হীনতর সমাজ। তথায় এসকল নীতি স্থান পাইবে কেন? পাঠশালার দ্বিতীয়ভাগ পড়া ছেলেকে মাঘ ভারবী বুঝাইতে গেলে, সে অবাক ভিন্ন আর কি হইবে? অধিক দিন নয়, হরিনাম শুনাইতে গিয়া চৈতন্য প্রহারিত হইয়াছিলেন।

এই নিয়মদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই কর্ম্মজগতে কর্ম্ম বিভাগ ঘটিতে পারে। সমাজ অকর্ম্মসাধনে যথেষ্ট বাধা দিয়া থাকে। তোমার বিমলিন বিবেকে যাহা সুখ বলিয়া অনুমিত হয়, সমাজের সমবেত বিবেক দ্বারা তাহা যথাযতরূপ বিচারিত হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক অবিবেকী বা অবিশুদ্ধবিবেকী যুবক প্রাণের ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে লুকাইতে বাধ্য হয়। নতুবা সেই সকল উশৃঙ্খল যুবকগণ দ্বারা সমাজ বন্ধন কোন দিন ছিঁড়িয়া যাইত।

সুকার্য্যের আর এক পরীক্ষা আছে। যে কার্য্যে মনের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান সুখজনক হইলেও পরিণামে স্ফূর্ত্তি নষ্ট করে, তাহা অকর্ম্ম বলিয়া জানিবে। এ পর্য্যন্ত অকর্ম্ম করিয়া সন্তপ্ত হয় নাই, এমন লোক জন্মে নাই। অতএত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে স্ফূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্ফূর্ত্তিই কার্য্যের উৎসাহ। কার্য্যফল ত পরের কথা, কার্য্য অনুষ্ঠানের ফলই স্ফূর্ত্তি। এ ফল অগ্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যে কার্য্যে আমরণ স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহা শতবাধা পরিত্যাগ করিয়াও অনুষ্ঠান করিবে। অপকর্ম্মে কখনই আমরণ স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএত উহা সমাজ বিরুদ্ধ, জাতি বিরুদ্ধ, এমন কি উহা আত্মবিরুদ্ধ হইলেও অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে।

আত্মবিরুদ্ধ কার্য্য হয় না, তাহাতে স্ফূর্ত্তিও থাকিতে পারে না; এ কথা সত্য। বীরধর্ম্মই যে জীবনের সার জ্ঞান করিয়াছে, তাহার হৃদয়ে শান্তিরসের উদ্ভাবনা হইতে পারে না। ঐ বীরহৃদয়ে যে শান্তির সংবেশ, তাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ; কিন্তু এ সংসারে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কাল ও সময়ের ব্যতিক্রমে কুঠিনেও কোমলতার আবির্ভাব ঘটে। এই জন্যই আত্মবিরুদ্ধ শব্দের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

পঞ্চেন্দ্রিয়

FIVE SENSES.

চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা অনুভব করি, উহা বাহ্য জগৎ। অন্ততঃ আমার পক্ষে ঐ সীমাই বাহ্য জগতেরই অন্তর্নির্বিষ্ট। বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমি যাহা অনুভব করিতে পারি না, তোমার বাহ্যজগতের উহা অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও আমার নিকট উহা অবস্তু; সুতরাং বাহ্যবস্তু ও বাহ্যজগৎ সকলের নিকট এক আকারে পৌঁছে না। বাহ্যজগৎ মানবীয় অনুভূতিতে সিদ্ধ; নতুবা বাহ্যজগৎ অস্তিত্ব শূন্য হইয়া পড়ে। আমার অনুভূতি সিদ্ধ বাহ্যজগৎ পর্য্যন্তই আমার জ্ঞানের সীমা। সেই সীমা পর্য্যন্তই আমার কার্য্য। এরূপ ঘটে কেন? তাহার কারণ ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা; সুতরাং তদনুভূত বাহ্যজগতের অসম্পূর্ণতা।

মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ; এই স্থূল ভূতপঞ্চের সমবায়ে, বাহ্যজগৎ। রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, জড়জগতের এই অবস্থা পঞ্চ, এবং তদনুভব হেতু, চক্ষু, রসনা, ত্বক, নাসিকা, কর্ণ; ইন্দ্রিয় পঞ্চ, এবং তদনুভাবক মন। এই লইয়াই সংসার ও জীব, ইহাতেই জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ।

পদার্থ, তন্মাত্র ও তদনুভব হেতু ইন্দ্রিয় পঞ্চ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। অতএব সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা উচিত।

গ্রীক দার্শনীক অরিস্ততল (Aristotle) পদার্থতত্ত্বের দশটি সংজ্ঞা স্থির করিয়াছেন। যথায় এই দশ সংজ্ঞার অভাব, তাহা অবস্তু। পদার্থ মাত্রেরই, বস্তুত্ব, গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ, কর্ম্ম, অধিবাদ, স্থান, কাল, অবস্থা ও স্বভাব আছে। উদা-

হরণ স্বরূপ মনে কর, স্বর্ণ একটি পদার্থ। সুতরাং উহা অবশ্যই বস্তু (Substance) ; স্বর্ণের গুণ (Quality) ঔজ্জ্বল্য, সুদৃশ্য, তজ্জন্য মূল্যবত্তা ইত্যাদি ; স্বর্ণের একটি পরিমাণ (Quantity) আছে, যথা ভরী, মাষা ইত্যাদি ; স্বর্ণের সহিত বিবিধ বস্তুর (পৃথিব্যাদির) সম্বন্ধ (Relation) আছে ; স্বর্ণের দ্বারা অবশ্য কোন না কোন কর্ম্ম (Action) সম্পাদিত হয় ; স্বর্ণের অধিবাদ (Passion) আছে ; স্বর্ণ অবশ্যই কোনও স্থান (Place) অবরোধ করিয়া থাকে ; স্বর্ণের অস্তিত্বের একটা কাল (Time) আছে ; স্বর্ণের অবস্থা (Posture) অর্থাৎ তরল কাঠিন্যাদি অবস্থা আছে ; এবং স্বর্ণের স্বর্ণত্ব এই স্বভাব (Habit) আছে, সুতরাং স্বর্ণ বস্তু। এতদন্যতরে অর্থাৎ এই দশবিধ অবস্থার অতীতে যাহা, তাহা পদার্থ নহে।

জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত (Kant) এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সর্ব্ব সাকুল্যে পদার্থের সপ্তদশ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। (১ম) কাল (Time), যাহা কালের ক্রিড়নক, কালের প্রতি যাহার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সিদ্ধ, তাহা পদার্থ। (২য়) স্থান (Space), যাহা কিছু না কিছু স্থান জুড়িয়া থাকে, তাহা পদার্থ। (৩য়), একত্ব (Unity), যাহার একত্ব আছে, তাহা পদার্থ। (৪র্থ) বহুত্ব (Plurality), যাহার বহুত্ব আছে, তাহাও পদার্থ। একত্ব হইতে বহুত্বের উৎপত্তি, এবং একত্ব অর্থাৎ অখণ্ডিত বস্তুও পদার্থ। চন্দ্র পৃথিবীতে একটি, কিন্তু অন্যান্য গ্রহেও উহার বর্ত্তমানতা আছে, এস্থলে চন্দ্রবস্তু একত্ব, জগতের তুলনায় বহুত্ব জ্ঞাপক, কিন্তু সূর্য্য একত্ব সংজ্ঞক অতএব এ উভয়ই বস্তু। (৫ম) পূর্ণত্ব, (Totatity), যাহা একত্ব ও বহুত্বযুক্ত, তাহাই পূর্ণত্ব জ্ঞাপক। যেমন একপাত্র মধ্যস্থিত বায়ু বহুত্ব সংজ্ঞক, আবার জগৎব্যাপী বায়ু পূর্ণত্ব বিজ্ঞাপক, এক বায়ুর এই অবস্থাত্রয় বস্তু। (৬ষ্ঠ) অস্তিত্ববাদ (Affermation), জ্ঞানপথাতীত অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যাহা বিশ্বাসের ও সাধ-

নার উপর অস্তিত্ব যুক্ত, সে সকল বস্তু পূর্ব্বোক্ত বিধিপঞ্চের অতীত হইলেও বস্তু। কান্তের হৃদয় অরিস্ততল অপেক্ষা প্রশস্ত, তাই এই অতিমানুষী ক্রিয়ার উল্লেখ তাঁহার হৃদয়ে ঘটিয়াছিল। (৭ম) নিরীশ্বরবাদ, (Negation) ঈশ্বরের কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বের অতীতে ব্রহ্ম প্রতিভাসিত যে ক্রিয়াবস্তু, তাহাই বোধ হয় উপলক্ষিত হইয়া থাকিবে। কেননা, পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠতত্ত্ব যাহার হৃদয়ে উঠিয়াছে, তিনি ঈশ্বর অতীত, প্রকৃতির ক্রিয়াকে পদার্থ বলিয়া কথনই স্বীকার করিবেন না। বিশেষ জড় প্রকৃতির যে পদার্থ তত্ত্ব, তাহা বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং কালাদির অধীন। আর অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) যাহা, তাহা প্রসঙ্গত ষষ্ঠ সংজ্ঞায় বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগের অভিপ্রায়ে আপাততঃ বোধ হয়, কোনও দোষ ঘটিতেছে না। তবে নিরীশ্ববাদীগণের ইহা তিক্ত লাগিতে পারে। (৮ম) সীমা (Limitation) যাহার সীমা আছে, তাহা পদার্থ। (৯ম) পদার্থ (Substance), যাহাতে পদার্থত্ব আছে, তাহাও পদার্থ। (১০ম) কার্য্যকারণসম্বন্ধ (Causality) যে বস্তু যাহার সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যুক্ত, তাহা বস্তু। এ সূত্রে আর অপদার্থ কিছুই থাকে না। যেমন প্রতিমা, পূজার কারণ, এতদুভয় পদার্থ; পূজা মুক্তি বা পুণ্য সঞ্চয়ের কারণ, অতএব এতদুভয় পদার্থ; পুণ্যাদি ভক্তি ইত্যাদি বৃত্তির কারণ, অতএব এতদুভয় পদার্থ। ভক্তি যথন পদার্থ, তথন চিন্তন স্মরণাদিও পদার্থ।। অতএব মানবীয় তাবৎ বৃত্তিও পদার্থ। আবার যাহা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যুক্ত, অর্থাৎ বৃক্ষ বীজের কারণ, বীজ বৃক্ষের কারণ, সুতরাং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বশাৎ এতদুভয়ই পদার্থ। (১১শ) পারস্পরিক সম্বন্ধ (Reciprocity), যে বস্তু পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্ত, তাহা পদার্থ। অগ্নি ও জল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এবং পরস্পর পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্ত, এতাবতায় এতদুভয় বস্তু। মানব ও মনে সুসম্বন্ধ যুক্ত, সুতরাং এতদুভয়ে পদার্থ; মন ও

জীবাত্মা সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং এতদুভয় পদার্থ; জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং এতদুভয় পদার্থ এবং সম্বন্ধ যোগ-বাহীতা মানবে ও ঈশ্বরে এক পদার্থিকতার সমাবেশে মানবে ঈশ্বর প্রতিভাসের সম্ভবতাই সাধিত হইয়া থাকে। (১২শ) সম্ভাবনা (Possibility), যাহার সম্ভবতা আছে, তাহাও পদার্থ! গয়াধামে প্রেতকৃত্য করণ কালে যেমন সব, জানি না জানি, সকলেরই পিণ্ড দান করা হয়, কান্ত এখানে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সমাজ—নীতি লইয়া, নীতি মনোবৃত্তিজাত; পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, মনোবৃত্তি পদার্থ, সুতরাং নীতি ও তজ্জাত সমাজ, পদার্থ। আমাদের হিন্দুসমাজও পদার্থ, এই সমাজে ভবিষ্যতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অতএব সেই সম্ভব্য বিধবাবিবাহও পদার্থ। বিবাহ ক্রিয়া পদ, পদার্থ বিশেষ্য, এ ব্যাকরণ দুষ্টতাই বা নষ্ট হয় কিরূপে? তবে আমাদিগের চিন্তা শক্তির যতদূর দৌড়, তাহাতে বুঝিতে পারি, যে বস্তু হইতে যে বস্তুর উৎপত্তির সম্ভব থাকে, সেই সম্ভব্য বস্তুও পদার্থ। যেমন মেঘে বৃষ্টির সম্ভাবনা সুতরাং বৃষ্টিপূর্ব্ব যে মেঘ, তাহাতে যে সম্ভব্যবৃষ্টি, তাহাও বস্তু; অর্থাৎ এক বস্তুতে ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর অঙ্কুর থাকে, তাহাও বস্তু। (১৩শ) যথার্থ (Actuality) যে বস্তুতে যাথার্থতা বিদ্যমান, তাহার নাম বস্তু; অর্থাৎ অশ্বডিম্ব, আকাশ-কুসুমাদিতে যাথার্থ না থাকায় উহা বস্তু নহে। তদন্যতর যাহা, তাহাই বস্তু। (১৪শ) অপরিহার্য্যতা (Necessity), যাহা পরিহার করিবার উপায় নাই, অর্থাৎ যাহা জীব জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই বস্তু। বায়ু পরিহার করা যায় না, সুতরাং উহা বস্তু। (১৫শ) চিৎ (Soul), আত্মাও বস্তু, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলা গিয়াছে। (১৬শ) প্রকৃতি (Universal) প্রকৃতি যে পদার্থ, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত। (১৭) ঈশ্বর (God) ঈশ্বরও বস্তু। ঈশ্বর ক্রিয়াময়, অতএব ক্রিয়া ও কর্ম্ম এতদুভয়ের সমবায়িতার নাম পদার্থ।

ভিক্তর কুসাইন (Victor Coucin) পদার্থ তত্ত্বের মাত্র চারিটি সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। এ সংজ্ঞা সংক্ষিপ্ত। তাঁহার সংজ্ঞার, মধ্যে ১ম অহং (Ego) ২য় আমা ভিন্ন অন্য, (Non-Ego) অর্থাৎ আমা ভিন্ন তৎপ্রকৃতিতুল্য অন্য বস্তু, পদার্থ; ইহাঁতে পূর্ব্বোক্ত অনেকগুলি তত্ত্ব স্বীকার করা হইল। আমি মানব, আমার যাহা, অন্য যেখানেই তাহার সমাবেশ, তাহাই পদার্থ। এখন দেখ, আমাতে পদার্থ তত্ত্বের কি কি আছে। আমি কালের ক্রিড়নক, আমি স্থানাবরোধ করিয়া থাকি, আমার একত্ব আছে, সমাজশরীরে আমার বহুত্ব বিদ্যমান, মনুষ্যত্বে পূর্ণত্ব, ব্যষ্টি, ব্যষ্টিত্বের সার্ব্বাঙ্গিনতায় পূর্ণত্ব প্রতিপাদিত হয়। আমি অস্তিত্ববাদের অন্তর্গত, আমার সীমা আছে, আমার অবশ্য পদাথিকতা আছে, কর্ম্মকারন সম্বন্ধে আমি নিরন্তর আবদ্ধ, আমা হইতে বিবিধ ক্রিয়াসাধিনী শক্তির, ও জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে,আমার সত্বাদির যাথার্থতা আছে, অপরিহার্য্যতায় আমার অস্তিত্ব, চিৎ শক্তি আমাতে বর্ত্তমান, প্রকৃতির সন্তান আমি, ঈশ্বরের অংশ আমাতে বর্ত্তমান। কেবল কান্তের উদ্ভাবিত ষোড়শ তত্ত্বই আমাতে বর্ত্তমান নাই। কেবল আমি প্রবৃত্তির সত্বা। তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অসীম কারণকে (Infinite cause) কুসাইন পদার্থ তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যে কারণসূত্রে এ জগৎ বাধা, তাহাও বস্তু। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, কারণ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। বৃষ্টিরূপ ক্রিয়ার কারণ মেঘ, সুতরাং কারণ ব্যবধানে রহিলেও মেঘে জলের কারণত্ব আছে বলিয়া, উহা পদার্থ। এই কারণের সহিত অহং পদার্থ (Ego) ও আমি ভিন্ন অন্য পদার্থের (Non-Ego) যে স্বতঃ সম্বন্ধ (Relation of the me and the not me to the infinite substance) তাহাও পদার্থ। যেমন সূর্য্য, পৃথিবীকে যথাবস্থায় রক্ষা করিবার কারণ, সুতরাং জগৎ ও সূর্য্য এতদুভয়ই পদার্থ; আবার মাধ্যাকর্ষণের সহিত

আমার ও আমা ভিন্ন অন্যের যে স্বতঃ সম্বন্ধ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থির ভাবে রহিয়াছি, সেই মাধ্যাকর্ষণও পদার্থ। অর্থাৎ জগৎ ও পদার্থ, জাগতিক ও অতি-জাগতিক যে শক্তি সমূহ, তাহাও পদার্থ।

এখন আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রে কি আছে, দেখা যাউক। অনন্ত আর্য্যশাস্ত্রের অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে কত প্রকারই যে রত্ন সংগুপ্ত আছে, তাহার তাবৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। তবে যে মত সর্ব্বাপেক্ষা সমীচনি, তাহারই উল্লেখ, বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

ব্রহ্মের নাভি পদ্ম হইতে মানসের উৎপত্তি। মানস হইতে মহাকাশ,মহাকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে ভূমি, ভূমি হইতে অগ্নি, এবং অগ্নি হইতে বায়ুর উৎপত্তি। এরূপে ভূত পদার্থের সমবায়িতায় জগতের উৎপত্তি।

ব্রহ্মবস্তু বাস্তবিক নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টি ধ্বংসাদিতে তাঁহার কোনও ক্রিয়শীলতা নাই, তবে তদুৎপন্ন মানস হইতে সৃষ্টি প্রপঞ্চের উৎপত্তি। ইচ্ছা, কার্য্যের জননী। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা মানসের উৎপত্তি। এই মানস অর্থাং ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার অর্থাৎ আমি করিব বা করিতে পারি, ইত্যাকার অভিমানের উৎপত্তি। এই অহঙ্কার অর্থাৎ অমি করিতে পারি, এই অভিমান, সৃষ্টির আদি নিয়ামক। এই করিতে পারি,ইহারই প্রমাণ বিশ্বসৃষ্টি। সর্ব্ব প্রথমে যে আকাশের সৃষ্টি, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেননা, সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ প্রথমে তদবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে অসীম ধূমরাশী সংকুচিত (condensed) ও শীতল হইয়া বৃষ্টির উৎপত্তি করিল। বারি হইতে ভূমির উৎপত্তি; এখনও মেঘে মৃত্তিকার অংশ দেখা যায়। মৃত্তিকাদি হইতে যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাতে ভূপরমাণু বহু পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সূর্য্য হইতে যে বাষ্পরাশী প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাতেও ভূপরমাণু ছিল। সূর্য্যে মৃত্তিকা আছে। এই জন্যই সূর্য্য

পৃথিবীর পিতা এবং পৃথিবীর জীবাদিও তজ্জাত। এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ সবিতাকে লোকপিতা বলিয়া পূজা করিতেন। ভূমি হইতে অগ্নির উৎপত্তি। এখনও ভূগর্ভের এতই তাপ যে, তথায় যে কোনও বস্তু দ্রবীভূত হইয়া যায়। বস্তুর দহনে বাষ্পের উৎপত্তি। বাষ্পের অবস্থা বিশেষ, বায়ু হইতে অভিন্ন। এইরূপে জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি, এবং এইরূপে ভূতপঞ্চের উৎপত্তি। পদার্থতত্ত্ব যতই সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হউক না কেন, জড়পদার্থ ঐ ভূতপঞ্চের অন্তর্গত।

অনেকে ভূতপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। গ্রীক্ দার্শনিকগণের মধ্যে অনক্ষমিনস্ (Anaxamanes) বলেন, "বায়ু বিশ্বসৃষ্টির আদি উপাদান; তাবৎ বস্তু বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনক্ষগোরা (Anexagoras) বলেন, "সূর্য্য প্রতপ্ত লৌহ গোলক। উহা চন্দ্র, নক্ষত্র ও গৃহাদিপূর্ণ, উহাই আদি।" অর্কিলস্ (Arkilus) বলেন, "বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ তাপ ও শৈত্য। জল তাপ সহযোগে সংযত হইয়া উহা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, এবং যখন উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন উহা বায়ু নামে অবিহিত হয়। শব্দ, বায়ুর কম্পনে জাত এবং অনুভূত হয়।" প্লেতো (Plato) বলেন, "তাপ জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আদি ধাতু।" পিথাগোরস (Pithagoras) অম্পিডোকৃলিসও (Ampiduclis) ঐ মত কল্পনা করেন। পরমান্দিদস্ (Parmandidus) বলেন, "তাপ ও মৃত্তিকা তাবৎ সৃষ্টির আদি।" অধিক মত উদ্ধারণে আর প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, আকাশ পদার্থের অস্তিত্ব কোনও গ্রীক্ দার্শনীকই ধারণায় আনিতে পারেন নাই। অথচ আকাশ একটা প্রধান বস্তু।

এই ভূতপঞ্চের স্বরূপ, ইন্দ্রিয় পথে লোকজ্ঞানগোচরে আসিয়া থাকে। ঐ পঞ্চভূতের স্বরূপকে তন্মাত্র বলে। ইহার ধারাবাহিকতা এইরূপ,—

ভূত—	ক্ষিতি	অপ	তেজ	মরুৎ	ব্যোম
তন্মাত্র—	রূপ	রস	স্পর্শ	গন্ধ	শব্দ
তদনুভাবক ইন্দ্রিয়—	চক্ষু	জিহ্বা	ত্বক	নাসিকা	কর্ণ

ইংরাজ পদার্থতত্ত্ববিদগণও পদার্থের এই পঞ্চ অবস্থা স্বীকার করেন। তাঁহারা উহাদিগের নাম করণ করিয়াছেন এইরূপ,

Solid Lequid Phlogiston gas Æther.

ইন্দ্রিয় সকল কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। তবে পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ যুক্ত; কেননা, এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কালে অন্য সকল ইন্দ্রিয় যথাবস্থায় না থাকিলে, সেই সেই কর্ম্মশীল ইন্দ্রিয়ও অকর্ম্মন্য হইয়া যায়।

বহুদর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অন্য দ্বারা সাধিত হয়। কেননা, বস্তুর অনুভূতিই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য।

ইন্দ্রিয় সকল কখনই স্বক্ষেত্রের অতীতে যায় না। অন্তর্বর্ত্তিতায় তাহারা ক্রিয়াশীল হয়; কিন্তু একের ক্রিয়াকালে অন্যের যথাবস্থায় রাখা আবশ্যক। নতুবা তৎ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়।

১। চক্ষু।—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই চারিটি অংশে বিভক্ত। ইন্দ্রিয়, অনুভূতি, অনুভূতির কারণীভূত বস্তুর সদ্ভাব ও অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য সম্বন্ধ। এই চারিটির সমবায়িতা শক্তির আবার দুই প্রধান উপাদান, স্মৃতি ও তুলনা।

মনে কর, একটি অশ্ব দেখিতেছি। অশ্বের পারমাণবিক সত্ত্বা দ্বারা যখন আমার অক্ষিযুগলের স্নায়বিক কম্পন উৎপাদন করিল, তখনি উহার প্রতিবিম্ব নেত্র দর্পণে পতিত হইল, কিন্তু যদি মন উহাতে সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলে আর দৃষ্টবস্তু হৃদয়ঙ্গম হইল না। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ দৃষ্টবস্তু দর্শন করিলাম, অশ্বের প্রতি নেত্র স্থাপন ও মন সংযোগ করিবামাত্র কিছু দেখিতেছি, এরূপ অনুভূতি জন্মিল। অশ্ব এই অনুভূতির কারণীভূত বস্তু। মন সংযোগে অশ্বের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন পূর্ব্বদৃষ্টজন্য যে স্মৃতি, সেই স্মৃতি বলিয়া দিল, ইতঃপূর্ব্বে তুমি যে

অশ্ব দেখিয়াছ, ইহাও তাহাই। তখন বুঝিলাম যে, আমি অশ্ব দেখিতেছি। স্মৃতি যাহা বলিতে পারেনা, তাহাই আমাদিগের নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হয়। স্মৃতির পরই তখন তুলনা জ্ঞান আসিল। তুলনা করিয়া দেখিলাম, উহা পূর্ব্বদৃষ্ট অশ্ব অপেক্ষা হীন কি উন্নত, উচ্চ কি খর্ব্ব ইত্যাদি।

মন এক, ইন্দ্রিয় পাঁচ; সুতরাং এক সময়ে মন ইন্দ্রিয়পঞ্চের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। কাজেই অনেক সময়, আমরা দেখি, কিন্তু দৃষ্টবস্তু বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা জন্মে না। সবই করি, কিন্তু আয়ত্ব করিতে পারি না; কেননা, মন তখন হয়ত অন্য ইন্দ্রিয়ের তত্ত্বাবধাণ করিতেছিল। কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে এই জন্যই নেত্র নিরোধ করিতে হয়। দূর শ্রবণে মুখব্যাদন করিতে হয়, ইত্যাদি।

যাহার এক কি দুই ইন্দ্রিয় নাই, তাহাদিগের অন্যান্য ইন্দ্রিয় বড় প্রবল। কেননা, মনের পাঁচটি পরিচালনের ক্ষমতা তিনটিতে পর্য্যবসিত হওয়ায়, উহার ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়। অন্ধ লোকের স্মৃতি বড় প্রবল, তাহারা যে স্বর একবার শুনে, তাহা আর ভুলে না। আমাদিগের একজন পরিচিত অন্ধ পত্রের ঘ্রাণ লইয়া অনায়াসে বৃক্ষের নাম করিয়া দেয়। অন্ধগণ সঙ্গীত বিদ্যায় অতি সহজেই পারদর্শীতা লাভ করে।

২। জিহ্বা।—জিহ্বা দ্বারা যে কেবল রস জ্ঞান জন্মে, তাহা নহে। উহাকে রসনা ও বাগীন্দ্রিয় বলে। বাক্য কথন বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। বাক্য কথন বিষয়ে ওষ্ঠ, দন্ত, তালু ও কণ্ঠাদি সাহায্য করিলেও, জিহ্বা উহাদিগের নেতা বলিলেও অধিক বলা হয় না; কেননা, দন্ত, তালু ও কণ্ঠাদি থাকিয়াও যদি জিহ্বা না থাকে, তাহা হইলে কোন বর্ণেরই উচ্চারণ হয় না, এই জন্যই জিহ্বাকে বাগীন্দ্রিয় নামে অভিহিত করা যায়। অতএব জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় ও বাগীন্দ্রিয়। তবে পশুরা কথা কহিতে পারে না কেন? ইহার কারণ,

বাগীন্দ্রিয়ের অসম্পন্নতা। মানবেও অসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা দেখা যায় এবং কোথাও বা আপেক্ষিকতায় তোৎলা প্রভৃতি দেখা যায়।

রসনার অগ্রভাগে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, তদ্দারা রসজ্ঞান জন্মে। ক্রিয়া দ্বারা রসনার স্বাদ গ্রহণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং ক্রমে উহা বংশবাহিতায় গিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ববঙ্গীয় লোক যে পরিমাণ লঙ্কা ব্যবহার করেন, তাহা অন্য দেশীয়ের পক্ষে মারাত্মক ; কিন্তু ব্যবহার করিলে রসনা অনায়াসে সেই বিষজ্বালা সহ্য করে, এবং তথায় তাহার ঔরসে যে সকল সন্তান জন্মে, স্বভাবতঃই তাহাদিগের রসনা তদ্রূপ উপাদানে গঠিত হইয়া যায়।

বস্তুর প্রকৃতি দর্শনে রসের জ্ঞান জন্মে। যে বস্তু যে পরিমাণে সুখদৃশ্য, তাহা প্রায়ই তিক্ত কষায়াদি হয় না। মানবের আহারীয় বস্তুর এই এক সাধারণ বিষয়, তবে কৃত্রিমতায়, উহার ফল অন্যরূপ ত হইবারই কথা।

রসনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাল্পতা ঘটিলে স্বাদের ব্যত্যয় হইয়া থাকে। তোৎলা, বোবা প্রভৃতির স্বাদ জ্ঞান অতি সামান্য। ধাতু বিশেষেও স্বাদের ব্যত্যয় হইতে দেখা যায়। যাহার শরীরে কফাধিক্য ঘটে, তাহার, মিষ্টাদি রসগ্রহণ শক্তির হ্রাস দেখা যায়।

রসনার উৎকর্ষতা নানা রস গ্রহণে। আমরা যাহা অখাদ্য বলিয়া ত্যাগ করি, ইতর লোকেরা তাহা রুচীপূর্ব্বক আহার করে। যে শুষ্ক মৎস্যের ঘ্রাণে ন্যক্কার উঠে, ইতরলোকে তাহা অতি উপাদেয় বলিয়া ভোজন করতঃ বিশেষ তৃপ্তিবোধ করে। উৎকৃষ্ট রসের স্বাদ গ্রহণে অভাবই তাহার কারণ। আমরা যাহা রুচীকর ও সুখাদ্য বলিয়া গ্রহণ করি, লোক বিশেষ তাহা আবার দারুণ অরুচীকর বলিয়া জ্ঞান করে। আমাদিগের একটি ভৃত্যকে মিশ্রি সরবৎ পান করিতে দিলে

সে উহা দারুণ অনিচ্ছাসত্বে পান করিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিল। পরে গুড়ের সরবৎ সে অতি আনন্দে পান করিল।

যে জাতি যেরূপ সম্পন্নরসনা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের পাকবিদ্যাও তত সম্পন্ন। কেননা, সম্পন্নরসনা, কখনই অখাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং রন্ধন বিদ্যা তাহাদিগের রুচীর ভিত্তিতে গঠিত ও ক্রমশঃ তদনুকূলতা লাভ করে। আবার ঐ পাকবিদ্যা যখন শারীরবিদ্যার সহকারিতা করে, তখন ইহা যথার্থ সম্পন্নতা লাভ করে। নদীয়া, ২৪ পরগাণা, হুগলী প্রভৃতি জেলা রন্ধনবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। উহাদিগের রন্ধন প্রণালী শারীরবিদ্যার অনুকূল বলিয়াই ঐকথা বলা গেল।

জিহ্বা অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা ভিন্ন স্বকীয়মহিমা বিস্তার করিতে পারে না! কোনও বিকট অরুচীকর দ্রব্য গ্রহণ কালে নাসিকারুদ্ধ করিলে কোন স্বাদই বোধ হয় না। এমন কি সর্দ্দি প্রভৃতিতে নাসাপথ রুদ্ধ হইলে কোনও বস্তুরই সত্যস্বাদ উপলব্ধি হয় না; সেই জন্যই অরুচী বোধ হয়; সুতরাং যাহার নাসিকা অপ্রশস্ত, সমবায়িতা ও সহযোগীতার পরিমাণ গত পার্থক্য নিবন্ধন, তাহার স্বাদগ্রহণ ক্ষমতাও সেই পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। যাহারা ঘ্রাণ গ্রহণে অসমর্থ, স্বাদ গ্রহণেও তাহাদের সেই পরিমাণ বঞ্চিৎ হইতে দেখা যায়।

শ্রবণ-বিষয়ে যাহারা বঞ্চিৎ, বাগীন্দ্রিয় তাহাদিগের তদ্রূপ অসম্পূর্ণ এবং তজ্জন্য স্বাদগ্রহণ বিষয়েও তাহার সেই পরিমাণে বঞ্চিৎ। অনেকস্থলে রোগবিশেষে যাহাদিগের শ্রবণ শক্তি হীন হইয়া যায়, স্বাদগ্রহণ শক্তিও তুল্য পরিমাণে তাহাদিগের হ্রাস হইতে দেখা যায়।

নিরন্তর এক কি দুই প্রকার রসের স্বাদ গ্রহণ করিলে অন্য রসগ্রহিতা শক্তি হীন হইয়া যায়। এই জন্য ঋতুবিশেষে যে

বিশেষ বিশেষ রস গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, রসনাকে যথাবস্থায় রাখিবার জন্য তদনুসরণ একান্ত আবশ্যক। ইহাতে পাকস্থলীও যথাবস্থায় থাকে। অজ্ঞাত-পূর্ব্ব স্বাদ গ্রহণে স্বাদেরই যে ব্যত্যয় হয়, তাহা নহে; ইহাতে পাকস্থলীও পীড়িত হইয়া থাকে।

জিহ্বার নিম্নে যে দুই দিকে দুইখানি পাৎলা চর্ম্ম আছে, তাহা হইতে লালা নিঃসৃত হয়। ঐ লালা পরিপাচন ও বাক্য কথনে সাহায্য করে। অধিক লালা কিন্তু বাক্যকথন ও স্বাদ গ্রহণের অন্তরায় উপস্থিত করে।

দীর্ঘ ও খর্ব্ব জিহ্বা, উভয়ই বাক্যকথনে অন্তরায় ঘটায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহার স্বাদগ্রহণ শক্তি যত অধিক, তাহার বাক্য তত পরিষ্কার এবং স্বরও সেই পরিমাণে মিষ্ট! যাহাদিগের স্বর মিষ্ট, স্বাদ গ্রহণে তাহারাই শ্রেষ্ঠ পারাগতা প্রদর্শন করে।

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা রসের উপলব্ধি হয়, তাহারই নাম, রসনা। যাহা রসশূন্য, মুখরস যদি তাহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার রস উপলব্ধি হয়। নতুবা যে বস্তু রসশূন্য, যাহা মুখামৃতে দ্রবীভূত হয় না, রসনা তাহার রসগ্রহণেও পারগ হয় না। দ্রব্যের যে স্বাদসত্বা, তাহা সেই দ্রব্যের রসেই নিহিত থাকে। দ্রব্য হইতে রস নিষ্কাশিত কর, তৎক্ষণাৎ উহা স্বাদহীন হইয়া যাইবে। আবার এমন বস্তুও আছে, যাহার রস থাকিলেও কোন স্বাদের উপলব্ধি হয় না। ইহাতে রসের অভাব না ঘটিলেও, রসের যে তিক্ত মিষ্টাদি অবস্থা, তাহা তাহাতে ঘটে নাই। এইজন্য বিবিধ বায়ব্য তরল পদার্থে স্বাদহীনতা অনুভূত হয়। আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাদ বস্তু ক্রমে ক্রমে বস্তুতে যেমন সঞ্চার হয়, তেমনি বস্তুর ধ্বংসে স্বাদবস্তু বায়ুতে এরূপ ভাবে মিশিয়া যায়, যাহা মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অতীতে গিয়া পড়ে। ঐ বায়ু হইতে যে সব প্রক্রিয়া যোগে জলীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়, অংশতঃ তাহাতে

স্বাদসত্বার অস্তিত্ব রহিলেও মানবীয় ইন্দ্রিয় তত সূক্ষ্ম অবস্থায় যাইতে পারে না। এই জন্য স্বাদহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহারা অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না, স্বাদ বিষয়ে তাহারা অনেকাংশে বঞ্চিৎ।

৩। ত্বক।—বাহ্যানুভূতিই ত্বকের প্রধান কার্য্য। অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আপেক্ষিকতায় ত্বকানুভূতি অনেকাংশে সত্যের নিকটবর্ত্তী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ব্যক্তিবিশেষে যে পরিমাণে ভ্রান্তি উৎপন্ন করে, ও দৃষ্টবস্তু বিষয়ে একে অন্যের ভ্রম যে পরিমাণে সমুৎপাদিত হয়, ত্বক দ্বারা অনুভূতি সেরূপ নহে। ত্বক অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ সাহায্য করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের যে স্নায়বিক অনুভূতি, ত্বক সেই স্নায়ু সমূহ আবৃত ও যথাবস্থায় রাখে বলিয়াই, উহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এজন্য ত্বকের কার্য্যকারিতা সকল ইন্দ্রিয়েই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে ত্বক পীড়াদি দ্বারা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা স্পর্শানুভূতি জন্মে না। পারদাদি জাত পীড়ায় চর্ম্মের অমসৃণতা, বাত বা পক্ষাঘাতাদি পীড়ায় ত্বকের স্নায়বিক ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধতা প্রভৃতিতে ত্বকানুভূতির ব্যাঘাত জন্মে।

৪। নাসিকা।—যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর আঘ্রাণ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তাহাকে নাসিকা বলে। ইহার অপর নাম শ্বাসযন্ত্র। ঘ্রাণ গ্রহণ অপেক্ষাও আমরা নাসিকা দ্বারা শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহই সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করি; কিন্তু শ্বাস ব্যতিত ঘ্রাণ জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলিয়াই, নাসিকায় ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি নিহিত হইয়াছে। শ্বাস ও ঘ্রাণ, উভয়েই সমসূত্রে আবদ্ধ বলিয়াই এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই মহান কার্য্য দ্বয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

নাসিকার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু দ্বারা আঘ্রাণ জ্ঞান জন্মে। বস্তুর প্রকৃতিতে যে গন্ধবস্তু সংমিশ্রিত হইয়া বহির্বায়ুর সহিত সংমিলিত হইয়া যায়, উহা পরে জীবের নাসা পথে প্রবিষ্ট

হইয়া নাশারন্ধ্রস্থিত স্নায়ুতে সংযত হইয়া ঘ্রাণ বিষয়ক অনুভূতির বিকাশ করে।

নাসিকার পরিমাণ অনুসারে ঘ্রাণের তারতম্য দেখা যায়। উন্নত হিন্দু অপেক্ষা নিম্ননাস চিপেবা হাটণ্টন্ প্রভৃতি জাতির ঘ্রাণ বিষয়ক অনুভূতি অতি অল্প। তাহারা যে সকল গলিত মাংস রুচী পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, আমাদিগের তাহার গন্ধ আঘ্রাণেই পীড়া উপস্থিত হয়।

ঋতু বিশেষ জাত গন্ধবস্তর আঘ্রাণ লইয়া ঘ্রাণ বিষয়ে যেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে, ঋতুক্ষুণ্ণ দেশে তদ্রূপ হয় না। কেন না, সেই সকল দেশে সকল বস্তর ঘ্রাণের বিকাশ ঘটে না। শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ দেশে গন্ধের বিকাশ অধিক ঘটে। শীত প্রধান দেশে যে বস্ত এক মাসেও অবিকৃত থাকে, আমাদিগের দেশে তাহা দুই দিনেই পচিয়া যায়। যে কুসুম বসন্ত কালে যেরূপ পূর্ণ বিকসিত হয়, শীত প্রধান দেশে তাদৃশ বিকসিত হয় না এবং তদ্রূপ গন্ধও হয় না। যে মৃগনাভির গন্ধ অস্মদ্দেশে যে পরিমাণে স্থায়ী হয়, শীতপ্রধান দেশে তাহার এক চতুর্থাংশ সময়ও থাকে না। কেননা, শীত প্রধান দেশস্থ শিক্তবায়ুতে গন্ধপরমাণু অতি সত্বর সংযত হইয়া যায়। অস্মদ্দেশে গন্ধ পরমাণু অতি সত্বর বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া বহুলোকের দ্বারা যে আঘ্রাত হয়, শুষ্ক বায়ুই তাহার কারণ।

স্বাদ গ্রহণ বিষয়ে যাহারা যে পরিমাণ বঞ্চিৎ, ঘ্রাণ বিষয়েও তাহারা সেই পরিমাণে বঞ্চিৎ হইয়া থাকে।

৫। কর্ণ—শব্দ, বায়ুপথে প্রবাহিত হইয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে। কর্ণের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুময় যে অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে, তাহাতে ঐ শব্দের প্রতিঘাত হইলে শব্দ জ্ঞান জন্মে। দূরস্থ শব্দ বায়ুপ্রবাহে যে পরিমাণে বিস্তৃত হয়, উহা কর্ণপথে সংযত হইতে না পারিয়া সেই পরিমাণে বায়ুতে মিশাইয়া যায়, সুতরাং শব্দজ্ঞান জন্মে না। এই জন্য দূরস্থ শব্দের তাবৎ অংশ,

কোথাও বা অস্পষ্ট শব্দ এবং কোথাও বা কিছুই কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয় না।

অভিজ্ঞতা থাকিলে; শ্রুতস্বর মাত্র দ্বারাই আমরা ঐ শব্দের উৎপাদক, তাহার অবস্থাদি, অনুভব করিতে পারি। অশ্ব ও অশ্ব-শব্দ পূর্ব্বশ্রুত হইলে, অশ্বের শব্দ মাত্র শুনিয়াই অশ্বের অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদিগের অভিজ্ঞতা জন্মে। চক্ষুর সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় না। কেবল কর্ণ বলিয়া নহে, সংসারের তাবৎ বস্তুই অভিজ্ঞতা জানিত। অভিজ্ঞতার অতীত যে বস্তু, তাহার প্রকৃতি জানিতে হইলে তাবৎ ইন্দ্রিয়ই প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয়।

তুলনা দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত নূতন দৃষ্ট বা পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর সহিত নূতন শ্রুত বস্তুর যে নামকরণ প্রবৃত্তি, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এই রূপেই আমরা শ্রেণী নির্দ্দেশ করি। বিষাণ ও বৃষ, ভিন্ন প্রকৃতির জীব হইলেও আমরা বিষাণ দর্শনে উহা এক প্রকার বৃষ বলিয়া তাহার শ্রেণী নির্দ্দেশ করি। ইন্দ্রিয় পথাগত তাবৎ বিষয়েই আমাদিগের এই প্রকার মীমাংসা।

বাগীন্দ্রিয় হীন হইলেই বধিরতা আপনা হইতে আসিয়া থাকে। কর্ণপটহের স্থূলতা, অপরিষ্কৃত কর্ণ প্রভৃতি, শব্দগ্রহিতা শক্তির অন্তরায় উপস্থিত করে। যাহাদিগের মস্তক অপরিষ্কার থাকে, উষ্ণতা ও জড়তা প্রভৃতিতে যাহারা আক্রান্ত, তাহাদিগের শ্রবণশক্তি তাদৃশ প্রবল নহে। দৃষ্টিশক্তির পরিমাণ অনুসারে শ্রবণশক্তির পরিমাণও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুকুরাদির এই জন্যই দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি অধিক।

ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রকৃতির উপদেশ।—বারম্বার বলা যাইতেছে, মানবের ইন্দ্রিয় বিষয়ে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা নাই। প্রতি মানবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং প্রতিমানব স্বকীয় ইন্দ্রিয় ও তদনুভূতিরই অধীন। ইহার অন্যথা করিলেই বিপদ পদে পদে! যে উত্তাপ বা শীত তুমি অনায়াসে ভোগ করিতে পার, অর্থাৎ তাহাতে তোমার

উত্তাপ বা শীত অনুভূত হয় না; আমি সেই উত্তাপ বা শীত যথেষ্ট রূপে অনুভব করি। এক্ষণে তোমার সহিত যদি আমি অনন্য রূপে উত্তাপ বা শীত ভোগ করি, তাহা হইলে তোমার কিছুই হইবে না বটে, কিন্তু আমি উহাতে অবশ্যই পীড়িত হইব। যে ঘ্রাণ তুমি অনুভবই কর না, আমি তাহার আঘ্রাণে দারুণ কষ্ট পাই, অথবা তুমি যথায় সামান্য দুর্গন্ধ অনুভব কর, আমি তথায় বিকট দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া কষ্ট পাই। এরূপ স্থলে আমাদিগের উভয়ের অবস্থানে, হয় ত তুমি কিছু পীড়া অনুভব করিবে না, অথবা অতি সামান্য মাত্র অনুভব করিবে, কিন্তু আমি তাহাতে অবশ্যই পীড়িত হইব। তুমি যে স্বর শ্রবণে মোহিত হও, আমি সেই স্বরে দারুণ বিরক্ত হই, তুমি যাহা দর্শনে মোহিত হও, আমি তাহা দর্শন করিলে আমার চিত্তগতি বিকৃত হইয়া যায়। তুমি যাহা সুখস্পর্শ্য বা সুখাদ্য জ্ঞান কর, আমি তাহাতে কষ্ট অনুভব করি। এই যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত সুখদুঃখ, তাহা তুমি ও আমি তুল্যরূপে অনুভব করি না। এ স্থলে, যথায় চিত্তের অনুভূতিতে পীড়াজননতা অনুমিত হয়, তাহা সর্ব্বদা যে পরিবর্জ্জনীয়, তাহা জানাইবার জন্যই প্রকৃতির এই দুঃখানুভূতি। অতএব যাহা অনেকের অনুভূতিতে কষ্টকর বলিয়া জ্ঞান হইবে, তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে; নতুবা পীড়া নিশ্চয়।

মানব স্বপ্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত। তোমার প্রকৃতি ও আমার প্রকৃতি ত এক নহে; সুতরাং তোমার অনুকরণে সুখলাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে। তবে সদনুকরণ বা সৎবিষয়ে চিত্তের প্রাথমিক যে দুঃখানুভূতি, তাহা প্রকৃতির কার্য্য নহে, উহা নিজের দোষ।

ইন্দ্রিয় ও দেহ সম্বন্ধে কতক গুলি অদ্ভুত ক্রিয়া দেখা যায়। ঐ সকল ক্রিয়ার কোনও ধারাবাহিক হেতু দেখা যায় না। স্বভাবের অঙ্কে নূতনত্ব প্রকটনই উহাদের যেন উদ্দেশ্য।

এক জন্তুর শরীরে অন্য জন্তু সংযোগ (Grafting) অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দির বিখ্যাত চিকিৎসক তেলিয়া কোটিন্স (Taliacotins) লোকের নষ্ট নাসা উদ্ধার করিতে পারিতেন! ঐ ব্যক্তির যে প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বলোনা হলে স্থাপিত আছে, তাহাতে ঐ মূর্ত্তির হস্তে একটি নাসিকা দেখা যায়। বিশপ বটলার তাঁহার পুস্তকে (Hudibras) ঐ নষ্টনাসা উদ্ধারকারীকে অনেক শ্লেষ করিয়াছেন।

বর্লীনের বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক দিফেনব্যাক (Dieffen-back) জীবজন্তুর শরীরের লোম পালকাদি অন্য জীবজন্তুর শরীরে অতি অদ্ভুত রূপে সংযোজিত করিতে পারিতেন।

ডাক্তার হণ্টর (Dr. John Hunter) তাঁহার শোণিত বিষয়ক পুস্তকে ঐ সব জীবজন্তুর কলমের সম্ভবতা প্রমাণ করিয়াছেন। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িক পত্রে (Sceintific American) জানা গিয়াছে যে, ফিল্‌ডেল্‌-ফিয়ার ডাক্তার (Little) আশ্চর্য্য রূপে এক খরগোস্‌ চক্ষু লাগাইয়া এক যুবার নষ্ট চক্ষু আরোগ্য করিয়াছেন। যুবা নাকি বেশ দেখিতে পাইতেছে।

ধর্ম্মস্খলিতা অহল্যা, স্বামী গৌতম কর্ত্তৃক অভিসপ্ত হইয়া পাষাণী হইয়া গিয়াছিল, এ কথা রামায়ণে লেখে; কিন্তু অধুনা উহা বড় একটা বিশ্বাস হয় না; কিন্তু আর ত অবিশ্বাস চলে না। ডবলিন কৌতুকাগারে একজন পাষাণ মানুষের পাষাণ-দেহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কর্কবাসী ক্লার্ক এক দিন অত্যধিক সুরাপানে মাঠে পড়িয়া থাকে। পর দিন দেখা গেল, তাহার অন্ত্রাদি ব্যতীত তাবৎ অস্থি প্রস্তর হইয়া গিয়াছে। তাহার দুপাটি দাঁত এক হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় সে কয়েক দিনমাত্র জীবিত ছিল। ঐ দাঁতের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর তরল খাদ্য মাত্র দেওয়া হইত।

দীর্ঘ জীবন

জীবন সকলেরই অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি সুখের চরমসীমায় অধিষ্ঠিত, তিনিও জীবনের প্রতি যত যত্নবান্, দিনপাত-অচল ভিকারীও আত্মজীবনে তত যত্নবান; বিবিধ শাস্ত্রার্থ-দর্শী পরমপণ্ডিত জীবনকে যে চক্ষে দর্শন করেন, বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খও সেই চক্ষে দর্শন করে; সংসারে যে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বর সেও জীবনের মায়ায় যেমন আবদ্ধ, রোগশোকসন্তপ্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ মায়ায় আবদ্ধ; যে মুখে জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া বক্তৃতা করে, সেও জীবনের প্রতি যে পরিমাণে বিশ্বাস করে, মৃত্যুভয়-ভীত ব্যক্তিও জীবনকে তদ্রূপ বিশ্বাস করে। এ সংসারে মরিতে কে চাহে! তাই লোকে পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য কতই না ব্যাকুল হয়। আজ না মরিয়া কাল মরিতে পারিলে, লোকে যেন হাতে স্বর্গ পায়। একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "যদি ঈশ্বর একহাতে স্বর্গ ও অপর হস্তে মর্ত্ত লইয়া আমাকে তাহার একটি প্রার্থনা করিতে বলেন, আমি আনন্দে স্বর্গের পরিবর্ত্তে মর্ত্তের প্রার্থনা করি।" ইহাতে বুঝা যায়, লোকে সংসারের উপর ও সংসারভোগী জীবনের উপর কতই না মায়াবী।

জীবনের স্থায়ীত্ব কালকে লোকে পরমায়ু বলে। পরমায়ু সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন। কেহ বলেন, "বিধাতা জীবের ললাটে যে যে ভোগ ও যে যে বয়স্ লিখিয়া দেন, জীব তাহাই ভোগ করে!" তাহা বলেন"তাহা তাই বটে; কিন্তু সংসারে কার্য্য সাধন হেতু আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পরমায়ু থাকিতে লোক মরে না।" কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন "তাহা নহে। এই যে জাহাজডুবী হইয়া এত লোক মরিল, এদের সকলেরই কি

এক দিনে পরমায়ু ফুরাইয়াছিল ?” প্রমাণকারী বিচক্ষণতার সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন “হাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি আছে ?” ইত্যাদি। আবার বলি, কার্য্যের অনুষ্ঠান বিশেষেও আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু জীবন কালের নামই পরমায়ু।

মানব চিরজীবি নহে, মৃত্যুরও অবধারিত কাল নাই। অতএব মানব সেই অনবধারিত কাল পর্য্যন্ত অবশ্য বাঁচিতে পারে। সাধারণ হিসাবে গড় পড়তায় মানব আপনা আপনিই একটা পরমায়ু কাল ধরিয়া লইয়াছে। উহা একশত কুড়ি বৎসর, তাহাই কি সকলে বাঁচে ? কথা আছে, লোকে পিতার পরমায়ু পায় না। এই সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে, ঐ বিষয়ে ইংরাজ মহলের মত কি, দেখা যাউক।

দেকার্ত্ত বলেন (Southy's Doctor vol. vi, P. 2, The conversation of sir Kenelm Digby with Descartes) “মানব চিরজীবি হইতে পারে না, তবে চেষ্টা করিলে সে তাহার পিতার বয়স প্রাপ্ত হইতে পারে।” দেকার্ত্তের এই মত দিগবী যখন তাহার বন্ধুকে (St. Evremond) লিখিলেন, তখন তদুত্তর পাইলেন “দেকার্ত্তের এই মত বহুপূর্ব্ব হইতে ছিল ও হলাণ্ডের আমার তাবৎ বন্ধুই জ্ঞাত আছেন।” দেকার্ত্ত এই বিষয়ের অনুসন্ধানে বিস্তর সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যই এই। তিনি তাঁহার গ্রন্থ বিশেষে (Discoures de la mithode, vol 1 ωveres de Descarts Cousin's Edition) বলিয়াছেন, “চিকিৎসা বিদ্যায় এমন কোনও উপায় নাই, যদ্দ্বারা এমন একটি বিশেষ বিধি সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোক দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়।” অন্য স্থলে (In his correspondence, vol, IX. P. 341) “চিকিৎসা শাস্ত্র এখন আমার প্রধান শিক্ষার বিষয়। আমি দেখিতেছি, এখনও এ শাস্ত্রের অধিকাংশই লোকের অজ্ঞাত রহিয়াছে।” তাঁহার

জীব বিষয়ক প্রবন্ধেও (Treatise on Animals) ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যত্র পত্র বিশেষে তাঁহার মৃত্যুর চারি বৎসর (Letter to Mr. Chanut. 1646) পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "আমি বহুকাল ধরিয়া দীর্ঘজীবন লাভের উপায়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি। কোনও ফললাভ ঘটে নাই। এক্ষণে আমি এই স্থির করিয়াছি যে, চিরজীবি বা দীর্ঘজীবি হইবার কারণ অনুসন্ধান অপেক্ষা, মৃত্যুকে ভয় না করায় অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা।" এই জন্যে অন্য একজন পণ্ডিত (Heckle) বলিয়াছেন, "এ কথা সত্য, কিন্তু পক্ষী বিশেষের রবে (Cocyx, vide Dr Bennitt's Gathering of a Naturalist in Australasia) যে মানব জাতি মরিবার ভয়ে কাতর হয়, তথায় মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা কতদূর সম্ভব, তাহা জানাই যায়।"

এ কথা বাস্তবিকই সত্য। মৃত্যুর সত্যপ্রকৃতি জানিতে না পারিলে মৃত্যুভয় দূর হইবার নহে।

দাশনিক লর্ড লীটন প্রণীত গ্রন্থাবলী আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। মনোবিজ্ঞান ও অতিমানুষীতত্ব তিনি উপন্যাসের পথ দিয়া লোকের গোচরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার উপন্যাসাবলী তদ্রূপ ভাবেই রচনা করিয়াছেন ; সুতরাং, তাঁহার উপন্যাস, নামে মাত্র উপন্যাস হইলেও বাস্তবপক্ষে উহা দর্শনশাস্ত্র অভিধাই লাভ করিয়া আসিতেছে। লর্ড লীটনের অত্যাশ্চর্য্য গল্প (Srange Story) নামে এক খানি উপন্যাস আছে। তাহাতে লেখা আছে, দার্ব্বেল ও গ্রেল নামক দুই ব্যক্তি আলেপোর একজন তত্বদর্শীর নিকট যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিতে আইসেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের শত্রুতা হেতু, দর্ব্বেল গ্রেলকে নিহত করিলেও তাহার আত্মা নূতন কলেবর ধারণ করিয়া মারগ্রেভ নামে অভিহিত হয় এবং পরিণামে সেই ব্যক্তি আবার দর্ব্বেলকে হত্যা করে। ঐ মারগ্রেভ ঔষধ বিশেষ দ্বারা স্বীয় জীবন অতি আশ্চর্য্যভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। বস্তুগত্যা মারগ্রেভ স্বয়ং

গ্রেলের মানস পুত্র। আয়েসা নাম্নী এক রমণী মারগ্রেভকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করে। দর্ব্বেল যখন মারগ্রেভকে নিধন করিবার জন্য তাহার অনুবর্ত্তী হয়, তখন ঐ কৃষ্ণরমণী ভেষজ দ্বারা অতি অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মারগ্রেভের ক্ষয়িত পরমায়ু পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

হাগার্ড এইরূপ ক্রিয়া বিশ্বাস করিতেন বলিয়া,তিনিও তাঁহার "তিনি" (She) নামক উপন্যাসে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের আর্য্য-ঋষিরাও যোগবলে পরমায়ুকে বহুকাল বাঁধিয়া রাখিতেন, ইহা শুনা যায়, এবং ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতির পরিচয়ে কিছু কিছু দেখাও যায়।

মৃত্যু সম্বন্ধে মস্তত্ত্ববিস্ত্ববক (Phrenology) কি বলে, তাহাও একবার দেখা চাই। জর্জ্জ কুম্ব তাঁহার মানব-প্রকৃতিতে (Constitution of man) বলিতেছেন, "মৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কেহ উহা দৈব, কেহবা পাপের ফল, কেহবা ঈশ্বরের নিগ্রহ, এইরূপ নানা মত প্রচার করে, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, অকালমৃত্যু যাহা, তাহা যে ঐশিক বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তবে বার্দ্ধক্য মৃত্যু ঈশ্বরের বিধান। কেন? তাহার উত্তর, (১) স্ত্রীসংসর্গ ইচ্ছা ও অপত্যস্নেহ মানবের একটি আজীবন স্থায়ী বৃত্তি। যে জন্তুর এ বৃত্তির স্থায়িত্ব আজীবন নহে, তাহারা যৌবন পাইলেই পিতামাতার সংস্রব ত্যাগ করে। পিতা মাতাও তাহাদিগের কোনও সংবাদ রাখে না। মানব যদি চির-জীবি হয়, তবে সকলের ঐ বৃত্তি পরিপূর্ণ হইবার অভাব হয়। কালে লোকে সংসার পূর্ণ হয়। লোক থাকিবে কোথায়? বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণ হইবার ক্ষেত্র নাই, ঈশ্বরের ত দূরের কথা; অতি অজ্ঞলোক প্রবর্ত্তিত বিধানেও এমন ভ্রম থাকে না। আবার বাল্যযৌবনাদি ত যথানিয়মে চলিতেছে, তবে লোকে

চীরজীবি হইবে কোন বয়সে ? বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, ইহার যে কোনও অবস্থাতেই চীরজীবিত্ব যদি আরোপিত হয়, তবে অন্য দুই অবস্থা ভোগ তাহার ঘটে না, সুতরাং সেই অসম্পূর্ণ জীব সংসারের কাজে আসিল না। আবার যদি বার্দ্ধক্যেই চিরজীবত্ব আরোপিত হয়, তবে সংসারে কার্য্যক্ষম লোকের অভাব হইবে। এমন অসম্পূর্ণ ক্ষতিজনক বিধানের উদ্দেশ্য কি ?

(২) জগৎ নিয়ত উন্নতিশীল। মানবকে বাল্যাদি অবস্থা লইয়া উন্নতিপথে যাইতেই হইবে। তাহা না হইলে শারীরবিধির কিছুই থাকে না ; সুতরাং শরীর থাকে না।

(৩) পিতা হইতে পুত্রে গুণের আগমন যদি সত্য হয়, (সত্য না হইবেই বা কেন, যখন উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে দাঁড়াইতেছে) তবে বৃদ্ধ পিতার সন্তানে সংসার অবসন্ন হইয়া যাইবে। অথবা বৃদ্ধের, সন্তান উৎপাদনের শক্তিই হয় ত থাকিবে না।"

প্রকৃতির খেলা

এ পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে কে বাধিতে পারিয়াছে? মানব কি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারে? মানব যখন কোনও একটা বাঁধা বাঁধি নিয়মে প্রকৃতির কোনও অংশকে বাঁধিতে যায়; প্রকৃতি তখনি রহস্যের হাসি হাসিয়া তাহার একটা বিপরীত উদাহরণ দিয়া মানবের সকল ভরসা মাটি করিয়া দেয়। এই কথাটি একটু ভাল করিয়া বলিবার অভিপ্রায়ে, নানাগ্রন্থ হইতে গোটাকত উদাহরণ তুলিয়া পাঠককে আজ উপহার দিব।

১। জর্ম্মাণ রাজ্যের অন্তর্গত হানোভার নামক স্থানের বনে, একটি ১৫ বৎসরের বন-বালক পাওয়া যায়। সে কথা কহিতেও পারিত না; পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে, গাছে গাছে বেড়ায়, কাঁচা মাংস আহার, তাহার অভ্যাস ছিল। ইংলণ্ড-রাজ প্রথম জর্জ্জ তখন হানোভারে বাস করিতেছিলেন। তিনি উহাকে দেশে আনিয়া কাপড় পরাইতে, কথা কহাইতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হয়েন নাই। উক্ত বন-মানব ৭৩ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করে।

২। বিধাতার ভুল যে, মানুষকে উড়িবার জন্য পাখা দেন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানগর্ব্বীরা তাহার কলম রদ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। (ক) বিলিয়ম অপ নরমণ্ডির আক্রমণ কালে, এলমর নামক একব্যক্তি উড়িবার চেষ্টা করিয়া পাখায় বাতাস না বাধায় পড়িয়া মরে। (Milton's History of great Britain). (খ) তুর্ক সুলতান ক্লিসাস্লান ও গ্রীক সম্রাট এম্যানুয়েল, উভয়ে কনস্তান্তিনোপলে সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, একজন তুর্ক উড়িতে চাহিল। বায়ুধারণের জন্য সে যে গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া-

ছিল, বেচারা যথাসময়ে উড়িতে গিয়া তাহার ভারেই উচ্চচূড় গৃহ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। (Knolles's general History of Turks). (গ) শ্যামরাজ্যে একজন ফরাসী দূত আসিয়াছিল, তাহার বিনোদনার্থ একব্যক্তি বারুদপূর্ণ এক পিপের উপর বসিয়া তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দেয় এবং অনেক দূর ঊর্দ্ধে উঠে। * (ঘ) প্রবাদ আছে, জন বাপ্তিস্ত নামক এক ব্যক্তি পাখা দ্বারা শূন্যমার্গের কিয়দ্দূর উঠিয়া ছিল; কিন্তু তাহার সে প্রণালী নিরাপদ না হওয়ায় গ্রাহ্য হয় না। (ঙ) মরে (Murry) নামক এক ব্যক্তি ছাতার সাহায্যে ত্রিতল বড় বড় মনুমেণ্ট হইতে নামিতে পারিত; কিন্তু তাঁহার ছাতার গুণ অপেক্ষা সাহসের গুণই অধিক। (চ) ১৮০৯ খৃঃ বিয়েনা-বাসী ভেগান নামক এক ব্যক্তি এক নূতন পাখার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার দ্বারা নাকি কিছু কিছু উঠিতেও পারা যাইত, এখনও এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিশিষ্ট চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্যতা কতদূরে, কে জানে?

৩। জর্ম্মানির অন্তর্গত ক্লিভ রাজ্যে ইভফ্লেগন (Eve Flegan) নাম্নী এক যুবতী ছিলেন। তিনি কুসুমের ঘ্রাণ মাত্র লইয়া বহুদিন জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে বারম্বার পরীক্ষা করাও হইয়াছিল। অনেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে এই জন্য বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। এই রমণীর সমাধী স্তম্ভে লিখিত আছে,—

"I was I that pray'd I never might eat more.
'Cause my stef mother grutched me my food;
Whether on flowers I fed as I have store,
Or on a dead that every morning stood;

* An account of a voyage performed by two monks in the state of a French Ambassador to the kingdom of Siam.)

Like honey on my lips, full seventeen year,
This is a truth, if you the truth with hear.

তাঁহার এই অনাহারের কারণ পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভ লিপিতে প্রকাশ পাইতেছে। প্লিনি বলিয়াছিলেন, অস্তোমী (Astwami) জাতি ফুলের আঘ্রাণ লইয়া জীবিত থাকে। দর্ব্বিণের জীবরাজ্য (Animal kingdom) নামক পুস্তকেও ইহার প্রসঙ্গ দেখা যায়।

৪। পারস্যের রাজকীয় উদ্যান-চিকিৎসালয়ে (Royal garden Hospital of Paris) একজন পীড়িত সৈনিক ছিল। তাহার কেশ স্পর্শ করিলে বড় যাতনা পাইত। ডাক্তার তাহার কতকগুলি কেশ অজ্ঞাত সারে কাটিয়া লন, তাহাতে সে অত্যন্ত যান্ত্রণা পাইয়াছিল।

৫। যশোহর জেলায় রায়পুর নামক স্থান। তথাকার কেশবচন্দ্র মজুমদার একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। কেশবচন্দ্র আপন কন্যা শ্রীমতী মানদার সহিত শ্রীমথুরানাথ বসুর বিবাহ দেন। মানদা ১১ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। ঐ বালকের স্বর বিংশ বর্ষীয় যুবার ন্যায়, উত্তমাঙ্গও পরিণত বয়স্কের ন্যায়, এবং যুবাপুরুষের যে যে স্থানে রোম জন্মে, ঐ সদ্যজাত শিশুর সেই সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণ কেশ ছিল। কিছু দিন নিত্য নিত্য রাত্রে একজন নাপিতবধূ শিশুকে কামাইয়া দিত। শেষে শিশু মাতুলালয় রায়পুরে আসিলে, ঐ রহস্যজনক ব্যাপার গোপন রহিল না। লোক জানাজানি হইয়া গেলে, তখন আর কমাইবারও তত গরজ থাকিল না; সুতরাং ৫ বৎসরের শিশুর মুখে বিশ বৎসরের যুবার দাড়ি! কথাটা শুনিতেও রহস্য, ভাবিতেও রহস্য।*

* নদীয়া জেলায় চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের অধীন নেহালপুর গ্রাম নিবাসী বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং ঐ বালককে দেখিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাঁহাকে পত্রলিখিয়াও বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারেন।

প্লাণচেট

—*:০:*—

PLANECHETTE.

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, একজন বিখ্যাত জর্ম্মাণ প্রেত-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত অনুমাণ করেন যে, মানবীয় শক্তির এমন এক পর্য্যায় আছে, যে পর্য্যায় জীবিত কালের মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় সময় সময় উদিত এবং তৎক্ষণাৎ তাহা বিষয় ব্যাপারে ডুবিয়া যায়। ঐ পর্য্যায় উপস্থিত হইলে, মানব তখন ভূত ভবিষ্যতের তাবৎ ঘটনা মালা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্টবৎ দর্শন করিয়া থাকে। তখন দূরের জিনিসও অতি নিকট বলিয়া তাহার বোধ হয়। এই অবস্থা যখন সর্ব্বদা ঘটে না, তখন অবশ্যই ঐ ঘটনা সর্ব্বদা না ঘটিবার কোনও কারণ আছে। মানুষ সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন, দিবা-রাত্রি উদরান্নের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বিব্রত; মানুষ যেন ঘোর কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিবার অবকাশও তাহার নাই। মানবীয় আত্মা সেই পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মরূপী ভগবানের সম্মুখে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই বর্ত্তমানের ন্যায়, সুতরাং জীবাত্মার নিকটেও ভূত ভবিষ্যৎ সেই হিসাবে বর্ত্তমানবৎ পরিদৃষ্ট। তবে তাহা কাজে পাই না কেন? সে শক্তি যদি আমার থাকে, তবে গত কল্যকার ঘটনা আজ মনেও করিতে পারি না কেন? আগমীতে যে মহাবিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা দূরদর্শনে জানিতে পারি না কেন? বিষয়ব্যাপারে সর্ব্বদা বিব্রত আছি বলিয়া, সে সকল শক্তি ঐ সকল মায়াবিকারের হেতু,—থাকিয়াও না থাকার

মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহাও ত নিশ্চয় যে, যদি ঐ মলিনতা নষ্ট করিতে পারা যায়, যদি বিষয় ব্যাপারের গোলযোগ হইতে চিত্তকে ক্ষণকালের জন্য ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ শক্তি কেন আসিবে না? এই চিন্তা হইতে ঐ জর্ম্মাণ পণ্ডিত এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যদ্দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করা যায়। এখানে যদিও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে পাশ্চাত্য প্রদেশে এই তত্ত্বের প্রধান ও প্রথম উদ্ভাবন কর্ত্তা, তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

ইহার ন্যূনাধিক ৩৫ বৎসর পরে, আমেরিকা ও ফ্রান্স, একত্র যোগে এই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন এবং অক্লান্ত শ্রম ও অশেষ পরীক্ষার পর কৃতকার্য্য হন। ঐ কৃতকার্য্যতার ফল প্লানচেট্ বা শক্তিবিকাশ। *

এই যন্ত্রের আকার পানের ন্যায়। একখানি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিকি ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট তক্তা দ্বারা সুকৌশলে নির্ম্মিত। তক্তার এক দিকে একটি শিসক পেন্‌শীল সংলগ্ন থাকে, অপর দুই দিকে বোতামের ন্যায় দুই খানি হাড়ের চাকা এমন কৌশলের সহিত সংলগ্ন যে, ঐ যন্ত্র যে দিকে ইচ্ছা, অনায়াসে ঘুরিতে পারে।

দুই জন হইতে পাঁচ জন পর্য্যন্ত লোক এই যন্ত্রের উপর অতি সন্তর্পণে হস্ত রাখিয়া বসিয়া, কোনও মৃত মহাত্মার জীবন চরিত মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিবে। এইরূপ কিয়ৎকাল নিরবে অবস্থান করিতেই, ঐ যন্ত্র ইতঃস্তত চলিয়া বেড়াইবে, এবং যন্ত্রের নীচে যে এক খানি কাগজ পাতা আছে, তাহাতে দাগ পড়িতে থাকিবে।

* তন্ত্রশাস্ত্রে নানাবিধ যন্ত্রাদির যে আদেশ আছে, তাহাও এই প্রকার ত্রিবৃত্ত, ত্রিকোণ, চতুরস্র প্রভৃতি যন্ত্রাদির যে এক এক বিধান আছে, এবং তাহার ফলাদির যে আদেশ আছে, তাহা যদি বিশ্বাস হয়, তবে এই পর্ণাকার যন্ত্রই বা অবিশ্বাসের কিসে?

প্রথম প্রথম প্রায়ই অনবরত যন্ত্র ঘুরিতে থাকে। সে বেগ নিতান্ত সাধারণ নহে। ঘুরিতে ঘুরিতে স্থির হইলে, কোনও এক ব্যক্তি কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিবে। প্রথমতঃ ঐ প্রশ্ন যত সংক্ষেপে হইতে পারে, ততই ভাল। যেমন "আপনি কি আসিয়াছেন?" ইহার উত্তর অনায়াসে হইবে, "হাঁ।" ক্রমে বারম্বার এই যন্ত্র ধরিতে ধরিতে তুই এক ব্যক্তির ভাগ্যবশতঃ এমন শক্তি জন্মিবে যে, যন্ত্র ধরিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রেতাবেশ ঘটিবে, এবং অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রশ্নের উত্তর সকল লিখিতে থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকৃতি ও অবস্থাদি ক্রমে চক্রে উপবেশন করিবার যে নিয়ম প্রেততত্ত্ব অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ইহাতেও সেই নিয়ম অবলম্বন করিবে; অর্থাৎ একজন স্ত্রী একজন পুরুষ, একজন গৌর একজন কৃষ্ণবর্ণ, একজন স্থূল একজন কৃশ, ইত্যাদি ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিবে।

একটি ভ্রান্তি।—অনেক মূর্খ প্লানচেট শব্দের অর্থ করে "বঞ্চনার উপায়" (Plan to Cheat)। উহাদের ভাষায় কি চমৎকার দখল, তাহা এই শব্দার্থ গ্রহণেই বুঝা যায়। প্লানচেটের বানান (Plan Chette) অনুসারে এবং বর্ণবিন্যাস অনুসারে কোন্ ধাতু (Root) হইতে ঐ অতি চমৎকার শব্দ উৎপন্ন, তাহা জানিতে বাসনা। *

* Planchy অর্থাৎ বিস্তৃত কাষ্ঠ খণ্ড। এই হইল আসল কথা। ঐ Planchy শব্দে ette ফরাসী শব্দ যোগে অর্থ হয়, শক্তিবিশিষ্ট বিস্তৃত কাষ্ঠ যন্ত্র। এই হইল মুখ্যার্থ, গৌণার্থ যে বিস্তৃতকাষ্ঠখণ্ডে শক্তির আরোপে পরমাত্মাতত্ত্ব জানা যায়।

প্রথম প্রয়োগ

বৈদেশীক ঘটনা

১। ডাক্তার সামুয়েল ও জন লুবিয়ার + প্লানচেট ধরিয়া যে ফল পান, তাহা এই প্রকার।

প্র।—আপনার নাম কি ?

উ।—এডয়োয়ার্ড।

প্র।—নিবাস কোথা ছিল ?

উ।—নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌। লণ্ডনের হাইড পার্কে আমি টাইমস্‌ পত্র নিত্য নিত্য বিক্রয় করিতাম। অপনারা কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? ডাক্তার যে দিন আর্ল কিংসের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক পান, এবং যে দিনকার টাইম্‌সে উহা প্রকাশ হয়, সেদিন আপনি আমাকে একটা সিলিং পুরস্কার দিয়াছিলেন, মনে হয় ?

২। বেডফোর্ড পল্লিতে এক প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানের সভা আছে। ঐ সভায় ৪।৫ জন অতি অদ্ভূত অদ্ভূত মিডিয়ম ছিলেন। তাঁহারা প্লাঞ্চেট্‌ ধরিলেই তৎক্ষণাৎ চলিত এবং উত্তর দিত। একদিন একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ ত্রিকোণমিতির এক অতি কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাইয়া চমৎকৃত হন।

৪। রয়েল ষ্ট্রীটে জন মর্লে ‡ একদিন কৌতূহলী হইয়া ঐ সভাকে নিমন্ত্রীত করেন। কৌতুক দেখিবার জন্য ও দেখাইবার জন্য তিনি বহু সখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তির নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। ঐ সভায় যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অতি বিস্ময় জনক। তাহার বিবরণ অধিক আর উদ্ধৃতই বা করিব কি ?

+ ডাক্তার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদস্থ এবং পাদ্রীটি জেনারেল এসম্ব্রিজ দলের একজন প্রধান।

‡ ইনি একজন প্রধান ধনী ব্যক্তি।

যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঐ যন্ত্র ক্রয় করিয়া পরীক্ষা করিতেও পারেন।

দেশীয় সংবাদ

মৃত্যুর পর মুক্তাত্মা যে কেবল ধর্ম্ম সংস্কারেই আচ্ছন্ন থাকে, তাহা নহে, বিদ্যাদিও অনেক স্থলে আত্মার সহগামী হয়। কালীকৃষ্ণ বাবু বলিতেছেন; "আমার কন্যাকে হারমোনিয়ম শিক্ষা দিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ১৮৭৮ সালে ঐ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিন মাস পরে একদা আমার স্ত্রী ঐ ব্রাহ্মণের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াছিল। ইহার এক বৎসর পরে আমার কন্যা ও আমার কনিষ্ঠ পুত্র প্ল্যানচেট ধরিয়া বসিয়াছিল। আমি ও আমার জ্যেষ্ঠপুত্র তথায় উপস্থিত ছিলাম। প্লান্‌চেট ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ শিক্ষকের নাম লিখিল। আমার কন্যা প্রশ্ন করিল," পণ্ডিত মহাশয়! আপনি কেমন আছেন।" প্ল্যান্‌চেট লিখিল যে "ভাল আছি। ক্ষীর! (আমার কন্যার নাম) দেখ মা! তোমাদের এখানে আসিতে আমার সর্ব্বদা ইচ্ছা করে।"

প্র। আপনি একটা নূতন গান লিখিয়া দিন।" প্ল্যান্‌চেট ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগিণী ও তাল সহ নিম্নলিখিত গানটি লিখিল।

থাক থাক বনমালী আমার মাথা খাও।
ভূজনাতে পায়ে ধরি ফিরে নাহি যাও।
যদি নাহি রবে তুমি, সরমে মরিব আমি,
সকলে বলিব কৃষ্ণ * গোধন চরাও॥

* এইরূপ বানানই ছিল।

বশীভূতকরণ

ENTRANCING.

শুনা যায়, পূর্ব্বকালে কেহ জীবজন্তু স্পর্শ মাত্র করিলেই ঐ জীব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। কথিত আছে, তিব্বতে আজিও এই বিদ্যা, সকলের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একবার দৃষ্টি বা স্পর্শমাত্র জীবজন্তু মোহিত করা যায় যে শক্তির বলে, সে যে অতি অসাধারণ শক্তি, তাহা কেইবা অস্বীকার করিবে।

বিলাতেরও ইহাতে প্রচুর বিশ্বাস। বিখ্যাত উপন্যাস লেখক লর্ড লিটনের গ্রন্থাবলী এবং হাগার্ডের পুস্তকাবলী যাঁহারা মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

এই শক্তি লাভ করিতে হইলে প্রচুর অধ্যবসায় ও যত্ন চেষ্টার আবশ্যক। পূর্ব্বনিয়মে শক্তি সঞ্চয় করিবার পর, পূর্ব্ব শক্তির বৃদ্ধি করিতে হইবে। সাধারণের প্রতি দৃষ্টি দিলে হীন-শক্তি অর্জ্জিত হইতে পারে, অতএব সাধারণ লোকের দিকে চাহিবে না। সন্ধ্যাকালে মুক্তবায়ুতে মাঠে বা ছাদের উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিবে এবং বিশ্বোদর ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি—তাঁহার বিরাট বিভূতি মনে মনে চিন্তা করিবে। এইরূপ বহুদিন অনুশীলন করিয়া, বানরের সহিত দৃষ্টি স্থির করিবে। যখন দেখিবে, বানরের চক্ষে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তুমি অবলীলাক্রমে একঘণ্টাকাল থাকিতে পারিবে, তখনই জানিও, ঐ শক্তি তোমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

শেষ উপদেশ

অনেক কথা বলিয়াছি। হয় ত কত বাজে কথাও বলিয়াছি; অথচ কাজের কথা বলিতে হয় ত ভুল হইয়া গিয়াছে। তাই আমার এই শেষ উপদেশ কয়েকটি পাঠক ভাল করিয়া পড়িবেন, এবং মনে রাখিবেন।

১। তাড়িৎ পরিচালনের পূর্ব্বে তাড়িৎ সংহরণ ক্রিয়া যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিবে।

২। অপরোক্ষ-তাড়িত-ন্যাস বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে ভুলিবে না।

৩। রোগ নিরাময় করিবার জন্য পীড়িতকে মোহিত করিবার পর, নিরুজক-তাড়িত-ন্যাস দিতে ভুলিবে না।

৪। মুগ্ধ অবস্থায় মোহিষ্ণু কি বলিয়াছে বা কি করিয়াছে, তাহা তাহাকে জানিতে দিবে না।

৫। মোহিষ্ণু তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে, তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত করিও না।

৬। যে স্থানে তাড়িতিক ন্যাস পরিচালন করিবে, তথায় শীতল জল, ধৌত রুমাল, প্রভৃতি অগ্রে সঞ্চিত রাখিবে।

৭। যখন কোনও মোহিষ্ণু কোনও বিষয়ের বিবরণ দিতেছে বা বর্ণনা করিতেছে, তখন তাহাকে বাধা দিবে না।

৮। কি ভৌতিক চক্রা, কি তাড়িত চক্র, অবিশ্বাসী, কৌতুকার্থী ও মদ্যপায়ীকে কখনই প্রবেশাধিকার দিবেনা।

৯। আপন অপেক্ষা শক্তিধারীকে মোহিত করিতে বৃথা চেষ্টা করিও না।

১০। মোহিষ্ণু যদি তোমার প্রশ্নের বিপরীত উত্তর দিতে থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মোহভঙ্গ করিয়া দিবে।

১১। বিপদে সর্ব্বদা ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিবে।

১২। কোনও বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র ডাক্তার ডাকিও-না, বরং তাড়িত-পরিচালকের শরণ গ্রহণ করিও।

১৩। যে শক্তি তোমার আছে কি না, এমন সন্দেহ কর; সে শক্তি পরিচালন করিও না।

১৪। মানুষকে মোহিত করিবার পূর্ব্বে কোনও ইতর জন্তুর দ্বারা পরীক্ষা করিও।

১৫। যে তোমার মতের প্রতিদ্বন্দ্বী, যে বিশ্বাসহীন, যে বড় হাস্‌কুটে, তাহাকে মোহিত করিবে না।

১৬। যতক্ষণ কোনও ব্যক্তিকে মুগ্ধ অবস্থায় রাখিবে, ততক্ষণ তোমার ইচ্ছাশক্তি যেন অবিচলিত থাকে। নতুবা কোনও উত্তরই পাইবে না।

১৭। তাড়িৎ সংহরণ-ন্যাস ব্যতীত অন্য উপায়ে মোহি-ষ্ণুকে চেতন করিবে না, বা চৈতন্য সম্পাদন কালে তাড়া তাড়ি করিবে না।

১৮। সর্ব্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবে।

১৯। ধর্ম্মহীন জীবন শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে না। যাহারা নাস্তিক, তাহাদিগের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিবে না।

২০। কৌতুক প্রদর্শন অপেক্ষা রোগনিরাময়েই এই শক্তি অধিকতর প্রয়োগ করিবে।

অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতি

কিরূপে এই শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, তাহার নিয়ম অস্মদ্দেশের কোনও ঐ বিষয়ক সভার * নিয়মাবলী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

১। যে কয়েক ব্যক্তি এই ক্রিয়া অনুশীলন করিবে, তাহারা নিত্য নিত্য সন্ধ্যার পর, ধীর চিত্তে স্থির মনে এই বিষয় আলোচনা করিবে। যখন এই তর্কবিতর্ক দ্বারা এই বিদ্যা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না, তখন একটি নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিবে।

২। ঐ ঘরে কোনও দ্রব্য থাকিবে না।—মধ্যে এক খানি গোল ত্রিপদ টেবিল, এবং তাহার চারিধারে কাটের চেয়ার সাজাইবে।

৩। ঐ ঘরে নিত্য নিত্য গঙ্গাজল ছিটাইবে, এবং ধূপ ধূনা পোড়াইবে।

৪। ঐ ঘরের এক দিকে শীতল জল, রুমাল, আলো জ্বালিবার সরঞ্জাম, বস্ত্রখণ্ড, ছুরি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু সজ্জিত রাখিবে।

৫। গৃহ প্রবেশ কালে সকলেই শুচিভাবে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে।

৬। সভ্যগণ সকলেই সচ্চরিত্র ও পরোপকারী হইবে।

৭। এইরূপ ব্যবস্থার পর, সভ্যগণের মধ্যে যিনি এ বিদ্যা বিষয়ে সমধিক জ্ঞানী, তিনিই আচার্য্য পদে বরিত হইবেন।

৮। এক খানি খাতা বাঁধিয়া তাহাতে নীচের লিখিত নিয়মাবলী লিখিয়া সকলেই তাহাতে সহী করিবেন, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান হইবেন।

---

* L. N. Pur.
The Phreno-Psychical Institute.

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

PHRENO-PSYCHICAL INSTITUTE.
ESTD. 1891—25TH. DEC.

ফ্রেণো-সাইকিক্যাল
ইন্‌ষ্টিটিউট্
প্রতিষ্ঠিত

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯১

নিয়মাবলী

১। নিম্নলিখিত নিয়মাবলী এবং পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে সমস্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইবে; অনুষ্ঠাতৃবর্গকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।

২। তাবৎ মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হইলেও, আপাততঃ সুরা-পান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৩। সম্পাদক ও আচার্য্যের অনুমতি ব্যতীত, কোনও প্রক্রিয়া বা উপদেশ সাধারণ সমীপে প্রকাশ্য নহে।

৪। আচার্য্যের নিকট, হইতে আদেশলিপি না পাওয়া পর্য্যন্ত, গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনও প্রক্রিয়া স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৫। অসত্যবাক্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সভাস্থ হইয়া কেহই মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৬। অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গ ও ব্যাখ্যাশক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

৭। সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবেন, ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৮। অস্বাস্থ্যকর শাকাদি, দুর্গন্ধযুক্ত মৎস্য মাংসাদি, এবং বাসি দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ।

৯। সভার প্রয়োজনের জন্য পুস্তক ও যন্ত্রাদি অনুষ্ঠাতৃগণের সাহায্যে ক্রয় করা হইবে।

১০। বিশেষ কোনও কারণ ব্যতীত সভায় অনুপস্থিত হইলে, প্রতিদিন /০ এক আনা হিসাবে দণ্ড দিতে হইবে।

১১। দণ্ড ও সাহায্যের টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে। সম্পাদক ঐ টাকার এজেণ্ট থাকিবেন।

১২। সভার সমস্ত দ্রব্য সম্পাদকের দায়িত্বে রহিলেও, উহা সভ্যগণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৩। সভ্যগণকে পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

১৪। সভ্যগণের মধ্যে যিনি উপরের লিখিত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে প্রথমবারে ১ এক টাকা এবং দ্বিতীয়-বারে ২ দুই টাকা দণ্ড দিতে হইবে। তৃতীয়বারে সম্পাদক ইচ্ছা করিলে বিশেষ দণ্ড অথবা তাঁহার নাম সভ্যশ্রেণী হইতে কর্ত্তন করিতে পারিবেন।

আচার্য্য। সম্পাদক।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আত্মা অবিনশ্বর, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, আত্মার কিছুই অবিদিত নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। পূর্ব্ব লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে আমরা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলাম।

সভ্যগণের নাম ও ঠিকানা

(স্বহস্তে লিখিবেন)।

নাম সই হইয়া গেলে পর, ক্রিয়া আরম্ভ করিবে। সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টিস্থির করণ। প্রত্যেকে এক এক খানি দর্পণ দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া থাকিবেন। নিত্য

নিত্য কিরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। সভাগৃহে যেন একটি ঘড়ি, থর্ম্মমিটর ও একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র থাকে। ঐ ক্রিয়া ফল যেরূপে লিখিতে হয়, তাহার নমুনা পূর্ব্বোক্ত সভার খাতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৮৯২। ১লা জানুয়ারী

ক্রিয়া আরম্ভ

উৎসব গীত, প্রার্থনা।

১৮৯২। ২রা জানুয়ারী

সভ্যাগণের সমবেত কার্য্য আরম্ভ

আলোচনা

১৮৯৩। ৩রা জানুয়ারী

প্রথম ক্রিয়া—দৃষ্টি স্থিরকরণ।

সভ্য	সময়
	মিনিট—সেকেণ্ড
শ্রী—কা, প্র, চট্টো	৩—৭
শ্রী—ভো, না, ঘোষ	২—৪
শ্রী—অ, চ, সরকার	২—৪৭
শ্রী—ন, চট্টো	১—৩০

চাহিতে চাহিতে দ্বিতীয় সভ্য ঘুমাইয়া পড়ে এবং ৩৫ মিনিট অচেতন থাকে।

সম্পাদক।

১৮৯৩।—৪ঠা জানুয়ারী।

শ্রী—কা, প্র, চট্টো	৩—৪০
শ্রী—অ, চ, সরকার	২—৫৭

শ্রী—ভো, না, ঘোষ ৫—৪
শ্রী—ব, বন্দ্যো ২—৪৭
শ্রী—ন, চট্টো ১—৪২

এই রূপ যত দিন সভ্যগণ অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল স্থির দৃ তে থাকিতে না পারিবেন, ততদিন অন্য কোনও ক্রিয়া ত রম্ভ করিবে না।

১৮৯২।—৪ঠা জুন।

দ্বিতীয় ক্রিয়া——লম্বিত শ্বাস।

শ্রী রা, চ, বসু ১০—১২
শ্রী ব, কু, বন্দ্যো ১২—৩০
শ্রী, কা, প্র, চট্টো ১৫—২
শ্রী, অ, চ, সরকার ১১—৩৭

সম্পাদক।

এই ক্রিয়া টেবিলের উপর পুস্তক রাখিয়া করিতে হইবে।

আর অধিক কি উদ্ধৃত করিব, এইরূপ প্রণালীতে বরাবর ক্রিয়া করিবে ও লিপিবদ্ধ রাখিবে।

প্রেতচক্র

গৃহ, * নিয়মাবলী, পারগতা, ধৈর্য্য, সকলই পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুসারে করিতে হয়। উহার বিবরণও লিপিবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

* ... আলোক জ্যোতিঃ অধিক না থাকে। তবে ইচ্ছামাত্র অধিক দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে, এমন আলো ব্যবহার করিবে। কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিও না।